১ম বর্ষ | আষাঢ়—১৩৩১ | ১ম সংখ্যা

যাত্রী

নবীন পথের যাত্রী মোরা আজ
পথের বাধা ভাঙ্গাই মোদের কাজ
চল্‌তে গিয়ে পথের ভুলে হয়তো ব্যথা উঠ্‌বে দুলে
হয়ত মোরা পাব কত্তই লাজ
পথে তবু চল্‌তে হবে আজ ॥

কি পথ কোথায় শেষ, তা জানা নাই
পেছিয়ে পড়ে থাক্‌ব কেন তাই
সব বিপদের সাগর বেয়ে দৃপ্ত মনে চল্‌ব ধেয়ে
কোন বাধাই মান্‌ব না ত ভাই
পথের শেষ যদিও জানা নাই ॥

যাত্রী মোরা অচিন্ দেশের তরে
এগিয়ে যেতে হবেই সাহস ভরে
দুঃখ জ্বালা সইবে গায়ে ব্যথা বাজে বাজুক পায়ে
ফেরার কথা আজ না মনে পড়ে
যাত্রী মোরা অচিন্ দেশের তরে ॥

অসীম পথের যাত্রী মোরা আজ
কর্ত্তে হবে কর্ত্তে হবে কাজ
সত্যে রেখে লক্ষ্য মোরা চল্‌ব ত্বরা চল্‌ব ত্বরা
ঝঞ্ঝা—আসে, পড়ে পড়ুক বাজ—
অচিন্ পথের যাত্রী মোরা আজ ॥

সমরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব,
১১-২য় ট্রুপ, কলিকাতা।

আমাদের নিবেদন

বয়স্কাউট সম্বন্ধে ইংরাজীতে অনেক বই আছে পত্রিকাও আছে, সুতরাং এ জিনিষটা যাঁরা ইংরাজী জানেন তাঁদের বুঝ্‌তে বিশেষ কষ্ট হয় না। বাংলায় এ রকমের কোন সাময়িক পত্র নেই এমন কি ও সম্বন্ধে কোন ভাল বইও নেই।

এই কারণে বয়স্কাউট সম্বন্ধে দেশের লোকের কোন রকম ধারণা নেই বল্‌লেই চলে। অথচ দেশের এই সময়টাতে বিশেষ করে বয়স্কাউটের দরকার হয়ে পড়েছে। আমরা এই অভাবটা যাতে দূর কর্‌তে পারা যায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে স্কাউটদের একখানা সাময়িক পত্র বাংলায় বের্‌ কর্‌তে চেষ্টা করেছি। এ চেষ্টায় আমরা আশা করি বাংলায় সব সম্প্রদায়ের স্কাউট ভ্রাতাদের সহানুভূতি পাব— এবং শিক্ষিত জনসাধারণের সাহায্য হ'তে বঞ্চিত হব না।

চিত্রকর শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ বসু মহাশয় "যাত্রীর" এই কভারটী এঁকে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমরা এর জন্য চিরকৃতজ্ঞ। বসু মহাশয়ের কলাবিদ্যার পারদর্শিতার সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলাই বাহুল্য। ভগবানের কাছে আমরা তাঁর যশ ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

আমরা যে আপনাদের কাছে "যাত্রী"কে এনে উপস্থিত কর্‌তে পেরেছি সে কেবল আপনাদের পরিচিত সুলেখক শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সাহায্যে ও উৎসাহে। যাত্রীর তিনিই প্রাণ, তাঁরই উপর নির্ভর করে আজ আমরা এ পথে অগ্রসর হয়েছি।

স্কাউটিং জিনিষটা কি—তার উদ্দেশ্যই বা কি সে বিষয় আমরা নিজেরা কিছু বোঝাতে চেষ্টা না করে এর সৃষ্টিকর্ত্তা স্যার রবার্ট বেডেন পাওয়েল কলের গানের বক্তৃতায় সে বিষয় যা বলেছেন তার অনুবাদ স্থানান্তরে ছাপিয়ে দিলাম।

সম্পাদক।

মাসিক খবর

১। **মিঃ এল্‌, আর্‌, ডব্‌লিউ জেকব** ঃ—ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট কাব মাষ্টার মিঃ জেকব গত ৩১শে মে তাঁর স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করেছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের তুলনায় কলিকাতায় যে কাবিং এত শীঘ্র এত উন্নতি লাভ করেছে ও কাব সংখ্যায় এত বেড়ে উঠেছে তা মিঃ জেকবের চেষ্টায় ও কর্ম্মদক্ষতার গুণে একথা বল্‌লে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হবে না। মিঃ জেকব নিজগুণে কাবিংএর উন্নতির দিকে কলিকাতার অন্যান্য কাব-মাষ্টারদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের কাজের উপযুক্ত করেও রেখে গিয়েছেন। আশা করি তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর শিক্ষা কলিকাতার মাষ্টারদের মনে জাগরূক থাক্‌বে এবং তাঁর মতই কাবিংএর প্যাকের আরও উন্নতি বর্দ্ধনে সচেষ্ট থাক্‌বেন।

২। **কলিকাতায় নূতন ট্রুপ**—কলিকাতার দ্বিতীয় স্কাউট সঙ্ঘের পরিচালনী সমিতি তাঁদের এপ্রিল মাসের অধিবেশনে কয়েকটি নতুন স্কাউটদল গঠনের অনুমতি দিয়েছেন। তদনুসারে স্কটিশচার্চ্চ স্কুলে দুইটি নূতন স্কাউটদল—অষ্টদশ ও উনবিংশ সংখ্যক—গঠিত হয়েছে, কলিন্স স্কুলে বিংশ সংখ্যক একটি দলগঠিত হয়েছে, এবং Boys Training Cottage Schoolএর কাবদলকে ষষ্ঠ

OUR CHIEF

SIR ROBERT BADEN-POWELL, BT.,
G.C.V.O., K.C.B., F.R.G.S., L.L.D.

চাঁদিপুর স্কাউট ক্যাম্প

প্রতি বৎসর গুডফ্রাইডের ছুটির সময় ৭।৮ দিনের জন্য, কোন এক স্বাস্থ্যকর জায়গায়, কলিকাতার দ্বিতীয় এসোসিয়েসনের স্কাউটদের ক্যাম্প হয়। স্কাউট ক্যাম্প ব্যাপারটি কি ও তাহাতে কি হয় তাহা নিম্নের বিবরনী পাঠেই বুঝা যাইবে। এ বৎসর (১৯২৪) প্রথমে সুবিধামত স্থান না পাওয়াতে ক্যাম্প না হওয়াই স্থির হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে অনেক স্কাউট ও স্কাউটমাষ্টারেরা ভগ্ন মনোরথ হইয়াছিলেন, কেন না তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই বাৎসরিক স্কাউট ক্যাম্পের জন্য বিশেষ উৎসুক। যাহা হউক পরে যখন খবর আসিল যে বালেশ্বর হইতে ৯ মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে চাঁদিপুরের বাংলা পাওয়া গিয়াছে তখন তাঁহারা মহা আগ্রহে ক্যাম্পে যাইবার জোগাড় করিতে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু খবর অনেক পরে আসাতে এবার অল্প সংখ্যক স্কাউটই ক্যাম্পে গিয়াছিল।

চাঁদিপুর বা চণ্ডীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত; কলিকাতা হইতে প্রায় ১৫৩ মাইল। কলিকাতা হইতে পুরী যাইবার রাস্তায় বালেশ্বর ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। বালেশ্বর হইতে একটী পাকা রাস্তা ধরিয়া ৯ মাইল অতিক্রম করিলে চাঁদিপুরের ইন্‌স্পেক্‌সান বাংলা পাওয়া যায়। এই বাংলাটি বৃহৎ, বালিয়াড়ীর (বালীর ঢিপির) উপর, সমুদ্রের ধারে. একটি পাকা ইমারত। স্কাউটরা এই বাংলাটি লইয়াছিল। ইহা ছাড়া সেখানে আরও চারটি বাংলা আছে; সেগুলি সব খড়ের ছাউনি। চাঁদিপুরে দেখিবার মধ্যে সমুদ্র, সমুদ্রের কিনারা ও বালির পাহাড়। সেখানে একটি শেল টেস্‌টিং ষ্টেশন্ (Shell Testing Station) আছে। সেখানে দমদমায় প্রস্তুত গোলা ঠিক হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা হয়। ২১শে এপ্রিল রাত্রের গাড়ীতেই যাওয়া স্থির হইল। এবারকার স্কাউট ক্যাম্পের প্রধান উদ্‌যোগী মিঃ এন্, এন্, বসু। ইনি বাংলার স্কাউট এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী ও ১১ ও ১২ নং ট্রুপের স্কাউটমাষ্টার। বসু ও আমি কয়েক জন জুনিয়ার সহকারী স্কাউট মাষ্টারের সাহায্যে এবারকার ক্যাম্পের ভার নিলাম। দ্বিতীয় কলিকাতা এসোসিয়েসনের ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনার মিঃ জে, এ, কার্কহাম সাহেব বা অপর কোনও সিনিয়ার স্কাউট মাষ্টার এবারকার কাম্পে যোগ দিতে পারেন নাই। আমারা রাত্রি প্রায় ৮টার সময় হইতে হাওড়া ষ্টেশনে জমা হইতে আরম্ভ হইলাম। ট্রেন ছাড়িবার কথা ১০টা ১০ মিনিটে। যখন আর কোন স্কাউট আসিবার সম্ভাবনা রহিল না তখন "ফল্ ইন্" (fall in) করিয়া তাহাদের সংখ্যা লওয়া হইল। স্কাউট ও অফিসার নিয়া ৩৯জন হইল।

এখন হইতেই স্কাউটদের "ক্যাম্প লাইফ" (camp life) আরম্ভ হইল বলা যাইতে পারে। ইহার পূর্ব্বে হয়ত অনেকে আত্মীয় স্বজন ছাড়া কোথাও যায় নাই বা নিজের আসবাব পত্রের ভার কখন নেয় নাই, তাহাদের আত্মীয় স্বজন তাহাদের জন্য সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন। এমন কি এবারেও দেখা গেল যে অনেকের পিতা, পিতৃব্য বা অপর আত্মীয় তাহাদের সঙ্গে করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে লইয়া আসিয়াছেন ও আপনাপন বালকদের সাবধান হইয়া থাকিবার জন্য উপদেশাদি দিতেছেন, কেহ কেহ বা স্কাউট মাষ্টারদের তাহাদের ছেলে'দের উপর নজর রাখিতে বলিতেছেন। এমন সময়ে "ফল্ ইনের" বাঁশী (fall in whistle) পড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যে দৃশ্য বদলাইয়া গেল। স্কাউটরা আত্মীয় স্বজনদের ছাড়িয়া আপনাপন আসবাব—এক একটি ছোট বোঝা—পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া নির্দ্দিষ্ট

স্থানে দাঁড়াইয়া গেল, ও যেন পরবর্ত্তী আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল! তাহাদের তখনকার প্রফুল্ল সুন্দর মূর্ত্তি স্থির হইয়া সোজা ভাবে দাঁড়ান ও আত্মনির্ভরতা দেখিয়া বোধ হয় তাহাদের আত্মীয় স্বজন কেহ কেহ কিছু আশ্চায্য হইয়াছিলেন। বোধ হয় কেহ কেহ ভাবিতেছিলেন যে তাহাদের "ভেলো" "ভূতো" যাঁহারা পাঁচবার বলিলে তবে নড়ে চড়ে, তিনটি জিনিষ আনতে বলিলে একটী ভুলিয়া আসে, তাহারা স্কাউটমাষ্টারের এক ইঙ্গিতেই কি প্রকারে যে যাহার জিনিষ পত্র লইয়া দাঁড়াইয়া গেল, কোন গোলমাল নাই, "এটা কোথায় ওটা কোথায়" নাই যেন কলে কাজ হইয়া গেল।

পরের আদেশে ১, ২, ৩, ৪—করিয়া স্কাউটদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল। তৃতীয় আদেশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহারা নির্দ্দিষ্ট গাড়িতে গিয়া উঠিল। কুলিরা মাল তুলিতে আসিয়া হতাশ হইয়া দাঁড়াইল! আত্মীয় স্বজন সাহায্য করিতে না পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী পর্য্যন্ত চলিলেন। এই যে স্বচ্ছলভাবে কার্য্য হইয়া গেল ইহার জন্য আশ্চার্য্য হইবার কোনই কারণ নাই কেননা স্কাউটের শিক্ষার নীতি বা সার বাক্য হইতেছে "সকল সময় প্রস্তুত থাকিবে" (Be prepared)। আর স্কাউটরা যে দশটি নিয়ম পালন করিবার জন্য প্রতীক্ষা করে তার মধ্যে একটি হইতেছে 'স্কাউট বিনা ওজরে স্কাউট মাষ্টারের আদেশ পালন করে।" ক্যাম্পে আসিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক স্কাউটকে ক্যাম্পে কি কি জিনিস লইয়া যাইতে হইবে ও তাহা কিরূপভাবে লইবে তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হয়। যাহা হউক স্কাউটরা ত গাড়ীতে উঠিল, গাড়ী ছাড়িবারও সময় হইল কিন্তু আমাদের টিকেট্ কেনা হইয়া উঠিল না। স্কাউটদের কম ভাড়ায় যে টিকেট দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে যে চিঠিপত্র আমাদের কাছে ছিল তাহা বুকিং অফিসের মনোমত না হওয়ায় তাহারা টিকেট্ দিল না কাজেই আমাদের ৪।৫টি যে ভারি মাল ছিল তাহাও লগেজে দেওয়া হইল না। ইংরাজীতে বলে "চেষ্টা থাকিলে পথ আপনিই বেরয়" (Where there is will there is a way). ষ্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন দেখিলেন যে আমরা অতগুলি ছেলেকে গাড়ী থেকে নামাইতে কিছুতেই প্রস্তুত নয় এবং কোনমতে সেই গাড়ীতেই যাইবার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর তখন তিনি সৌজন্য দেখাইয়া বলিলেন, তোমাদের মালপত্র শীঘ্র তোল আর টিকেট সম্বন্ধে আমি বালেশ্বরে টেলিগ্রাম করব। যদিও আমাদের বড় মালগুলি প্রায় ৮।৯ মন ভারি ছিল তথাপি আমরা বড় বড় স্কাউটদের সাহায্যে শীঘ্রই সে মাল গাড়ীজাত করিয়া সকলে গাড়ীতে উঠিলাম। আমাদের জন্যই গাড়ী ছাড়িতে প্রায় ৭।৮ মিনিট বিলম্ব হইল। গাড়ীতে উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শেষ কয়েক মিনিট আমরা মালপত্র উঠান ও টিকেট্ করা নিয়া কিছু চিন্তিত হইয়া ছিলাম কিন্তু গাড়ীতে উঠিতেই মনে আর কোন চিন্তার স্থান রহিল না। সকলে যেন এক আনন্দের রাজ্যে উপস্থিত হইল। কেহবা বিগল (bugle) বাজাইতেছে, কেহবা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সমস্ত ষ্টেশন দেখিবে বলিতেছে, কেহ গান ধরিয়াছে, কেহবা নিজের জিনিসপত্র গুছাইতেছে, কেহবা কল্পনায় চাঁদিপুরের বর্ণনা করিতেছে। আমি সেই নির্ম্মল বালসুলভ হৃদয়ের আনন্দ উৎস, একটি বেঞ্চের একপাশে বসিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম। মনে হইল ইহাদের দলে মিশিয়া আমিও যেন পুনরায় বালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা দুইটি বড় থার্ডক্লাস কম্পার্ট-মেণ্ট পাইয়াছিলাম। তাহাতে সকলের শুইবার স্থান হওয়া অসম্ভব। কিন্তু শুইবার জন্য কেহই ব্যস্ত নয়, সকলেই বসিয়া থাকিতে চায়। আমি জানিতাম উহারা শুইতে যতই অনিচ্ছা প্রকাশ করুক সময় হইলে সকলকেই শুইতে হইবে, নিদ্রার হাত এড়ান বড় শক্ত। শীঘ্র ফলেও তাহাই হইল, এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টার মধ্যে প্রথমে অল্পবয়স্ক ও পরে অধিক বয়স্ক বাল-

সংখ্যক নাম দিয়ে কাব তালিকাভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে।

৩। ওয়েম্‌ব্লিতে সিলোন স্কাউট ঃ—সিলোন হ'তে ১৮ জন স্কাউট আগামী আগষ্ট মাসের ইম্পিরিয়াল জাম্বুরিতে সিলোনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েছে। তারা ত্রিঙ্কোমালির ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনর মেজর্‌ ই, এস্‌, গ্রাহামের তত্ত্বাবধানে থাকবে। ও মিঃ জে, এন্‌, থমাস্‌ তাদের টাকা কড়ির তত্ত্বাবধায়ক নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

৪। ওয়ারেণ্ট ঃ—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্কাউট পরিচালকের ক্ষমতা-পত্র প্রাপ্ত হয়েছেন ঃ—

বিমলচন্দ্র ঘোষ—এসিষ্ট্যাণ্ট স্কাউটমাষ্টার
দ্বিতীয় কালিম্পং ট্রুপ।

জন ষ্টুয়ার্ট হানা—এসিষ্ট্যাণ্ট স্কাউটমাষ্টার
৮ম-১ম কলিকাতা ট্রুপ।

৫। বেলকাপ সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ—বিগত ৩রা মে শনিবার ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ার পুষ্করিণীতে এ বৎসরের বেলকাপ সন্তরণ প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ১২টা টীম প্রতিযোগিতার তালিকায় নাম দিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় অসুস্থতাবশতঃ ৩টি টীম প্রতিযোগিতার যোগদান করতে পারে নি।

প্রথমে নিমজ্জিত উদ্ধারের প্রতিযোগিতা দেখান হয়। এ বিষয়ে সকলেই খুব উচ্চ ধরণের কৌশল প্রদর্শন করেছিল। ৯ম-২য় ও ১ম-১ম এই দু'টা ট্রুপ প্রথম স্থান অধিকার করে। এই প্রতিযোগিতার প্রত্যেক বিষয় এই দু'টা ট্রুপ সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল।

ঝাঁপ দেওয়া ও ডুব সাঁতারের প্রতিযোগিতাও খুব সুন্দর হয়েছিল।

এই প্রতিযোগিতার শেষ অংশ ছিল "রীলে রেস"। দ্বিতীয় স্কাউট সঙ্ঘের নবম সংখ্যক ট্রুপটি খুব সহজেই এ প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিল। সর্ব্বশুদ্ধ প্রতিযোগিতায় ১ম-১ম ও ৯ম-২য় এই দুটি ট্রুপ প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রত্যেকে ৬ মাস করে কাপটি রাখ্‌বার অধিকারী হয়েছে।

৬। এম্পায়ার ডে র‍্যালী ঃ—বিগত ২৪শে মে শনিবার জিরাট ব্রীজের তলায় কলিকাতার স্কাউটেরা এম্পায়ার ডে উৎসব উপলক্ষে সম্মিলিত হয়েছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সমবেত স্কাউটদের নিকট সাম্রাজ্য সম্বন্ধে ও স্কাউট নিয়ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তারপর স্কাউটদের চিড়িয়াখানা দেখ্‌তে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অভিযানের আনন্দ তারা বিশেষ ভাবেই উপভোগ করেছিল।

৭। সম্রাটের জন্মদিন ঃ—বিগত ৩রা জুন আবার স্কাউটগণকে চাঁদপাল ঘাটে সমবেত হ'তে দেখা গিয়েছিল। এবারে সম্রাটের জন্মোৎসব উপলক্ষে আমোদ প্রমোদ কর্‌বার জন্য তারা একটি বড় ষ্টিমারে নদীতে বেরিয়ে পড়ে। ফির্‌বার পথে তারা বোটানিকাল গার্ডেনে যায়। সেখানে খেলাধূলা করে এবং জলযোগ করে সন্ধ্যার পর আবার চাঁদ পাল ঘাটে ফিরে আসে। আমোদ প্রমোদ যথেষ্টই হয়েছিল।

৮। জষ্টিস্‌ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঃ—বিগত ২৬শে মে সোমবার সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে কলিকাতা দ্বিতীয় স্কাউট সঙ্ঘের কয়েকটি স্কাউট হাওড়াতে উপস্থিত হয়। তারা বাহকদের চারধারে লাঠি ধরে একটি চতুষ্কোণ ক'রে ভীড় আটকিয়ে রেখেছিল এবং কেওড়াতলা ঘাট অবধি শবের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। সার আশুতোষের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাঙ্গালী ভোজনের দিনও একদল স্কাউট যথেষ্ট সাহায্য করেছে।
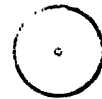
৯। হরিদাস দত্ত ঃ—২য়-২য় কলিকাতা দলের এবং **দাউদ খাঁ ঃ**—৮ম-২য় কলিকাতা সংখ্যক দলের স্কাউট ছিলেন। তাঁদের এখানকার কাজ শেষ হওয়ায় ভগবান তাঁদের উচ্চতর কাজে আহ্বান করেছেন। আমরা তাঁদের পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা কর্‌ছি।

বয়-স্কাউট আন্দোলন

সমবেত মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ :—

বয়-স্কাউট আন্দোলন জিনিষটা যে কি তাই বুঝিয়ে বলবার জন্যে আপনারা আমাকে অনুরোধ করেছেন যে আদর্শটা আজ প্রায় ১৫ লক্ষ বালককে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে তিন মিনিটের বক্তৃতায় তাকে পরিস্ফুট করে তোলাব আদেশ আমার কাছে অসম্ভব আদেশ বলেই মনে হয়। এ আন্দোলনটা প্রথমতঃ বালকের এবং মানুষের ভ্রাতৃত্বকে সেবা-ব্রতের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলবার আন্দোলন, এ হচ্ছে চরিত্র এবং নাগরিক জীবনের একটা ধারা যা ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠে সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। হাটু পর্য্যন্ত অনাবৃত, মাথায় রাখালদের টুপি পরা, হাতে লাঠি একদল বালকের সম্বন্ধে এই কথাগুলো হয়তো আপনাদের কাছে অত্যুক্তি বলেই মনে হবে, কিন্তু আপনারা এ কথাটাও স্মরণ রাখবেন যে সাধারণ পাঠশালার পদ্ধতিতে আপনারা তাদের চরিত্র সুপ্রতিষ্ঠ করে তুলতে পারবেন না—আপনাদের অন্য পথ গ্রহণ করতেই হবে। বালকেরাও আনন্দময় ভ্রাতৃত্বের জীবনটাতেই যোগদান করবার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যকর বাইরের জীবন এবং এগিয়ে চলবার জন্যে সহজ সাধারণ শিক্ষা এই জন্যেই তাদের পক্ষে বিশেষভাবে দরকারী। তাদের নৈতিক চরিত্র আমাদের স্কাউট আইনের স্বায়ত্তশাসন-মূলক পদ্ধতিতে পরিণতি লাভ করে, আর তাদের স্বাভাবিক চরিত্র বিকাশ লাভ করবার সুযোগ পায় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও বিস্ময়কর ব্যাপারগুলির সন্মুখে মুখোমুখীভাবে দাঁড়াবার সুবিধে পেয়ে। মনোবৃত্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে বালকেরা কখনও জড় স্বভাবের নয়—তারা স্বভাবতই কর্ম্মশীল। আমরা তাদের বাক্য-নবাব সেজে বসে থাকবার পরিবর্ত্তে কর্ম্মবীর হয়ে গড়ে উঠবারই সুযোগ দিয়ে থাকি। স্কাউটেরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে যোগ্যতা অর্জ্জন করে না, তারা যোগ্যতা অর্জ্জন করে সমাজের সাহায্য করবার জন্যে, অর্থাৎ ভালো নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবার জন্যেই তারা শিক্ষা পায়। মানুষের জীবন যাত্রাকে সফল করে তুলতে হলে চরিত্রটা সকলের আগে দরকার। ব্যক্তিগত চরিত্র যেমন জাতীয় চরিত্রের উন্নতির জন্যে দরকার হয়, জাতীয় চরিত্রও তেমনি ব্যক্তিগত চরিত্রের জন্য আবশ্যক। সেই জন্য স্কাউট আন্দোলনের দ্বারা যে চরিত্র গঠিত হয়ে ওঠে তা অসামরিক, অসাম্প্রদায়িক, তা রাজনৈতিক বা বর্ণগত স্বার্থের বাইরের জিনিষ এই ভাবে এ আন্দোলন বারো বৎসরের ভেতরেই সমগ্র সভ্য জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। ভ্রাতৃত্বের ভাব এইরূপে ধীরে ধীরে এর ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠছে। কেবল মাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর নয় অন্যান্য বিদেশেও এর ব্যক্তিগত বন্ধনের শক্তি অনুভূত হচ্ছে। লিগ অব নেশনস্ আজ ভবিষ্যতের পাতা হ'তে যুদ্ধ জিনিষটা বাতিল করে দেবার চেষ্টা করছেন, স্কাউট আন্দোলনই হয়তো সেই মনোবৃত্তি এনে দেবে যাতে করে লিগ অব নেশনস্এর এই চেষ্টা সফল হ'য়ে উঠবে। এ আন্দোলন দিনের পর দিন প্রসার লাভ করেছে। আমার চাই এই সেবাব্রতে আরো বেশী সংখ্যায় এমন সব লোক এসে যোগদান করবে যারা ভগবানের জন্যে, দেশের জন্যে এবং বালকদের জন্যে আনন্দের সঙ্গে কর্ত্তব্য ভার মাথায় তুলে নেবে।

যে ব্রত সকলে গ্রহণ করে কাজে সফল করে তুলতে পারে তার জন্যে যে প্রাণপাত পরিশ্রম করা দরকার তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

সার রবার্ট বেডন পাওয়েলের গ্রামফোন বক্তৃতা হইতে শ্রীহেমেন্দ্রলাল কর্ত্তৃক অনুবাদিত

কেরা নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল। তখন যে যেখানে পারিল নানান ভঙ্গিতে কোনরূপে নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিল। এখানেও স্কাউট শিক্ষার আর একটি ফল দেখা গেল; অনেকেই নিজে সরিয়া যার বেশী দরকার তাহাকে জায়গা ছাড়িয়া দিল। বড় বড় ষ্টেশন আসিলেই জন

কতক ছেলে ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে নামিয়া পড়িতে লাগিল কাজেই স্কাউটমাষ্টারদেরও উঠিতে হইল। কাজের মধ্যে দেখা, ছেলেরা যেন অখাদ্য কিছু না কেনে, কারণ ক্ষুধার উদ্রেক অনেকেরই হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, আর যাহাতে তাহারা সময়ে গাড়ীতে উঠে অতগুলি ছেলের ভাল মন্দর ভার লওয়া স্কাউটমাষ্টারদের পক্ষে নিতান্ত লঘু নহে। যদিও ছেলেদের সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভরতা শিখান হয় তথাপি স্কাউটমাষ্টারদের সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়, যেন তাহাদের অমনোযোগিতায় কোন বিপদ না ঘটে।

রেলে যাইতে ১১নং ট্রুপের স্কাউট···স্কাউট প্রতিজ্ঞা "অপরকে সকলসময়ে সাহায্য করিবে" সম্বন্ধে আমাকে বেশ শিক্ষা দিয়াছিল। আমরা পাসেঞ্জার ট্রেণে যাইতেছিলাম। থার্ডক্লাস গাড়ী গুলিতে অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল। আমাদের গাড়ীতে অপর লোক উঠিতে পারিতেছিল না ও অপর গাড়ীর তুলনায় আমাদের গাড়ীতে ভিড় কম ছিল। কোন ষ্টেশনে গাড়ী অল্পক্ষণই দাঁড়াইল। গাড়ী যখন ছাড়িবার সময় হইল একটি লোক একটি মোট লইয়া অন্য কোনও গাড়ীতে উঠিতে না পারিয়া জানালার ভিতর দিয়া মোটটি আমাদের গাড়ীর ভিতর রাখিল ও সে ফুট বোর্ডের উপর উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। স্কাউট—দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। সে দরজা খুলিয়া দিলে সে লোকটি ও তাহার সঙ্গী আর একটি লোক ভিতরে উঠিয়া আসিল। আমি নিকটেই অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় এই ঘটনা উপলব্ধি করিতেছিলাম। লোকটি গাড়ীতে উঠিতেই আমি

কিছু বিরক্তির সহিত স্কাউট—কে বলিলাম "তুমি উহাদের উঠিতে দিলে কেন, রিজার্ভ,বলিলে না কেন।" স্কাউট—বলিল "গাড়ী যে ছেড়ে দিয়েছিল স্যার।" আমি তখন আর কিছু বলিলাম না কিন্তু পরে মনে হইয়াছিল যে আমি পূর্ব্বোক্ত স্কাউট-প্রতিজ্ঞা ভুলিয়াছিলাম ও স্কাউট—আমায় তাহা আবার শিখাইল।

পরদিন বেলা ৯॥৹ টা আন্দাজ গাড়ী বালেশ্বরে পৌছিল। দুই ঘণ্টা লেট হওয়াতে আমাদের বন্দোবস্ত কিছু গোলমাল হইয়া গেল। শীঘ্রই চা প্রস্তুত হইল। সঙ্গেই রুটি, মাখন ও জ্যাম ছিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই স্কাউটদের খাবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। পাঁচখানি গরুর গাড়ী সংগ্রহ করিয়া সকল জিনিষপত্র তাহাতে বোঝাই করা হইল। স্কাউটদের বোঝা গুলি গরুর গাড়ীতে দেওয়া হইল কেননা ৯ মাইল হাঁটিতে হইলে বোঝা ঘাড়ে করিয়া চলা বড় সহজ নয়। সৌভাগ্যক্রমে আমরা একটি মোটর লরী পাইলাম। ইহাতে প্রায় ২০ জন ছেলে যাইতে পারিল। অবশিষ্ট স্কাউট ও স্কাউটমাষ্টাররা হাঁটিয়াই চলিল। আমি ও পেট্রোল লীডার—সাইকেলে বাজারে চলিয়া গেলাম। বাজার ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল। সেখানে তরী তরকারী খরিদ হইল ও দৈনিক রুটি ও মাংস পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইল।

(ক্রমশঃ)

স্কাউটমাষ্টার—দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

স্কাউট নিয়মাবলী

প্রথম নিয়ম

অমিয়,

তোমার পেট্রোল লীডার আমাকে বল্‌ছিল যে এই কদিনেই তুমি টেন্‌ডারফুট টেষ্টগুলি বেশ শিখেছ। শুনে আমি খুসি হয়েছি। এবার তাহলে আমার পালা, কারণ স্কাউট নিয়মাবলী শেখানর ভার স্কাউটমাষ্টারের উপর। Scout Law দশটী তুমি ইংরাজীতে পড়েছ; প্রথমটী হচ্ছে "A Scouts honour is to be trusted," বাঙ্গালায় এর তর্জ্জমা করা হয়েছে—"স্কাউটের আত্মমর্য্যাদা নির্ভর যোগ্য।" আচ্ছা তুমি এর মানে কি বোঝ?

অমিয়—যে স্কাউটকে সকলে বিশ্বাস করবে।

স্কা-মা—বেশ, কিন্তু কেন তা করবে তা বল্‌তে পার? স্কাউট হলেই কি তার এত পরিবর্ত্তন হয় যে তাকে বিশ্বাস করতেই হবে? লোকে তা শুনবে কেন? বল কি বল্‌ছ।

অমিয়—তাকে বিশ্বাস করা উচিৎ কেন তার কারণ এই যে তখন থেকে সে স্কাউট নিয়মগুলি মেনে চল্‌বার চেষ্টা করে আর যে তা করে সে কখন অন্যায় কাজ করতে পারে না, কাজেই সে অপরের বিশ্বাস যোগ্য হয়।

স্কা-মা—সুন্দর বলেছ। তা হ'লে দেখ এই প্রথম নিয়মটী মান্‌তে হলে তোমার আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা এমন হওয়া চাই যাতে অপরের তুমি বিশ্বাসভাজন হতে পার।

এই ত গেল এই নিয়মের একটা ভাবার্থ কিন্তু ওই যে Honour কথাটা রয়েছে তার কি করলে? বাঙ্গালায় বলা হচ্ছে "আত্মমর্য্যাদা" বা আত্মসম্মান। এই Honour বা আত্মসম্মান কথাটা বললে কি মনে হয় বল দেখি? ওর মানে এক কথায় বলা শক্ত, কিন্তু কথাটার সঙ্গে সঙ্গে যেন কত বীরের কথা মনে এনে দেয় নাকি? সেই এক বীর কত পীড়ন সত্বেও

নিজের মান বজায় রাখ্‌বার জন্য অকাতরে প্রাণ দিলেন—আর একজন একটি সামান্য মিথ্যার বিরুদ্ধে কত প্রলোভন স্বত্বেও নিজেকে জয়ী কর্‌লেন। এই রকম আরও কত মনে হয়। রাজপুতদের ইতিহাসে কত এ রকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ও একটা সুন্দর অনুভূতি; কিন্তু ব্যাখ্যা কর্‌তে গেলে ও খারাপ হয়ে যায়। মানুষমাত্রেই ছোট, বড় সকলেরই মধ্যে এই আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আছে। ভাব দেখি মার কাছে কত অভিমান করেছ, আর এখনও ধরনা যদি তোমায় শুধু শুধু কেউ বকে তোমার কি রকম অভিমান হয়। কেন তা হয়? কারণ তাতে তোমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। এই আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানটী থাকা দরকার, এতে লোককে মানুষ করে। আর যার এ জ্ঞানটুকু আছে তার উপর নির্ভর করা যায়।

আরও একটু কথা এর ভিতর আছে—বিশ্বাসে বিশ্বাস জন্মায়। যদি কাউকে কেবল সন্দেহই করা যায় সে কখন বিশ্বাসের যোগ্য হবে না, কিন্তু যে যথার্থ বিশ্বাসের পাত্র নয় তাকেও যদি বিশ্বাস করা যায় তারও চেষ্টা হয় যে সে যাতে বিশ্বাসের যোগ্য হতে পারে। তাকে তাতে উন্নতির পথে সাহায্য করা হয়। সে জন্য আমরা স্কাউটদের বিশ্বাস করি।

ইংরাজী বইতে বা চার্টে সচরাচর এই নিয়মটির এইভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়—If a Scout says "on my honour it is so," that means it is so, just as if he had taken a most solemn oath.

Similarly, if a Scout officer says to a Scout, 'I trust you on your honour to do this' the Scout is bound to carry out the order to the very best of his ability, and to let nothing interfere with his doing so.

আমার কিন্তু তেমন ওটি মনঃপুত হয় না। কারণ আমি যদি বাস্তবিকই স্কাউট হয়ে স্কাউট নিয়ম পালন কর্‌বার চেষ্টা করি তখন আর আমাকে আমার Honourএর দোহাই দিতে হবে কেন? ওখানেই যে তাহ'লে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে। ওটি ও ভাবে আমার কাছ থেকে আশা করাও যে আমাকে অবিশ্বাস করা। আর স্কাউট সব সময়েই স্কাউট, তাকে সত্য করিয়ে নিয়ে কাজ করাতে হবে কেন? তোমার কি মনে হয়? আমার কথাটা বুঝলে? হাঁ, তুমি যা বল্‌ছ তা ঠিক, যে সকলে ত আর সব সময়ে তা মনে রেখে চলেনা কাজেই তাকে আবার মনে পাড়িয়ে দেওয়ার দরকার হয়, কিন্তু আমি বলি ও না করাই ভাল, কারণ ওতে আমাদের ওই উচ্চ আদর্শ থেকে অনেক নীচে নামিয়ে ফেলা হয়। এই সঙ্গে আমার আর একটু বল্‌বার আছে—স্কাউটের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আর সাধারণের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান এ দুয়ে কোন তফাৎ নাই। তোমার মধ্যে আবার on my honour আর on my Scout's honour এ চলে না ও প্রভেদ দোষস্থ ও কখন মনে স্থান দিও না।

আজ তোমার এই একটাই শেখা হ'ল। কিন্তু এই প্রথম নিয়মটাই বুঝতে সময় লাগে। আমি যা বল্লুম মনে রেখো তোমার যদি কিছু বলবার থাকে ফিরে দিনে আমায় জিজ্ঞাসা কোরো।

স্কাউটমাষ্টার—নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

গুড্ টার্ণ

হ্যারিস তিন বচ্ছরেও সেকেণ্ড ক্লাস স্কাউট হ'তে পারল না। তার স্কাউটমাষ্টার তাকে এত ঢিলা ব'লে বকতেন। ট্রুপের অন্য সব স্কাউটরাও ঠাট্টা করত। তবুও হ্যারিস কিন্তু যে কে সেই।

সব স্কাউটই প্রতিদিন স্কাউটমাষ্টারের কাছে আগ্রহের সঙ্গে তাদের Good Turn এর কথা বলত কিন্তু হ্যারিসকে কখনও সেরূপ কর্ত্তে দেখা যেত না। সে যে কখনও Good Turn করেছে তা কেউ কখন শোনেনি আর সে জন্যে সকলেই তাকে ধিক্কার দিত। এমনি করে তার স্কার্ফের গেরো ক্রমাগতই বেড়ে চল্‌ছিল।

১৯১৮ সাল। খবর পাওয়া গেল জার্ম্মাণেরা ফ্রান্সের দিকে আসছে। এই যে স্কাউটদের কথা বলা হচ্ছে এরা ফ্রান্সের একটা ছোট সহরের স্কাউট-দল। এই যুদ্ধে যে কোন প্রকারের সাহায্য করবার জন্য এই স্কাউটদলের ভিতর সাড়া পড়ে গেল। তাদের স্কাউটমাষ্টারও একদিন এই যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের কি করা উচিৎ সে বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্য তাদের ডাকলেন। ঠিক হল তারা সমুদ্রোপকূলে গিয়ে তীররক্ষী সেনাদের সাহায্য করবে।

সকলেই প্রায় চলে গেল হ্যারিসকে কেবল তার স্কাউটমাষ্টার অকর্ম্মণ্য ও ঢিলা প্রকৃতির বলে নিয়ে গেলেন না। হ্যারিস ব্যাচারী ভয়ানক দুঃখিত হল।

* * * *

সেই সহরটি এখন জনশূন্য। জার্ম্মাণেরা সহর প্রান্তের জঙ্গলের ওপারে এসে পৌঁছেচে। তাদের গোলায় সহরের বড় বড় বাড়ী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। হ্যারিসের পিতা সৈন্যদলে যোগ দিয়েছেন এবং তার বিমাতা, তাকে ও তার বুড়ী ঠাকুমাকে ফেলে চলে গিয়েছেন। হ্যারিসের ঠাকুমা হ্যারিসকে বার বার সহর ছেড়ে যেতে বললেও সে কিছুতেই বুড়ী ঠাকুমাকে ফেলে যেতে রাজি হল না।

এমনিতর অবস্থায় সে একদিন বিকালে উদাস-ভাবে এক পরিত্যক্ত রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ও তার সঙ্গীদের কথা ভাবছে। হঠাৎ একটা সৈন্যদলের চল্‌বার আওয়াজ আর কামান টানার শব্দ তার কানে এসে পৌঁছুল। হ্যারিস তাড়াতাড়ি পাসের ভাঙ্গা গির্জ্জার ভিতর ঢুকে আত্মগোপন করলে। সে ভেবেছিল বুঝি জার্ম্মাণেরা—কিন্তু কাছে আসতেই সে দেখলে যে না। সে যা ভয় করেছে তা নয় তার সামনে একটা ফ্রেঞ্চ সৈন্যদল। এই দলের ক্যাপ্টেন খুব অল্প বয়সের আর বেশ হাসি হাসি মুখ তাঁর

দলটিও ছোট। সাহস পেয়ে হ্যারিস্ বাইরে বেরিয়ে এল।

ক্যাপ্টেন সেই গির্জ্জার কাছে এসে তাঁর দলটিকে আস্‌তে হুকুম দিলেন এবং নিজের সৈন্যদের জিজ্ঞেস কর্‌লেন কে এর চূড়ায় উঠতে পারবে। দু' একজন এগিয়ে এল। কিন্তু বেচারীরা উঠ্‌তে গিয়ে নীচের কাদায় পড়ে নাকাল হয়ে ফিরে এল। তা দেখে আর কেউ এগিয়ে যেতে আর সাহস করলে না। ক্যাপ্টেনের হাসিমুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

ততক্ষণে হ্যারিস তার জুতা মোজা খুলে ফেলে ক্যাপ্টেনের সাম্‌নে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে তাঁকে অভিবাদন করে বল্‌ল, মশাই আমি কি আপনাকে কোনও সাহায্য কর্‌তে পারি?

গম্ভীর স্বরে ক্যাপ্টেন বল্লেন—বেশ বালক তুমি এই চূড়ায় উঠ্‌তে পার্‌বে?

মুহূর্ত্তের মধ্যে হ্যারিস্ সেই গির্জ্জার চূড়ায় প্রায় অর্দ্ধেকটা উঠে গেল। তার বুক ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছিল কিন্তু সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল না। সে আজ এত বড় একটা 'সাহায্য' কর্‌তে পার্‌ছে ভেবে আত্মপ্রসাদে তার বুক ভরে গেল।

*　　*　　*　　*　　*

ক্যাপ্টেন হাঁকিলেন আচ্ছা বালক এবার বলত তোমার সামনে উত্তরদিকে কি দেখ্‌ছ?

হ্যারিস্ বল্‌লে—উত্তরদিকে অনেক জার্ম্মাণ সৈন্য। বোধ হয় পাঁচশ হবে। কিন্তু সব চুপ করে বসে আছে। বন্দুকগুলি তাদের মাটিতে পড়ে আছে—বোধ হয় ওদের গুলি বারুদ সব ফুরিয়ে গেছে আর ওরা তারই অপেক্ষায়—

সাঁই করে হ্যারিসের রগের পাশ দিয়া একটা গুলি চলে গেল।

ক্যাপ্টেন চীৎকার করে উঠ্‌লেন—নেমে এস বালক—নেমে এস ওরা তোমায় লক্ষ্য করেছে।

হ্যারিসের ভ্রূক্ষেপ নেই, বলে উঠল হাঁ ঠিক্ ঠিক্ ওই পশ্চিম দিক হ'তে উত্তর পূর্ব্ব দিকে একটা লরী যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ওতে বারুদ গোলা সব আছে।

আবার একটা গুলি ছুটিয়া গেল। ক্যাপ্টেন আবার চীৎকার ক'রে হ্যারিসকে নেমে আস্‌তে অনুরোধ কর্‌লেন।

হ্যারিস চীৎকার করে বল্‌ল—আপনারা যদি উত্তর পশ্চিমদিকে ছুটে গিয়ে ওই লরিটা লুট কর্‌তে পারেন—

ধপ্ করে হ্যারিস চূড়া হ'তে পড়ে গেল। নীচের কাদার স্তূপে পড়েছিল বলে হ্যারিস্ মারা গেল না বটে—কিন্তু চোট পেয়ে সে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল। কাঁধের হাড়টাও তার ভেঙ্গে গেল।

ক্যাপ্টেন তাঁর দুজন সৈনিককে বালকের খবরদারীতে রেখে তাঁর সৈন্যদের নিয়ে বনের ভেতর দিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে ছুটলেন।

*　　*　　*　　*　　*

হ্যারিস হাঁসপাতালে শুয়ে আছে। আর সেই হাঁসপাতালে শুয়ে শুয়েই সে শুন্‌ছিল শুধু তার জন্যেই মোটে একটা কামান নিয়ে কেমন করে ছোট একদল ফ্রেঞ্চ সৈন্য ৫০০ জার্ম্মানকে হটিয়ে দিয়েছে ও তাদের ৫০টা কামান কেড়ে নিয়েছে। সব শুনে স্কাউটমাষ্টার অকর্ম্মণ্য বলে ফেলে যাওয়ার যে গ্লানি হ্যারিসের মন হতে তা এক মুহূর্ত্তে কোথায় উড়ে গেল এবং এক অপূর্ব্ব প্রসন্নতায় তার মন ভরে উঠ্‌ল।

স্কাউট—অমর দেব।
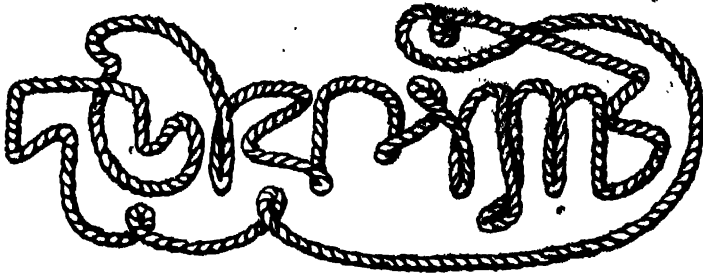
রীফ নট

কি বলছো ভাই প্রতুল—

"দড়ীর প্যাঁচ ?"—হাঁ কথাটা, খুব প্যাঁচালো বটে। কিন্তু সাদা কথায় এর মানে—গেরো বাঁধা। এবার ব্যাপারটা বড্ড সহজ ভাবছ না—মনে করছ ওঃ ভারিত, গেরো আর কে না বাঁধতে পারে। কিন্তু তা নয়; এত আর তোমার প্যাক করতে গিয়ে দড়ীতে "কাজ বাড়িয়ে" গেরো পড়ান নয়। যে সব গেরো তুমি স্কাউটিংএ বাঁধতে শিখবে তার প্রত্যেকটিরই বাঁধবার একটা নিয়ম আছে আর সে গুলো অনেক কাজে আসে।

ওকি, ও সুতো দিয়ে কি গেরো বাঁধতে শেখা যায়। কখনও ও রকম সরুদড়ী বা সুতো দিয়ে গেরো বাঁধা অভ্যাস ক'রনা—যখনই বাঁধবে মোটা দড়ীতে বেঁধ। কেন জিজ্ঞেস করছ? আচ্ছা নিজেই বল দিকিনি কেন? হাঁ ঠিক বলেছ সরু দড়ীতে বা সুতোয় অনেক সময় ফস্কে গিয়ে—এক রকম বাঁধতে গিয়ে আর এক রকম হ'য়ে যায়। আরও একটা কারণ এই যে অত সরু দড়ীতে গেরো বাঁধলে তা দেখে বোঝা যায় না যে কি গেরো তুমি বেঁধেছ। কিন্তু মোটা দড়ী সহজে ফস্কায় না, আর বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোন দড়ীটা কি রকম ভাবে কার ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে গেরোটা বাঁধা হ'লো।

কি বলছো, এই গেরো বাঁধতে শিখে কি হবে? তুমি বুঝি ভেবেছ শুধু শেখাই সার। তা নয় তোমায় প্রত্যেক বাঁধাছাঁদার কাজে এবার থেকে এই সব গেরোই বাঁধতে হবে। আর কোন্ গেরো কোথায় বাঁধতে হয় সে সব শিখলে পর, যে যায়গায় যে গেরোটির দরকার তা যদি ঠিক ক'রে বাঁধতে পার তা হ'লে দেখবে যে সে সব কাজ সুন্দর ও পরিষ্কার ভাবে কত চটপট্ হয়ে যাবে। আর স্কাউটমাষ্টারের কাছেও পরীক্ষা দেবার সময় তোমায়, কোন গেরোটার কি দরকার বা কোথায় বাঁধতে হয়, তা কাজে করে দেখাতে হবে।

যাক্ আজত, তোমার গেরো বাঁধার কি দরকার, কি বৃত্তান্ত এ সব কথার উত্তর দিতে দিতেই সময় কেটে গেল। কিন্তু এ গুলো ভুলোনা কারণ এ সবও জানা দরকার।

আচ্ছা এস এখন তোমায় খুব সহজ অথচ সবচেয়ে দরকারী একটা গেরো বাঁধতে শেখাই। বাংলায় এর কি নাম জানিনা ভাই। ইংরাজিতে একে "রীফ্ নট্" বলে।

এই মোটা দড়ীটা নাও। ওর দু'টা মুখের কাছটা ধর। এবার ওই ডান হাতের দড়ীর মুখটা বাঁহাতের গেরোটার ওপর দিয়ে তার তলা দিয়ে ঘুরিয়ে ফের ওপরে তোল। হাঁ ঠিক হয়েছে। এবার ফের ওই বাঁ হাতের মুখটা ডান হাতের টার ওপরে দিয়ে ঠিক আগেকার মত ঘুরিয়ে নাও। হাঁ এইত হ'য়ে গেছে। এখন গেরেটা ঠিক হয়েছে কি না কি করে বুঝবে বলত? শোন, গেরো যদি ঠিক হয়ে থাকে, তা'হলে দেখবে
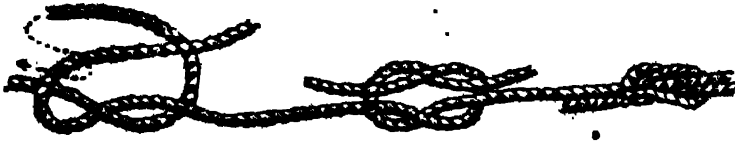
যে একদিকে দু'টো দড়ী পাশাপাশি ফাঁস দড়ীটার ওপর দিয়ে গেছে, আর আর একদিকে দেখবে ঠিক ওই রকমভাবেই দু'টো দড়ী পাশাপাশি সেই ফাঁস দড়ীটার তলা দিয়ে গেছে।

হাঁ বেশ এবার এই ছবিগুলো ছাখো—তা'হলে বেশ ভাল ক'রেই বুঝ্‌তে পারবে।

এই গেরোটা সব চেয়ে দরকারী তার কারণ অন্য গেরোগুলোর চেয়ে এটারই ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। আচ্ছা কেন বল ত? হাঁ ঠিক বলেছ, এটা বাঁধা খুব সহজ সেইজন্য; এটা বাঁধা এত সহজ যে চোখ বুজেই বাঁধা যায়। আর শুধু বাঁধাই সহজ নয় এটা খোলাও খুব সহজ। এই যেমন দেখনা—আচ্ছা যে দিককারই হোক ওই পাশাপাশি দড়ী দু'টো ধরে বাইরের দিকে ফাঁক ক'রে টান। কি হ'ল দেখ্‌লে—ফাঁসটা কেমন আস্‌তে আস্‌তে উল্‌টে গেল; আচ্ছা এবার ফাঁসটা ওই রকম উলটান ভাবেই এক হাতে চেপে ধর আর অন্য হাত দিয়ে ওই লম্বা দড়ীটা—যেটা ঘুরে গেছে—সেটা টান। দেখ্‌লে কত সহজে দড়ীর একটা মুখ ফাঁসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে গেরোটা খুলে গেল। এইজন্য সব জায়গায়ই এই গেরোটা ব্যবহার করা সুবিধে। সাধারণতঃ দু'টো শুকনো দড়ী যোড়া দিতে এই গেরো ব্যবহার ক'র্ত্তে হয়। আর সব চেয়ে এর দরকার ব্যাণ্ডেজ বাঁধায় কারণ গেরোটা এ রকম প্লেন হ'য়ে পেতে বসে যে কোনও রকম গাঁট থাকেনা কাজেই শরীরেও ফোটে না।

যাও আজ এই অবধিই থাক্‌। এর পর আবার আর একটা শেখাব।

পেট্রোল লীডার।

—*—

কাবিং।

বয়স্কাউটদের এখন প্রায় সকলেই চেনে। কিন্তু "উল্‌ফ কাব" দল এদেশে এখনও ভাল ক'রে গড়ে ওঠেনি। সেজন্য এরা কি, বা কি কারণে এ দলটি তৈরি করবার এত চেষ্টা হচ্ছে তা অনেকেরই এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

উল্‌ফ কাবেরা বয়স্কাউট দলেরই একটা ছোট শাখা অর্থাৎ বয়স্কাউটদেরই ছোট ভাই। ছোট ছেলেরা স্বভাবতঃ চঞ্চল তাদের মনটা কখনও স্থির থাকে না। সব সময়েই একটা কিছু কর্‌বার জন্য তারা ছটফট্‌ কর্ত্তে থাকে। এ চঞ্চলতা শাসনের ভারে নষ্ট কর্‌বার চেষ্টা করা বৃথা এবং অনিষ্টকর। কিছু কর্‌বার আগ্রহটা এইভাবে চেপে দিলে তাদের স্বভাবগত সরলতা ও স্ফূর্ত্তি নষ্ট হ'য়ে যায় এবং মনও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও কুটিলতাপূর্ণ হয়ে ওঠে। কাবিংএ ছোট ছেলেদের এই সহজ সরল চঞ্চলতাকে নষ্ট না করে তাদের ভেতরকার সৎপ্রবৃত্তি সমূহ পরিস্ফুট করে তুল্‌তে চেষ্টা করা হয়, এখানে তারা সৎসংসর্গে মিশবার সুযোগ পায়, ভাল ভাল খেলা ধূলোয়

নিজেদের নিয়োগ করতে পারে। এমনি ক'রে তারা খেলার ভিতর দিয়ে কাজ কর্ত্তে ও পাঁচ জনের সঙ্গে মিশতে শেখে এবং তাদের মনগুলিও উদার হয়ে গড়ে ওঠে। কাবিংএ ছেলেদের চঞ্চলতা নষ্ট হয় না বটে কিন্তু একটা সংযম এবং শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠার ফলে তারা নিয়মানুবর্ত্তী হ'য়ে চলতে শেখে। কাবিং ছোট ছেলেদের চরিত্র গঠনের সাহায্য করে। অল্প বয়সে ছেলেদের মন খুব কোমল থাকে ও যে দিকে ইচ্ছা নোয়ান যায়। সুতরাং এই সময়টাই তাদের চরিত্র গঠনের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। কাবিংএ ছোট ছেলেরা সৎসঙ্গে মেশে ও কাবেদের ছোট ছোট সুন্দর নিয়মগুলির আওতায় বেড়ে ওঠে। এমনি করে বহু সৎঅভ্যাস নিজেদের অজ্ঞাতসারেই শিশুদের মজ্জাগত হয়ে পড়ে।

কাবিংএর সঙ্গে কোনও সামরিক সম্পর্ক নাই। এটি সর্ব্বতোভাবে ছোট ছেলেদের গল্প ও খেলার ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেবার ও তাদের শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি সাধনের একটি অনুষ্ঠান মাত্র। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং প্রতিবেশীদের উপকার করবার একটা ইচ্ছা ও আগ্রহ, জাগিয়ে তোলাই কাবিংএর বিশেষ উদ্দেশ্য। নানা ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি মনের উপর এই সেবা প্রবৃত্তির যে ছাপ রেখে যায় ধীরে ধীরে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারা ক্রমে ক্রমে একান্ত নিঃস্বার্থ ভাবেই আর দশজনের সেবার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে এবং তাহাদের মনে স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর প্রতি একটা ভালবাসা আপনা হতেই গড়ে ওঠে। এইভাবে দেশ সেবার যে বনিয়াদ শিশুর মনে প্রতিষ্ঠালাভ করে পরিণামে তাই তাদের আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত করে তোলে।

কাবিংএ ছেলেদের তাদের উপযুক্ত নানাপ্রকার "হাতের কাজ" শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। এই সকল কাজে উৎসাহিত করবার জন্যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাজ দেওয়া হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে এই সব ব্যাজ পেয়ে বালকেরা সত্য সত্যই খুব উৎসাহিত হয়। এই সকল ছোট খাট কাজ জানা যে কত সুবিধাজনক তা যে জানে সেই শুধু বোঝে। প্রকৃতপক্ষে এই সকল শিক্ষা পরে অনেক কাজে লাগে।

কাবিং ছোট ছেলেদের মনে আত্মসম্মান জ্ঞানও জাগিয়ে দেয়। অল্প বয়স হ'তে যাদের মনে আত্মসম্মান জ্ঞান প্রতিষ্ঠালাভ করে তারা পরিণত বয়সেও কখনও অবিশ্বাস মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না।

কাব নাম লেখারার আগে প্রত্যেক ছেলেকে কিছুদিন ধরে কাবিং কি তা কার্য্যতঃ বোঝান হয় ও কাবেদের নিয়মগুলি তাদের শেখান হয়। তারপর আসে তাদের প্রতিজ্ঞাব পালা। এই বলে তাদের শপথ গ্রহণ করতে হয় যে **"আমি যথাসাধ্য ঈশ্বরের ও রাজার প্রতি আমার কর্ত্তব্য করতে, তাঁদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে, কাবেদের নিয়মগুলি মেনে চলতে এবং প্রতিদিন কারও না কারও উপকার করতে চেষ্টা করব।"** একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা! অথচ এই সামান্য প্রতিজ্ঞা করবার সময় সকল বালকই বেশ বুঝতে পারে যে কতখানি বিশ্বাস তার উপর ন্যস্ত করা হচ্ছে; এবং কাব দলে থেকে ক্রমশঃ তার উপর স্থাপিত এই বিশ্বাসের ভিত্তি এত দৃঢ় হয়ে উঠে যে তার পক্ষে আর কখনও এই বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করতে চেষ্টা করা একরূপ অসম্ভব হয়েই দাঁড়ায়।

কাবেদের নিয়ম মোটে দুটি। কিন্তু এই দুটি নিয়মের মধ্যেই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষেধের সন্ধান পাওয়া যায়।

কাবেদের প্রথম নিয়ম বা আইন হচ্ছে এই যে **সব সময়েই তাকাবার সর্দ্দারের উপর নির্ভর করে।** ছোট ছেলেদের মন এত সরল কেন? এত নিশ্চিন্ত

কেন? শুদ্ধ এই নির্ভরতার জন্য। তারা সব কাজেই বড়র উপর নির্ভর ক'রে থাকতে চায়। বস্তুতঃ যে ছেলের মন যত বেশী নির্ভরশীল সে তত সুখী। এই নির্ভরতা হ'তেই ছেলেরা শেষে নিয়ম মেনে চলতে শেখে, কর্ত্তব্যের প্রতি তাদের অবিচল-শ্রদ্ধা জেগে ওঠে।

দ্বিতীয় নিয়মটি এই যে **কাব নিজের খেয়ালের ঝোঁকে কখন চলে না।** ছোট ছেলেরা কখনও এক কাজে বেশীক্ষণ লেগে থাকতে পারে না। কিন্তু অনেক সময় এই বিশেষভাবে দরকার হ'য়ে পড়ে। একটা কাজে লেগে থেকে তা শেষ করবই, এই ধরণের একটা ভাব থাকা সাফল্য লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। কেবল খেয়ালমত যখন যা ভাল লাগে তাই করলে কখনও কেউ কোনও বড় কাজে আত্মনিয়োগ করবার মত ধৈর্য্য বা সহিষ্ণুতা অর্জ্জন করতে পারে না। কাবিংএর ছেলেরা প্রত্যেক কাজটী সুসম্পন্ন করবার শিক্ষা, বেশ ভাল করে পেয়ে থাকে। কাবিংএর এই হচ্ছে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পৃথিবীর সকল দেশেই আজ কাল কাবিং অতি মাত্রায় বেড়ে উঠেছে। এর উপকারিতা সকল দেশের লোকই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন। সমস্ত পৃথিবীতে এখনকার কাব সংখ্যা ১০৪,৪৬৩।

অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব,
বাঘেরা—৪র্থ-২য় প্যাক।

দক্ষিণদ্বারী ক্যাম্প

(মোয়ীন ব্যাচারীর কাহিনী)

সে অনেকদিনের কথা, কতদিন তা মনে নাই, তবে এটা ঠিক যে 'যাত্রীর' পাঠকদের মত ছোট ছোট ছেলেরা তখনও জন্মায়নি। কলিকাতার আশে পাশে তখন ভয়ানক জঙ্গল। কলিকাতার উত্তরপুর্ব্বে দক্ষিণদ্বারী জঙ্গলে তখন বাঘ, ভালুক, সিংহ থেকে আরম্ভ করে সাপ, ইঁদুর, মশা প্রভৃতি নানারকম জীবজন্তু চরে বেড়াত। এদের রাজা ছিল এক নেকড়ে বাঘ তার নাম "আকেলা"—তারই অধীনে, তারই আইন মতে এ সব জন্তুদের চরে বেড়াতে হত, আর তারা তার যেমন বাধ্য ছিল তেমনি তাকে ভক্তি করত ও ভাল বাসত, কারণ তারা ভাল রকম বুঝত যে অসহায় তারা, তাদের শেখবার জানবার অনেক আছে, আর দলপতির বিদ্রোহী হওয়া যে একটা মহাপাপ তা তারা কখনও ভুলত না।

আকেলা ত এই রকমে সুখ শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগল, "বাঘেরা" বলে একটা চিতা বাঘ ও 'বালু" বলে একটা ভাল্লুক তার প্রধান সহায়। এদের শিক্ষায় ছোট ছোট জন্তুরা ক্রমে বড় হতে লাগল, কি করে শিকার করতে হয়, জঙ্গলের আইন কানুনাদি কি—এই সব ভাল করে শিখতে লাগল; মা যেমন ছোট ছেলেকে মানুষ করে তোলেন, ঠিক সেই রকমে 'আকেলার' দলের ছানাগুলো শিক্ষা পেতে লাগল।

যাক্ এখন মজার কথাটা বলি শোন। পূর্ব্বেই বলেছি যে অনেক জন্তু সেখানে থাকত তাদের নাম গুলো বেশ মজার শুনলে হাসি পায়। দুই একটা নামের নমুনা দিচ্চি—'তাবাকী' হচ্চে একটা চাটুকার শেয়াল, 'নাগ' হচ্চে একটা সুন্দর মতন চশমাধারী সাপ, 'শশ' একটা শশক টশক কিছু হবে, 'সাগেমা একটা মশা—একটু বড় গোছের মশা কারণ তার ওজন একটা মশার চেয়ে সাড়ে আটান্ন হাজার গুণ, 'এটোয়া' একটা ইটের মতন শক্ত কাঠখোট্টা জানোয়ার বাড়ী এটোয়ার খুব কাছেই।

এ ছাড়া তমাই, সাহী, পোসাম, ইকী, ওয়েশিশ, ছুছন্দর, কেডাও, এলিমস্, চুমা, সী ভিচ নামে, নানারকম জন্তু ছিল, কারুর ল্যাজ মস্ত বড়, কেউ গাধার মতন ডাকে, কেউ বা দাঁত ভেঙচায়। এ গল্পের সঙ্গে পরিচয় বেশী হচ্ছে "মোয়ীন" আর "লিমরসীন" বলে ছুটো জন্তুর। "মোয়ীন" হচ্ছে একটা মিশমিশে কাল ভালুক—রংটা কয়লার চেয়ে ময়লা নয় এ কথা হলপ করে বলতে পারি। লিমরসীন একটা বাঁদর, ল্যাজটা সাইক্লোনে উড়ে গেছে। এদের তুজনের খুব ভাব, জঙ্গলে ছানা হয়ে জন্মাবার আগে থেকেই তাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তবে ঘনিষ্ঠতাটা "মোয়ীনের" পক্ষে কতটা বাঞ্ছনীয় তা তোমরা পরেই বুঝতে পারবে।

তুজনের ত খুব ভাব, যদিও একটা গর্ত্তে তুজনে থাকে না, তবুও "মোয়ীন" বেচারী লিমরসীনের' বেশ অন্তরঙ্গ—নেচে, গেয়ে, হেসে খেলে, বেশ তুজনের স্ফূর্ত্তিতে দিন কেটে যায়। আগুণ জেলে রাত্রে তারা নাচত, গাইত—কোথা থেকে তারা এক উকীল আর তার গিন্নির গান শিখেছিল লিমরসীন সাজত উকীল মোয়ীন সাজত উকীল গিন্নী।

তখনকার বনের জন্তুরা সভ্যতার ভিতর দিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছিল, মানুষের ধরণ ধারণ তারা অনেকটা বরদাস্ত করেছিল—তারা চা খেত জুতা জামা পরে কেতা তুরস্ত রাখত, আবার তুবেলা বেশ স্ফূর্ত্তিতে সবাই জটলা করে সাবান মেখে চান করত। কথাটা বড়ই মজার মোটেই বিশ্বাস হয় না, আমারও হয়নি। তবে অন্য কোন জঙ্গলের জন্তুদের এ সব বুনিয়াদি অভ্যাস ছিল কিনা তা আমি জানি না, দক্ষিণধারী জঙ্গলের এ রকম ধাত তা আমি জেনেই বলছি। এমন সব ফূর্ত্তিবাজ জন্তুদের দেখে মনে হত যে ভগবানের আশীষ তারা পূর্ণমাত্রায় পেয়েছে, তাদের কোন অভাব নেই, কোন বিপদ নেই—সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ সুখ। এই সুখের মূল হচ্ছে তুইটী নিয়ম এবং তাই যথাসাধ্য মেনে চলা। নিয়ম তুইটী হাতি-ঘোড়া এমন কিছু নহে, এমন কি মানুষে যদি এই তুইটী শিক্ষা করতে পারে তবে তাদেরও তুঃখ করবার আর কিছু থাকবে না। নিয়ম তুটী হচ্চে এই—তারা সব সময়ে তাদের সর্দ্দারের উপর নির্ভর করে চলবে এবং তারা খেয়ালে চলবে না।

এখন "মোয়ীনের" কথা বলি। তার একটা বড় মুস্কিল, সে সাঁতার জানত না, আর এ দিকে লিমরসীন বেশ ভাল সাঁতরাতে পারত, দক্ষিণধারিতে সাঁতারের বড় সুবিধা, ছানাগুলো স্নানের সময় বড় আমোদ পেত, 'মোয়ীন' বেচারী সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকত কখন তার তুর্ব্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে—এমন কি লজ্জায় এ কথা সে লিমরসীনকে অবধি বলে নি। তবে 'মোয়ীন' নিজেকে বড় চালাক ভাবত, সে উপর উপর চাল মেরে ভাব দেখাত যেন সাঁতার সে খুবই ভাল জানে, যা জলে নামে না। সবাইকার যখন স্নান শেষ হয়ে যায় তখন 'মোয়ীন' আস্তে আস্তে জলে নেমে ২।১ ডুব দিয়েই তাড়াতাড়ি উঠে আসত, ভাবত কেউ বুঝতে পারবে না, ভালুকের বুদ্ধিত। সে রোজ এই রকম করতে লাগল, এই দেখে সবাই তাকে সন্দেহ করলে।

এদিকে হঠাৎ একদিন কোথা থেকে এক পরী এসে চকলেটের মতন বেশ এক রমম মিষ্টি হাড় কতকগুলো বিলিয়ে গেল। 'মোয়ীন' একটা পেল, কিন্তু লিমরসীন অনেকগুলো পেয়েছিল, তাই না দেখে 'মোয়ীন' বন্ধুকে বললে 'ভাই লিমরসীন তুটো দে ভায়, আয় আমরা তুজনে মিলে সবগুলো ভাগ করে খাই।' লিমরসীন তখন পরীর পরিচর্য্যায় ব্যস্ত সে মোয়ীন ভালুকের কথা শুনেও শুনলে না। তাতে মোয়ীন মনে বড় ব্যথা পেল, তার উপর মিষ্টি কচি কচি হাড়গুলো একেবারে চোখের সামনে পুকুর পাড়ে বসে খাচ্চে এর লোভও ভয়ানক, সে আবার বললে কি ভাই লিম্, তুটো দিবি নে। এবারে লিমরসীন ভয়ানক চটে উঠল, বললে কেন বিরক্ত

করছিস, আমি দোব না, তুই কি করবি, শীঘ্র এখান থেকে দূর হ তা নইলে তোকে ঠেঙ্গিয়ে তাড়াব, পাজি হতভাগা ভালুক কোথাকার, ইয়ারকি করবার আর সময় পেলি না। এই কথা শুনে মোয়ীন ত তেলে বেগুণে জ্বলে উঠ্‌ল, হাজার হোক ভালুকত কেন বাঁদরের কথা সইবে— তাই সে চেঁচিয়ে জবাব দিলে তোর বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে, দাঁড়া তোর মজা আমি দিচ্ছি বের করে, যত বড় মুখ না তত বড় কথা, বাঁদর কোথাকার, তোকে ভালবাসি কিনা তাই মাথায় চড়ে বসেছিল, শীঘ্র পায়ে ধরে মাপ চা, নইলে তোর একদিন না আমার একদিন। এদিকে বাঁদরের মেজাজ চড়ে গেছে সে বল্লে বেশ করেছি বলেছি, আরও বলব বিশবার বলব, তুই করবি কি? মোয়ীনের দুর্ভাগ্য তাই তাড়তাড়ি সে ফস্ করে বলে ফেল্লে কি করব তোকে এক ল্যাঙ মেরে এই পুকুরে ফেলে দোব, দিয়ে একেবারে মাঝখানে নিয়ে গিয়ে তোর গলা ধোরে চুবিয়ে দোব, পাজি হতভাগা যখন ডুবে মরবি তখন বুঝবি কেন মাপ চাইবি। এই রকমে তাদের ঝগড়া বেশবেড়ে চলল মোয়ীন খালি খালি চাল মেরে বলছে তোকে ডুবিয়ে দোব, তোর বরাতে জলেই মরণ লেখা আছে ইত্যাদি। লিমরসিন তার উত্তরে দাঁত মুখ ভ্যাঙচাচ্চে আর বলছে, তুই মুটকো ভাল্লুক আমার ছাই করবি, তুইত খালি ব্যাঙ খেয়ে খেয়ে ফুলচিস্ তোর গায়ের জোরের আর বড়াই করিস নি। মোয়ীন তার জবাব দিচ্চে আমি কেন ব্যাঙ খাব, বরং তুই যারা ব্যাঙ খায় তাদের খাস্। এই রকম চলছে এমন সময় সেই পরী মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়ে দিল, পরীর কথা তারা আর কি করে অমান্য করে।

মোয়ীন এ ঝগড়ার কথা খানিক পরেই ভুলে গেল কিন্তু লিমরসীন এই রকমে পরীর সামনে অপদস্থ হওয়ায় ভারি চটে গেল আর ভাবতে লাগল মোয়ীনের জলে ডোবানর চাল আমি দিচ্চি ভেঙ্গে, ওটাকে এবার বেশ শিক্ষা দিয়ে দোব। এই ভেবে সে সকলের সঙ্গে পরামর্শ ঠিক কোরে রেখেছে কাল স্নানের সময় মোয়ীনকে বেশ করে শিক্ষা দিয়ে দেবে। আর সবাই ভাবলে মজা মন্দ হবে না, ওটাকে একটু খানি ডুবিয়ে দোব, তবে প্রাণে মারব না। এই মনে করে তারা সবাই 'হু' 'হু' করে লাফালাফি করতে লাগল। মোয়ীন বেচারি এই ব্যাপারের কিছুই জানে না, সে নিজের খেয়ালে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল।

এইবার মোয়ীন বেচারীর দুর্দ্দশার কথা বলি শোন—তার পরের দিন সবাই খুব ভোরে উঠে সাঁতার কাটবার কাপড় চোপড় পরে তৈরি হচ্ছে। তখন লিমরসীন আর তার ধামাধরা সাহী বলে একটা জানোয়ার আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঘুমন্ত মোয়ীনের বিছানার কাছে এগিয়ে গেল, তারপর দুজনে দুদিকে ধরে বেচারীকে বের করে নিয়ে এল। তারপর চ্যাঙদোলা করে একেবারে ঝপ করে জলে ফেলে দিল। মোয়ীনের ঘুম তখনও ভাঙ্গেনি সে চোখ চাইতেই দেখে একেবারে অগাধ জলে, দেখে ত তার চক্ষু স্থির। বেচারির তখনকার অবস্থা দেখলে সত্যি সত্যি দুঃখ হয়—খালি হাঁকপাঁক করছে আর ডুবে ডুবে জল খাচ্চে। আর আর সবাই কিন্তু খুব হাসছে আর বলছে কেমন জব্দ ঠিক প্রতিফল হয়েছে। ২।৪ জন মোয়ীনের পাশেই ছিল দরকার হলে তাকে সাহায্য করবে। মোয়ীনের একটা প্রশংসা এই যে বেচারি তবু চটে নি, হাসি মুখে সাঁতারের চেষ্টা করছিল, বেচারি হাত পা ছুড়ছে আর খালি খালি নিঃশ্বাস ফেলছে, কিছুতেই আর কিনারায় আসতে পারছে না, তা পারবেই বা কি করে একে মোটা তায় আবার সখ করে মোটা কাপড় চোপড় পরে সাহেব সেজে ঘুমুচ্ছিলেন—সখও বলিহারী! যাহোক্ অনেক কষ্টেত বেচারি কিনারায় এসে দাঁড়াল, প্রথম ২।৪ মিনিট হাঁপাতেই গেল, পরে "লিমের" কাছে গিয়ে তার নিজের দুই গালে চার চড় দিয়ে বললে আর কখনও চাল মারব না। আবার দুই বন্ধুর মধ্যে সদ্ভাব হল।

এই ত মোয়ীনের দুর্দ্দশার কথা গেল। সুতরাং দেখলে ত চাল মারার ফল, আর সাঁতার না জানাও একটা বিপদ। কত মুস্কিলে যে পড়তে হয় তা যদি 'মোয়ীনের' অবস্থা তখন দেখতে ত বেশ বুঝতে পারতে। তা 'যাত্রী'র পাঠকরা সুবিধা পেলেই সাঁতারটা শিখে নিতে চেষ্টা করবে, কি জানি মোয়ীনের মতন কখনও যদি বিপদে পড়তে হয়, আগে থেকে সাবধান হওয়াই ভাল।

সহকারী স্কাউটমাষ্টার—শিবানি প্রসাদ চৌধুরী।

৪র্থ-২য় প্যাক বিবরণী

এই বৎসরের প্রথমেই স্কটিশচার্চ্চ স্কুল ট্রুপের সংলগ্ন একটি কাব প্যাক খোলা হয়। ঐ ট্রুপেরই স্কাউট মাষ্টার ও দুজন স্কাউট দক্ষিণদ্বারী ক্যাম্পে কাবিং শিক্ষার্থে যান এবং তাহাদেরই হাতে প্যাকের ভার দেওয়া হইয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে প্যাকের কাব সংখ্যা ৩০টি হয়। এবং ঐ ৩০ জনকে ছোট ছোট ৬টি দলে (sixes) ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। টনিস (Tawnies) ব্লুজ (Blues), হোয়াইটজ (Whites), গ্রেজ (Greys) ব্লাকিজ (Biackies).

প্রথম হইতেই এই পাঁচ সিক্সেসের ভিতর প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় হইল—উপস্থিতি, খেলা, ডায়েরী, অঙ্কন ও আচরণ ইত্যাদি। এবং ঠিক হয় যে তিন মাস অন্তর, প্রতিযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ যে সিকস্ প্রথম হইবে তাহাদের একটি টোটেম পোল (Totem pole) দেওয়া হইবে।

বরাবরই এই প্যাকের কাবেদের ব্যবহার খুবই সুন্দর হইয়াছে এবং মনে হয় ইহারা কাবিংএর উদ্দেশ্য খুব সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। ইহাদের প্রায় সকলেই টেণ্ডারপ্যাড হইয়াছে এবং এই প্রতিযোগিতায় খুব আগ্রহ সহকারে যোগ দিয়াছে। এই প্যাকের সকল শিক্ষা যথাসম্ভব বাংলায় দেওয়া হয়—ইহা একটি নূতনত্ব।

প্রথম হইতেই টনিজরা অন্য সিক্সদের হারাইয়া প্রথম যাইতেছিল। এবং অন্য সিক্সদের এদের হারাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও, ইহারাই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া টোটেম পোলটি লাভ করে। সিক্সরা নিম্নলিখিত নম্বর পাইয়াছিল :—

টনিজ—১৫৮ ; ব্লুজ—১৩০ ; হোয়াইটস্—১২৮ ; গ্রেস্—১০১ ; ব্লাকিস্—৮৮।

প্রতিযোগিতার এই ফল ঘোষণা করিবার পর একটি বড় মজার ব্যাপার হয়—হোয়াইটদের একটি ছোট কাব টনিজদের গিয়া বলে—"আচ্ছা নাও না, মেরে কেড়ে নেব'—হারিয়াও এই ছোট কাবটী হাসিমুখেই এই কথাগুলি বলিতে পারিয়াছিল।

বালু—৪র্থ-২য় প্যাক।

হাস্য-কৌতুক

অজিৎ। আচ্ছা ধীরেন তোর ছবি দেখতে ভাল লাগে ?

ধীরেন। না ভাই, তা ঠিক বল্‌তে পার্চ্ছিনা তবে এটুকু বল্‌তে পারি যে একটা ছবি একবার আমায় কাঁদিয়ে দিয়েছিল।

অজিৎ। কেন, ছবিটা কি তাহলে এতই দুঃখের !

ধীরেন। (তাড়াতাড়ি) না না তা বল্‌ছি না—ছবিটা কি তা আমার মনে নাই। তবে এটুকু মনে আছে যে ছবিটা হঠাৎ ছিঁড়ে আমার মাথায় পড়ে আমাকে কাঁদিয়ে দিয়েছিল।

পেট্রোল লীডার একজন স্কাউটকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল :—

"আচ্ছা বল ত আমাদের সব সময় ঘর দোর পরিষ্কার রাখার কি দরকার ?"

স্কাউট। কারণ হঠাৎ কোন বাইরের লোক এসে পড়্‌তে পারে।

দুইটী ব্যক্তি অনেকদিন পরে মিলিত হওয়ায় কথোপকথন করিতেছিল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর একজন বলিল "ওহে ক'টা বাজল।" ২য় ব্যক্তি ঘেড়ি দেখিয়া) "১২টা।"

১ম ব্যক্তি। ১২টা! আমি ভেবেছি ১২টার বেশী হবে

২য় ব্যক্তি। আজ্ঞে না আমাদের ঘড়িতে ১২টার বেশী বাজে না। ১২র পর থেকে ত আবার ১টা থেকেই আরম্ভ হয়। আপনাদের দেশে কি হয় জানি না।

পেট্রোল লীডার—জিতেন্দ্রনাথ বসু।

খেলা-ধুলা।

আচ্ছা তোমরা এ খেলাটি খেলেছ? এর নাম "ছুটির অক্ষর"। ক্লাব ঘরে বসে খেলা যায় কিন্তু ট্রেনে যেতে যেতে খেললে আরও ভাল লাগে। প্রথমে কে আরম্ভ করবে ঠিক করে নাও তারপর তাকে চট করে 'ক' অক্ষর দিয়ে কোন একটা জায়গার নাম করতে বল। তার পাসে যে দু নম্বর আছে তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে "কেন সেখানে কি করবে"? এক নম্বরকে এবার 'ক' অক্ষর গোড়ায় আছে এ রকম সব কথা দিয়ে এর জবাব দিতে হবে। অবশ্য যা বলবে তার মানে হওয়া চাই। তারপর দু নম্বর আবার 'খ' দিয়ে একটা জায়গার নাম করবে, তিন নম্বর তখন জিজ্ঞাসা করবে "কেন সেখানে গিয়ে কি করবে?" আর দু নম্বর 'খ' দিয়ে আরম্ভ এরকম কথা দিয়ে জবাব দেবে। এই রকম পর পর 'হ' পর্য্যন্ত চলবে। দু একটা অক্ষর অবশ্য বাদ দিতে হবে কারণ তাতে কথা পাওয়া শক্ত।

প্রত্যেক উত্তরটির জন্য ৩০ সেকেণ্ড সময় দেওয়া হবে। তার বেশী যে নেবে তার নামে প্রত্যেক সেকেণ্ডের জন্যে একটি করে দাগ পড়বে। খেলা শেষ হলে পর যার সবচেয়ে দাগ কম সে জিৎবে। নীচে কতকগুলি নমুনা দিলুম তোমাদের কিন্তু আরও ভেবে বার করতে হবে। খেলাটা ভাল লাগে কি না জানিও তাহলে আসছে মাসে আরও দু একটা শেখাব।

১ম। আমি চল্লাম কাশী।
২য়। কেন সেখানে কি করবে?
১ম। কিনব কাঁচকলা।
২য়। আমি চল্লাম খড়দা।
৩য়। কেন সেখানে কি করবে?
২য়। খাব খাস্তা খাজা।
৩য়। আমি চল্লাম গয়া।
৪র্থ। কেন সেখানে কি করবে?
৩য়। গাহিব গজল গান। ইত্যাদি।

নূ।

স্বরলিপি

কথা ও সুর—ডি, এল্; রায়, স্বরলিপি—স্কাউট—অমর দেব

সা	সা	রে গা মা	া	মা	মা	মা	মা	মা
।	॥	।	।	।	।	॥	।	॥
ধ	ন	ধা	া	ন্য	পু	ষ্পে	ভ	রা
চ	ন্দ্র	সূ		র্য্য	গ্র	হ	তা	রা
এ	ত	স্নি	f	গ্ধ	ন	দী	কা	হার
পু	ষ্পে	পু		ষ্পে	ভ	রা	শা	খী
ভা	য়ের	মা	া	য়ের	এ	ত	স্নে	হ

মা	গা মা পা	া	পা	পা	পা	পা	পা	গা
।	।	।	।	॥	।	॥	।	॥
আ	মা	া	দের	এই	ব	সু	ন্ধ	রা
কো	থা	া	য়	উজ্জ্বল	এ	মন	ধা	রা
কো	থা	া	য়	এমন	ধূ	ম্র	পা	হাড়
কু	ঞ	জে	এ	কুঞ্জে	গা	হে	পা	খী
কো	থা	া	য়	গেলে	পা	বে	কে	হ

মা	মা	ধা	ধা	ধা	সা	না	ধা	মা
।	।	।	।	॥	।	॥	।	॥
তা	হা	র	মা	ঝে	আ	ছে	শে	এক
কো	থা	য়	এ	মন	খে	লে	ত	ড়িৎ
কো	থা	য়	এ	মন	হঁ	রিৎ	ক্ষে	ত্র
গু	ঞ্	জ	রি	য়া	আ	সে	অ	লি
ও	মা	া	তো	মার	চ	রণ	ছু	টা

মা	মা	ধা	পা ধা নি	নি	নি	ধা
|	||	|	|	|	|	||
স	কল	দে	শে	এর	সে	রা
এ	মন	কা	লো	ও	মে	ঘে
আ	কাশ	ত	লে	এ	মে	শে
পু	ন্জে	পু	.	ঞ্জে	ধে	য়ে
ব	অঙ্কে	আ	মা	র	ধ	রি

ধা	ধা	র্সা	র্সা	নি	ধা	পা	ধা পা
|	|	||	||	|	||	|	|
ও	সে	স্ব	প্ন	দি	য়ে	তৈ	ৈ রি
তা	রা	পাখী	ঈর	ডা	কে	ঘু	মি য়ে
তা	রা	ধা	নেরউ	প	রঢে	উ	খে লে
তা	রা	ফুলে	এর	উ	পর	ঘু	মি য়ে
আ	মার	এই	দে	শে	তেই	জ	অ ন্ম

মা	গা	সা	গা	মা	পা	ধা	গা	মা
|	||	|	||	|	|	|	|	||
সে	যে	স্মৃ	তি	দি	য়ে	এ	ঘে	রা
প	ড়ে	পা	খীর	ডা	কে	এ	জা	গে
যা	য়	বা	তাস	কা	হা	র	দে	শে
প	ড়ে	ফু	লের	ম	ধু	উ	খে	য়ে
যে	ন	এ	ইদে	শে	তে	ই	ম	রি

কোরাস ঃ—

র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্রে	র্সা	নি	ধা
|	||	||	|	|	||	|	|
এ	মন	দেশ	টি	কো	থাও	খুঁ	জে

ধা	পা	ধা	পা ধা নি	নি	নি	ধা
।	॥	।	।	।	।	॥
পা	বে	না	কো	ও	তু	মি

সা	সা	নি	ধা	পা	ধা	পা	মা	গা
।	॥	।	॥	।	।	।	।	।
স	কল	দে	শের	র	া	ণী	সে	যে

সা	গা	মা	পা	রে	রে
।	॥	॥	।	।	।।।
আ	মার	জ	ন্ম	ভূ	মি

রে	সা	নি	ধা	পা ধা নি	নি	মা	গা
।	।	।	॥	।	।	।	।।।
সে	যে	আ মার		জ	ন্ম	ভূ	মি

গা	গা	সা	গা	মা	পা	গা	মা
।	।	।	॥	॥	।	।	।।।
সে	যে	আ	মার	জ	ন্ম	ভূ	মি

সা রে—তারা   তলার দাঁড়িগুলি মাত্রার চিহ্ন।

নি —কোমল   যাহার তলায় যটা দাঁড়ি থাকিবে তাহার তটা মাত্রা হইবে।
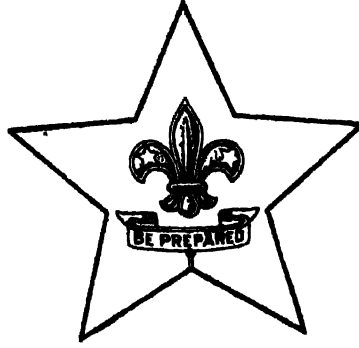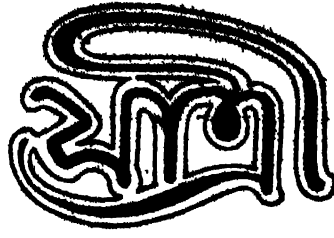
১ম বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৩১ | ২য় সংখ্যা

মিনতি

তোমারি আশীষ ঝারা মোদের পরে,
বাদল ধারার মত পড়ুক ঝরে।
নবীন তরুণ প্রাণ—
কর বরাভয় দান,
আশার অরুণালোকে দিওগো ভরে,
বিপদে পরাণ যেন কাঁপে না ডরে॥

বর্ষার নদী সম উঠুক ফুলে,
মোদের হৃদয় নদী উভয় কূলে।
তোমার প্রেমের টানে,
সে যেন কিছু না মানে,
বর্ষার পাহাড় ভেঙে আবেশে দুলে
লুটে সে পড়ুক্ তব চরণ মূলে॥

তোমার আলোক দেহ নয়নে প্রভু,
বিপথে কুপথে যেন চলিনা কভু।
তুমি যার ধ্রুবতারা,
হয় না সে পথ হারা,
হৃদয় ভয়ে ডরে কাঁপিছে তবু,
আঁধারে আলোক রেখা দেখাও প্রভু॥

পেট্রল লীডার—সমরদেব
১১-২য় কলিকাতা টপ।

যাত্রীর প্রথম সংখ্যাটি সকলেই সাদরে গ্রহণ করেছেন আর এক বাক্যে যাত্রীর মঙ্গল কামনা করেছেন। এতে আজ আমাদের মনে দ্বিগুণ বল এসেছে। অনেকেই একথাও জানিয়েছেন যে তাঁদের একটি বিশেষ অভাব আমরা দূর করেছি। আর স্কাউট্ মাষ্টাররা সকলেই বলছেন যে যাত্রী তাঁদের কার্য্যের বিশেষ সহায় হবে। যাত্রীর যখন এতগুলি শুভানুধ্যায়ী আমরা পেয়েছি তখন আশা করি যে তাঁদেরই আশীর্ব্বাদে যাত্রীর জন্মের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে না। যাঁহারা আমাদের পত্র দিয়াছেন সকলকে আমাদের পৃথক করে জবাব দেওয়া সম্ভব হয়নি তাঁদের কাছে এই খানেই আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানালাম। আশা করি তাঁরা ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন।

কভারের ছবিটির সুখ্যাতি সকলেরই মুখে শোনা গিয়াছে। বাস্তবিকই অবনীবাবু আমাদের অন্তরের ভাবটি বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। মনে হয় সে ভাবটি বুঝতে কারুরই দেরী হয়না। স্কাউটিং শিক্ষায় আমরা ছেলেদের সামনে একটা আদর্শ ধরে দিই, সেইটিই আমাদের লক্ষ্য, স্কাউট ব্যাজটি তারই চিহ্ন। এ পথে কিন্তু অনেক বাধা বিঘ্ন আছে তা পরে হয়ত ক্রমশঃ এগিয়ে চলতে হবে। এ শিক্ষার ভার সম্পূর্ণই স্কাউট্ মাষ্টারের উপর, তিনিই নেতা এবং পথ প্রদর্শক। স্কাউটের সঙ্গে সঙ্গে তার ছোট ভাই কাবটিও যাত্রা সুরু করেছে সকলেই এক পথের যাত্রী। কয় বৎসরের ভেতরেই স্কাউট শিক্ষা জগতের প্রায় সকল দেশেই প্রসার লাভ করেছে। এই প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জগতে একটা ভ্রাতৃ ভাব ছড়িয়ে পড়ছে সেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আমরা জগতকে বাঁধতে চাই। উপরে সেই ভাবটি প্রকাশ করা হয়েছে।

চীফ্ স্কাউট স্যার রবার্ট বেডেন পাওয়েল কলের গানে জন সাধারণকে স্কাউটিং সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছেন আমরা গতবারে সেই বক্তৃতাটি তর্জ্জমা করে দিয়েছিলাম। এবারে সে সম্বন্ধে তিনি পিতা মাতাকে লক্ষ্য করে যা বলেছেন সেই বক্তৃতাটির তর্জ্জমা দেওয়া গেল।

গত মাসে আমরা কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা" গানটির স্বরলিপি দিয়াছিলাম। বাংলাদেশে বাঙ্গালী স্কাউটদের মধ্যে এই গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে প্রচলিত হয়েছে। যেমন ইংরাজদের ন্যাসনাল এ্যান্থেম সেই ভাবেই এটি গাওয়া হয়। সেই জন্য আমাদের ইচ্ছা যে সকলেই যেন এটি এক স্বরে গান আর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য গাইবার সময় স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। স্কাউট মাষ্টারদের কাছে আমাদের এই নিবেদন যেন তাঁরা এই ভাবেই এটি প্রচলিত করেন।

যাত্রীতে স্কাউট শিক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ ছাপা হবে আমাদের অনুরোধ যে, সে সমস্ত বিষয়ে যদি কারও কোন্ বিভিন্ন মত থাকে বা কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে আমাদের জানাতে যেন তাঁরা দ্বিধা না করেন। জানালে পর আমরা আমাদের সাধ্য মত তার উত্তর দিতে যত্নবান হব। স্কাউটিং জিনিষটি আমাদের মধ্যে 'নূতন' কাজেই পরস্পরের মধ্যে বিষয় গুলির চর্চ্চা হলে ক্রমশঃ আমরা ওটিকে আমাদের মধ্যে নিজস্ব জিনিষ করে গড়ে তুলতে পারব। এই উদ্দেশ্যে আমরা আগামি সংখ্যায় একটি চিঠি পত্রের বিভাগ রাখব স্থির করেছি আশা করি আমাদের গ্রাহকরা এতে যোগদান করবেন।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে স্কাউট্ মাষ্টার মায়াতরু হালদার মহাশয়ের ট্রুপ সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা বাংলাভাষায় সংবাদ জ্ঞাপন করবার একটি প্রণালী আবিষ্কার করেছেন। এতদিন অনেকেই চেষ্টা করছিলেন কিন্তু সফল হন্ নাই। হালদার মহাশয়ের ট্রুপের কিন্তু এই প্রণালীটি বেশ সহজ হয়েছে বলে মনে হয়, এতে তাঁদের বেশ বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই সংখ্যায় সেটি ছাপিয়ে দিলাম। সকলের চেষ্টায় যদি বাংলা ভাষায় আমরা একটা সাঙ্কেতিক প্রণালী গড়ে তুলতে পারি তাহলে খুবই ভাল হয়। আমরা শুনলাম যে উত্তর ভারতবর্ষে উর্দ্দুতে নাকি একটি সাঙ্কেতিক প্রণালী হয়েছে এবং প্রণালীটি বেশ ভাল হয়েছে।

নূতন ধাঁধা।

একটি গাছ হইতে একটি আম পাড়িল এবং সেই আমটি ৫ জনে তুলিল এবং দশ জনে ছাড়াইল ও ৩২ জনে খাইল। বলুন দেখি কি ব্যাপারটা?

স্কাউট—চিত্তরঞ্জন ঘোষ, ১৮-২ কলিকাতা।

যতই কাটিতে পার তত তারে কাট,
ক্রমে বৃদ্ধি পায় তার নাহি হয় খাট।
পল্লীর প্রাণ সে যে জেনে রেখো ভাই
কি নাম ইহার, ভেবে বলত সবাই!

স্কাউট—বঙ্কিম রায়, ১১-২ কলিকাতা।

হাস্য কৌতুক।

শিক্ষক। আচ্ছা প্রতুল বলত কোন খেলা তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে?

প্রতুল। 'তাস' স্যার।

শিক্ষক। না না ঘরের ভেতর খেলা নয়, বাইরের খেলা।

প্রতুল। কেন স্যার তাসটা বাইরে নিয়ে এসে খেললেই হয়।

অমিয়, রমেন এবং তাদের বোন রেণু ভাত খাচ্ছিল। তাদের মা অমিয়র পাতে একটা চিংড়ী মাছের মুড়া দিলেন।

অমিয়। মা আমায় মুড়া দিওনা মা আমি মুড়া খাই না।

রেণু। মা দাদার মুড়াটা আমায় দাও।

রমেন। মা আমায় দাও মুড়টা।

রেণু। তোমায় কেন দেবে? আমি আগে চেয়েছি বলে।

রমেন। তুমিত দাদার মুড়া চেয়েছ মাছের মুড়াত চাওনি।

মা রমেনের পাতেই মুড়াটা দিলেন।

একটী গ্রাম্য বিদ্যালয়ের গুরু মহাশয় তাঁর ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেছিলেন যে ভেবে চিন্তে কথা বলবে। এমন সময় একটী ছেলের উপর নজর পড়ে গেল। ছেলেটী তৎপূর্ব্বদিন অনুপস্থিত ছিল।

গুরু। হ্যাঁরে অধরে কাল পাঠশালে আসিস নি কেন?

(ছাত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছে দেখিয়া)

গুরু। কি? ভাবছিস কি?

ছাত্র। আজ্ঞে কারণটা আপনার উপদেশ মত একটু ভেবে বলচি।

জীতেন বসু—পেট্রোল লীডার।

বয়-স্কাউট আন্দোলন

সমবেত পিতৃমাতৃবৃন্দ :—

আমাদের ছেলেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের একটা বিরাট দায়িত্ব আছে, এই সত্যটা আমার মত করেই আপনাদের অনেকেই যে অনুভব করেছেন, তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মানুষকে জীবনে আমরা সার্থক হ'তেও দেখেছি এবং ব্যর্থতার ভেতর গড়িয়ে পড়তেও দেখেছি আমরা আমাদের ছেলেদের সেই সব লোকের ভেতরেই দেখ্‌তে চাই জীবন যুদ্ধে যাঁরা জয়ী হয়েছেন। কিন্তু একথাও আমরা জানি যে, এই জয় এবং পরাজয় বিশেষ করে শিক্ষা এবং চরিত্রের ওপরেই নির্ভর করে, আর তাদের সেই শিক্ষা দেবার এবং চরিত্র গড়ে তোলবার ভার রয়েছে আমাদের নিজেদেরই হাতে। এবিষয়ে দায়িত্ব অনুভব করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অনেকেই আবার নিজেদের অসহায় অবস্থার কথাটাও বেশ ভাল করেই অনুভব করেছেন। আমরা নিজেরা পাকা শিক্ষক নই, অবসর আমাদের অনেকেরই খুব কম, বেশী টাকা মাহিনা দিবার শক্তিও আমাদের নেই, অথবা আমাদের এই সব সাময়িক অক্ষমতা জন্যই আমাদের ছেলেদের ভবিষ্যৎ অতি সহজেই বিপদের মধ্যে জড়িয়ে যায়! আমাদের সাধ্যশক্তি অনুপাতে ভাল স্কুল বেছে নিয়ে তাদের ভর্ত্তি করে দিতে আমরা অবশ্য ত্রুটী করিনে। কিন্তু স্কুলের অনুশাসন অনুসারে তাদের বেশীর ভাগ সময় লেখা পড়া এবং অঙ্কের অনুশীলনেই ব্যয় করতে হয়; অথচ জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করার পক্ষে এই গুলোই জানবার একমাত্র বিষয় নয়। অনেক বিখ্যাত লোকের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে দেখা যায় যে, তাঁরা বিশেষ লেখা পড়া না শিখেও বড় হয়েছেন। এর কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখ্‌লে দেখা যাবে,—তাঁদের উন্নতির মূলে রয়েছে তাঁদের চরিত্র। এই চরিত্র সম্বন্ধে শিক্ষা লাভের উপায় কি? বিশেষজ্ঞরাই বলেন ও জিনিষটে স্কুলের ক্লাশে শিখ্‌তে পাওয়া যায় না। বিশেষ ভাবে শিক্ষার এই অভাবটা পূরণ কর্‌বার জন্যেই 'বয়স্কাউট' আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। এর এই বারো বৎসরের জীবনের ভেতর এদিক দিয়ে এর সামর্থ্যের পরিচয়ও যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে। বালকদের যে সব কাজ গভীর ভাবে আকর্ষণ করে সেই সব কাজের ভেতর দিয়ে এই আন্দোলনটি, চারটি বিশেষ ধারায় তাদের ভেতর কাজ কর্‌ছে :—

১। চরিত্র এবং তীক্ষ্নধী।

২। স্বাস্থ্য এবং শারীরিক উন্নতি।

৩। অভ্যাস এবং শিল্প।

৪। পরার্থপরতা।

বয়স্কাউট প্রতিষ্ঠানটির তিনটি শাখা আছে—জুনিয়র-উল্‌ফকাব্‌স, মিডল-বয়স্কাউট, সিনিয়র-রোভার্‌স, আট হ'তে আঠারো বৎসরের বালকেরা তাদের বয়স অনুসারে এই তিনটি শাখার যে কোন শাখায় যোগদান করে। সৎসঙ্গী এবং ভাল কাজ এই আন্দোলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। স্কাউট মাষ্টারদের তীক্ষ্ন দৃষ্টির সম্মুখে গড়ে ওঠে বালকদের চরিত্র, তাদের নিজের কল্যাণ এবং তার চাহিতেও বড় কথা, সমাজের কল্যাণের কাজে আত্ম-নিয়োগের সামর্থ্য।

স্যার রবার্ট বেডেন পাওয়েলের গ্রামফোন বক্তৃতা হইতে শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

চাঁদিপুর স্কাউট ক্যাম্প

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাজার হইতে জিনিষ পত্র খরিদ করিয়া গরুর গাড়ীতে বোঝাই করা হইল। এই গরুর গাড়ী ও তাহার সঙ্গী চারজন সিনিয়ার স্কাউটের ছবি আমাদের "যাত্রীতে" দেওয়া হইয়াছে।

গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই দিয়া যখন আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম তখন বেলা প্রায় ১১টা বাজিয়াছে সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর কিন্তু আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াই চলিয়াছি, কেন না স্কাউটদের জান কিছু কড়া, রৌদ্র কিম্বা বৃষ্টিতে কাতর হইলে তাহাদের চলিবে না। আরও এক মাইল পথ আসিবার পর পথের ধারে একটী গাছের ছাওয়ায় স্কাউট মাষ্টার এন্, এন্, বসু ও কয়েকজন স্কাউটকে বিশ্রাম করিতে দেখিতে পাইলাম। তাঁহাদের মুখ যেরূপ ভাবে সঙ্গের জলের বোতলের সদ্ব্যবহার করিতেছেন তাহা দেখিয়া বোধ হইল স্কাউট হওয়া সত্ত্বেও সূর্য্যের উত্তাপ তাঁহাদের পক্ষে কিছু বেশী অসুবিধাজনক হইয়াছে। বাকি সকলে লরীতে গিয়াছিল। এখানে আমরা প্রায় ১২ জন স্কাউট ছিলাম আমাদের সঙ্গে দুইখানি সাইকেল ও পাচখানি গরুর গাড়ী ছিল। সাইকেল দুইখানির আরোহী শীঘ্রই জুটিয়া গেল ও তাহারা সাইকেলের অধিকারীদের মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই অগ্রসর হইল। বলিল "আমরা আগে গিয়া চাঁদিপুরের সব ব্যবস্থা করিব"। যাহাদের সাইকেল তাহারাও যে আগে গিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিত না এমন নহে তবে বোধ হয় তাহারা বুঝিয়াছিল যে যাহারা সাইকেলে যাইতে চায় সাইকেলের অধিকারীদের অপেক্ষা অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করিবার জন্য তাহাদেরই দরকার বেশী। যাহা হোক তাহারা কিছু আপত্তি করিল না। আরও প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা একটী খাল পাইলাম। এই পথে মধ্যে মধ্যে গাছ থাকাতে ও গরুর গাড়ীর সঙ্গে ঘণ্টায় দুইমাইলেরও কম রেটে চলাতে আমাদের খুব বেশী পরিশ্রম হইল না তবে বেলা বাড়িয়া চলিল।

খালের নিকট আসিয়া এক বিপদ উপস্থিত হইল। খালটি একটি বড় নৌকার সাহায্যে পার হইবার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু খালে জল না থাকাতে সেই নৌকাটি মধ্যে রাখিয়া ও দুই দিক হইতে কাঠের তক্তা ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া খাল পার হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পুলের উপর দিয়া সকলেই এমন কি মোটার লরী পর্য্যন্ত যাইতে পারে কিন্তু গরুর গাড়ী যাইবার হুকুম নাই। গরুর গাড়ী যাইবার জন্য কিছুদূর ঘুরিয়া একটি মেটে রাস্তা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই রাস্তা দিয়া যাইতে হইলে গরুর গাড়ীর প্রায় আরও ১৫।২০ মিনিট দেরী লাগিবে ও রাস্তা মেটে হওয়ার দরুন হয়ত মধ্যে মধ্যে চাকা ঠেলিতে হইবে। পুলের রক্ষক আসিয়া আমাদের উপরোক্ত হুকুম শুনাইলে প্রথমে কিছু ইতঃস্তত করিলাম। কিন্তু সময় সময় এমন অবস্থা উপস্থিত হয় যখন হুকুম মানার চেয়ে না মানাই সহজ বোধ হয়। আমাদের মনে সেরূপ একটি অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, কেন না রৌদ্রে ৬ মাইল পথ হাটিয়া কাহারও গরুর গাড়ী ঠেলিবার ইচ্ছা ছিল না তাই হুকুম না মানিয়া পুলের উপর দিয়াই গাড়ী চালাইতে বলিলাম। এ আদেশে স্কাউটেরা, গরুর গাড়ীর চালকেরা এমন কি বোধ হয় গরুরা পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইল কেবল সেই পুলরক্ষক গজ্ গজ্ করিতে লাগিল কিন্তু আমাদের বাধা দিতে সাহস করিল না। সে হয় ত ভাবিয়াছিল

আদেশ পালন করানর সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। পুল পার হইয়া কিছুদূর চলিবার পর আমার ও আরো দুই একটি স্কাউটের অবস্থা দেখিয়া অপর স্কাউটরা বলিল "যান না স্যার, আপনারা গরুর গাড়ীতে বসুন না।" বোধ হয় তাহারা (A Scout is kind to animals) "স্কাউট জীবের প্রতি দয়ালু" এই আইনের আদেশে সেই কথা বলিল। আমারও দয়ালাভের বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু যখন অপর কেহ গাড়ীতে যাইতে চাহিল না আমিও আরও কিছুদূর চলিলাম। কিন্তু আরও কিছুদূর চলিয়া পা যখন বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিল তখন আবার বলিলেই খাইব কথার সার্থকতা অনুভব করিলাম। শীঘ্রই একজন "আবার বলিল" তখন আর আপত্তি না করিয়া দুই একজন আমার মত অবস্থার স্কাউটকে গরুর গাড়ীতে উঠাইয়া নিজেও একটি গাড়ীতে লগেজ্ হইয়া বসিলাম। গরুর গাড়ীতে মালের মধ্যে আপনার শরীর কোনরূপে সঙ্কুচিত করিয়া ঢোকাইয়া যে বিশেষ আরাম পাইয়াছিলাম তাহা নহে কিন্তু গরুর গাড়ীর ছত্রীর নিচে রৌদ্র হইতে কিছু অব্যহতি পাওয়া গেল ও পদদ্বয় কিছু বিশ্রাম পাইল। কিছুক্ষণ পরেই সমুদ্রের বালিয়াড়ী ও আমাদের থাকিবার স্থান, ইনস্পেক্সান্ বাংলো দেখা গেল। মনে হইল আর আধমাইল পথ অতিক্রম করিলেই পৌছিব। কিন্তু আমাদের সব আন্দাজই ভুল হইয়া গেল। দেখা গেল স্কাউটিংয়ে আমরা যে দূরত্বের আন্দাজ (judging the distance) করিতে শিখিয়া ছিলাম এ খোলা জায়গায় ও রাস্তা অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়াতে তাহাতে বিশেষ কোন কাজ হইল না আরও প্রায় আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় ৩ টার সময় আমরা চাঁদিপুর বাংলায় পৌছিলাম।

স্কাউটদের স্নান আহারের ব্যবস্থা শীঘ্রই হইল। যে সকল স্কাউট লরীতে আসিয়াছিল তাহারাই সেই ব্যবস্থা করিয়াছিল। বাংলাতে ৩টি বড় বড় ঘর ছিল সেইখানেই তাহাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সেদিনকার কাজের মধ্যে আলো প্রস্তুত করা ও রাত্রের খাদ্য প্রস্তুত করা। এই সকল কার্য্যের ভার দুইটি পেটরোলের উপর দেওয়া হইল। অবশিষ্ট স্কাউটেরা যে যার স্থান বাছিয়া লইল ও জিনিষ পত্র গুছাইতে লাগিল। দুই একটি স্কাউট ছাড়া গুছাইবার জিনিষ কাহারও বড় বেশী ছিল না, সম্বলের মধ্যে এক তল্পি, তাহাতেই বিছানা তাহাতেই সব আসবাব পত্র। সমস্ত স্কাউটকে লইয়া ৪টি পেটরোল বা দল গঠিত হইল ও ক্যাম্পের রুটিন বা দৈনিক কার্য্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়ালে লাগাইয়া দেওয়া হইল। দৈনিক কার্য্যের তালিকা এইরূপ :—

সকাল ৫ – ৩০ – শয্যা ত্যাগ। ইহার জন্য একটি বিগল্ (Bugle) পড়িত। সে বিগলের ডাকটি বড় মধুর যেন আস্তে আস্তে গা নাড়া দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিত।

৬ – ৩০ – স্কাউটদের সকলের চা রুটি ভোজন। এজন্য ও একটি বিগল্ পড়িত। যে পেটরোলের উপর যে দিন রান্নার ভার থাকিত তাহারাই সে দিন প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রকম রান্না ও খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করা ও বিতরণ করার ভার লইত। বিগল্ পড়িতেই স্কাউটরা যে যার চা পানের পাত্র হস্তে লাইন করিয়া বসিয়া যাইত ও তার পরেই চা ও রুটি বিতরণ হইত।

৭ টা – কিট্ ইনস্পেক্সান। সকল স্কাউটকে স্কাউট পোষাক পরিয়া আপন আপন থাকবার স্থানে আপন আপন জিনিষ ও বিছানা গুছাইয়া ও উঠাইয়া লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইতে হইত। প্রত্যেক পেট্রোল লিডার বা পেট্রোলের নায়ক আপন আপন দলের স্কাউটরা উপবি উক্ত কাজ গুলি ঠিক ভাবে করিয়াছে কি না দেখিয়া লইত ও কোন ত্রুটি হইলে সংশোধন করিত। কিট্ ইনস্পেক্সানের সময় কোন জিনিষ পত্র বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া থাকিতে পাইত না ও স্থানটি ঝাট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইত।

৭—৩০ স্যালুটিং দি ফ্ল্যাগ। নিশানের সামনে স্কাউটরা অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি আকারে দাঁড়াইলে স্কাউট মাষ্টার আসিয়া অল্পক্ষণের জন্য তাহাদের ঈশ্বরের নামস্মরণ করাইয়া দিয়া দিনের কার্য্য আরম্ভ করিতেন। তার পর ফ্ল্যাগকে স্যালুট্ করা হইলে তিনি ঘুরিয়া প্রত্যেক স্কাউটের আকার পরিচ্ছেদ ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেন ও কোন স্কাউটের পোষাক ঠিক না থাকিলে তাহাকে জবাব দিহি করিতে হইত। বাড়ীতে অনেক সময় এমন হয় যে ছেলেরা সকালে উঠিয়া চটিটা পায়না কিম্বা জামাটা খুঁজিতে থাকে আর পুস্তকের ত কথাই নাই তাহা ত প্রায়ই অদৃশ্য হয়, কিন্তু ক্যাম্পে সেই ছেলেরাই সময় মাফিক সমস্ত জিনিষ ঠিক করিয়া রাখিত।

৮—ইনস্ট্রাক্সান ক্লাস। স্কাউট দেব যে সকল জিনিষ শেখান হয় সেই সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস হইত। যে স্কাউট যাহা শিখিতে চাইত সে সেই ক্লাসে যোগ দিত। এক এক জন শিক্ষক আপন আপন ক্লাস লইয়া চলিয়া যাইতেন ও কোন এক স্থানে গিয়া শিক্ষা দিতেন। সিনিয়ার স্কাউট ও স্কাউট মাষ্টারেরা শিক্ষকের কাজ করিতেন।

১০—স্নান। স্নানের বিগল্ পড়িলেই সকলের মহা আনন্দ, সকলে স্নানের পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া যাইত। এই সময় যত হারান জিনিষ আনিয়া স্কাউট মাষ্টার ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিতেন ও প্রত্যেক জিনিষের একটি দাম ঠিক করিয়া দিতেন। কিন্তু এই দাম কখনও আদায় হয় নাই। অনেক সময় জিনিষ পত্রের পা হইয়া চলিয়া যাইত। যেমন একটি ছেলে যেমন খবর পাইল তার জিনিষ স্কাউট মাষ্টারের কাছে জমা হইয়াছে সে আবার অপর কাহারও জিনিষ আনিয়া বলিল, "স্যার এইটা পড়িয়াছিল"। এবারকার ক্যাম্পে স্নান দিনের মধ্যে একটি প্রধান কার্য্য ছিল ও কোন দিন এক ঘণ্টার কমে একার্য্য শেষ হয়নি। চাঁদিপুরের সমুদ্রকূল খুব চটান হওয়ায় সব চেয়ে ছোট স্কাউট পর্য্যন্ত সমুদ্রের মধ্যে অনেকদূর চলিয়া যাইতে পারিত ও নির্ভয়ে স্নান করিত। দুটি ছোট স্কাউটকে লইয়া স্কাউট মাষ্টারদের কিছু বিব্রত হইতে হইয়াছিল। তাহারা প্রত্যেকে স্কাউট মাষ্টারের এক এক বাহু আশ্রয় করিয়া ঢেউর সঙ্গে লড়াই করিত আর সে লড়াইয়ের আঘাত কতকটা ঢেউয়ের ও কতকটা স্কাউট মাষ্টারের উপর পড়িত।

১১ হইতে ১২ আহার। আহার খুব সাদাসিদা হইত। দুইবেলাই ভাত, ডাল, তরকারী, কোন কোন দিন সকালে মাছ ও রোজ রাত্রে মাংস হইত খাবার সময় এক অদ্ভুৎ ব্যাপার দেখা যাইত, ছোট বড় সকল স্কাউটের পেটের খোল প্রায় সমান ছিল আর সে খোলের পরিসরটিও বেশ বড় ছিল। নিজেরা রাঁধিত বলিয়া খাবারের নিন্দা বড় শোনা যাইত না, কিন্তু দুদিন ধরা ভাত নির্ব্বিবাদে খাওয়ার পর তৃতীয় দিন যখন পোড়া ভাত গলধঃকরণ করিতে হইল তখন বোধ হয় কোন স্কাউটের সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম হইল কেননা খাওয়া শেষ হইলে একজন Three Cheers for Cooking Patrol বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। যদিও স্কাউট মাষ্টারের এই স্কাউটের সঙ্গে পুরা সহানুভূতি ছিল কিন্তু তাঁহাকে সে চিৎকার থামাইতে হইল। অবশ্য রান্না সম্বন্ধে এ কথা বলা আবশ্যক যে স্কাউটরা কুটনা কোটা বাটনাবাটা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কাজই আপনারাই করিত। আর রান্নাও অধিক সময় ভালই হইয়াছিল। খাওয়ার সময় একটি নিয়ম ছিল যে সকলে অপনাপন শকড়ী উঠাইয়া লইবে ও স্থানটি পরিষ্কার করিয়া দিবে। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান পরিষ্কার হইয়া যাইত।

খাওয়ার পর হইতে ৪টা পর্য্যন্ত—স্কাউটরা যে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিত। রৌদ্রে যাইতে দেওয়া হইত না। স্কাউটরা ঘরে বসিয়া নানান রকম খেলা খেলিত। অনেকেই রাত্রের sing songএর জন্য তাহাদের পার্ট প্রস্তুত করিত।

আমাদের একটি Canteen বা ভাঁড়ার ছিল সেখানে chocolet (চকোলেট) biscuit (বিস্কুট) ইত্যাদি বিক্রি হইত। দুই চারদিনের মধ্যেই আমাদের canteen বন্ধ করিতে হইয়াছিল। কেন না খরিদদারের জোর থাকাতে মাল শীঘ্রই শেষ হইয়াছিল। স্কাউট—এর কিন্তু উপরি উক্ত কাজে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। সে লিষ্ট করিয়া বাড়ী হইতে ৭৬টি জিনিষ আনিয়া ছিল, অবশ্য এ লিষ্টে একজোড়া মোজা কে দুইটি জিনিষ বলিয়া ধরা হইয়াছিল। সে রোজ দ্বিপ্রহরে তাহার লিষ্টের সঙ্গে তার জিনিস মিলাইত ও কোন জিনিস না পাইলে তাহাই খুঁজিতে ব্যস্ত থাকিত। অবশ্য অন্য স্কাউটদের চেষ্টায় তার জিনিস হারাইবার অভাব হইত না। আসিবার সময় হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া সে আমায় বলিয়াছিল তার ৭।৮টি জিনিস পায় নাই। বোধ হয় হারান তার জিনিসের মধ্যে মোজা বাঁধিবার দড়ীও একটি ছিল।

৪—আবার চা কিম্বা কোকো ও রুটি ছেলেদের দেওয়া হইত। ৪॥০—খেলা। এই খেলা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল হইত। বিস্তৃত সমুদ্র তীরে চটান ও শক্ত বালীর উপর স্কাউটরা নানা রকম স্কাউটদের খেলা খেলিত। এই সকল খেলা ও অপর সমস্ত কাজ, এমন কি রান্নাও পেট্রোল হিসাবে হইত ও তাহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। যে পেট্রোল বা দল জিতিত তাহারা নম্বর পাইত ও রাত্রে সে দিনকার মধ্যে সব বিষয় লইয়া, কোন পেট্রোল জিতিয়াছে তাহা বলা হইত। এই কারণে সব কাজেই স্কাউটদের একটা আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল।

রাত্রে খাওয়ার পর ৮টা হইতে—sing song হইত। এখানেও প্রত্যেক পেট্রোল তাহাদের রাত্রিকার অভিনয়ের একটি করিয়া প্রোগ্রাম ঠিক করিত। সে প্রোগ্রামের মধ্যে জিম্‌ন্যাষ্টিক্, ম্যাজিক, গান, একটিং কবিতা, আবৃত্তি, গল্প ইত্যাদি সকল রকম ব্যাপারই থাকিত। সব প্রোগ্রাম শেষ হইতে প্রায় ১॥০ ঘণ্টা সময় লাগিত। যদিও ৪।৫ জন স্কাউটই বেশীর ভাগ পার্ট লইত অপর স্কাউটরাও কিছু না কিছু একটা করিত। একটি ক্ষুদ্র স্কাউট খাই খাই নামক একটি কবিতা সুন্দর ভাবে আবৃত্তি করিয়া ছিল তাহার কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

স্কাউট মাষ্টারেরাও এই sing song এর পার্ট হইতে অব্যাহতি পান নাই যাহার যা পুরান সম্বল ছিল সেই সব আবৃত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু এ বিষয়ে স্কাউটদেরই জিৎ হইয়াছিল। একজন নূতন সহকারী স্কাউট মাষ্টারকে ছেলেরা চাপাচাপি করায় তিনি একখানা পুস্তক বাহির করিয়া এমন ভাষায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন যে তাহা কাবুলী হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর যে কোন অজানা ভাষা হইতে পারিত। পরে তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি এম,এ পরীক্ষার Anglo saxon বই হইতে পড়িয়া ছিলেন। তিনি যদি উহাকে রাসিয়ান্ (Russian) বলিতেন তাহা হইলেও আমাদের মানিয়া লইতে হইত, কেন না আমাদের নিকট উভয় সমান হইত।

ক্যাম্পে দুইটি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। এই পত্রিকায় ক্যাম্প জীবনের দৈনিক ঘটনার বিবরণী লিখিত হইত ও রাত্রে সর্ব্ব সমক্ষে পঠিত হইত। লেখকদের হস্তে কাহারও নিস্তার ছিল না। স্কাউট মাষ্টার হইতে আরম্ভ করিয়া তাহারা কাহারও ত্রুটি লইয়া বিদ্রূপ করিতে ছাড়িত না তবে এক পত্রিকার সম্পাদক অপর পত্রিকার সম্পাদককেই বেশী করিয়া নিগ্রহিত করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু লেখাতে কিছু শ্লেষ থাকিত না।

৯॥০ রাত্রি—শুইবার বিগল পড়িলেই ৫ মিনিটের মধ্যে ক্যাম্প নিস্তব্ধ হইয়া যাইত ও অপর ৫ মিনিটের মধ্যেই সকলে নিদ্রিত হইত।

"খাই খাই"

খাই খাই কর কেন এস বস আসরে,
খাওয়াব আজব খাওয়া ভোজ কয় যাহারে।

বন্ত কিছু খাওয়া লেখে বাঙ্গালীর ভাষাতে,
জড় করে আনি সব থাক সেই আশাতে।
রুটি লুচি ভাজা ভুজি টক ঝাল মিষ্টি,
ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি।
আর যাহা খায় লোকে স্বদেশে ও বিদেশে,
খুঁজে পেতে আনি খেতে নয় বড় সিধে সে।
জল খায়, দুধ খায়, খায় যত পানীয়,
জ্যাঠাছেলে বিঁড়ি খায় কান ধরে টানিও।

ফরাসীরা ব্যাঙ্ খায় খেতে নয় মন্দ,
বর্ম্মায় নাপ্পিতে বাপ্ রে কি গন্ধ।
মান্দ্রাজী ঝাল খেলে জলে যায় কণ্ঠ,
জাপানেতে খায় নাকি ফড়িঙের ঘণ্ট।
আরশোলা মুখে দিয়ে সুখে খায় চীনেরা,
কত কি যে খায় লোক নাই তার কিনারা।
দেখে শুনে চেখে খাও যেটা চায় রসনা,
তা না হলে কলা খাও চট কেন বসনা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—স্কাউট মাষ্টার।

স্কাউট নিয়মাবলী

দ্বিতীয় নিয়ম।

অমিয়, প্রথম আইনটির সম্বন্ধে সে দিন যা বলেছি তা সম্ভবতঃ তোমার মনে আছে। এই আইনগুলি কিন্তু শুধু মুখস্থ করলে হবে না এদের উদ্দেশ্য কি তা সব সময় মনে রাখ্‌তে হবে আর সেই অনুসারে কাজ করতে হবে। তোমার জিজ্ঞেস কর্‌বার কিছু আছে?

অমিয়।—হাঁ স্যার আমি বলছিলাম যে, এই নিয়মটা আর দশের নিয়মটা এই দুটোর মধ্যে কিছু সম্বন্ধ নাই কি?

স্কাউটমাষ্টার।—তুমি তা হলে দেখ্‌ছি সব আইনগুলিই পড়ে ভেবে দেখেছ, বেশ। আচ্ছা দশের আইনটী এই বলছে—যে, কি কথায়, কি কার্য্যে, কি চিন্তায় স্কাউট সদাই নির্ম্মল। আর আমি তোমায় সে দিন বলছিলুম যে, প্রথম আইনটি মানতে হলে, তোমাকে তোমার আচার ব্যবহার কথা বার্ত্তায় এমনটি হতে হবে যে, অপরে তোমায় আপনা থেকে বিশ্বাস করবে। এখন দেখ দেখি যদি তুমি কায়মনবাক্যে নির্ম্মল হও তা হলে তোমায় লোকে বিশ্বাস না করে থাকতে পারবে না। কাজেই এই দশের নিয়মটি মেনে চললে প্রথম নিয়মটীও পালন করা হয়। বস্তুতঃ প্রথম নিয়মটির উদ্দেশ্য কি, তা এই দশের নিয়মটিতে পাওয়া যায়, পরে এবিষয়ে আরও বল্‌ব আজ এখন দ্বিতীয় নিয়মটা ধরা যাক।

তুমি ত সবগুলি নিয়মই পড়ে নিয়েছ। দ্বিতীয় নিয়মটা ইংরাজীতে হচ্ছে—"A Scout is loyal to the king, his Country, his officers, employers and those under him."

বাংলায় এর তর্জ্জমা করা হয়েছে—

স্কাউট রাজার প্রতি, দেশের প্রতি, নিজ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষগণের প্রতি, পিতামাতার প্রতি প্রতিপালক ও প্রতিপালিতের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ।

আমাদের ভারতবর্ষ এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত আর সেই বিশাল সাম্রাজ্যের রাজা হলেন পঞ্চম জর্জ্জ। রাজার সম্মান করা ভারতবাসীর মজ্জাগত স্বভাব, কারণ আমরা এই শিক্ষাই বরাবর পেয়ে এসেছি যে প্রজার মঙ্গল সাধনই রাজার কাজ। রাজার প্রতি রাজোচিৎ সম্মান করা আমাদের কর্ত্তব্য। আর রাজা বল্লেই তাঁর ক্ষমতাটুকুও তাঁর সঙ্গে জড়ান আছে; সেজন্য রাজার প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ

হতে হলেই তাঁর স্থাপিত শাসন প্রণালীও আমাদের মেনে চলা উচিৎ। সমাজ রক্ষা করতে হলে সকল দেশেই যে কোন রকমই হো'ক না কেন একটা স্থায়ীশাসন প্রণালী চাই, তা না হলে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা আসে, দেশ ধ্বংস হয়। এই শাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠা আমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যেই দরকার, নিজেদের কল্যাণের জন্যই সেগুলো মেনে চল্‌তে হবে সুতরাং এর জন্য যা স্বার্থত্যাগ করা দরকার তা আমাদের করতেই হবে। সেইটিই আমাদের কর্ত্তব্য।

যেমন এই ধরনা আমাদের এই ট্রুপটি রয়েছে, এর পরিচালন ভার আমরা আমাদের কোর্ট অফ্ অনারের (Court of Honour) উপর দিয়েছি। সেখানে তোমাদের মঙ্গলের জন্য স্কাউটমাষ্টার আছেন। এই কোর্ট-অফ-অনার ট্রুপের জন্য কতকগুলি নিয়ম ঠিক করে দিয়েছে। তার উদ্দেশ্য এই যে যা'তে সুশৃঙ্খলে ট্রুপের কাজ চলে আর সকলের উপকার হয়। এখন তোমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে যে সেই নিয়মগুলি পালন করে চলা। তা যদি না কর তাহলে ট্রুপেরও ক্ষতি, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও ক্ষতি। তোমারও কি তাই মনে হয় না?

অমিয়— কিন্তু স্যার ধরুন যদি একটা অন্যায় নিয়ম প্রচার করা হয় তাহলে কি সেটাও মানতে হবে?

স্কাউট মাষ্টার—যতক্ষণ সে নিয়মটি আছে তা তোমার মানতে হবে বৈকি যদি তোমার বিবেচনায় সেটা অন্যায় মনে হয় তখন তোমার চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিৎ, যাতে সে নিয়মটা বদলান হয়, তারই দিকে। তোমার পেট্রোলের ছেলেদের যদি সকলেরই ওই মত হয় তখন তোমাদের পেট্রোল লীডার কোর্ট-অফ-অনারে সে কথা তুলবে আর অন্য সকল পেট্রোল লীডারদেরও বুঝাবে। যদি তোমাদের কথাই ন্যায্য হয় স্কাউট মাষ্টার ও আর আর সকলেই নিশ্চয়ই তাতে মত দেবেন। এভাবে চললে তোমার কর্ত্তব্য পালনে ক্ষতি হবে না আর তুমি যা চাও তাও পাবে। যেমন ট্রুপের সম্বন্ধে এটি দরকার সমস্ত দেশটির সম্বন্ধেও তাই। আজত দেখ্‌ছি বেশী আর হল না তা হলে আজ এই পর্য্যন্ত থাক্ ফিরে দিনে এটা শেষ করা যাবে।

স্কাউটমাস্টার—নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

খেলা-ধুলা

"ছুটির অক্ষর" খেলাটী তোমাদের ভাল লেগেছে শুনে আমি খুসী হয়েছি। তা'হলে আর একটি শিখবে? এর নাম "ডাক হরকরা" এটিও ক্লাব ঘরে বসে খেলা যায়। প্রথমে ডাক বিভাগের অধ্যক্ষ কে হবে (Post master General) আর একজন কে ডাক হরকরা হবে তাই ঠিক করে নাও; ঘরের মধ্যের সব জিনিষ পত্র একপাশে সরিয়ে সব চারিদিকে ছড়িয়ে গোল হয়ে কিংবা চতুষ্কোণ হয়ে বস যাতে চলাচল করবার বেশ জায়গা পাওয়া যায়। তার পর অধ্যক্ষ মহাশয় প্রত্যেকের কাছে গিয়ে ভারতবর্ষের কোনও একটি সহরের নাম প্রত্যেককে বল্‌তে বলবেন আর তাদের নামের বিরুদ্ধে যে যে সহরের নাম বলবে তা লিখে রাখবেন। যখন সকলের নাম আর তার সঙ্গে তার সহরের নাম লিখা হল তখন সকলকে তিনি যার যা সহরের নাম একবার বল্‌তে বলবেন যাতে সকলে জানতে পারে যে কে কোন সহরের নামটি বলেছে। তখন সেই ডাকহরকরাকে ঘরের মাঝখানে এনে তার চোক বেঁধে দেবেন। তারপর অধ্যক্ষ মহাশয় বলবেন যে একসহর থেকে আর এক সহর একখানি চিঠি পাঠান হয়েছে,যেমন ধর কলিকাতা থেকে দার্জ্জীলিং এ। এই বললে পরই যারা এই দুটী সহরের নাম দিয়েছে তারা পরস্পর জায়গা বদল করবে। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে যেতে হবে দেখতে হবে যেন আওয়াজ না হয়! যখন ওরা জায়গা বদল করছে সেই সময়ে ঐ ডাকহরকরাকে ওদের এক জনের জায়গা দখল করতে হবে। যদি তা পারে তাহলে যার জায়গা নিয়েছে তাকে ডাকহরকরা হতে হবে। ধর দার্জ্জীলিং কলিকাতার জায়গায় আসবার আগেই ডাকহরকরা কলিকাতার জায়গায় বসে প'ড়ল তখন দার্জ্জীলিং যে বলেছিল সে হবে ডাকহরকরা আর যে ডাকহরকরা ছিল সে হল দার্জ্জীলিং। এই রকম চলবে। খেলে দেখো তোমরা খুব আমোদ পাবে। অধ্যক্ষ যিনি হবেন তাঁর দেখতে হবে যেন সকলকেই ডাকা হয় কেউ যেন বাদ যায় না।

নু

জোয়ান মানুষের কাজ

(গল্প)

"কাল জেলখানা থেকে যে একটা কয়েদী পালিয়েছে সে খবর শুনেছিস্ ত' হ্যারী ?" এই কথাগুলি বললে জ্যাক্ রবার্টসন হ্যারী সমারভিলকে। জ্যাক্ ও হ্যারীর একই গ্রামে বাড়ী; তারা পড়েও এক স্কুলে ও এক সঙ্গেই। তাদের গ্রামের মত পাড়াগেঁয়ে জায়গায় এমন একটা খবর শুনলে কে আর না উত্তেজিত হয় ? তা ছাড়া আবার হ্যারী সব চেয়ে বিচক্ষণ ছেলে বলে, অল্পদিনের মধ্যেই একজন পেট্রোল লীডার হতে পেরেছে।

তুই কোথা থেকে শুনলি ? সে জ্যাককে জিজ্ঞাসা করলে। সে বললে আমাকে ফ্রেড মরিস এক্ষুনি বললে, তার বাবা অফিস থেকে এই এলেন, তিনিই খবর এনেছেন।

হ্যারী জিজ্ঞাসা করলে, কয়েদীটা কখন পালিয়েছে জানিস্ ? জ্যাক বলল, কয়েদীটা কাল ভোরে যখন কুয়াশা হয়েছিল—তখন খুব সহজেই তার ওয়ার্ডারটার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।

হ্যারী প্রশ্ন করলে "সে কোন দিকে গেছে বলে তোর মনে হয় ?" জ্যাক যা জানত সব বললে—যে ওয়ার্ডারদের ধারণা সে কামার পাড়ার জঙ্গলের দিকে গেছে কিন্তু তখন থেকেই তারা সেখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এখন পর্য্যন্ত তাকে ধরতে পারেনি। কাল সকালে তারা একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে।

সন্ধ্যে ৭টা। হ্যারীর একবার তার পেট্রোলকে ডেকে জড় করবার যে ইচ্ছা হয়েছিল তা তাকে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই ত্যাগ করতে হল। কেন না 'পেঁচা' পেট্রোলের সব কজন স্কাউটই যে রকম অল্পবয়সের তাতে এরকম সময়ে তাদের নিয়ে কামার পাড়ার জঙ্গলে যাওয়া যে নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ তা' সকলেই স্বীকার করবেন। জেলখানা থেকে ১মাইল দূরে একটা ঝাঝারি গোছের জঙ্গলকে কামার পাড়ার জঙ্গল বলত। তা ছাড়া তাদের মত পুঁচকেরা কখনও যেন আবার এ রকম কাজ করতে পারে।

কতকটা ঐরকম ভাবেই হ্যারীর থাকা হ্যারী যখন সেদিন রাত্তিরে সে তার পরদিন কি করবে

ভেবে, তাঁকে বলতে এসেছিল, তখন তার কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন—'যা যা আর অত বোকামী করতে হবে না; ও তোদের মত ছোট ছেলেদের কর্ম্ম নয় ও জোয়ান মানুষের কাজ।'

তা হলেও হ্যারী ঐ চিন্তা মাথায় নিয়েই ঘুমোতে গেল—আর তার পরদিন—শনিবার—সকালেও ঐ কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুম ভেঙ্গে উঠল। সকাল-বেলা জল খাওয়া হলে লাঠী (staff) হাতে কামার পাড়ার জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে না পড়াটাই তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার কেমন মনে হচ্ছিল তাকে সে খানে যেতেই হবে। তাদের বাড়ী থেকে জঙ্গলটা প্রায় ৪ মাইল দূর হবে কিন্তু একজন স্কাউটের কাছে ৪ মাইল কিছুই নয়। তার ওপর সকালের ফুরফুরে হাওয়া তাকে যেন উৎসাহিতই করছিল। ক্রমশঃ সে বনের অন্ধকারে মধ্যে এসে পড়ল।

তখন তার কেমন গা ছমছম করতে লাগল। বোধ হয় সেটা সে তখন 'সে নিশ্চয়ই এখানে লুকিয়ে আছে, হয়ত খুব জোয়ান লোক সে', এই সব ভাবছিল বলেই হয়ে থাকবে। তাই বনের মধ্যে প্রায় বিশ গজ গিয়েই তার আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে কর্ছিল।

না, তা আমি কক্খনো করব না এই বলে সে শক্ত করে লাঠি ধরে এগিয়েই চল্ল হঠাৎ এমন একটা কিছু ঘট্ল যে তাতে তার শরীরের সমস্ত স্নায়ুগুলো ঝন্ ঝন্ করে উঠল। আর তখনই সে কোথায় চট্ করে লুকোতে পারে তাই দেখতে লাগল।

তখনও এমন জোরে শুক্‌না পাতার মড়মড়ানি শব্দ শোনা যাচ্ছিল যে তা শুনে হ্যারীর মনে কোন সন্দেহ রইল না যে কেউ দৌড়চ্ছে। সেও টপ করে একটা গাছের নীচু ডাল ধরে ঝুলে গাছের ওপর উঠে পড়ল কিন্তু তাড়াতাড়িতে লাঠীটা তার হাত ফস্কে পড়ে গেল।

সবে সে গাছে উঠে একটা ডালের ওপর লম্বালম্বি ভাবে শুয়েছে, এমন সময়ে সে দেখতে পেল, একটা লোক একটা ঝোপের পাশ দিয়ে দৌড়ে আসছে। আর তার গায়ে জেলখানার তীর আঁকা জামা।

'এই সেই কয়েদী'—হ্যারী দেখতে পেয়েই মনে মনে বলে উঠ্ল। তার এখন কেমন অভাবনীয় সাহস এসেছিল। লাঠিটা হাতে থাক্‌লে কত সুবিধা হত তাই সে ভাবছিল; কিন্তু এখন ত আর সেটা তুলে নোয়া যায় না; তাই সে এমন একটা কাজ করবে ভাবছিল যা সে তার মন শান্ত থাক্‌লে কখনই করতে সাহস করত না।

সেই লোকটা হ্যারী যে গাছের উপর ছিল, সোজা তার দিকেই আসছিল। যে গাছের উপর হ্যারী ছিল তার তলায় আসবামাত্র হ্যারী ঝপ করে সোজা তার ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়ল। সে হঠাৎ চম্‌কে গিয়ে মাটীতে পড়ে গেল। হ্যারী ফের সে ওঠবার আগেই লাঠিটা তুলে নিয়ে তার কাছে এরকম করে দাঁড়াল যাতে সে ওঠবার চেষ্টা করলেই তার মাথায় এক ঘা কসিয়ে দিতে পারে। যেই লোকটা উঠতে গেছে অমনি হ্যারী লাঠিটা তার নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে বললে—খবরদার যেমন শুয়ে আছ অমনি থাক একটু নড়েছ কি মরেছ। লোকটা তার হুকুম মত শুয়েই রইল। তাই দেখে হ্যারীর মনে আরও আশা হল।

হঠাৎ লোকটা কিন্তু খুব হাসতে লাগল। আর তাই দেখে হ্যারীও যেন মনে কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। লোকটা ফের হাসতে লাগল। তখন হ্যারী সাহসভরে বললে "তোমার হাসবার কোনও কারণ নেই একটু সবুর কর ওয়ার্ডাররা আসুক।" লোকটা শুনে ফের হেসে বললে—"তোমার রকম সকম দেখে আমার হাসি পাচ্ছে হে ছোকরা। তোমার কি মনে হচ্ছে, তুমি আমায় কি ভাবছ বল ত?"

"কেন, তুমিত একজন কয়েদী, পরশু ভোর বেলা জেল থেকে পালিয়েছ? ওয়ার্ডাররা তোমায়

খুঁজে পায়নি, আমি তোমায় যতক্ষণ না তারা আসে ততক্ষণ এইখানে আট্‌কে রাখ্‌ব। তারপর—"

"বাঃ বাঃ তুমি ত একজন বেশ চালাক ছেলে দেখছি" বলতে বলতে লোকটা আবার উঠ্‌তে চেষ্টা করতেই হ্যারী লাঠি তুলে বললে "খবরদার চুপ করে পড়ে থাক, তা নইলে মাথা গুঁড়ো করে দেবো।"

তবুও লোকটা বেশ হাসতে হাসতেই বল্‌লে— "বেশ বেশ তাই আছি; কিন্তু আমি ভাবছি আমার ম্যানেজার কিরকম আমায় বক্‌বে আর—"

"তোমার ম্যানেজার সে আবার কি?" হ্যারী আশ্চর্য্য হয়ে এইকথা বললে। লোকটা বল্‌লে— "তা জাননা? আমি কি সত্যিকারের কয়েদী নাকি। আসলে আমি একজন বায়স্কোপ্ অভিনেতা। আমার দলের অন্য সব লোকেরা খানিকদূর ওদিকে একটা সিনেম্যাটোগ্রাফ্ ক্যামেরা নিয়ে বসে আছে। একটু পরে আমার চেঁচিয়ে ডাক্‌বার কথা আছে; সেই ডাক্‌শুনলেই তারা কয়েক জন আমায় তাড়া করবে আর সেইখান থেকে ছবি তোলা আরম্ভ হবে; তারপর তারা আমাকে ধরে ফেল্‌বে, সেই পর্য্যন্ত ছবি তোলা হবে।" বলে লোকটা আবার হাসতে লাগ্‌ল।

হ্যারী কিছুক্ষণ আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইল; তারপর বল্‌লে—"ওসব চালাকী চল্‌বে না, আমি তোমায় ছাড়ছি না।"

লোকটা বললে—"বেশ, বিশ্বাস হচ্ছেনা? আমি এক্ষুনি ডাকছি; তারাও এসে পড়বে, আর ছবিও তোলা হয়ে যাবে। ওঃ তারপর এই প্লে'টা নিয়ে যা মজাই হবে! আমরা এটা একটা অসাধারণ প্লে বলে বিজ্ঞাপন দোব; আর লোকেরা যখন দেখবে আমাকে—এই গল্পের নায়ককে—একজন ছোট ছেলে একজন জেলে-থেকে-পালানো-কয়েদী ভেবে ধরেছে তখন তারা যা হাসবে!"

অন্য অনেক ছেলের মত হ্যারীরও, তাকে দেখে লোকে যে হাসবে, তা মোটেই পছন্দ হোত না। সে তখন লোকটার কথা সত্যি কি না পরীক্ষা করবার জন্যে বল্‌লে—"আচ্ছা দেখ তুমি সত্যি কথা বলছ কি না কি করে জানব? তুমি বরং আমায় তোমার দলের লোক্‌দের দেখিয়ে দাও ত।" বলে হ্যারী ভাবলে "এইবার ফাঁদে ফেলেছি"। কিন্তু লোকটা তার কথা শুনে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বললে "ঠিক্ ঠিক্ ছোকরা আমার সঙ্গে চল, তারাও আমাদের কথা শুনে খুব হাস্‌বে। বেশ একটা মজা হবে।" লোকটার কথা শুনে আর দূরে লোকের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনে হ্যারীর মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে সে সত্যি সত্যিই একজন বায়স্কোপ অভিনেতা। তাই সে তাড়াতাড়ি বললে—"আপনি যে একজন বায়স্কোপ এ্যাক্টর আমি তা জানতুম্ না, আর সম্প্রতি জেলখানা থেকে সত্যি সত্যিই একজন কয়েদী পালিয়েছে কি না—তাই, তাই—"

"তাই আমাকেই সেই কয়েদী ভেবেছিলে?"

"না, হ্যাঁ, আপনি যে সত্যি সত্যি তা নন্ আমি এখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।"

"আচ্ছা আমি তাহলে যাচ্ছি। তুমি সত্যি একজন বেশ চালাক ছেলে। তুমি যদি ফিল্‌মে ছবি তোলা দেখতে চাও তাহলে ঐ লোকেদের সঙ্গে যে ক্যামেরাম্যান্ আছে তার সঙ্গে সঙ্গে থেক তাহলেই সব দেখতে পাবে।" বলে লোকটা বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হ্যারী বনের যে দিক থেকে লোকের কথাবার্ত্তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল সেই দিকে চল্‌তে আরম্ভ করল খানিক দূর গিয়ে দেখলে শুধু একজন লোক একটা তেপায়া আর একটা ক্যামেরা নিয়ে যাচ্ছে; সঙ্গে কিন্তু আর কেউ নেই। হ্যারী দেখেই বুঝলে এই সেই সিনেম্যাটোগ্রাফ্ ক্যামেরাম্যান্। কিন্তু এই একটু আগে পর্য্যন্ত যে লোকগুলো গল্প করছিল, তারাই বা সব গেল কোথায় আর কোন ডাক ও ত কই শুনিনি!—হ্যারী ভাবলে।

সে ক্যামেরাম্যান্‌কে জিজ্ঞাসা করলে "ওহে তুমি কখন সে কয়েদীটার ছবি তুলবে ?" সে আশ্চর্য্য হয়ে বললে "কয়েদী কি হে ছোকরা, আমি ত কোন কয়েদীর ছবি তুলব না।" হ্যারী বললে— "কিন্তু সে যে বললে" ক্যাম্যার ম্যান—"সে কি বললে, সেই শুনেত আমি কাজ করব না। 'সে' যাই বলুক এটা কোন অপরাধীর গল্প নয়, এটা একটা কৌতুক নাট্য—আর তাতে ত কোন জায়গায় কোন কয়েদী নেই।"

ব্যাপার কি বুঝতে পেরে হ্যারী বললে— 'ব্যাস্ তা হলেই আমায় সেরেছে!" তখন আর একজন লোক একটু দূর থেকে এগিয়ে এসে বললে—"কেন হে ছোকরা কি হয়েছে ? আমিই এই ফিলম তৈরী করছি (Producer) আর—" হ্যারী তখন তাঁকে সব কথা বললে। শুনে তিনি চেঁচিয়ে ডেকে দলের সব লোক জড় করে বললেন—"এই ছোকরাটাকে একটা কয়েদী বড্ড ফাঁকী দিয়ে পালিয়েছে। তোমরা সবাই ছবি তোলা বন্ধ রেখে চল, আমরা আগে সে বেটাকে খুঁজে বার করি।"

সবাই তখন চারদিকে দৌড়িল। হ্যারি আর মিঃ গ্রে (Producer) একসঙ্গে চললেন। যেতে যেতে একজায়গায় এক দল ওয়ার্ডারের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। হ্যারী তাদের সব কথা বলতে তারাও ছোট ছোট দল হয়ে চারদিকে ঝোপ ঝাড় খুঁজতে লাগল।

মিঃ গ্রে আর হ্যারীর সঙ্গেই কয়েদীটার ফের দেখা হল। হ্যারী ছুটে গিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, লোকটা তাকে ঝেড়ে ফেলে দৌড়তেই হ্যারী তার লাঠি দিয়ে তার হাঁটুর পেছনদিকে ধাক্কা দিলে। দিতেই লোকটা পড়ে গেল। তখুনি মিঃ গ্রে ও এসে পড়লেন আর দুজনে একসঙ্গেই তার ওপর গিয়ে পড়লেন। অবশ্য হ্যারী তার আগেই তার বাঁশীটা বাজিয়েছিল আর সেই শব্দ শুনে সবাই সেদিকে আসতে লাগল।

যখন ওয়ার্ডাররা এসে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিচ্ছিল তখন হ্যারী তাকে বললে—"তুমি খুব চালাকী করেছিলে যাহোক, কিন্তু শেষে আমিই তোমাকে ধরেছি।" সেও তাই শুনে কি গজ গজ করে উঠল হ্যারী বুঝতে পারলে না।

ওয়ার্ডারদের সর্দ্দার হ্যারীর পিঠ চাপড়ে বললে— "তোমার নাম আর ঠিকানা দিয়ে যাওত ছোকরা, তুমি একটা "জোয়ান মানুষের" মত কাজ করেছ। তার কথা নিশ্চয়ই তুমি ফের শুনতে পাবে।"

সত্যি সত্যিই একদিন হ্যারীর আর তার বাবার নামে একখানা করে চিঠি এসেছিল। হ্যারী সেদিনকার ঘটনা বাড়ীতে কারুর কাছে বলেনি। হ্যারীর বাবা ত চিঠি পড়ে খুবই আশ্চর্য্য হয়ে গেছলেন। "এর মানে কি হ্যারী ?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তখন হ্যারীকে সব বলতে হল। হ্যারীর মত ছেলের বাবা বলে জেলখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ তাঁকে অভিনন্দন পত্র পাঠিয়েছিলেন।

সব শুনে মিঃ সমারভিল্ বললেন—"সত্যি নাকি রে ? সত্যিই সেটা একটা জোয়ান মানুষের মত কাজ হয়েছিল। কিন্তু সে কয়েদীটাও খুব চালাকী করেছিল যাহোক, ওটা কি রে ?"

"ওটা একটা ২৫৲ টাকার চেক" এটা হ্যারীর চিঠির ভেতর এসেছিল।

শ্রীকৌশিক কুমার মিত্র।

সীট বেণ্ড

সে দিন যে গেরোটা বাঁধ্‌তে শেখালুম সেটা বেশ মনে আছেত, ভাই প্রতুল? দাদার কাছে ত শুন্‌লুম যে বাড়ীতে নাকি খুব গেরো বাঁধা অভ্যাস করেছ। বাঃ একটা দড়ীও যে হয়েছে দেখছি। বেশ; ওই দড়ীর মুখ দু'টায় স্থতো জড়িয়ে নিও, তা না হলে ব্যবহার করতে করতে ওর পাক খুলে যাবে। গতবারে একটা সরু দড়ী দিয়ে গেরো বাঁধা শিখ্‌তে এসে খুব অপ্রস্তত হয়ে গিয়েছিলে বলে এবার ত দেখ্‌ছি একটা মোটা দড়ী এনেছ; কিন্তু এবারও ফের ঠকে গেলে। যে গেরোটা তোমায় আজ বাঁধতে শেখাব তাতে একটা সরু দড়ীও চাই। এ গেরোটার দরকারই হল একটা মোটা দড়ীর সঙ্গে একটা সরু দড়ী জোড়া দেওয়া। এর নাম সীট্‌ বেণ্ড।

বেশ যাও এবার ঐখান থেকে ঐ সরু দড়ীটা নিয়ে এস। এবার দেখ। ঐ মোটা দড়ীটার মুখটা বেঁকিয়ে একটা আল্‌গা ফাঁসের মত করে এক হাতে ধর।

এবার ঐ সরু দড়ীটার মুখ তলা থেকে ফাঁসের ভেতর দিয়ে গলিয়ে ওপরে তোল। আচ্ছা বেশ এবারে যে পাশ দিয়ে সরু দড়ীটা ওপরে তুলেছ ফাঁসের সেই পাশের মোটা দড়ীটার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে মোটা দড়ীরই তলা দিয়ে নিয়ে ওপরে তোল। এখন সরু দড়ীটার ডান দিককার মোটা দড়ীটার ওপর দিয়ে নিয়ে অন্যদিকের সরু ও মোটা দড়ীতে মিলিয়ে যে ফাঁসের মত হয়েছে (অর্থাৎ সরু দড়ীটার তলা দিয়ে ও মোটা দড়ীটার ওপর দিয়ে) তার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে নাও। এবার সরু দড়ীর মুখ দুটা এক সঙ্গে করে ও মোটা দড়ীর মুখ দুটা এক সঙ্গে করে টান। এখন গেরোটা ঠিক বাঁধা হয়েছে কি না জানতে হলে দেখবে যে মোটা দড়ীর মুখ দুটা ঠিক পাশাপাশি এক সঙ্গে সরু ফাঁস দড়ীটার উপর দিয়ে গেছে, সরু দড়ীর লম্বা মুখটা মোটা ফাঁস দড়িটার তলা দিয়ে ও ছোট মুখটা ওপর দিয়ে গেছে।
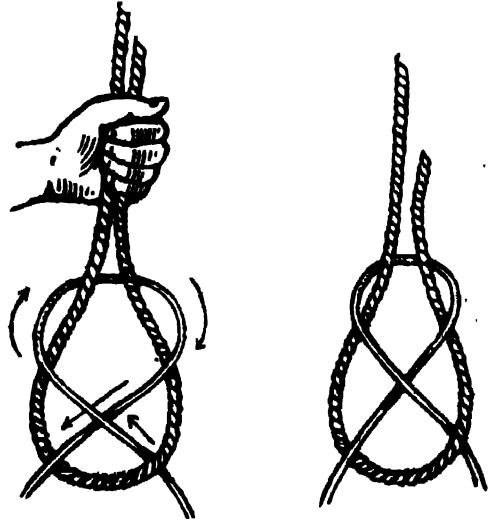
এ গেরোটার ব্যবহারই হল একটা মোটা দড়ীর সঙ্গে সরু দড়ী জোড়া দেওয়া। কি বলছ, রীফ্‌নটেও ত জোড়া দেওয়া যায়? হাঁ তা যায় বটে, যদি দড়ী দুটা এক রকমের হয়, কিন্তু মোটা দড়ীর সঙ্গে সরু দড়ী যদি রীফ্‌নট দিয়ে জোড়া দাও ত দেখবে যে টানলেই তা হড়কে খুলে আসবে। "যাত্রীর" মলাটেতে দেখ মোটা দড়ী দুটার সঙ্গে দুটা সরু দড়ী জোড়া দেওয়া হয়েছে—সীট্‌বেণ্ড দিয়ে। থাক্‌ আজও এই একটাই থাক্‌। এটা রীফ্‌নটের চেয়ে একটু গোলমেলে, কাজেই ভাল করে বাঁধতে অভ্যাস করা দরকার।

পেট্রোল লীডার—অমর দেব

চুঁচড়ার স্কাউটদের মাঝে বঙ্গের গবর্ণর

৩০শে জুন মান্তবর লিটন বাহাদুরের চুঁচড়ায় আসবার কথা। স্কাউটমাষ্টার বল্লেন যে আমাদেরও তিনি সেদিন পরিদর্শন করবেন অবশ্য খুবই অল্পক্ষণের জন্য কিন্তু তার ভেতরেই আমাদের তাঁকে কিছু করে দেখাতে হবে।

পরদিন থেকেই আমরা কাজে লেগে গেলুম। শনিবার দিন সকালে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের দেখে খুবই খুসী হলেন আর বিকালে বাংলার অরগ্যানাইসিং সেক্রেটারী মিঃ এন্ এন্ বোস মহাশয়ও কলিকাতা হইতে আমাদের দেখিতে আসিয়া যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া গেলেন।

৩০শে জুন সোমবার দিন বিকালে ৪টার ভেতর আমরা সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে Uniform পরে স্কাউট মাষ্টারের ঘরে গিয়ে জড় হলুম। প্রায় পৌনে পাঁচটার সময় লিটন বাহাদুর আমাদের সামনে দিয়েই ইমামবাড়ি প্রভৃতি দেখ্তে গেলেন। তখন আমরা সকলে স্কাউটমাষ্টারের সঙ্গে মাঠের দিকে রওনা হলুম। পথে Free Church School ট্রুপটীও আমাদের সঙ্গে মিলিত হল। মাঠে আমরা ঘোড়ার নালের আকার করে দাঁড়ালুম। কিছুক্ষণ পরেই হাইলাণ্ডাররা তাদের ব্যাণ্ড বাজাতে লাগল। প্রায় ২৫ মিনিট এরকম করে দাঁড়িয়ে থাক্বার পর বাংলার প্রাদেশিক চীফস্কাউট লর্ড লিটন আমাদের কাছে এলেন। ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর কাছে ট্রুপ দুইটির পরিচয় প্রদান কর্বার পর তিনি প্রত্যেক পেট্রোলের কাছে এসে দেখ্তে লাগ্লেন। দেখ্তে দেখ্তে তিনি শেষের পেট্রোলটির কাছে এসে দাঁড়াবা মাত্র আমরা পূর্ব্বের পরামর্শ মত গোল হয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য তৈরী নূতন ডাকটি একসঙ্গে চীৎকার করে তাঁকে শুনিয়ে দিলুম। তারপর ফের পূর্ব্বের ন্যায় খুরাকৃতিতে দাঁড়ালুম।

তারপর সঙ্কেতে কথাবার্ত্তা করার কথা। লর্ড লিটন আমাদের সঙ্কেতকারী দলকে—"I wish good luck, to you all."—LYTTON এই কথাগুলি সঙ্কেতে পাঠাতে বল্লেন। পড়তে আমাদের কোনই ভুল হয়নি।

তারপর Investiture ceremony ও খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। বাংলার চীফ স্কাউট যখন নিজে স্কাউটদের ব্যাজ পরিয়ে দিলেন তখন আমরা খুবই খুসী হয়েছিলুম। তারপর Booma Cheka Boom কলটি দিয়ে আমরা উৎফুল্ল মনে "ধন ধান্য পুষ্পেভরা" গানটি গাইলুম। গান শেষ হওয়া মাত্র আমরা একলাইন হয়ে গিয়ে আমাদের এই মাননীয় অতিথিটিকে অভিবাদন করলুম। তিনিও একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় আমাদের উৎসাহ দিয়ে বল্লেন :—

"তোমাদের এই অভিবাদন কার্য্যটি খুব সুন্দররূপে তৎপরতার সহিতই সম্পন্ন হইয়াছে। আর তোমাদের সঙ্কেত, ডাক ও Investiture প্রত্যেকটিই আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি তোমাদের ফুর্ত্তির সঙ্গে কাজ করা দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি। আশাকরি যে তোমরা চিরকাল তোমাদের সব কাজই এই রকম ক্ষিপ্রতা ও ফুর্ত্তির সহিত সম্পন্ন করবে।"

স্কাউট—ধীরেন

(2nd Chinsura Troop)

বাংলা ভাষায় সিগ্‌নালিং

বিষ্ণুপুর বয় স্কাউট ট্রুপ বাংলা অক্ষরে সঙ্কেত দ্বারা দূরে সংবাদ জ্ঞাপনের (Semaphore Signalling) এক সহজ উপায় বাহির করিয়াছে। উপায়টি নীচে দেওয়া গেল। সাতটী চক্রে স্বরবর্ণের ও ব্যঞ্জনবর্ণের প্রায় সমস্ত অক্ষরগুলি আছে। কেবল ই কার স কার প্রভৃতির এক রকম চিহ্ন ধরা হ'য়েছে। যেমন প্রথম চক্রের তৃতীয় চিহ্নটীতে ই, ঈ দুই বুঝায়। ৬ষ্ঠ চক্রের প্রথম চিহ্নটীতে তিন রকম স কার বুঝায়। কোন্‌টা ই কার হইবে কি ঈ কার হইবে, কোন্‌টা স হইবে কি শ হইবে কি ষ হইবে, তাহা কথার মানে অনুযায়ী ধরিতে হইবে। কএর পর হ চিহ্ন করিলে খ বুঝায়, গ এর পর হ করিলে ঘ বুঝায়, ইত্যাদি। কোন্ চিহ্ন করিলে (Signalling receive) সঙ্কেত গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, কোন্ চিহ্নে বর্ণমালা আর কোন্ চিহ্নে সংখ্যা বুঝাইবে ইত্যাদি সমস্ত চিহ্নই Chartএ দেওয়া গেল।

খ=ক+হ; ঘ=গ+হ; ছ=চ+হ; ঝ=জ+হ; ঠ=ট+হ; ঢ=ড+হ; থ=ত+হ; ধ=দ+হ; ফ=প+হ; ভ=ব+হ; ড়=র+হ; ঋ=র+র।

"যুক্তাক্ষর" চিহ্ন গ্রাহক (এই প্রকার বন্ধনীর ভিতর লিখিবে এবং "যোগ" চিহ্ন পাইলে) এই রকম বন্ধনীতে লিখিবে।

প্রত্যেক কথার শেষে গ্রুপ চিহ্ন করিতে হইবে।

চিহ্ন।	অর্থ ও ব্যবহার।
আ (সঞ্চালিত) ...	গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হও।
আ (স্থির) ...	বর্ণমালাবাচক।
ঐ (সঞ্চালিত) ...	সংখ্যাবাচক।
ক ...	কথাটি আবার পাঠাও।
স, ব	সকল কথাগুলি আবার পাঠাও।
ও ...	শব্দ পাইয়াছি, শব্দ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছি।
প, ই ...	সকল কথাগুলি ঠিক পাইয়াছি।
ডান হাতের নিশানটি সম্মুখে একপার্শ্ব হইতে আর এক পার্শ্বে সঞ্চালিত হইলে	মুছিয়া ফেল (অর্থাৎ ভুল পাঠান হইয়াছে সেজন্য ওইটি মুছিয়া ফেল)।
প্রথমে "চ" আর তারপর দ্রুতবেগে : পাঠাইলে বুঝায়	সমাপ্ত (অর্থাৎ সংবাদটি শেষ হইয়াছে আর কিছু বলিবার নাই)।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী সংবাদ লইয়া আলোচনা করা যাক ঃ—

"এখানে প্লেগ আরম্ভ হয়েছে।" এই সংবাদটি পাঠাইতে হইলে প্রেরককে প্রথমে সঞ্চালিত 'আ' চিহ্নটি দেখাইতে হইবে এবং গ্রাহকের নিকট হইতে "ও" সঙ্কেত পাইলে সংবাদ পাঠাইতে আরম্ভ করিবে। প্রথমে "এ" পাঠাইবে তার পর "ক হ আ" তার পর "নে" পাঠাইতে হইবে। এটী পাঠাইতে হইলে প্রথমে পঞ্চম চক্রের চতুর্থ চিহ্নের সঙ্কেত করিতে হইবে। তাহাতে গ্রাহক বুঝিবে যে এরপর যে অক্ষরগুলি আসিতেছে সেগুলি যোগ হইবে। ঐ চিহ্নটীর নাম "যুক্তাক্ষর" দেওয়া হইয়াছে। ঐ চিহ্নটীর পর "ন" ও "এ" পাঠাইতে হইবে এবং তারপর পঞ্চম চক্রের দ্বিতীয় চিহ্নটী সঙ্কেত করিতে হইবে। এই চিহ্নটীর নাম 'যোগ' দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গ্রাহক বুঝিবে যে "যুক্তাক্ষর" চিহ্ন করার পর যতগুলি অক্ষর 'যোগ' চিহ্নের আগে পাইয়াছে সমস্তগুলি যোগ হইবে। গ্রাহক "এখানে" শব্দটী লিখিলে এইরূপ দেখায় "এ (ক হ আ) (ন এ)"। একটু অভ্যাস করিলেই গ্রাহক একেবারে "এখানে" কথাটী লিখিতে পারে। "এখানে" কথাটী শেষ হইলে প্রেরক Group চিহ্ন করিবে। তার পর "প্লেগ" কথাটী পাঠাইতে হইলে প্রেরক প্রথমে "যুক্তাক্ষর" চিহ্ন পাঠাইবে তারপর "প ল এ" এবং "যোগ" চিহ্ন পাঠাইয়া "গ" পাঠাইবে। গ্রাহক এইরূপে লিখিবে "(প ল এ) গ"। এই রকমে সমস্ত কথাগুলি পাঠান যায়। আগেই বলা হইয়াছে যে একটু অভ্যাস করিলে গ্রাহক একেবারে "প্লেগ আরম্ভ" ইত্যাদি লিখিতে পারে। এখানে 1st Troop, Cuokoo Patrol Leaderএর চেষ্টায় এই সাঙ্কেতিক নিয়ম (Signalling Code) প্রধানতঃ বাহির হইয়াছে। আশা করি অন্যান্য Troop এর চেয়ে সহজ পন্থা বাহির করিবে।

মায়াতরু হালদার,
স্কাউট মাষ্টার, বিষ্ণুপুর ট্রুপ।

কলিকাতা বয়স্কাউট্ শঙ্ঘ

২য় দল।

হেড্ কোয়াটার্সের সংবাদ।

২রা জুলাই বুধবারের বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় এই সভার অধিবেশন হয়।

এই সভায় মিঃ জে, কার্কহাম্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মেসার্স জে আমেদ, এন্ এন্ বসু, আর ব্রায়াণ, এস, পি, চৌধুরী, অনিল দত্ত, এন, গোস্বামী, এ, পাস্কার ও কে, রহামান উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গত ৩রা জুন মাসের মিটিং এর স্মারক-লিপি পঠিত ও অনুমোদিত বলিয়া গৃহীত হয়।

বিগ্‌ল প্রতিযোগীতা—আগামী ২৬শে জুলাই শনিবার "স্কাউট্ হেডকোয়াটার্সে" বিগ্‌ল প্রতি-যোগীতা হইবে। সময় পরে নির্দ্ধারিত হইবে।

এ্যাম্বুলেন্স প্রতিযোগিতা—আগামী ১৬ই আগষ্ট শনিবার "স্কাউট্ হেড কোয়াটার্সে" এ্যাম্বুলেন্স প্রতিযোগিতা হইবে। সময় পরে নির্দ্ধারিত হইবে।

অপরবর্ত্তী র‍্যালী—আগামী ১৯শে জুলাই বেলা ৫ ঘটিকার সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে এই র‍্যালী আরম্ভ হইবে।

মিঃ অশোক চাটার্জ্জি—মিঃ অশোক চাটার্জ্জিকে ৯।২য় ট্রুপের স্কাউটমাষ্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মিঃ এস আর দাস—কোষাধ্যক্ষ মিঃ এস্ আর দাস মহাশয়ের নিকট হইতে পদত্যাগ পত্র প্রাপ্ত হওয়াতে ঐ বিষয় আলোচনার জন্য মেসার্স জে এ কার্কহাম্, জে, এম, ঘোষ, এন্ এন্ বসু এবং এন্ গোস্বামীকে লইয়া একটি Sub-committee গঠিত হইল।

নিয়ম পরিবর্ত্তন—"হেড কোয়াটার্সের" নিয়মা-বলীর পরিবর্ত্তন বিষয়ে আলোচনা সম্পর্কে এন্ এন্ বসুকে সঙ্ঘের প্রতিনিধি মনোনীত করা হইল। যদি কোন স্কাউট্ মাষ্টার বর্ত্তমান নিয়মাবলীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক বোধ করেন তাহা হইলে সত্বর তাহাদিগকে মিঃ এন্ এন্ বসুকে জানাইতে হইবে।

কাবেদের রেকর্ড—কাব মাষ্টারদিগকে তাঁহাদের দলের কাবেদের সম্পূর্ণ রেকর্ড যত শীঘ্র সম্ভব মিঃ জে আমেদের নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

ফিরতি পরীক্ষা—বাৎসরিক ফিরতি পরীক্ষা নিম্নলিখিত সময়ে গৃহীত হইবে।

জুলাই মাসে—সাইক্লিষ্ট ও 'দ্বিভাষী'।

আগষ্ট মাসে—রক্ষাকারী, সঙ্কেতকারী, পথ-প্রদর্শনকারী।

সেপ্টেম্বর মাসে—এম্বুলেন্স, সাধারণ স্বাস্থ্য-পরীক্ষক, লক্ষ্যভেদক।

পরীক্ষা প্রার্থী স্কাউটের নাম মিঃ অনিল দত্তের নিকট ২০শে জুলাইয়ের আগে পাঠাইতে হইবে।

প্রথম শ্রেণীর পঞ্চম পরীক্ষা—পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে মিঃ টমবি এই মাসের দ্বিতীয় বুধবারে প্রথম শ্রেণীর ৫ম পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এক্ষণে স্থির হইল যে উক্ত পরীক্ষা দ্বিতীয় রবিবারে গ্রহণ করা হইবে।

মার্চ্চ র‍্যালীর ফটোগ্রাফ—সার আর্ এন মুখার্জ্জী যে ফটোগ্রাফ উপহার দিয়াছেন, যে সব ট্রুপ এপর্য্যন্ত সে ফটোগ্রাফ পায় নাই, মিঃ এন্ এন্ বোসকে অনতিবিলম্বে সেই না পাওয়ার খবর জ্ঞাপন করার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশন আগামী ৬ই আগষ্ট বুধবার স্কাউটস্ হেডকোয়াটারে বসিবে।

মাসিক খবর।

১। **মিঃ জে, এস উইলসন্**—এই বৎসরের মে সংখ্যক "স্কাউটারে" প্রকাশ যে, গিলওয়েলের ক্যাম্প চীফ মিঃ জে এস উইলসনকে সম্মানসূচক সিলভার উল্‌ফ প্রদান করা হইয়াছে। কলিকাতায় স্কাউট ভ্রাতৃত্বের সভ্যগণ তাঁহাদেরই একজন মিঃ উইলসনের এই সম্মানলাভের সংবাদের নিশ্চয়ই খুব সুখী হইবেন।

২। **সাহসের পুরস্কার**—মধ্য প্রদেশের স্কাউট সঙ্ঘের একজন পেট্রোললীডার নারায়ণ দাগাওকার নিজের যথেষ্ট বিপদ সত্ত্বেও কুঞ্জলাল নামক একজন লোককে ও তাহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার করে ও কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস বহাইয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করে। তাহার এই সাহস ও সৎকার্য্যের জন্য তাহাকে সিল্‌ভার ক্রস্ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

৩। **দ্বাদশ-২য় ট্রুপের বাৎসরিক সম্মিলনী**—বিগত ২১শে মে বৃহস্পতিবার দিন সন্ধ্যা ৫॥০টায়, দ্বাদশ—২য় ট্রুপের ৩য় বাৎসরিক সম্মিলনী তাহাদের ট্রুপ হেডকোয়াটারে সম্পন্ন হইয়াছিল। সভায় স্কাউটার স্কাউটদের অভিভাবক ও ঐ ট্রুপের শুভানুধ্যায়ীদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। চা পান ও জলযোগাদির পর ট্রুপের সম্বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠ করা হয় ও তাহার পর প্রত্যেক পেট্রোল ভিন্নভাবে নানাপ্রকার প্রদর্শনীদ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলীকে আমোদিত করে। তাহার পর জাতীয় সঙ্গীতের সহিত ঐদিনের ব্যাপার পরিসমাপ্ত হয়।

৪। **দ্বিতীয় রাজবাড়ী ট্রুপের প্রতিষ্ঠান**—বিগত ৫ই মে সন্ধ্যা ৫টায় গোয়ালন্দ হাই স্কুলের প্রশস্ত ময়দানে প্রাদেশিক Organising Secretary মিঃ এন্ এন্ বোস্ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় রাজবাড়ী ট্রুপের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনের পর ১ম রাজবাড়ী ট্রুপ এই দ্বিতীয় ট্রুপটিকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া তাহাদের ভ্রাতৃত্বে বরণ করিয়া লয়।

ইহার পর এই দুইটি ট্রুপের স্কাউটগণ উপস্থিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন করে। প্রেসিডেন্টের অনুরোধে মিঃ বসুও স্কাউটিংএর উপকারীতা সম্বন্ধে খুব সুন্দর ও হৃদয়-গ্রাহী একটি বক্তৃতা দেন ও স্থানীয় স্কাউটসঙ্ঘের সভাপতি মিঃ এস কে ঘোষ আই সি এস, ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর বক্তৃতাদ্বারা সেদিনকার কার্য্য সমাপ্ত করেন। কলিকাতা হইতে ১১-২য় ট্রুপের কয়েক-জন স্কাউটও এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিল।

স্বরলিপি

\+ | ০ | + | ০
আঃ—সা রে গা গা | গা গা গা | গা মা গা | রে রে রে |
। । । । | । । ॥ | ॥ । । | । । ॥ |
হ ও ধ র | মে তে ধীর | হও ক র | মে তে বীর |

\+ | ০ | + | ০
রে গা পা | মা গা সা | রে গা সা | ০—০—০—০ ||
। । ॥ | । । ॥ | । । ॥ | । । । । ||
হ ও উ | ন্ন ত শির | না হি ভ | য় ||

\+ | ০ | + | ০
সা নি সা নি | ধা ধা | ধা নি ধা | পা পা পা |
। । । । | ॥ ॥ | ॥ । । | । । ॥ |
ভু লি ভে দা | ভেদ জ্ঞান | হও স বে | আ গু য়ান |

\+ | ০ | + | ০
পা পা পা নি | ধা পা মা | পা ধা মা | ০—০—০—০ ||
। । । । | । । ॥ | । । ॥ | । । । । ||
সা থে আ ছেন | ভ গ বান | হ বে জ | য় ||

\+ | ০ | + | ০
অঃ—পা ধা নি | নি নি নি সা | ধা নি ধা নি | সা |
। । ॥ | । । । । | । । । । | ।।।। |
তে ে ত্রিশ | কো টি মো রা | ন হি ক ভু | হীন |
না না জাতি | না না ম ত | না না প রি | ধান |
জ্ঞা । য়বি | রা । জি ত | যা দে র ক | রে |

+	•	•	•	+ •	•		+		•		০
পা	সা	সা	সা	সা	সা	নি	ধা	নি	সা	নি	পা
হ	তে	পা	রি	দীন	ত	বু	ন	হি	মে	রা	হীন
বি	বি	ধে	র	মাঝে	হে	য়	মি	ল	ন	ম	হান
বি	ি	ন্ন	প	রা	জি	ত	তা	দে	র	স্ব	রে

+	▵		▵	০	▵		▵	+	•	▵		০
ধা	নি	ধা	নি	ধা	নি	ধা	নি	ধা	সা	নি	ধা	পা
ভা	র	তে	জ	ন	মে	পু	নঃ	আ	সি	বে	সু	দিন
দে	খি	য়া	ভা	র	তে	ন	ব	জা	তি	র	উ	ত্থান
সা	।	ম্য	ক	ভূ		না	হি	স্বা	।	র্থে	ধ	রে

+	▵		০				+
সা	নি	ধা	পা	মা	পা	গা	মা
ওই	হে	র	প্র	ভা	ত	উ	দয়
জগ	জ	ন	মা	নি	বে	বি	স্ময়
স	ত্যে	র	না	হি	প	রা	জয়

০			+				০
মা	মা	গা	রে	গা	মা	গা	সা
ওই	হে	র	প্র	ভা	ত	উ	দয়
জগ	জ	ন	মা	নি	বে	বি	স্মর
স	ত্যে	র	না	হি	প	রা	জয়

আঃ—আস্থায়ী ; অঃ—অন্তরা, সা—তারার নি—কোমল ; পাশে দুইটি দাঁড়ি থাকিলে দুইবার গাহিতে হইবে।

প্রত্যেকবার একটি অন্তরা গাহিবার পর আস্থায়ীর প্রথম দুলাইন গাহিয়া অন্য অন্তরাটি ধরিতে হইবে। ০—ফাঁক ; +—সোম।

স্বরলিপি—পেট্রোল লীডার—অমর দেব।

Scouters' Training Centre.

GILLWELL PARK,
Chingford, Essex.

I write to wish the "Jatri" every success in its endeavour to awaken public interest in Scouting throughout Bengal. It is fortunate in having as its Editor one who is convinced of the value which Scouting has in the building up of character, and whose enthusiasm and industry is being devoted solely to its cause.

I have always held that Scouting could not grow as it should throughout the Presidency unless there was some medium published in Bengali which could carry its ideals, aims and objects into every district.

With all my heart, therefore, I wish success to this new venture, not only in my capacity as Camp Chief at Gillwell Park, the Scouters' Training centre, but more so because of the very happy memories of the many days spent amongst Scouts and Scouters in Bengal.

J. S. Wilson.

স্কাউটারদের শিক্ষার কেন্দ্র

গিল্‌ওয়েল পার্ক,
চিংফোর্ড, এসেক্স।

"যাত্রীর" দ্বারা বাংলার জন-সাধারণের মনে স্কাউটিং সম্বন্ধে যে সাড়া জাগাবার চেষ্টা চল্‌ছে আমি তার সর্ব্বপ্রকারে সাফল্য কামনা কর্‌ছি। যাত্রীর সৌভাগ্য যে সে এমন একজন লোককে তার সম্পাদক রূপে পেয়েছে যিনি মানুষের চরিত্র গঠনের ওপর স্কাউটিং‌এর প্রভাব যে কতটা তা বেশ ভালো করেই জানেন এবং যিনি এর প্রসারের জন্যে চেষ্টা এবং অধ্যবসায় ব্যয় কর্‌তে কিছুমাত্র কার্পণ্য কর্‌ছেন না।

স্কাউটিংএর আদর্শ এবং উদ্দেশ্য বাংলার জেলায় জেলায় বহন করে নিয়ে যেতে পারে এমন কোনো বাহন না হ'লে সমগ্র প্রদেশটাতে যে এ প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে পড়্‌তে পারে না এ ধারণা আমার বরাবরই ছিল এবং সেই জন্যই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই নূতন পত্রিকাখানার কল্যাণ কামনা কর্‌ছি। আমি স্কাউটারদের শিক্ষা কেন্দ্র—গিলওয়েল পার্কের নায়ক কেবলমাত্র এই কারণেই যে এ সম্বন্ধে আমার আগ্রহ এত প্রবল হয়ে উঠেছে তা' নয়, আমার অনেকগুলো দিন বাংলার স্কাউট এবং স্কাউটারদের ভেতর কেটে গেছে এবং তাঁর স্মৃতি আমার মনের ভেতর এখনও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। সেই জন্যই বাংলার এই নূতন প্রতিষ্ঠায় আমি সর্ব্বান্তঃকরণে 'যাত্রীর' সাফল্য কামনা কর্‌ছি।

জে, এস, উইলসন।
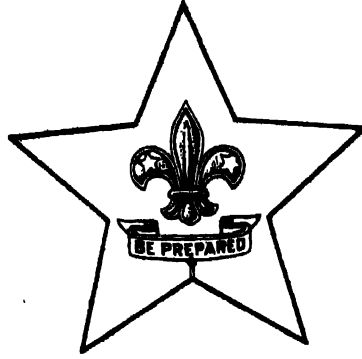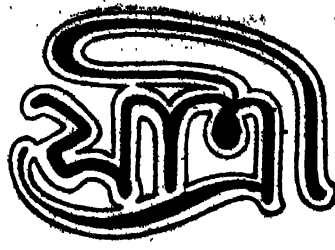
১ম বর্ষ | ভাদ্র—১৩৩১ | ৩য় সংখ্যা

জাগরণ

ভাঙ্গা গড়ার কাজ এসেছে যে!
তাই শিথিল বাঁধন টুটে গিয়ে,
ঘুমের নেশা ছুটে গিয়ে,
বাংলার ছেলে জাগিয়া উঠেছে।
ভাঙ্গা গড়ার কাজ এসেছে যে!

তাই আসছে তারা পলে পলে,
নবীন সাজে দলে দলে,
বীনার সুরের তালে তালে রে—
ভাঙ্গা গড়ার কাজ এসেছে যে!

কাজের বাঁশির পরশ লেগে,
উঠেছে আজ বাংলা জেগে;
হঠাৎ দিকে দিগন্তরে
আভাস তাহার ছড়িয়ে পড়ে।
ধরার হৃদয় দীপ্ত করে
নূতন যুগের বাংলা জেগেছে!
ভাঙ্গা গড়ার কাজ এসেছে যে!

সহকারী স্কাউটমাষ্টার—রমেশ সান্ন্যাল।

শেষ মুহূর্ত্তে ছাপাখানা বদলাতে বাধা হওয়ায় শ্রাবণ মাসের যাত্রী আমরা সময়মত বা'র করতে পারিনি সেজন্য গ্রাহকদের কাছে আমরা লজ্জিত আছি।

যাত্রীর মঙ্গলের জন্য যে আমাদের অজ্ঞানিতে অনেকেই চেষ্টা করছেন তার প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পেয়েছি, তাঁরা এখন অনেকেই একখানির জায়গায় দুখানি এমন কি দশখানি পর্য্যন্ত যাত্রী পাঠাতে বলেছেন, এঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

গ্রাহক সংখ্যা অবশ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু এখন পর্য্যন্তও আমরা যা আশা করেছিলাম তা পাই নাই, মনে হয় সময় সাপেক্ষ, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও একটা কথা শুনে আমাদের প্রাণে লেগেছে তাই সেটা এখানে না উল্লেখ করে থাকতে পারলাম না, আর বোধ হয় বলাই উচিৎ। শুনলাম যে কেউ কেউ এরকম বলছেন যে 'একেবারে গ্রাহক হয়ে কি হবে দেখা যাক্ না কতদিন চলে, এখন ত নগদই কিনি।' অবশ্য এঁদের জন্য কিছু আমাদের বলবার নাই তবে যখন তারা নগদ কিনতে প্রস্তুত তখন বোঝা যায় যে তাঁরা যাত্রীটি চান, তাই যদি হয় তাহলে যাতে যাত্রী স্থায়ী হয় তাই কি তাঁদের চেষ্টা হওয়া উচিৎ নয়? তা না হলে এতে যে যাত্রীর ক্ষতি হওয়াই সম্ভব।

যাত্রীর বার্ষিক মূল্য যতদূর সম্ভব আমরা অল্প করেছি—সে কেবল এই আশায় যে তাতে গ্রাহক সংখ্যা বেশি হবে আর সেই সঙ্গে স্কাউটিং এর প্রসার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আশা করি এইটুকু মনে রেখে এই যাত্রীটি যাতে সকলেরই সাথী হয় তাই তাঁরা চেষ্টা করবেন।

আমাদের স্যার আল্‌ফ্রেড্ পিকফোর্ড যিনি এখন বিলাতের হেড্‌কোয়াটার্স-এর বৈদেশিক স্কাউটদের কমিশনর আর মিঃ জে, এস, উইলসন যিনি এখন গিল্‌ওয়েল পার্কের ক্যাম্প চিফ্ তাঁরা দুজনেই যাত্রীর প্রথম সংখ্যাটি পেয়ে আমাদের উৎসাহ দিয়ে পত্র দিয়েছেন। উইলসন সাহেব অধিকন্তু একটি বার্ত্তাও পাঠিয়েছেন, আমরা সেটি ও তার অনুবাদ এই সংখ্যায় দিলাম। এঁদের দুজনার কাছেই আমরা তাদের সহানুভূতির জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যাত্রীর প্রথম সংখ্যাটিতে "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা" গানটির যে স্বরলিপি দেওয়া হয়েছিল তাতে কথাগুলির মধ্যে "কোথায় এমন খেলে তড়িৎ" এই চরণটি বাদ পড়ে গেছে। কলিকাতার ২য় সঙ্ঘের ১৭ নং ট্রুপের পেট্রোল লীডার এ-ওয়াসেক এই ভুলটি আমাদের দেখিয়ে দিয়ে বাধিত করেছেন।

স্কাউট ও অভিনয়

বিগত ২০শে ও ২১শে শ্রাবণ স্কটিস্‌চার্চ্চ কলেজের হলে কলিকাতার ২য় সঙ্ঘের একাদশ, দ্বাদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ দলের স্কাউটরা মিলে তাঁদের ট্রুপের জন্য অর্থ সঞ্চয় করবার উদ্দেশ্যে নানারকম স্কাউটিংএর ক্রীড়া কৌতুক করেন ও স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "মেবারপতন" ঐতিহাসিক নাটকটি অভিনয় করেন। "সত্যবতী" ব্যতীত ঐ নাটকের অন্য স্ত্রী চরিত্রগুলি বাদ দেওয়া হয়েছিল; নাটকের তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই বরং স্কুলের ছেলেদের পক্ষে তাতে অভিনয়টি সর্ব্বরকমে রুচি-শুদ্ধ ও শ্রুতি-মধুর হয়েছিল। কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তি অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন আর সকলেই একবাক্যে ছেলেদের দক্ষতার প্রশংসা করেছেন।

আমরা কিন্তু এছাড়া আরও কয়টি জিনিষ লক্ষ্য করে বড় খুসি হয়েছি। চারটি ট্রুপ যে একত্রে মিলে এই প্রদর্শনীটি করেছেন এইটাই বড় আনন্দের বিষয়। ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে এরূপ সদ্ভাব আমরা আরও দেখতে চাই; তা হলেই স্কাউটিংএর উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হবে।

তারপর শুনলাম যে এই প্রদর্শনীর ফলে তারা প্রায় এক সহস্র টাকা সংগ্রহ করেছেন; এতে তাঁদের আত্মনির্ভরতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, সকল ট্রুপেরই এটি আদর্শ হওয়া উচিৎ।

আর একটি জিনিষ, এই সঙ্গে সঙ্গে, বোধহয় নিজেদের অজ্ঞাতসারেই, তাঁরা স্কাউটিং আন্দোলনের একটি বিশেষ উপকার করেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে সেখানে ছেলেদের অনেকের পিতা মাতা উপস্থিত ছিলেন, এই প্রদর্শনীতে তাঁরা স্কাউটিংএ ছেলেরা কি শিক্ষা পায় তার অনেকটা পরিচয় পেয়েছেন, এতে সুফল অবশ্যম্ভাবী।

আগেই বলেছি যে "মেবার পতন" অভিনয়টি বেশ সুরুচি-সম্পন্ন ও শ্রুতি-মধুর হয়েছিল কিন্তু তাছাড়া আরও একটু এর ভিতর দেখা গিয়েছে যে, ছেলেরা যে যে চরিত্রটি অভিনয় করেছিল তা রীতিমত অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করেই করেছে এবং কথাবার্ত্তায় ও অঙ্গ ভঙ্গিতে তারা নিজ নিজ চরিত্রটি চমৎকার করে ফুটিয়ে তুলেছিল, এতে তাদের নিশ্চয়ই যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয়েছে।

কিন্তু অনেকে আছেন যাঁরা এইরকম ছোট ছেলেদের দিয়ে নাট্যাভিনয় করান পছন্দ করেন না; তাদের আশঙ্কা যে তাতে ওদের নৈতিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। আমাদের মনে হয় যে তাঁদের সে আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। অবশ্য সকল জিনিষেরই অপব্যবহার আছে কিন্তু যদি এটা তাদের শিক্ষার প্রণালী হিসাবে নেওয়া যায় আর অভিনয়ের বইখানি সেই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ব্বাচন করে, নিয়মিত ভাবে, এর গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে, তাদের শিখান হয় তাহলে এতে ছেলেদের চরিত্রের উন্নতি ছাড়া কখন অবনতির সম্ভাবনা থাকে না।

স্যার রবার্ট বেডেন পাওয়েল তার Scouting for Boys in India বই খানিতে এ বিষয় লিখেছেন যে "বেকন যে বলেছেন নাট্যাভিনয় ছেলেদের শিক্ষা দিবার একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, এবিষয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়।

ভারতবর্ষের ছেলেরা এ সম্বন্ধে তাদের ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে আমাকে খুবই আনন্দিত করেছে। এতে তাদের অনুকরণ করবার স্বাভাবিক ক্ষমতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও চিন্তা করবার শক্তি ফুটে উঠে' তাদের চরিত্রের উন্নতিতে সাহায্য করে। আর সেই সঙ্গে নাটকের চরিত্রগুলির ভিতর দিয়ে নিজেরা সেই ঘটনাগুলির অভিনয় করায় ঐতি-

হাসিক ও নৈতিক শিক্ষা তাদের মনে যে রকম দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয় শিক্ষকের শত নৈতিক উপদেশও তা হয় না।

আমার মনে হয় যে স্কাউট মাষ্টারেরা যদি কোনও ঐতিহাসিক বা অন্য কোনও ঘটনা তাঁদের স্কাউটদের মনে জাগিয়ে রাখতে চান তা হলে সেইগুলি তাদের দিয়ে অভিনয় করালে বিশেষ ফললাভ করবেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস এইরূপ ঘটনায় পরিপূর্ণ।

আর যখন এই অভিনয়গুলি উচ্চস্তরে পৌঁছিবে তখন ট্রুপের জন্য অর্থ সংগ্রহেরও একটা উপায় হতে পারে।"

ছেলেদের শিক্ষা বিষয়ে স্যার রবার্ট বেডেন পাওয়েলের অভিমত সকলের শিরোধার্য্য, তাই তাঁর এই কথাগুলি সকলের কাছে জানালাম।

নৃ—

হাস্যকৌতুক

ছুটী

১। কোনও গ্রাম্য স্কুল একটী শিল্ড পাইয়াছিল তাহাতে ছাত্রগণ ছুটী পায় নাই। তাহারা একটী মতলব করিয়া পরদিন স্কুলে আসিল। শিক্ষক মহাশয় আসিলে ১ম ছাত্র বলিল :—

১ম ছাত্র। মহাশয় আপনার শরীর বড় খারাপ দেখিতেছি।

শিক্ষক। না আমারত কোনই অসুখ করে নাই।

২য় ছাত্র। মহাশয় আপনার বোধহয় জ্বর হইয়াছে।

এইরূপে প্রত্যেক ছাত্রই তাঁহাকে অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিল। শিক্ষক মহাশয় শেষ পর্য্যন্ত ভাবিলেন যে সব ছেলেই যখন তাঁহাকে রোগগ্রস্ত দেখিতেছে তখন তাঁহার নিশ্চয়ই অসুখ করিয়াছে। পরদিন শিক্ষক মহাশয় আর স্কুলে আসিলেন না। তাহাতে ছাত্রগণ খোঁজ লইয়া জানিল যে তাঁহার জ্বর হইয়াছে বলিয়া তিনি আসেন নাই। স্কুল বন্ধ রহিল।

২। এক কৃপণ ভদ্রলোকের একটী পাচক ছিল। ভদ্রলোক পাচককে সন্দেহ করেন যে সে নিশ্চয়ই চুরি করে। ভদ্রলোক রোজই বাজার থেকে জিনিষপত্র আনেন এবং খাইবার সময় দেখেন যে জিনিষ কম। একদিন তিনি বাজার থেকে চারটি আলু এনে পাচককে বলিলেন "ওহে তোমায় যে আলুগুলি দিলাম আমায় সিদ্ধ করে দিও

পাচক। যে আজ্ঞা।

ভদ্রলোক ভাবিলেন এবার আর চুরি করিতে পারিবে না।

খাইবার সময় ভদ্রলোক দেখিলেন যে পাচক আলুগুলি চটকাইয়া দিয়াছে।

৩। রেণু ভাত খাইতেছিল। রেণুর দাদা তাহার দুধটা খায় নাই তাই মা বলিলেন "রেণু তোর দাদা দুধ খায়নি তুই খেয়ে ফেল।"

রেণু। অ্যাঁ......আমি বলে ভাতই খেতে পাচ্ছিনা তাই ওতগুলা ভাতকে চটকে এতকটী করলুম তুমি আবার দুধখেতে বলছ।

পেট্রোল লীডার—জিতেন বসু।

ভাব

জাপানে বিওয়া হ্রদের উপর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চলিয়া গিয়াছে। তাহারই দুই একটার মাঝখানে কয়েক ঘর গৃহস্থ পরিবারের ও দু'একজন ধনী গৃহীর বাস ছিল। বহু দূর হইতে এই ক্ষুদ্র গৃহগুলিকে ঠিক পায়রার খোপের মত দেখাইত।

সাংকিমাদের বাড়ী ছিল ইহাদের মধ্যে একটি। তাহাদের বাড়ী অন্যান্য গৃহগুলি অপেক্ষা আকারে বৃহৎ এবং বাহ্যদৃষ্টেও সুন্দর ছিল। কারণ তাহার পিতা ছিলেন জাপানের একজন ধনী বণিক। তিনি নিজে অতি শিক্ষিত না হইলেও পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। সেই জন্য তিনি তাহাকে জাপানের একটী উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং তৎসংশ্লিষ্ট স্কাউট ট্রুপে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বড় হইয়া সকল বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হয় এবং তাহার সহিত উচ্চশিক্ষাও লাভ করে, স্কাউট ট্রুপে ভর্ত্তি করানোর ইহাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

যে দিন সে প্রথম স্কাউট দলে যোগদান করিল, সে দিন সে তাহাদের কতকগুলি বিশেষত্ব দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত এবং সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে মুগ্ধও হইল। তাহাদের সহজ সরলভাবে মিশিবার পদ্ধতি, তাহাদের ভালবাসা, ভায়ের মতন করিয়া জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ব্যবহার—সমস্তই তাহার ক্ষুদ্রপ্রাণে গভীর রেখাপাত করিয়া গেল।

সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে তাহার মনেও এই স্কাউটদের মত করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে। তাহার বুদ্ধিও ছিল বেশ তীক্ষ্ণ। কাজেই সে প্রাণ-মন দিয়া তাহাদের সহিত মিশিতে লাগিল। তাহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে তাহার বিশেষ বিলম্বও হইল না।

সাংকিমাদের বাড়ী হইতে সুইন্‌সান্ পর্ব্বতটি অতি নিকটে। স্থানটিও পরম রমণীয়। সমুদ্রকূল হইতে উঠিয়াছে বলিয়া সেখান হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের সীমা দেখা যাইত। দূর আকাশের গায়ে নীল সমুদ্র মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। নীল সমুদ্রের মধ্যে ঢেউগুলি মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ফেনায় ফেনায় ভরিয়া উঠিত। সুতরাং স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল ভারি সুন্দর।

সন্ধ্যাবেলা এই দৃশ্য অধিকতর সুন্দর দেখাইত। সমুদ্রের গর্জ্জনও এই সময়ে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিত।

প্রত্যহই এই সময়ে সাংকিমা এইখানে আসিয়া বসিত এবং তাহার সাথী হইত মিটসুই। মিট্সুই তাহার ছেলেবেলাকার বন্ধু। সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সকল সময়েই সাংকিমা মিট্সুইকে সাহায্য করিয়াছে। মিট্সুইও সুবিধা পাইলেই তাহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতে কখনও ত্রুটি করে নাই। সে সাংকিমার অতিশয় অনুগত ছিল। খেলিবার পর তাহারা প্রত্যহ এই খানে আসিয়া বসিত এবং নানা বিষয়ে দুইজনে কথাবার্ত্তা বলিত। আজও বসিয়া ছিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহাদের পেট্রোল সম্বন্ধে। সাংকিমা যে ট্রুপে ছিল মিট্সুইও তাহার কিছুদিন পরে সেই ট্রুপে এবং সেই পেট্রোলেই আসিয়া ভর্ত্তি হইয়াছিল। কাজেই উভয়ে একই পেট্রোলে থাকায় তাহাদের এই বন্ধুত্ব আরও গভীর হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাহাদের আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তা সকলই সাংসারিক ভাবে হইত। এখন একটা নূতন ভাবের নূতন ধারার খোঁজ পাইয়া দু'জনেই তাহাতে একভাবে একযোগে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিল। (ক্রমশঃ)

পেট্রোল লীডার—প্রতুল মিত্র ১২-২য়
কলিকাতা ট্রুপ।

স্কাউট নিয়মাবলী

দ্বিতীয় নিয়ম

অমিয়,

সেদিন দ্বিতীয় নিয়মটি হচ্ছিল, বেশীদূর হয়নি আজ ওটা শেষ করতে হবে ; তোমার টেন্ডারফুট হবার তা না হলে দেরি পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় কি জান অমিয়, যে প্রথমটা তাড়াতাড়ি করা মোটেই উচিৎ নয়, ওতে ভিৎ খারাপ হয়।

অমিয়—না স্যার আমি ব্যস্ত হইনি।

স্কাউটমাষ্টার—বেশ। কিন্তু একটা কথা বলে-নিই। তোমায় বলব বলে মনে করে রেখেছি। তুমি সেদিন স্কটিশ-চার্চ্চ কলেজে স্কাউটরা যে স্কাউট-প্রদর্শনী আর "মেবার পতন" অভিনয় করেছিল তা দেখেছিলে ?

অমিয়—হাঁ স্যার।

স্কা—মা—আচ্ছা গোবিন্দ সিংহের সেই কথা-গুলি মনে আছে—"রাণা আমরা প্রাণ দিব কিন্তু মান দিব না" আর রাণার উত্তর "ঠিক বলেছ গোবিন্দ সিংহ আমরা প্রাণ দিব কিন্তু মনে দিব না" ; আর তারপর কি রকম নিশ্চিৎ মৃত্যু জেনেও মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বিপুল সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

অমিয়—হাঁ স্যার প্রতুলদা বেশ করেছিল।

স্কা—মা—না আমি শুধু তা বলছি না, প্রতুলদা ত বেশ করেছিল—সব কথাগুলি সে অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করই বলেছিল, কিন্তু আমি বলছিলাম কি যে ওই প্রথম নিয়মটি বোঝাবার সময় আমি তোমায় বলছিলাম না যে রাজপুতদের ইতিহাসে এই আত্ম-সম্মানজ্ঞানের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, এই দেখ তার একটি। আর তারপর অজয় সিংহ যিনি গ্রামবাসীদের উপর অন্যায় অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে নিজে তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিলেন ; আর গজসিংহের পুত্র অমর সিংহ যিনি পিতার অন্যায় আজ্ঞা পালনের চাইতে নির্ব্বাসনই বেছে নিলেন। এই দৃষ্টান্তগুলি মনে রেখো।

এখন দ্বিতীয় নিয়মটি আবার ধরা যাক। এবার 'দেশের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতা' জিনিষটা

যে কি তা বোধ হয় তোমায় আর কিছু বোঝাতে হবে না, কি বল ? নিজের দেশকে কে না ভালবাসে, ও জিনিষটা কোনও জাতের, কি দলের একচেটে নয়, ওর টান সকল মানুষের মধ্যেই আছে কেবল স্বার্থের খাতিরে অনেকে সেটা জোর ক'রে চেপে রাখে, ফুটে উঠতে দেয় না।

আচ্ছা তুমিত একটি ছোট্ট মানুষ, তুমি দেশের কি কাজ করতে পার বল দিকিনি ?

অমিয়—কেন স্যার আমি কি কিছু পারি না ?

স্কা—মা—আমি কি বলছি পার না, আমি জিজ্ঞাসা করছি কি তুমি পার ?

অমিয়—এই দেখুন স্যার সেদিন একজনের ট্রাম থেকে পড়ে মাথা কেটে গেছিল, আমি তা ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলুম, আর অন্য সব লোকেরা খালি ভিড় কর্‌ছিল, কিন্তু তার খুব লেগেছিল।

স্কা—মা—তবেই, দেখ তুমি প্রথম সাহায্যের পদ্ধতিটা (First aid) শিখেছিলে বলেইত পার্‌লে, আর যদি না শিখতে তাহলে ওই ভিড়ের মধ্যেরই একজন হতে, ঠিক কি না ?

অমিয়—ওরা স্যার সরেও যাবে না, হাওয়াও বন্ধ করে রাখছিল।

স্কা—মা—আমিত তাই বলছি যে তোমার এ শিক্ষার ফল, তুমি জানতে বলেই করলে। সেইজন্য আমার তোমাকে এই বলবার আছে যে, যদি তুমি দেশের উপকার করতে চাও তাহলে তুমি নিজে আগে তৈরি হও, নিজে মানুষ হও। যতদিন ছোট আছ অন্যদিকে মন দিও না, নিজেকে গড়ে তোলো, তবে তুমি দেশের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য পালন করতে পারবে। আর দেশত তুমি আমি এই পাঁচজনকেই নিয়ে হয়েছে, সকলেই যদি আমরা মানুষ হতে পারি তাহলেই জাতের উন্নতি আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি।

তারপর 'অধ্যক্ষগণের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতা' ইংরাজীতে হচ্ছে Loyal to his officers আচ্ছা তুমি এ কথাটাতে কি বোঝ বলত।

অমিয়—ওর মানে হচ্ছে আপনি যা বলবেন স্যার আমরা তাই মেনে চল্‌ব।

স্কা—মা—খালি স্কাউটমাষ্টারই তোমার অধ্যক্ষ নন, তাঁর সঙ্গে তোমার সহকারি স্কাউটমাষ্টার রয়েছেন, তা ছাড়া ডিষ্ট্রিক্ট স্কাউটমাষ্টার, ডিষ্ট্রিক্ট কমিসনার এরা রয়েছেন, এঁদের সকলেরই কাছে তোমার একটা কর্ত্তব্য রয়েছে। কিন্তু তুমি যে বললে 'আপনি যা বলবেন তাই মেনে চলব' এই তোমার শুধু কর্ত্তব্য নয়। Loyalty কথাটির ভিতর আরও অনেক জিনিষ আছে যেমন শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা— এগুলি অন্তরের জিনিষ। Loyalty আর Obedience এদুটি কথা এক নয়। তুমি সাতের নিয়মটি পড়েছ ত ? সেটা বলছে "A Scout obeys orders of his Parents, Patrol leader or Scoutmaster without question" ওই দেখ আজ্ঞাপালনের জন্য আলাদা একটা নিয়ম রয়েছে।

তাহলে বুঝলে যে অধ্যক্ষগণের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য শুধু তাঁদের আজ্ঞাপালন করা নয় তাঁদের আন্তরিক ভালবাসা।

অমিয়—হাঁ স্যার।

স্কা—মা—আচ্ছা কিন্তু এঁদের তুমি ভালই বা বাসবে কেন, আর তাঁদের কথাই বা শুনবে কেন ?

অমিয়—আপনারা যে স্যার আমাদের জন্যে এত কষ্ট করছেন।

স্কা—মা—ওইটুকু যদি তুমি বুঝে থাক যে আমাদের আর কিছুই ইচ্ছা নয়, তোমরা কিসে মানুষ হবে এই আমাদের চেষ্টা, তাহলেই হল। স্কাউটিং জিনিষটি একটি স্বেচ্ছাব্রত, এর যাঁরা অধ্যক্ষ হবেন তাঁদের স্বার্থ দূরে রেখে আসতে হবে তবে তাঁরা তোমাদের মন পাবেন আর তবেই এর সুফল ফলবে।

যদি তোমার অধ্যক্ষদের প্রতি তোমার ভক্তি

থাকে তা হলে তাঁদের নিন্দা কখন তোমার মুখে শোনা যাবে না, যদি কেউ কখন তোমার সামনে তাঁদের নিন্দা করে তোমার কর্ত্তব্য হবে যে তাদের বারণ করা কিন্তু তাতেও যদি না শোনে ত তোমার পক্ষে সেখান থেকে চলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

এবার "পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতা" আচ্ছা বল কেন তার কি দরকার?

অমিয়—তাঁরা স্যার আমাদের ভালবাসেন।

স্কা—মা—মাঝে মাঝে যে বকেন তাতে তাহলে রাগ কর না?

অমিয়—রাগ হয় না তবে যদি অন্যায় বকেন তাহলে বড় দুঃখ হয়।

স্কা—মা—অন্যায় নয়। এটা মনে রেখো যে তাঁদের সদা সর্ব্বদাই চেষ্টা যে কিসে তোমার ভাল হয়। তাঁদের স্বার্থ নাই, অন্য চিন্তা নাই, কেবল কিসে তুমি ভাল থাকবে, কিসে তোমার মঙ্গল হবে এই চিন্তা। জীবনে নিজেরা যা ভুল করেছেন তোমার যাতে সে ভুলটুকু না হয় সে বিষয়ে তাঁরা সাবধান হন। অনেক সময়ে সেজন্য তাঁদের কথা হয়ত তোমার মনঃপুত হয় না কিন্তু তখনই তোমার বুঝতে চেষ্টা করা উচিৎ যে তোমার মঙ্গলের জন্যই তা বলছেন। তাতে রাগ বা দুঃখ করবার কিছু নাই আর তোমার চেষ্টা হওয়া উচিৎ যে যাতে তাঁরা সুখে থাকেন।

এরপর "প্রতিপালকের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতা।" ধর, যদি তুমি কারুর কাছে চাকুরি কর তাহলে তোমার উচিৎ হবে যে তোমার সাধ্যমত তাঁর কাজটুকু করা এবং তাতে কোনও রকম ফাঁকি নাদেওয়া। যেমন ধর না শোনা যায় যে আফিসের বাবুরা জানেন যে বড় সাহেব কখন আসবেন, সেই সময় সব খুব কাজে ব্যস্ত হন কিন্তু বাকি অনেকটা সময় জলখাবার' খেয়েই কাটে। হাসছ অমিয়, কিন্তু সত্যি নাকি তাঁরা এরকম করেন, আর শোনা গেছে যে কেউ কেউ এরকম পাকা হয়ে গেছেন যে চেয়ারের হাতলে চাদর বেঁধে, হাতে কলম নিয়ে খাতার উপর হাত ঠিক মাঝে মাঝে চলছে অথচ চোখ বন্ধ। এ বিষম ঠকান। কিন্তু জেনো যে, যে এরকম করে তার কোনও কালে উন্নতি হয় না। কে ফাঁকিদার আর কে খাঁটিলোক মুনিবরা তা চট্ করেই ধরতে পারেন। আজকাল স্কাউটদের শিক্ষায় অনেকে বিশ্বাস কোরে তাদের চাকুরি দেন। সেজন্য স্কাউটদের এ বিষয় খুবই সাবধান হওয়া দরকার যে তাদের একজনের জন্য সকলের বদনাম না হয়।

আর যেমন অধ্যক্ষগণের নিন্দা কখন করা উচিৎ নয় সে রকম মুনিবেরও নিন্দা কখন করবে না।

শেষ "প্রতিপালিতের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতা।" বাড়ীতে তোমার চাকর-বাকর আছে, তাদের যদি একটু আদর-যত্ন কর, তাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হও দেখবে তাদের দিয়েই আরও ভাল কাজ পাবে।

অমিয়—স্যার আমাদের 'কৃপা' বলে একজন বুড়ো চাকর আছে সে আমাদের খুব যত্ন করে, আমরাও তাকে সকলে ভালবাসি।

স্কা—মা—ঠিক, কিন্তু আজকাল চাকর-মুনিব সম্বন্ধটা যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, আর ও রকমটা বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। অনেক সময় আমরা ভুলে যাই যে তারাও মানুষ তাদেরও মধ্যে সুখ-দুঃখ বোধের শক্তি আছে। মাইনে দিই—কাজ করিয়ে নেব এই ভাবটাই যেন বেশী এসে পড়ে, তাতে কিন্তু সুফল ফলে না।

আজ তাহলে দ্বিতীয় নিয়মটা শেষ হল, ফিরে দিন তৃতীয়টা নেব কি বল?

অমিয়—আজ তাহলে যাই স্যার।

স্কাউটমাষ্টার—নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

ক্লোভ হিচ্

এস ভাই প্রতুল, আজ তোমায় আর একটা গেরো বাঁধতে শেখাই। এখন বুঝছ ত যে, গেরো বাঁধা একটা খুব সহজ কাজ নয়, তবে একটু অভ্যাস করলেই দেখবে যে এগুলো এত শক্ত ঠেক্‌বে না, তখন হয়ত সব চোখ বুজেই বাঁধতে পারবে। বেশ এস আজ তোমায় একটা খুব সহজ দেখে গেরো বাঁধতে শেখাই। এটার নাম ক্লোভ হিচ্।

এই দড়ির কাছাকাছি দুটো যায়গা দু'টা হাত দিয়ে ধর, এবার ডান হাত দিয়ে যেখানটা ধরেছ, সেখানটা বাঁ হাতটার ওপরে নাও আর দু'টোই বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধর। কি হল—একটা আলগা ফাঁসের মত নয়? আচ্ছা ফের ডান হাত দিয়ে দড়ির ডান দিকের ভাগ থেকে আগেকার মতন করে আর একটা ফাঁস তোল। পাশাপাশি দু'টো ফাঁস হল ত। এবার তোমার ডান দিকের ফাঁসটা বাঁ দিকের তলায় নাও, দু'টো ফাঁস থেকে এবার একটা ডবল ফাঁসের মত হয়ে গেল কেমন? এই ডবল ফাঁসটারই নাম ক্লোভ হিচ্। এইটে এবার ঐ বাঁশের খুঁটিটার মধ্যে পরিয়ে দিয়ে দু'টো মুখ ধরে টান। দেখ খুঁটিটাতে কেমন দড়িটা বাঁধা হয়ে গেল। কেমন এটা খুব সহজ নয়?
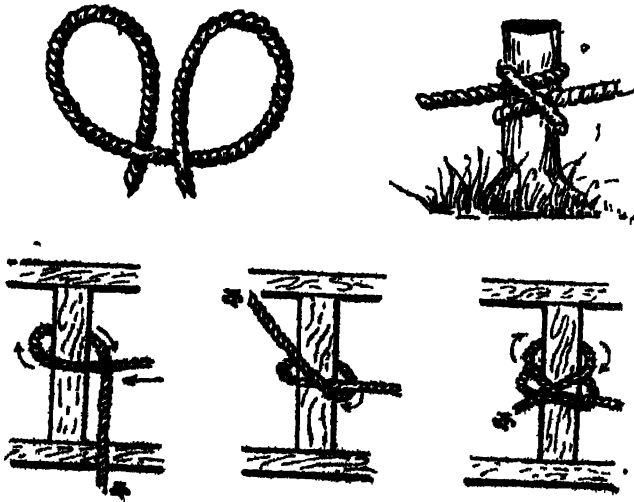
কিন্তু ধর যদি এই জানলার গরাদটায় এই গেরোটা বাঁধতে হয় তখন কি করে বাঁধবে? তখন ত আর একটা মুখ এরকম খোলা পাবেনা যে ফাঁসটা সেখানে দিয়ে পরিয়ে দিলেই হয়ে গেল। তখন বাঁধতে হলে দড়িটা আগে গরাদেতে একপাক জড়িয়ে দড়ার মুখটা বাঁকা ভাবে অন্য মুখটার ওপর দিয়ে

নিয়ে ফের একপাক গরাদেতে জড়াতে হবে। হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। এবার ঐ মুখটাই, যে দড়িটা বাঁকা ভাবে গেছে তার তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দাও। এই ত. হয়ে গেল।

আচ্ছা এ গেরোটা কি দরকারে বাঁধতে হয় বলি শোন। সাধারণতঃ কোন খোঁটায় কিছু বাঁধতে হলেই এই সামান্য গেরোটা বাঁধলেই যথেষ্ট। খুব শীগ্‌গিরও হয় আর শক্তও হয়। দেখেছ কি গঙ্গার ঘাটে ষ্টীমার গুলো যখন জেটিতে এসে লাগে তখন খালাসিরা বরাবর এই গেরোটা দিয়েই জাহাজটাকে জেটির খুঁটির সঙ্গে বাঁধে, কত শীগ্‌গির বাঁধাও হয়ে যায় আর ফস্কায়ও না। তাঁবু টাবু খাটাবার সময়ও এই গেরো দিয়েই তাঁবুর দড়ি গুলো খুঁটিতে আটকান হয়। মলাটের ছবিতে দেখ পৃথিবীটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে ক্লোভ হিচ দিয়েই যাতে না ফস্কায়। "ল্যাসিং" করবার সময়ও বরাবর এই গেরো দিয়েই আরম্ভ করতে হয়। আচ্ছা এখন তুমি নিজে নিজে বাঁধতে অভ্যাস কর আর এর প্রয়োজন টাও মনে রেখ।

পেট্রোল লীডার—**অমর দেব**।

বিশ্বাস

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তারা সব বোর্ডিং স্কুলের ছেলে।

তখন সবে ক্লাশ আরম্ভ হয়েছে; মাষ্টার মহাশয় হরিহর বাবু তখনও ক্লাশে এসে পৌছেন নাই। ছেলেরা সব ক্লাসে একটা কাগজের বল নিয়ে খেলা করছিল। অনিল সবে বলটা ছুড়ে 'দুলাল' ওরফে কুপোকে মেরেছে এমন সময় অনিলের দুর্ভাগ্য বশতঃ হরিহর বাবু ক্লাশে এসে ঢুকলেন। বলটাও কি রকম করে ছিট্‌কে লাগ্‌ল একেবারে হরিহর বাবুকে। একে অনিল ক্লাশের মধ্যে একজন মার্কা মারা ছেলে তার পর বলটাও লেগেছে হরিহর বাবুকে। হরিহর বাবু ভারী গলায় ডাক্‌লেন "অনিল"। অনিল উত্তর করিল "স্যার"। "তুমি আমায় বল ছুড়ে মেরেছ"। "আমি ইচ্ছে করে মারিনি স্যার কুপোকে মার্ত্তে গিয়ে দৈবাৎ আপনাকে গিয়ে লেগেছে"।

কিন্তু কদিন ধরে হরিহর বাবুর মেজাজটা ভাল নেই। তার উপর স্কুল শুদ্ধ সকলের অনিলের উপর খারাপ ধারণা আছে তাই তিনি বললেন "দেখ ইচ্ছে অনিচ্ছে আমি বুঝি না, তুমি আমায় মেরেছ। আর ঘণ্টা বেজে যাবার পর, তোমরা বল নিয়ে খেলা করছিলে। অতএব এর শাস্তি তোমায় নিতে হবে।"

এমন সময় অরুণ হঠাৎ বলিয়া উঠিল "স্যার সত্যই অনিলের দোষ নাই, তা'হলে আমাদের সকলকেই শাস্তি দিন।"

অরুণ ক্লাশের মধ্যে ফুটবলের কাপ্তেন ও স্কুল ট্রুপের একজন স্কাউট। গায়ে কিছু জোরও আছে। অন্যায় কখনও সহ্য করতে পারে না। অন্য সময় হ'লে হরিহর বাবু হয়ত তার কথা শুনতেন কিন্তু তখন তাঁর মেজাজ ঠিক না থাকাতে তিনি বললেন "তুমি চুপ কর অরুণ, তোমায় কেউ সালিশী করতে বলেনি। অনিল তোমায় আমি ১৫ঘা বেত লাগাব যাতে সবারই আক্কেল হয়।" এই বলে তিনি গুণে গুণে তাকে বেত লাগালেন। অনিল চুপ করে সে আঘাত সহ্য করল।

তারপর পড়া আরম্ভ হ'ল। অঙ্কের ঘণ্টা কিন্তু

কার আর ভাল লাগছিল না। সকলের মুখ বিষণ্ণ। অনিল খারাপ ছেলে হলেও সকলে জানত তার কোন দোষ নাই। সকলের মুখেই সমবেদনা দেখা গেল।

তখন যদিও শীতকাল কিন্তু সেদিন বেশ গরম আছে। হঠাৎ হরিহর বাবু চীৎকার করে উঠলেন "অরুণ জানলাটা বন্ধ করে দাও ত।" অরুণ জানালার কাছেই বসিয়াছিল। কিন্তু ক্লাস শুদ্ধ সবাই চীৎকার করে উঠল "না স্যার তাহলে আমরা মরে যাব!" হরিহর বাবু ধমক দিয়া উঠিলেন "চুপ কর সব ফাজিলের দল; অরুণ শীঘ্র বন্ধ কর।" অরুণ কি করে বেচারী অনিচ্ছা সত্বেও উঠে গেল ও আস্তে আস্তে জানালাটা এমন ভাবে বন্ধ করল যে অল্প ফাঁক রইল। সেটাও হরিহর বাবুর সহ্য হল না তিনি বললেন "সবটা ভেজিয়ে দাও না, ফাঁক রাখলে কেন। তুমি ত ভারী অবাধ্য দেখছি।" একে পূর্ব্বের ঘটনায় অরুণের মনটা ভাল ছিল না তাই সে নিতান্ত অবজ্ঞার ভাবে জানলাটা একটা একটু জোরেই ভেজিয়ে দিল। কিন্তু জানলার শার্সীখানা হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙ্গে পড়ে অরুণের গায়ে ঠিক্‌রে পড়্‌ল হরিহর বাবুও একেবারে জ্বলে উঠলেন 'অরুণ তুমি এতদূর বদমাইস হয়েছ। তুমি আমায় গ্রাহ্যই কর না। জান তুমি, যে শার্সী ভেঙ্গেছ তার দাম তোমায় দিতে হবে।" অরুণ ধীরকণ্ঠে জবাব দিল "স্যার আমি ইচ্ছা করে ভাঙ্গিনি। আর আমি যখন ভেঙ্গেছি তখন তার দাম আমি দিয়ে দেব।" কিন্তু হরিহর বাবু বল্লেন "তোমার দুষ্টমীর জন্য তুমি পাঁচশ লাইন লিখে দেখাবে আর সব ক্লাশের সামনে তোমায় আমি ২০ ঘা বেত লাগাব।" এই বলে তিনি তাহাকে সকলের সামনে বেত মারতে লাগলেন। অরুণ অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করল। সেদিন আর তারপর পড়া হল না। ছুটীর ঘণ্টা পড়ল সকলেই বিষণ্ণ মনে সেদিনকার ঘটনা আলোচনা করিতে করিতে যে যার ঘরে চল্ল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

Hostel এ বিকালবেলা চায়ের সময় অরুণ ও তাহার তিনজন সহপাঠী চা খাইতেছে ও ক্লাশের ঘটনার কথা আলোচনা করিতেছে। অরুণের সঙ্গে তারা সেই ঘরে থাকত। তাদের নাম বিনয়, সমীর ও মলয়—ওরফে মলি। বিনয় ছেলেটী অরুণের ধাঁজের, সে স্কুলের ভাইস-ক্যাপ্টেন। সমীর ছেলেটী কিছু ভাবুক। তবে তার বন্ধুরা বলে তার বুদ্ধি কিছু প্রখর। তাই সকলে তার কাছে পরামর্শ নেয়। আর মলি বা মলয় দারুণ কুঁড়ে। সে জমীদারের ছেলে। কিন্তু মনটী তার অতি সাদা ও সে কিছু দয়ালু ও রসিক। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মলি বলিয়া উঠিল "আজ ভাই হরি খুড়া বোধহয় বাঁ পাশ ফিরে উঠেছিল বাপরে কি ঝাঁজ।" সমীর খানিকক্ষণ ভাবিয়া অরুণকে জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা অরুণ তুই কি করে দাঁড়িয়ে মার খেলি তোর লাগেনি।" অরুণ বলিল "দেখিস্ না শেষকালে ভদ্রলোককে নিজে এসে মাপ চাইতে হবে" এই অবধি বলিয়াছে এমন সময় বিনয় বলিল "চুপ, দরজার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।" অরুণ বলিল "নিশ্চয়ই কুপোটা নইলে আর কে"।

কুপোর নাম যদিও দুলাল সকলে কুপো বলে ডাকাতে সে নাম লোপ পেয়েছে। তার চেহারাটী নেহাত কুপোর মত। যেমন মোটা তেমনি কালো; চোখে চশমা আছে। যেখানে খাবার সেখানেই কুপোর দেখা পাওয়া যায়। তার জ্বালায় কেহ খাবার রাখিতে পারে না। আর তাকে দেখা যায় লোকের দরজায় কান পেতে থাক্‌তে। তার মত অমন পরের কথা শুনতে পটু দ্বিতীয় আর কেউ নেই। সে যেমন মিথ্যা গল্প বানাতে পারে এমন আর কেহ পারে না। বলে তার কাকা নাকি কোথাকার রাজা। সে কথা শুনে সমীর অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করেছে তার কাকা লঙ্কার রাজা কেননা

তা না হলে সে এত খায় কি করে। তার পয়সার দরকার সব সময় লেগেই আছে। সে সব সময়ে তার কাকার কাছ থেকে একটা মণিঅর্ডার এলেই যে সকলকার ধার শোধ দেবে এই বলে ধার করতে মোটেই পেছপা হয়না। কিন্তু তার মণিঅর্ডার কখনই আসতে দেখা যায়না।

তখন বিনয় বলিল "নিশ্চয়ই কুপো। দেখ একটা মজা করি" এই বলিয়া সে গলার আওয়াজ করিয়া বলিল "আঃ দরজার ছিট্‌কিনিটা খোলা আছে। এঁটেদি।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ছিট্‌কিনি খুলিয়া দিয়া আসিল ও ফিরিয়া আসিয়া চারিজনে খুব আস্তে আস্তে কথা কহিতে লাগিল।

কুপোও ওধারে দরজায় ছিট্‌কিনি আঁটা আছে জানিয়া নির্ব্বিঘ্নে কথা শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু খুব আস্তে কথা হওয়াতে দরজায় খুব হেলান দিয়া কথা শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একে দরজায় ছিট্‌কিনি নাই তারপর একটা অত ভারী জিনিষ হেলান দিতেছে তাই দরজাটা খুলিয়া গেল! কুপোও সশব্দে ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল, তাহা দেখিয়া বিনয় বলিল "কিহে কুপোচাঁদ! তা দরজার সঙ্গে অত কোলা-কুলী হচ্ছিল কেন।"

কুপো গোঁজাইতে গোজাইতে উত্তর দিল "না ভাই এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম হটাৎ মাথা ঘুরে যাওয়াতে পড়ে গেলুম।"

বিনয়—তা কোথা যাওয়া হচ্ছিল।

কুপো, "এই ভাই তোমার কাছে। হাতে একটাও পয়সা নাই। কিছু যদি ধার দাও। এই মণিঅর্ডারটা এলেই দিয়ে দেব।" "তার আর কি হয়েছে, কত চাই।" "এই একটাকা"। "তোমার মণি-অর্ডার কবে আসবে"? কুপো—"কালকি পরশু"।

বিনয়—"আমার হাতে এখন কিছু নাই। তবে পরশু দিন তোকে কিছু দিতে পারি। কিন্তু তোর মণিঅর্ডারটা ত পরশু আসছে। তাহলে আর ধার করে কি হবে।"

কুপো বুঝিল বিনয় ঠাট্টা করিতেছে। কিন্তু সে সেদিকে মন না দিয়া টেবিলের উপর সন্দেশ দেখিয়া বলিল "বা বেড়ে সন্দেশ ত দেখি একটা খেয়ে। এই বলিয়া আস্তে আস্তে হাত বাড়াইল। বিনয়ের হাতের কাছে ছিল এক ছুরী সেও ছুরী-খানি লইয়া এক খোঁচা। কুপো হাউ মাউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। খানিকক্ষণ বাদে কুপো বলিল "ভাই একটা নাদিস্ তো আধখানা দে।" বিনয় উত্তর করিল "যত ইচ্ছা নেনা কিন্তু মনে থাকে যেন ছুরীটা আমার হাতের কাছে আছে।" বেগতিক দেখিয়া কুপো নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল; বলিল "তোরা হরি খুড়োকে জব্দ করার কথা কি বলছিলি।" বিনয় বুঝিল কুপো অরুণের কথা শুনিতে পাইয়াছে কিন্তু তাহাকে আর অধিক ঘাঁটাইবার ইচ্ছা না থাকাতে বলিল "ভাই অরুণ যদি কুপোকে সিঁড়ী থেকে গড়িয়ে দি তোমার কোন আপত্তি আছে" অরুণ উত্তর করিল "কিছুনা। আমিও তোমাকে সাহায্য করব।" কিন্তু অরুণের কথা শেষ হইবার আগেই কুপো দৌড়। তাহাকে ভয় খাওয়াইবার জন্য তাহারাও ধর ধর করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

কুপো দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া সিঁড়ী দিয়া নামিতে লাগিল। অপর দিক হইতে হরিহর বাবুও আসিতেছিলেন। কুপো হরিহর বাবুর ঘাড়ে পড়িল। দুজনে গড়াইতে গড়াইতে একেবারে নীচে। হরিহর বাবু উঠিয়া কুপোর কান ধরিয়া বলিলেন "পাজী ছেলে দৌড়ে দৌড়ে নামা, দেখতে পাওনা।" কুপো "স্যার আমার দোষ নাই। ওরা আমায় তাড়া করেছিল।" "ওরা কারা"। "বিনয় আর অরুণ।" "কেন"।

"স্যার অরুণ আপনাকে জব্দ করবার জন্য মতলব আঁটছিল আর বলছিল আপনাকে ওর কাছে মাপ চাওয়াইবে তাই স্যার আমি প্রতিবাদ করছিলুম তাই ওরা আমাকে মারতে ছুটেছিল।"

শুনিয়া হরিহর বাবুর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন "আচ্ছা যাও। এবার তোমায় মাপ করলুম আর ওরকম করে সিঁড়ীতে নেব না" "না স্যার" আর করব না স্যার"।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রিকাল। সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অরুণদের ঘরে সকলেই ঘুমাইতেছে কেবল অরুণ জাগিয়া আছে। সকাল হইতে তার মেজাজ ঠিক না থাকাতে তাই কিছুতেই ঘুম আসছিল না। এমন সময় সে দালানে থস্ থস্ পায়ের আওয়াজ শুনিতে পাইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দেখিল অনিল ধীর পদক্ষেপে যাইতেছে। এত রাত্রে অনিল কোথায় যায় দেখিবার জন্য সে অনিলের অনুসরণ করিল। অনিল আস্তে আস্তে যাইয়া বাহিরের দিকে হরিহর বাবুর জানালার নীচে দাঁড়াইল। অরুণ অল্পদূর হইতে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। অনিল কিছুক্ষণ বাদে মাটী হইতে কি একটা কুড়াইয়া লইল ও অরুণ বারণ করিবার আগেই হরিহর বাবুর জানালার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। টপাস করিয়া একটা শব্দ হইল ও ঝন্ ঝন্ শব্দে জানলার শার্সীখানা ভাঙ্গিয়া পড়িল। আওয়াজ হইবামাত্র অনিল সেখান হইতে পলায়ন করিল কিন্তু অরুণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় আধমিনিট পরে হরিহর বাবুর আলো জ্বলিয়া উঠিল ও হরিহর বাবু মুখ বাড়াইয়া অরুণকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন "কে ওখানে"। "আজ্ঞে আমি অরুণ"। "ভিতরে এস।" অরুণ আস্তে আস্তে ভিতরে যাইল। হরিহর বাবু বলিলেন "এত রাত্রে বাহিরে এসে আমার ঘরের শার্সী ভাঙ্গার উদ্দেশ্য।" অরুণ বলিল আজ্ঞে আমি ত ভাঙ্গিনি। "চুপ কর মিথ্যাবাদী।" এই বলিয়া অন্য কথা বলিবার অবসর না দিয়া হরিহর বাবু বলিলেন—"আচ্ছা আজ যাও। শোওগে। কাল সকালে দেখা যাবে।" অরুণও চিন্তিত মনে নিজের বিছানায় যাইয়া শয়ন করিল।

ঘুম তার কিছুতেই আসিতেছিল না। এমন সময় সে শুনিল কে যেন আস্তে আস্তে তাদের ঘরে ঢুকিল ও তার বিছানার পাশে আসিয়া ডাকিতেছে "অরুণ অরুণ ঘুমিয়েছিস্?" অরুণ চমকাইয়া বলিল "কে অনিল"? "হ্যাঁ"। "কি মনে করে?" অনিল—"দেখ্ হরিহর বাবুর সার্শী ভাঙ্গা তুই ছাড়া আর কেউ জানে না। তুই বলিসনি।" অরুণ "আর আমার ঘাড়ে যদি দোষ পড়ে। অনিল —"তা আমি জানি না; দেখ্ একে আমার উপর সকলে চটা তারপর যদি জানে যে আমি সার্শী ভেঙ্গেছি ত আমায় এরা স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। বল্ কাউকে বল্‌বিনা।" অরুণ খানিকক্ষণ ভাবিল পরে বলিল—আচ্ছা যা কাউকে বলবনা। অনিল চলিয়া গেল। সে জানিত অরুণের কথা কখন ত মিথ্যা হয় না। অরুণ আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছে সে জানে না হঠাৎ শুনিল বিনয় ডাকিতেছে "অরুণ ওঠ্ ওঠ্। এত ঘুম কেন, তোকে হেড মাষ্টার ডেকেছে।" অরুণ উঠিয়া বসিতেই মনি বলিল "শুনিছিস্ অরুণ, কাল রাত্রে কে হরি খুড়োর শার্সী ভেঙ্গেছে। তোকে হেড্ এখনই ডেকে পাঠিয়েছেন।" অরুণ উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া হেড মাষ্টারের কাছে চলিল।

আস্তে আস্তে আসিয়া দরজায় শব্দ করিতেই হেড মাষ্টার মহাশয় বলিলেন "ভিতরে এস।" ভিতরে যাইয়া অরুণ দেখিল হেডমাষ্টার মহাশয় ও হরিহর বাবু বসিয়া আছেন।

হেড—"অরুণ, কাল রাত্রে কে হরিহর বাবুর ঘরের শার্সী ভেঙ্গেছে। তিনি বলছেন তিনি দেখেছেন তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ—একথা সত্যি।" "হ্যাঁ স্যার!" হেড—"তুমি শার্সী ভেঙ্গেছ?" অরুণ—"না স্যার।" এমন সময় হরিহর বাবু বলিয়া উঠিলেন "অরুণ আমি জানতাম যে তুমি আর যাই হও সত্যি কথা

কও, এখন দেখছি তুমি একটা একের নম্বরের মিথ্যাবাদী।" অরুণ চুপ করিয়া রহিল। হেড—"আচ্ছা তুমি জান কে ভেঙ্গেছে?" অরুণ নীরব। হেড—"উত্তর দাও"। সে তবুও নীরব হইয়া রহিল। হেড—"আচ্ছা একথা সত্য যে কাল তুমি বলছিলে যে তুমি হরিহর বাবুকে তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়াইবে।"

অরুণ—"আজ্ঞে আমি বলেছিলাম যে হরিহর বাবু নিজের ব্যবহারে নিজে অনুতপ্ত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন।"

হেড মাষ্টার মহাশয় খানিকক্ষণ হরিহর বাবুর সহিত মন্ত্রণা করিলেন তারপর বলিলেন "অরুণ তুমি যখন কোন কথা স্বীকার করছ না তখন প্রমাণের উপর আমাদের ধর্ত্তে হচ্ছে যে তুমি দোষী। অন্য ছেলে হলে আমরা তাকে তাড়িয়ে দিতুম। কিন্তু তোমার এই প্রথম অপরাধ। তাই তোমার উপর এই শাস্তিবিধান করলুম যে কাল সকালে সমস্ত স্কুলের ছেলেদের সামনে তোমায় পঞ্চাশ ঘা বেত লাগান হবে। যাতে অন্য ছেলেরা সাবধান হয়। এখন যেতে পার।"

অরুণ বাহির হইয়া আসিল। আসিয়া দেখিল কৃপোর কৃপায় সকলেই তাহার সহিত হেড মাষ্টারের কথাবার্ত্তা সমস্তই জানিয়াছে। সে কোনদিকে মনোযোগ না দিয়া নিজের ঘরের মধ্যে আসিল সেখানে দেখিল তার বন্ধুরা সমস্তই জানে। তাই যখন বিনয় জিজ্ঞাসা করিল "অরুণ সত্যই কি তুই শার্সী ভেঙ্গেছিস্?" তখন অরুণ উত্তর করিল "ভাই বিনয় এইটুকু জেনে রাখ্ যে আমি ভাঙ্গিনি। তার বেশী আর বলতে পারব না।"

সেইটুকুই যথেষ্ট কেননা তারা যে সবাই স্কাউট।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিকাল বেলা। আধঘণ্টা বাদে ফুটবল ম্যাচ আরম্ভ হইবে। সকলেই ব্যস্ত কিন্তু বিনয় ও সমীর দুজনে হঠাৎ কোথায় বাহির হইল। তাদের দেখা গেল তারা হরিহর বাবুর জানালার কাছেই ঘুরিতেছে। হঠাৎ সমীর একটা বোতাম কুড়াইয়া পাইল। বিনয় বোতামটা দেখিয়া বলিল "ওরে, এটা অনিলের। এ রকম বোতাম কেবল সেই ব্যবহার করে।" তাহা শুনিয়া সমীর বলিল "তবে সব বোঝা গেছে। শীঘ্র চ" এই বলিয়া সে একরকম হিঁচড়াইয়া বিনয়কে লইয়া অনিলের ঘরে উপস্থিত হইল। অনিল সবে তখন বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। তাদের দেখিয়া বলিল "ব্যাপার কি" সমীর—"দেখ্ আমরা জানতে পেরেছি যে তুই সার্শী ভেঙ্গেছিস্।" অনিল—"অরুণ বলেছে বুঝি, বিশ্বাস ঘাতক।" সমীর—"অরুণ বলবে কেন। এই দেখ তোর বোতাম আমরা হরিহর বাবুর জানলার কাছে কুড়িয়ে পেয়েছি। আর কাল তুই হরিহর বাবুর কাছে মার খেয়েছিস্। অতএব এখন কি আর বলতে হবে কে জানলার শার্সী ভেঙ্গেছে।" অনিল জিজ্ঞাসিল—"তা এখন কি কর্ত্তে হবে?" বিনয় "হেডুর কাছে গিয়ে সব সত্যি কথা বলবি।" অনিল—"আর আমায় তাড়িয়ে দিক।" সমীর—তুই যদি কাল সকলের সামনে সব কথা বলে ক্ষমা চাস তো হেডু তোকে ক্ষমা করবেন। হেডু লোক ভাল। সৎসাহস খুব পছন্দ করেন। নইলে আমরা গিয়ে তাঁর কাছে সব কথা বলেদেব তার ফল কি হবে বুঝতে পাচ্ছ? অনিল খানিকক্ষণ ভাবিয়া "হ্যাঁ" বলিয়া স্বীকৃত হইল। তারা দুজনে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল একথা অরুণকে জানান হবে না।

সেদিন ম্যাচখেলায় অরুণ এমনভাবে খেলিল যে যেন তাহার কিছুই হয় নাই। আর ভাল খেলিল বিনয় ও সমীর।

পরের দিন সকালে হেড মাষ্টারের হুকুমে সব ছেলেরা নীচের হল ঘরে জড় হইল। সবাই চুপ। কারো মুখে কথা নাই। কেবল নীচের ক্লাশের একটা ছেলে একটা আলপিন নিয়ে সেটা

MEBAR PATAN.

By the Scottish Churches School Troops and the 12th II Calcutta Troop. *August 1924.*

মাসিক খবর।

১। ওভারটুন হলে স্কাউট—বিগত ৬ই জুলাই শনিবার দিন ওভারটুন হলে বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অরগ্যানিজেসন সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে স্কাউটরা সাহায্যার্থে আহুত হইয়াছিল। একাদশ ২য় ও দ্বাদশ ২য় ট্রুপের কয়েকজন স্কাউট ও একজন স্কাউটার তথায় উপস্থিত থাকিয়া সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের ও সভায় আগত অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণের অভ্যর্থনায় নিয়োজিত হয়। তাহার পরও ইহারা সভার অনুষ্ঠাতাদিগের আজ্ঞা মত সভার শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া নানা প্রকার কার্য্যে সহায়তা করে। আচার্য্য রায় মহাশয় স্কাউটদের কার্য্যে খুবই খুসী হইয়াছিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া ইহাদের পরিদর্শন করেন।

২। বেলুড়—বিগত ২১শে জুন রবিবার বেলুড় হইতে একদল স্কাউট ১১-১য় ও ১২-২য় ট্রুপের হেড্ কোয়ার্টারসে উপস্থিত হয় ও এই দুইটি ট্রুপকে একদিন বেলুড়ে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া যায়।

পরবর্ত্তী রবিবার উক্ত ট্রুপ দুইটি হইতে প্রায় ১২ জন স্কাউট, একজন সহকারী স্কাউট মাষ্টারের অধীনে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে ৪॥০টার সময় ষ্টীমারে করিয়া বেলুড়ে উপস্থিত হয়। তথায় সমবেত বেলুড় স্কাউটগণ ইহাদের খুব সাদরেই অভ্যর্থনা করে। প্রথমেই কয়েকজন স্কাউট নৌকাযোগে মাঝ নদীতে গিয়া সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা একটি সংবাদ প্রেরণ করে ও মঠের উপর হইতে কয়েক জন তাহা গ্রহণ করে। ইহার পর সকলে মিলিয়া নানা প্রকার খেলা ধূলায় প্রায় ১॥০ ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করে তাহার পর বেলুড় ট্রুপের ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষোত্তীর্ণ স্কাউটদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাজ প্রদান করা হয়। কলিকাতার স্কাউটগণ এরূপ সুন্দর অতিথিসৎকারের জন্য বেলুড় স্কাউটদের ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ষ্টীমার যোগে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করে। ষ্টীমারে সান্ধ্য বায়ু খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল।

৩। ভারতের ও বর্ম্মার মহামান্যবর চীফস্কাউট মান্যবর মিঃ এস্, ই, পিয়ার্স সি, এস্, আই; সি, আই, ই, কে বেলুচি-স্থানের চীফস্কাউট নিযুক্ত করিয়াছেন।

৪। মান্যবর মিঃ সি পি রামস্বামী আয়ার সি, আই, ই কে মাদ্রাজের প্রাদেশিক কমিশনারের পদে ক্ষমতাপত্র দেওয়া হইয়াছে।

৫। ভারতের মহামান্যবর চীফস্কাউট বিগত ২২শে জুলাই গুসটাভাস ট্রুপের স্কাউটদের 'সিলভারক্রশ' প্রদান করিয়াছেন। ইহারা ১৯২২ সালে মাদুরা বন্যার সময় অনেক বিপদ সত্ত্বেও প্রায় দুইশত লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়া যথেষ্ট বীরত্ব দেখায়। ইহাদের এই বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি হইতে উক্ত ট্রুপকে একটি "সিল্ড" দেওয়া হইয়াছে।

৬। বোম্বাই হইতে জুনমাসের প্রথমেই কয়েকজন পার্শী স্কাউট নিজব্যয়ে ওয়েমব্লির "ইম্পিরিয়াল জাম্বুরিতে" যোগদান করিয়া খুব প্রশংসার্হ কার্য্য করিতেছে। বিগত ৩রা আগষ্ট চীফস্কাউট স্যার রবার্ট বেডেন পাওয়েল তার-যোগে সংবাদ পাঠান 'সম্রাট ভারতীয় স্কাউটদের পরিদর্শন করিয়াছেন। ভারতের এই গৌরবময় অংশের জন্য অভিনন্দন করিতেছি।"

৭। বিউগল্ প্রতিযোগিতা—বিগত ২৬শে জুলাই ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনার মিঃ জে, এ, কার্কহাম এর বাড়ীতে বিউগল্ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। ৯ম-২য় একজন ও ১১ দশ-২য় হইতে দুইজন এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল ও ৯ম-২য় ট্রুপই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্য নির্ম্মিত বিউগলটি লাভ করে।

৭। র‍্যালী—বিগত ১৯শে জুলাই ৫ টার সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের মাঠে কলিকাতার দ্বিতীয় সঙ্ঘের একটি র‍্যালী হইয়াছিল।

পুনরায় ২:শে আগষ্ট ময়দানে কেল্লার নিকটে আর একটী র‍্যালী হয়। ২য় সঙ্ঘের সকল ট্রুপই উপস্থিত ছিল। আনন্দের বিষয় এই যে কলিকাতায় বয়স্কাউট দল ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই র‍্যালীতে ৩৫০ শতের উপর স্কাউট উপস্থিত ছিল। র‍্যালীতে সব স্কাউটরা একত্রে খেলা-ধূলা করে ও পরস্পরের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করে। যাহাতে সকলে একত্রে মিশিতে পারে ইহাই র‍্যালীর প্রধান উদ্দেশ্য।

৯। বিগত ১৫ই আগষ্ট চন্দ্রগ্রহণের দিন স্নানের সময় কলিকাতার ২য় স্কাউট সঙ্ঘের কয়েকজন বড় বড় স্কাউট গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত থাকিয়া ভীড় সামলাইয়া গাড়ী যাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে। তা ছাড়া অনেক হারানো স্ত্রীলোকদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ঠিকজায়গায় পৌছাইয়া দিয়া ইহারা অনেক উপকার করে।

১০। বিগত ৯ই আগষ্ট Y. M. C. A তে কলিকাতার প্রথম সঙ্ঘের কাবেদের একটি প্রদর্শনী খুব ভালই হইয়াছিল। কাবিং এ ছোট ছেলেরা কিরূপ শিক্ষা লাভ করে ঐ প্রদর্শনী যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। অনেকেই ঐ দিন প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন।

১১। স্কাউটদের প্রদর্শনী :—কলিকাতার ২য় সঙ্ঘের একাদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশ (স্কটীস্ চার্চ স্কুলের দল সমূহ) এবং দ্বাদশ ট্রুপ তাহাদের ট্রুপের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য স্কটীস্ চার্চ কলেজ হলে ৮ই এবং ৯ই আগষ্ট দুইটি প্রদর্শনী করিয়াছিল। ২য় দিন ছাত্রদের এবং স্কাউটদের জন্যই বিশেষরূপে বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল এবং সেই দিন স্যার পি, সি, রায় সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম দিবস স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি সভাপতি ছিলেন।

উভয় দিবসেই হলটী জনপূর্ণ হইয়াছিল। ৮ই তারিখে অনেক ভারতীয় মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মেবারপতন অভিনয় এই প্রদর্শনীর এক অংশ গঠিত করিয়াছিল। অভিনয় বেশ ভালই হইয়াছিল। অন্যান্য প্রদর্শনীর ভিতর একটা রাস্তার বিপদ দেখান হইয়াছিল। পেট্রোল লিডারদের তত্ত্বাবধানে ক্লাবরুমে স্কাউটদের কাজ, কোর্ট অফ অনার, অগ্নি হইতে রক্ষা করার উপায়, দড়ির সেতু ও সাঁওতাল নৃত্য দেখান হইয়াছিল। সাঁওতাল পোষাক পরিহিত স্কাউটদের সাঁওতালী নাচটি চমৎকার হইয়াছিল।

টিকিট বিক্রয় করিয়া যা' টাকা উঠিয়াছিল তাহা হইতে ব্যয় বাদে ১০০০ হাজার টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ১০০ টাকা দিয়াছেন।

উভয় দিবসেই সভাপতিগণ স্কাউটিংএর উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং সকলের কাছে নিজ নিজ ছেলেদের বয়সানুসারে কাব এবং স্কাউট করিয়া দিবার জন্য আবেদন করেন।

স্কাউটগণ তাহাদের নিজ পরিশ্রমে নিজ নিজ দলকে আর্থিক সাহায্য করা ব্যতীত সাধারণের সমক্ষে স্কাউটীংএর কার্য্য দেখাইয়াও অনেক উপকার করিয়াছেন। ইহাতে নিশ্চয় বিশেষ উপকার হইবে।

১২। গত ১৬ই আগষ্ট বয়স্কাউট হেডকোয়াটার্স এ কলিকাতা বয়স্কাউটদের স্থানীয় ২য় সঙ্ঘের First Aid প্রতিযোগিতা হইয়াছিল।

ডাঃ এস্, কে মল্লিক ও, বি, ই এবং ডাঃ এস্ গোস্বামী উভয়েই পরীক্ষক ছিলেন। ৮টী ট্রুপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল এবং সর্ব্বসমেত ১০টি প্রতিযোগী দল ছিল। ৮ম এবং দ্বাদশ টপ ২টি করিয়া দল পাঠাইয়াছিল। প্রতিযোগীতা বেশী উচ্চহারে হয় নাই কিন্তু ইহা অতি আনন্দের এবং আশ্চর্য্যের বিষয় যে অষ্টাদশ ট্রুপ যদিও অল্পকালগঠিত সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার

করিয়াছিল এবং তাহারা ১০০র ভিতর ৭০ নম্বর পাইয়াছিল। গত বৎসরের বিজয়ীদল অষ্টম ট্রুপ এবারে ২য় স্থান অধিকার করে।

সেই স্থানেই ডিষ্ট্রীক্টকমিশনার প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা করেন এবং সকলেই খুব আনন্দিত হইয়াছিল। ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনার তখন ডাঃ গোস্বামীর এই অত্যাধিক পরিশ্রমের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং উভয় পরীক্ষককেই অভিনন্দিত করিলেন। বিজয়ী ট্রুপটীকেও অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। বিগত ২৩শে আগষ্ট ২য় সঙ্ঘের র‍্যালীতে সকল ট্রুপের সমক্ষে বিজয়ী ট্রুপকে শিল্ডটি প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতার ফল নিম্নে দেওয়া হইল :—অষ্টাদশ –৭১ ; অষ্টম (১ম দল) ৬৪ ; একাদশ এবং দ্বাদশ (প্রথম দল) ৫৮ ; দ্বিতীয়—৫৩ ; অষ্টাদশ (২য় দল) ৫২ চতুর্থ ৪৯ ; দ্বাদশ (২য় দল,—৪৮ ; ষষ্ঠ ৩০ ।

১৩। নূতন স্কাউটদল—বাঁকুড়া স্কাউট সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত তিনটি নূতন ট্রুপ গঠিত হইয়াছে। ১ম বাঁকুড়া ট্রুপ; ২য় বাঁকুড়া ট্রুপ আর ২য় সারেঙ্গা ট্রুপ। সারেঙ্গা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত। ১ম বাঁকুড়া ট্রুপে ১৭ জন স্কাউট যোগ দিয়াছেন, রেভারেণ্ড যে, ডব্লিউ, সার্জেণ্ট তার স্কাউটমাষ্টার হইয়াছেন। ২য় ট্রুপটিতে ১৭ জন স্কাউট ও ৭ জন রোভার্স আছেন। সি, এফ, বল সাহেব আর কৃষ্ণচরণ পাণ্ডে এর চালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১ম সারেঙ্গা ট্রুপের ভার রেভারেণ্ড এ, এম, স্পেন্সার সাহেবের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। বাঁকুড়ায় বেশ সুন্দর-রূপেই কার্য্য চলিতেছে শীঘ্রই আরও একটি ট্রুপ হইবার সম্ভাবনা আছে।

১৪। বিষ্ণুপুরে ২য় বিষ্ণুপুর ট্রুপ গঠিত হইয়াছে। চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এর চালনার ভার লইয়াছেন। ১ম ট্রুপের স্কাউটমাষ্টার মায়াতরু হালদার মহাশয় এ ট্রুপটিকেও যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন।
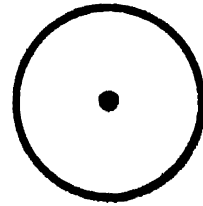
১৫। সচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১২-২ কলিকাতা ট্রুপের স্কাউট ছিলেন কিন্তু ভগবান তাঁকে এখন উচ্চতর কাজে আহ্বান করিয়াছেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

গতমাসের ধাঁধাঁর উত্তর

১। পাঁচটী আঙ্গুলে তুলিল, দশটী আঙ্গুলে ছাড়াইল আর ৩২টী দাঁতে খাইল।

২। পুকুর।

যাত্রীর নিয়মাবলী

১। যাত্রীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা, ডাকমাশুল ।৵০ আনা, ভিঃ পিতে হইলে ২৵০ আনা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা। কাহাকেও বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না। কেহ নমুনা চাহিলে ৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইয়া দিবেন। আষাঢ় হইতে বৎসর আরম্ভ, কেহ বৎসরের মধ্যে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে আষাঢ়ের সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

২। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বমাসের ২২ তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৩। প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের "যাত্রী" ন পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। আমাদিগকে ডাকঘরের উত্তরসহ বাংলা ২০ তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৪। পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

লেখকগণের প্রতি—

১। লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

২। প্রবন্ধ সকল ১৫ই তারিখের মধ্যে সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

৩। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের ঠিকানা দিতে হইবে।

৪। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপনের হার

	কভার চতুর্থ পৃষ্ঠা।				২য় এবং ৩য় পৃষ্ঠা।				ভিতরের পৃষ্ঠা			
মাস	১	৩	৬	১২	১	৩	৬	১২	১	৩	৬	১২
একপৃষ্ঠা—	২০৲	৫৪৲	৯৬৲	১৮০৲	১৮৲	৫০৲	৯০৲	১৬২৲	১৬৲	৪৫৲	৮৪৲	১৪৪৲
অর্দ্ধপৃষ্ঠা—	১০৲	৩০৲	৫৪৲	১০২৲	৯॥০	২৭৲	৫১৲	৯৩৲	৯৲	২৫৲	৪৮৲	৮৪৲
সিকিপৃষ্ঠা—	৬৲	১৬৲	৩০৲	৫৭৲	৫॥০	১৫৲	২৮॥০	৫২॥০	৫৲	১৪৲	২৭৲	৪৮৲

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।
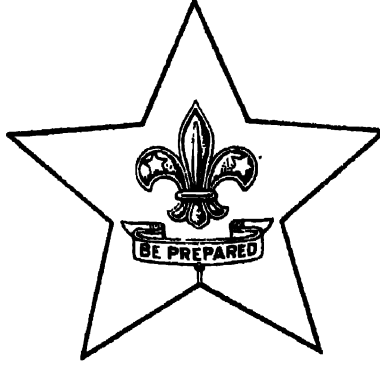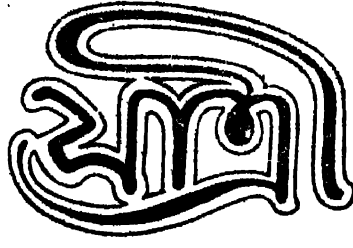
১ম বর্ষ | আশ্বিন—১৩৩১ | ৪র্থ সংখ্যা

"আহ্বান"

জীবন যাগের আহুতি আজিকে
কে দিবিগো তোরা আয়
এ শুভ লগন জীবন মাঝারে
আর যে পাবিনা হায়!
এ যাগের পুরোহিত হবি কেবা,
বলি হবি কেগো আজ,
বন্দনা করি মায়ের চরণ
সাজ রে আজিকে সাজ।
হও দীক্ষিত—ভয় নাই ভয়
লইবি মন্ত্র আয়,
এ শুভ লগন জীবন মাঝারে
আর যে পাবিনা হায়!

কি ভাবিস্ তুই গৃহ কোণে বসে
ওরে ও হৃদয় হারা
চারিদিকে এই "সাজ সাজ" রব
প্রাণে কি দেয় না সাড়া।
ওরে জেগে ওঠ্—ওঠ্ এই বার
খুলেদে জীবন তরী
দেখিবি তখন সব বাধা তোর
আপনি গিয়াছে সরি।
যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত তুই
তাতে প্রাণ নিয়ে আয়,
এ শুভ লগন জীবন মাঝারে
আর যে পাবি না হায়!

ওরে ও অবুঝ, ওরে ও অভাগা
দেখ্‌না নয়ন মেলে,
কত মহাপ্রাণ আপনারে দান
করিতেছে অবহেলে।
আঁখি মেলে শুধু তাই দেখে আজি
আয় সবে ছুটে আয়,
এ শুভ লগন জীবন মাঝারে
আর যে পাবি না হায়!!

মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
গভর্ণমেণ্ট স্কুল ফার্ষ্ট ট্রুপ, শ্রীহট্ট

আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভাদ্র মাসের সংখ্যাটি সময় মত গ্রাহকদের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে পারিনি। একটি জিনিষ গড়ে তুলতে হলে দেখা যায় যে, নানা রকম মাল-মসলার দরকার আর সেগুলির পাঁচ জনার কাছে থেকে সংগ্রহ করতে হয়, কাজেই অনেকটা আমরা পরের উপর নির্ভর কর্তে বাধ্য। যদি সেদিকে কথার খেলাপ হয় ফলে আমাদেরও লজ্জায় পড়তে হয়। যদি সকলেই কথা মত কাজ করেন তাহলে অবশ্য এ অবস্থা আমাদের হয় না। অনেকে এ শুনে বোধ হয় আমাদের বলবেন যে, ও আশা করাই ভুল, ওতে খালি আমাদের অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তা ঠিক, আমরা যে এ কাজে নূতন সে অবশ্য স্বীকার করতে হবে, আশা করি ক্রমশঃ ঠেকে শিখব। গ্রাহকদের কাছে এটুক সেজন্য জানালাম যে, আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নাই, কিন্তু আমরা নাচার।

* * * * *

শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় 'বাংলা ভাষায় সিগ্‌নালিং' প্রবন্ধে আমরা বিষ্ণুপুরের মায়াতরু হালদার মহাশয়ের ট্রুপ যে সেমাফোর সাঙ্কেতিক চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন সে প্রণালীটি দিয়েছিলাম, এখন অনেকেই বাংলায় "মর্স" সাঙ্কেতিক প্রণালী আমাদের পাঠিয়েছেন। হালদার মহাশয়ের দল এ বিষয় খুবই তৎপর। তাঁদের এ চেষ্টা ও অধ্যবসায় বড়ই আনন্দের বিষয়। তাঁরা ঐ সেমাফোর নিয়ম অনুযায়ী মর্স প্রণালীটি গড়ে তুলেছেন কিন্তু শ্রীহট্ট থেকে করিমগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের শিক্ষক ও ১ম করিমগঞ্জ ট্রুপের স্কাউট-মাষ্টার ক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ মহাশয় যতদুর সম্ভব ইংরাজি মর্স প্রণালীটি বজায় রেখে আর একটি সাঙ্কেতিক প্রণালী পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন যে তাঁর প্রণালীর এই বিশেষত্ব যে, বাংলা ইংরাজি দুই প্রথাই যিনি শিখতে চান তাঁকে এতে এই দুই প্রথায় সামঞ্জস্য থাকায় বিশেষ কোনও অসুবিধা বোধ করতে হবে না। এ ছাড়া আরও অন্য নূতন প্রথা আমরা পেয়েছি। এ অবস্থায় আমরা সকলগুলিই পরীক্ষা করে দেখতে চাই তারপর আমাদের মতামত যাত্রীর গ্রাহকদিগকে জানাব।

* * * * *

'যাত্রী'র গ্রাহকরা বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন যে প্রতি সংখ্যায় আমরা একটি করে দড়ীর গেরোর বিষয় জানাচ্ছি। টেণ্ডারফুট্ হতে হলে অন্ততঃ ছ'টি গেরো জানা চাই সেই কটাই আমরা প্রথমত শেখাতে চেষ্টা করছি কিন্তু ইচ্ছা আছে যে তাছাড়া ক্রমশঃ আরও অন্য কতকগুলি জানাব। এই গেরোগুলির নাম আমাদের ইংরাজি ভাষাতেই দিতে হচ্ছে। এগুলি যদিও বাংলা দেশে খুবই চলিত কিন্তু বাংলা ভাষায় নাম এদের ঠিক পাওয়া যায় না। সংগ্রহ

করতে চেষ্টা করে দেখা গেল যে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় নামের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু আমাদের পাঠকরা যদি এ বিষয় আমাদের সহায়তা করেন তাহলে বোধ হয় আমাদের নিজেদের মধ্যে অন্ততঃ এগুলির এক একটি নামকরণ করে লওয়া যেতে পারে।

* * * * *

আজকাল আমাদের মধ্যে একটা জিনিষের অভাব বড়ই মনে হয়। দেখা যায় যে পাঁচজনে এক জায়গায় হলে পর যদি সকলে একত্রে কোনও গান গাইবার কথা হয় ত সে গান আর খুঁজে পাওয়া যায় না, যদি বা অনেক সাধ্য-সাধনার পর কেউ কোনও গান আরম্ভ করলে তাও জোর একটা দুটো লাইনের পর আর তার কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। গান ঐখানেই থেমে যায় সুরের কথা না তোলাই ভাল। ক্যাম্পে কিংবা যেখানে নানা জাতির লোক মিলে আমোদ প্রমোদ হচ্ছে সেখানে বাঙ্গালীদের মধ্যে 'র অভাব আমরা বিশেষ অনুভব করেছি, লজ্জাও পেয়েছি। ইংরেজদের মধ্যে এটার বিশেষ চলন আছে কিন্তু আমরা পারি না, এ অবস্থা কেবল শিক্ষার অভাব। আমাদের এদিকটায় নজর নাই, অনেকে একা বেশ গাইতে পারেন, শুনতে বেশ ভালই লাগে, কিন্তু দোষ তাতে ঘুমিয়ে পড়তে হয়, আর হয় সে ভগবৎ প্রেম, নয় ব্যক্তিগত প্রেমের বিষয় হতে বাধ্য। জানি না কেন, কদাচিৎ সাদা-সিদে ছেলে মানুষী হাস্যরসপূর্ণ গান তার মধ্যে পাওয়া যায়। এক সময় কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের 'হাসির গান' গুলি বেশ চলিত হয়েছিল কিন্তু সে আর কই বড় একটা শুনতে পাওয়া যায় না। আমরা যেন প্রাণ খুলে হাসতে ভুলে গেছি আর সে সুরুচিপূর্ণ রসিকতারও অভাব দেখতে পওয়া যায়। এগুলি কিন্তু আমাদের ফিরিয়ে আবার আনতে হবে। 'যাত্রী'তে এই উদ্দেশ্যেই আমরা "হাস্য কৌতুক" ও 'স্বরলিপির' বিভাগ রেখেছি। যদি 'যাত্রী'র পাঠকরা সকলে তাতে যোগ দেন তাহলে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর হয়।

ধাঁধাঁ

তিন অক্ষরে নাম আমার
সবাই কিন্তু দেখতে চাও,
ত্যাগ না' করে প্রথমটারে
গরম দিনে সবাই খাও।
দ্বিতীয় গেলে থাকবে যাহা
ঘ্রাণেন্দ্রিয় সেইটে হয়,
পাঠক ওগো মাথার জোরে
দাওতো আমার পরিচয়।

প্রতাপ বিশ্বাস, ১ম করিমগঞ্জ ট্রুপ।

হাস্যকৌতুক

১। সুশীল টেণ্ডারফুট্ হইবার জন্য স্কাউট নিয়মগুলি মুখস্থ করিতেছে—

সুশীল—"স্কাউট পিতা-মাতার ও স্কাউট সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য গুরুজনের আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করে।" "স্কাউট পিতামাতার···

এমন সময়ে তাহার মাতা আসিয়া বলিলেন—

সুশীল বাবা দৌড়ে এই দোকান থেকে এই টাকাটা ভাঙ্গিয়ে নিয়ে এসত। বেশী দেরী কোরো না।

সুশীল—না—আ—আমি এখন পারব না, দেখছ না আমি এখন স্কাউট নিয়মগুলি মুখস্থ করছি, বিকেলে যে পরীক্ষা দিতে হবে—"স্কাউট পিতা-মাতার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে সর্ব্বদা পালন করিবে। স্কাউট পিতামাতার———

সুধাংশুকুমার রায়—১ম বারাসত ট্রুপ।

২। রাজি আর শিবানীর সখ্ হোলো নদীতে নৌকা চালাতে হবে। দুজনেই, সমান ওস্তাদ, কাজেই খানিকটা যেতে না যেতে নৌকা গেল উল্টে। অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর হাঁপাতে হাঁপাতে দুজনে তীরে উঠল। তখন শিবানী বলছে, "উঃ, ভাই আজ বড্ড বেঁচে গেছি। নদীতে কি টান! কিছুতেই এগুতে পারি না।"

রাজি—"সে কিহে? তোমার কোমরের দড়ীটাত আমি নৌকার সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলুম"।

"এলিমস"—দক্ষিণদ্বার

স্কাউটিং কি

"স্কাউট" শব্দটা বয়স্কাউট সম্প্রদায়ের কল্যাণে এদেশের অনেক লোকের কাছেই আজকাল সুপরিচিত। কিন্তু তা হ'লেও এ শব্দটার অর্থ অনেকেই জানেন না এবং এই বয়স্কাউট সম্প্রদায়ের কাজ যে কি তার সম্বন্ধেও সাধারণের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। 'স্কাউটিং' বলতে সাধারণতঃ তাদের কাজকেই বোঝায় যারা সীমান্ত প্রদেশে বা বনে জঙ্গলে বাস করে এবং সেখানকার গোপন খবরের সম্বন্ধে সন্ধান দেয়।

বালকদের সম্পর্কে যে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার কারণ, তাদের দ্বারা এমন একটা দল গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে যারা খেলায় এবং কাজে মনের স্বাভাবিক ধারা এবং ইচ্ছাকেই অনুসরণ করে চল্‌বে অথচ তারি ভেতর দিয়ে শিক্ষা এবং জ্ঞানকেও লাভ কর্‌তে পারবে।

বালকদের তরফ থেকে স্কাউটিংএর অর্থ হচ্ছে একটা সৌভ্রাত্র-সমাজের প্রতিষ্ঠা। এ প্রতিষ্ঠানটি হবে ছেলেদের স্বভাবজাত মিলনেচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরিপাটী পোষাক পরিচ্ছদে তারা সজ্জিত থাকবে, এমন সব কাজে তাদের নিযুক্ত করা হবে যা তাদের কল্পনা শক্তি এবং সাহসিকতার খোরাক যোগাবে এবং যা তাদের বাইরের আব হাওয়ার সংস্পর্শে রেখে তাদের জীবনকে কর্ম্মময় করে গড়ে তুল্‌বে।

পিতামাতার তরফ থেকে স্কাউটিং অর্থ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা তাঁদের ছেলেদের কর্ম্ম-শক্তি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শিল্প-বুদ্ধিকে সচেতন করে দেবে, তাদের ভেতর শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, শৌর্য্য ও, স্বদেশ প্রেম জাগিয়ে তুল্‌বে এক কথায় জীবনকে যা সার্থক করে তোলে সেই চরিত্র গঠনে যে প্রতিষ্ঠান সহায়তা করবে।

স্কাউটিংএর নিয়ম গড়ে তোলা হয়েছে ঠিক এই পথেরই উপযোগী করে। এতে বালকদের চিত্তবৃত্তিকে বেশ ভাল করে বিচার করে দেখে তবে ব্যবস্থা করা হয়। বালকদের ঔষধ গেলানোর মতন করে উপদেশ গেলানো হয় না, নিজের শিক্ষার পথটা তার নিজেকেই বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া হয়।

এর যা সব আইন-কানুন তার সঙ্গে অত্যন্ত আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের আইন-কানুন অতি চমৎকার ভাবে মিলে যায়। কিণ্ডারগার্টেন এবং মোন্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতির সহজ স্বাভাবিক গতিকেই এই প্রতিষ্ঠানটি অনুসরণ করে চলেছে।

স্কাউটিংকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম বিভাগটি হচ্ছে 'উল্‌ফ-কাবস'—এতে ৭ হ'তে ১২ বৎসরের বালককে গ্রহণ করা হয়। এই বিভাগের কাজ হচ্ছে দেহ এবং মনের ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্যকে জাগিয়ে তোলা।

দ্বিতীয় বিভাগটির নাম "বয়স্কাউট"। এর দল গড়ে উঠে ১১ হ'তে ১৭ বৎসরের বালকদের নিয়ে। চরিত্র এবং সেবার ধারণা যাতে মনের ভেতর সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে এ বিভাগে তারি চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয় বিভাগটি হচ্ছে "রোভার স্কাউটস্"। ১৭ বৎসর ও তার বেশী যাদের বয়স তারাই এবিভাগের উপযুক্ত। নাগরিক জীবনে স্কাউট আদর্শ যাতে রক্ষিত হয় এ বিভাগের কাজ হচ্ছে তারি দিকে লক্ষ্য রেখে চলা।

জাতির দিক দিয়ে বয়স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে আদর্শ নাগরিক করে গড়ে তোলা।

বয়স্কাউট সম্প্রদায়ের ভিতর জাতি বা ধর্ম্মের কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই যদিও প্রত্যেককে স্ব স্ব ধর্ম্মের কাজগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন কর্‌বার জন্যে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

স্কাউটের শিক্ষা চার ভাগে বিভক্ত :—

(১) প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব, ভূয়োদর্শন এবং স্বাবলম্বনের দ্বারা ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন। স্কাউটের ব্যাজলাভের জন্য এগুলোর চর্চ্চা অপরিহার্য্য।

(২) সেই সব শিল্প জ্ঞান লাভ করা যা মানুষের জীবনের পথে পাথেয় জন্যে প্রয়োজন হয়। এর জন্যে দেওয়া হয় পারদর্শিতার ব্যাজ।

(৩) দেশ সেবার কাজ—যেমন ফায়ার-ব্রিগেডের, এম্বুলেন্সের, সেবকের, নাবিকের, জীবন রক্ষকের বা একটি দলের সকলে একত্র মিলে জনসাধারণের উপকারে লাগে এই রকম সব কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা।

(৪) দৈহিক স্বাস্থ্য—প্রচুর পরিমাণে ব্যায়াম এবং দেহের প্রতি মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করে বালকদের দৈহিক স্বাস্থ্য গড়ে তোলা।

স্কাউটিং সমস্ত রকমের ছেলের কাছেই ভালো লাগবে এবং সহর ও পল্লী সবস্থানেই এর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

"স্কাউটিং ফর বয়েস ইন ইণ্ডিয়া" হইতে শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

ভাব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২

গুণের আদর সর্ব্বত্রই সমান সাংকিমা নিজ গুণে শীঘ্রই তাহাদের পেট্রোলের এর "লিডার" * মনোনীত হইল এবং মিটুসুইহইল তাহার সেকেণ্ড। মিটুস্ুইও উহার অযোগ্য ছিল না। সে ও সাংকিমার ন্যায় সকল বিষয়েই ওস্তাদ ছিল; সকল বিষয়েই তাহার "লিডার" কে সাহায্য করিতে ব্যগ্র এবং পেট্রোল সংক্রান্ত সকল কাজেই অগ্রণী হইতে ও অন্যান্য সকলকে পথ দেখাইতে সেই ছিল প্রথম। এই দুইজন সুচতুর সুযোগ্য নেতার নেতৃত্বে তাহাদের পেট্রোল অতি দ্রুত উন্নতি করিতে লাগিল এবং অন্যান্য সকল পেট্রোলকেই তাহারা হারাইয়া দিল। সাংকিমা পেট্রোল লীডার হইবার দুই মাসের মধ্যেই তাহাদের 'Rhino" পেট্রোল সকল পেট্রোলের মধ্যে প্রথম বলিয়া গণ্য হইল। কোন খেলা বা প্রতিযোগিতায় তাহাদের ট্রুপ নাম দিলে "Rhino" সকল পেট্রোলকে হারাইয়া দিয়া সেই প্রতিযোগিতায় যাইবার অনুমতি পাইত। সকলের সহ্য হইলেও সেটা সহ্য হইল না শুধু "Lion"দের এবং তাহাদের 'Leader" নাপ্চুংয়ের। নাপ্চুংয়ের রাগ হজম করিবার শক্তি ছিল কম, সেইজন্য সেটা সে নিজের Patrol এর ছেলের উপর চালাইল। সে তাহাদের জানাইয়া দিল যে যদি তাহারা এবার Rhino কে না হারাইতে পারে তাহা হইলে তাহাদের "Lion" এ থাকাই অনুচিত। তাহারা ঠিক করিল যে এবার ছলে বলে কলে কৌশলে, যে প্রকারেই হউক Rhino কে হারাইয়া দিতে হইবে। তাই সে ও তাহার দলের ছেলেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। সাংকিমাও বসিয়া ছিল না। নাপ্চুংয়ের এই প্রচেষ্টা তাহার চক্ষু এড়াইয়া যায় নাই; কাজেই সেও তাহার পেট্রোলের বালকদিগকে ক্রমাগত

---

* প্রত্যেক স্কাউট দল দুটি থেকে পাঁচটি পেট্রোলে বিভক্ত থাকে, আর প্রত্যেক পেট্রোলে সংখ্যায় ছয় থেকে আট পর্য্যন্ত বালক রাখা হয়, তাদের মধ্যে থেকে একটিকে তাদের লীডার করা হয়, তার উপর অন্যদের শিক্ষার ভার আর লীডারকে সাহায্য করবার জন্য একটিকে সেকেণ্ড করা হয়; প্রত্যেক পেট্রোল একটি কোনও জীব জন্তুর নামে পরিচিত হয়—সম্পাদক।

উৎসাহ দিতে লাগিল। মিট্সুই এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ করিয়া তাহার পেট্রোলকে সাহায্য করিতে লাগিল। ইহাতে তাহার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু ঠিক কি কারণে মিট্সুই যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন ও মনোযোগের সহিত তাহাদের পেট্রোলকে সাহায্য করিতে লাগিল তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারিল না। কেহ কেহ মনে করিল হয়ত মিট্সুই তাহার পেট্রোলের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ বশতঃ এরূপ করিতেছে। কিন্তু ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে হয়ত দেখা যাইত যে, তাহার ইহাতে তিনটি প্রধান কারণ আছে। প্রথমতঃ সে নাপচুংয়ের উদ্ধত প্রকৃতি পছন্দ করিত না। দ্বিতীয়তঃ সে তাহার সুদৃঢ় মাংসপেশীযুক্ত শরীর দেখিয়া তাহাকে একটু ভয় করিত। এবং তৃতীয়তঃ সে যে তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহস করিবে তাহা সে মোটেই সহ্য করিতে পারিল না। এই জন্য সে উহাদিগকে ভালরূপে অপদস্থ করিতে ও একটু উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

৩

খেলা সাঙ্গ হইলে পর চির-অভ্যাস মত আজ আবার সেই দুটি বন্ধু সুইন্সান্ পর্ব্বতের চূড়ায় আসিয়া বসিল। খেলায় এত চেষ্টা সত্বেও তাহারা জিতিতে পারে নাই তাই আজ আর তাহাদের পূর্ব্বেকার ন্যায় কথাবার্ত্তা হইল না। দুইজনেই অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বসিয়াছিল। বাহিরের অনন্ত সৌন্দর্য্য আজ আর তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারিল না। দুইজনেরই হৃদয় চিন্তাকুল, কিয়ৎক্ষণ পরে সাংকিমা ঈষৎ ব্যথিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "দেখ মিট্সুই জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পাইতে হইবে, অনেক সহ্য করিতে হইবে, তাহার জন্য অধৈর্য্য হইলে চলিবে না। তুমি যাহা চাও তাহা না পাওয়ার জন্য এত কাতর হইলে চলিবে না। তোমার যা দুঃখ ইহা ত অতি সামান্য ইহা অপেক্ষা কত অধিক সহ্য করিতে হইবে।

একবার উহারা হারাইয়া দিয়াছে বলিয়া তুমি এত ক্ষুব্ধ। ছিঃ, এ বড় লজ্জার কথা। আমরা পাইলাম না বলিয়া আর কেহ পাইবে না ইহা অতি স্বার্থপরের কথা। উহারা পাইলেও ত আমাদেরই ট্রুপ পাইল তাহাতে আমাদেরও আনন্দ করিবার কথা। তবে আমরা যাহাতে পুনরায় না হারিয়া যাই তাহার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করিব। আর Sports ত একবার হইতেছে না প্রতিবৎসরই হইবে। তোমার ভাবে বোধ হইতেছে যে তুমি স্কাউট নিয়ম গুলি ভুলিয়া গিয়াছ এবং না ভুলিলেও তাহা পালন করিতেছ না। কিন্তু ভাই, ইহাকে ত Scout Spirit বলে না। স্কাউট নিয়ম গুলি সর্ব্বদা মনে রাখিবে ও তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিবে তবেই তোমার নিজের মঙ্গল, পেট্রোলের মঙ্গল ও তাহার সহিত ট্রুপের এবং দেশের মঙ্গল। ইহা বাড়াইয়া বলিতেছি না। জান ত Chief কি বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "If you save a man, you save only one life. But if you can save a boy, you will save the whole multiplication table." সুতরাং তোমরা যাহারা সেকেণ্ড আর লীডার যদি তোমরা খারাপ উদাহরণ দেখাও তাহা হইলে তাহা ছেলেদের পক্ষে কত অনিষ্টকর হয় একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। তুমি Lion কে অপদস্থ করিবার জন্য যে অসঙ্গত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ তাহা Rhinoর সেকেণ্ডের মুখে শোভা পায় না। যাক্ ভাই, তোমাকে আর উপদেশ কি দিব? আর উপদেশে কখনই বিশেষ কোন ফল হয় না; যাহা হউক তোমার নিকট হইতে আমি কখনও এরূপ আশা— ওকি উঠলে যে? সাংকিমা চাহিয়া দেখিল যে মিট্সুই উঠিয়া পড়িয়াছে। দারুণ অভিমানে তাহার দুই চোখ বহিয়া জল পড়িতেছিল। সাংকিমা তাহা হাতখানি ধরিয়া বসাইবার চেষ্টা করিলে সে ক্রোধ-কম্পিতস্বরে "হাত ছাড়" বলিয়া হাত ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

স্পষ্ট কথা বড় মর্ম্মভেদী, বিশেষতঃ তাহা যখন

প্রকৃত অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। মিট্‌সুই আজ তাহার আঘাত সহিতে পারিল না। দারুণ অভিমানে বন্ধুত্ব, ভালবাসা বাল্যকালের সব প্রীতি ও প্রণয় পরিত্যাগ করিয়া আজ সে চলিয়া গেল।

৪

গুণগ্রাহিতা পেট্রোল লীডারের একটি বিশেষ গুণ। নাপ্‌চুং এই গুণের অধিকারী ছিল। তাহার অনেক দোষ সত্বেও এই গুণের অধিকারী হওয়ায় তাহার পেট্রোল ভাঙ্গিয়া বিশৃঙ্খল হয় নাই। ইহার জন্যই তাহার পেট্রোলের ছেলেরা আজকাল তাহার প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে অকৃষ্ট হইতেছিল। এক্ষণে সেই জন্যই তাহার একটি নূতন বন্ধু লাভ হইল— সে মিট্‌সুই। মিট্‌সুই সত্যই বহু বিষয়ে বেশ সুদক্ষ ছিল। সকল বিষয়েই সে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইত। নাপ্‌চুং তাহাকে এই সকল বিষয়ে উৎসাহ দেওয়াতে এবং তাহার গুণের সমাদর করাতে তাহার মন হইতে নাপ্‌চুংএর প্রতি বিদ্বেষের ভাব কাটিয়া গেল এবং কিছু দিনের মধ্যেই সে তাহার বন্ধু হইয়া উঠিল।

সাংকিমার নিকট হইতে রাগিয়া চলিয়া আসিয়া মিট্‌সুই প্রথমে বিশেষ দুঃখিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তারপর দিন সে ভাবিল যে সাংকিমার সহিত দেখা করিয়া তাহার সহিত পুনরায় তাহাদের এই মনো-মালিন্যের একটা মীমাংসা করিয়া লইবে। কিন্তু কোন কারণে তাহার আর সে দিন যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। তাহার পরও কিছুদিন আর তাহার সহিত সাক্ষাত হইল না; ক্রমশঃ সাংকিমার সহিত তাহার পুনর্মিলনের ইচ্ছা কমিয়া গেল। ফলে এই ঘটনার প্রায় মাস খানেক পরে যখন তাহার সহিত পুনরায় সংকিমার দেখা হইল তখন সে আর ভাল করিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিল না। সাংকিমা যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিল সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া সে তাহাকে এড়াইয়া গেল। ইহার পর হইতেই তাহাদের এই ব্যবধান বাড়িয়া চলিল। যে সকল খুঁটিনাটি, কথাবার্ত্তা পূর্ব্বে ঠাট্টা-তামাসার সামিল ছিল এখন তাহার প্রত্যেকটিই বৃহদাকার ধারণ করিয়া তাহাদের ভিতর বিস্তৃত ব্যবধান রচনা করিল। মিট্‌সুই চলিয়া আসিবার পরই সাংকিমা বুঝিয়াছিল যে সকল সময়েই উপদেশে ফল হয় না। এক্ষণে সে এই বাক্যের যথার্থতা এবং যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিল। সাংকিমা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি তাহাদের মধ্যে এইরূপ ভাবে দাঁড়াইবে। তাই সে প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিল যে সে নিজেই ইহার নিষ্পত্তি করিয়া দিবে; কিন্তু যখনই তাহার মনে হইল যে সে শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়াছে তখনই সে যাচিয়া মিট্‌সুইয়ের সহিত ভাব করিতে ক্ষান্ত হইল। যতই সে এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইল যে এই মনো-মালিন্য নিতান্ত অকারণ এবং ইহার জন্য মিট্‌সুই একা দায়ী। তাই আজ বাল্যবন্ধুকে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহারই বিপক্ষের সহিত যোগদান করিতে দেখিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলেও সাংকিমা অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে স্বকৃত হইল না। দৃঢ়তার সহিত সকল দৌর্ব্বল্য দমন করিয়া সমান ভাবে হাসিমুখে পুনরায় পেট্রোলের উন্নতির জন্য মনো-নিবেশ করিল। কে যেন তাহার মনে মনে বলিয়া উঠিল "সত্যের নাহি পরাজয়, হবে জয় হবে জয়।"

মিট্‌সুই তাহার এই ভাব অন্তরূপে দেখিল সে বিস্ময় নির্ব্বাকভাবে দেখিল যে সাংকিমা তাহার এই বিরুদ্ধাচরণকে গ্রাহ্যেই আনিল না—সে দেখিল সাংকিমা সহজসিদ্ধভাবে পূর্ব্বের মত পেট্রোলের কাজ চালাইতেছে। তাহার অভাব আজ তাহাদের পেট্রোলে কেহই বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিল না—ইহাই তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেদনা দিতেছিল একদিকে উদাসীনভাব—অন্যদিকে সমাদর! সহজ সিদ্ধ বালস্বভাব বশতঃ মিট্‌সুই সমাদর বরণ করিয়া লইল। নিজের সকল চেষ্টা, সকল উদ্যম সে আজ নাপ্‌চুংয়ের পেট্রোলের উন্নতির জন্য নিয়োজিত করিল। (ক্রমশঃ)

প্রতুল মিত্র, ১২-২য় কলিকাতা ট্রুপ।

স্কাউট নিয়মাবলী

৩। কাজের লোক হওয়া ও পরোপকার করা স্কাউটের কর্ত্তব্য।

অমিয় --

আজকে তৃতীয় নিয়মটার পালা। ও নিয়মটা কি বল দিকিনি?

অমিয়—কাজের লোক হওয়া ও পরোকার করা স্কাউটের কর্ত্তব্য।

স্কা-মা—এ নিয়ে আর তোমাকে বোধ হয় বেশী কিছু বোঝাতে হবে না কি বল? আমিত দেখি ছেলেদের মধ্যে সকলেরই কাজ করবার ইচ্ছে আছে আর পরের উপকার করতে তাদের প্রাণ চায়, তাই না? তবে এইটুকু তোমাদের মনে রাখতে হবে যে শুধু কর্ত্তব্য হিসেবে এ নিয়মটি জেনে রেখে সুযোগের জন্য বসে থাকলে চলবে না।

অমিয়—তার মানে কি স্যার?

স্কা-মা—ধর না তুমি বলতে পার যে যদি আমায় বলে ত আমি ওকাজটা করব কিংবা যদি আমার কেউ সাহায্য চায় আমি তা করতে রাজি আছি। এ করলে কিন্তু এ নিয়মটি পালন হয় না। প্রথমতঃ কাজের লোক হতে হলেই তোমায় নিজে চেষ্টা করে সব শিখ্‌তে হবে। যদি তোমার আগে থাকতে কি রকম ভাবে কি করতে হবে জানা থাকে তবেই তুমি সে কাজ করতে পারবে তা না হলে তোমার ইচ্ছা সত্ত্বেও তুমি কিছু করতে পারবে না। যেমন ধর না তুমি পুকুরে স্নান করতে গিয়ে দেখলে যে একজন ডুবে যাচ্ছে এখন তুমি যদি নিজে সাঁতার না জান তাহলে তুমি প্রথমত কিছুই করতে পারবে না, আর সাঁতারও যদি তুমি জান কিন্তু কি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জল থেকে লোককে নিয়ে আসতে হয় এটা না জান তাহলে তোমার নিজেরও বিপদ হওয়া সম্ভব। সে জন্য যদি পরের উপকারে আসতে চাও এ সব তোমায় শিখে রাখতে হবে। প্রফিশিয়েন্সি ব্যাজগুলির উদ্দেশ্যই তাই। সেকেণ্ড ক্লাস পাস করে তুমিও এ সব শিখবে, ইচ্ছে হচ্ছেত?

অমিয়—সেকেণ্ড ক্লাস স্কাউট না হলে কি ও সব ব্যাজ পাওয়া যায় না স্যার?

স্কা-মা—না, তোমার যদি এরকম চাড় থাকে তাহলে কিন্তু তোমার সেকেণ্ড ক্লাস ব্যাজ পেতে বেশী দেরি লাগবে না। ফার্ষ্টক্লাস ব্যাজ কিন্তু অত সহজে হয় না। আর তারপর "কিংস্ স্কাউট" যেটা স্কাউটদের মধ্যে সবচাইত শ্রেষ্ঠ ব্যাজ। একটা কথা বলে রাখি যে এই কিংস্ স্কাউট হতে হলে অন্ততঃ চারটি প্রফিশিয়েন্সি ব্যাজ পেতে হয় আর সে সব ব্যাজগুলি এমন সব বিষয় নিয়ে যা শিখলে তুমি পরের উপকারে আসবে। কাজেই এই নিয়মটির সঙ্গে তার বিশেষ সম্বন্ধ।

অমিয়- আর যে স্যার আমাদের আপনি বলে দিয়েছেন রোজ অন্ততঃ ছোট হোক বড় হোক একটি করে পরের উপকার (Good Turn) করতে হবে ওই খানেইত আমাদের এই নিয়মটা মানা হচ্ছে।

স্কা-মা—ঠিক। তাহলে দেখ এই পরোপকার জিনিষটার ওপর স্কাউটিংএ কতটা নজর দেওয়া হয়েছে। আজকালকার দিনে জগতে স্বার্থপরতাই বেশী। চিফ্ স্কাউট এক জায়গায় বলেছেন 'আজকাল কি জাতি কি মনুষ্যের মধ্যে এই মন্ত্র হয়েছে যে যায় সব যাক্ কিন্তু আমার ভাল হ'ক।' আর একজায়গায় তিনি বলেন যে "আমায় যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে আমাদের জাতের মধ্যে অধুনা কোন দোষটি বেশী দেখতে পাওয়া যায় তাহলে আমি বলব যে স্বর্থপরতা"। ইংরাজদের মধ্যে যদি এটা সত্য হয় তাহলে আমার বিশ্বাস যে আমাদের মধ্যে এ আরও একটা প্রকাণ্ড সত্য। স্কাউটিং-এর উদ্দেশ্য—এই দোষটির প্রতিকার করা। জীবনে যথার্থ সুখ এই পরের সেবা আর পরের উপকারের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায়। ভাব দিখিনি যদি আমরা সকলে সকলের জন্য ভাবি তাহলে আমাদের কতটা কষ্টের লাঘব হয়, আর জগতে আনন্দের মাত্রা কত বাড়ে। স্কাউটিং এর এই একটি মহান উদ্দেশ্য,—জগতে পরোপকার ব্রত ছড়িয়ে দেওয়া।

আজ এই পর্য্যন্ত থাক তাহলে ফিরে দিন চতুর্থ নিয়মটি নেওয়া যাবে।

স্কাউটমাষ্টার—নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

1st CHINSURA TROOP (U. F. C. MISSION SCHOOL).

দেশের কাজ

রবার্ট গ্র্যাহামের বয়স মাত্র ১৩ বৎসর। তাহার বাড়ী ইংলণ্ডে ডিভনসায়ারের ব্রিষ্টল চ্যানেলের ধারে ছোট্ট লিণ্টন সহরটিতে। তখন ১৯১৭ সাল। জার্ম্মাণদের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে। তাহার পিতাও ফ্ল্যাণ্ডার্সে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। বাড়ীতে কেবল সে তাহার মা ও তাহার একটী ৩ বৎসরের ভাই। সে একজন স্কাউট। তাহাদের ট্রুপ ব্রিটিশ সৈন্যদের ইংলিশ চ্যানেল পার হইতে সাহায্য করিতে ডোভারে গিয়াছে। স্কাউটমাষ্টার তাহাকেও লইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সে চলিয়া গেলে বাড়ীতে তাহার মা একলা থাকেন বলিয়া সে যায় নাই।

সে তাহার বাবাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহার বাবা যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা করিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে চিঠি লিখিতেন, তাহা পড়িয়া রবার্টের ইচ্ছা করিত, সেও গিয়া তাঁহার সহিত থাকে, তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে সাহায্য করে।

প্রতিদিনের অভ্যাস মত আজও সে ব্রিষ্টল চ্যানেলের ধারে প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। লিণ্টন সহর ছাড়াইয়া সে নির্জ্জন সমুদ্রোপকূলে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ কিছুদূরে একটা ভাড়া মোটর (Bus) দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই স্থানে বাস্ আসিবার কারণ সে অনুমান করিতে পারিল না। সে স্থানে কোন লোক জনের বাস নাই; অনেক দূর পর্য্যন্ত কেবল বালি—কেবল বালি; আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়। সে গুলিকে 'পাহাড়' বলিলে ঠিক হয় না—'স্তূপ' বলা যাইতে পারে। সে ছাড়া আর কোনও মানুষও দেখা যাইতেছে না।

রবার্ট সাবধানে বাস্ খানির খুব কাছে একটা স্তূপে উঠিয়া একটা বড় পাথরের আড়ালে বসিয়া ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল বাস্খানির সমস্ত পর্দ্দা ফেলা আছে—ভিতরে কেহ আছে কি না দেখিবার উপায় নাই। সম্মুখে কেবল ড্রাইভার বসিয়া আছে—বসিয়া কেবল ঘড়ি দেখিতেছে আর সমুদ্রের দিকে চাহিতেছে।

সমুদ্রের উপর হঠাৎ একটী Submarine ভাসিয়া উঠিল। রবার্ট দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। একজন চোঙা হইতে বাহির হইয়া কূল পর্য্যন্ত একটা তক্তা ফেলিয়া দিল; একটু পরে সাব্-মেরিন হইতে একটী একটী করিয়া ১০।১২ জন লোক বাহির হইয়া তক্তা দিয়া কূলে আসিল। তাহাদের Uniform দেখিয়াই রবার্ট বুঝিল তাহারা ত ব্রিটিশ নাবিক নহে—তবে কে তাহারা?

তাহাদের Captain আসিয়া বাস ড্রাইভারের সহিত কর মর্দ্দন করিয়া বলিল—"Long live the Kaiser" তাহা হইতে রবার্ট বুঝিল তাহারা জার্ম্মাণ! তারপর বাস্ড্রাইভার ও ক্যাপ্টেন পাশা-পাশি মাটিতে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল; তাহাদের জার্ম্মান ভাষা রবার্ট বুঝিতে পারিল না, তবে আভাষ পাইল যে—তাহারা আজ একটা ব্রিটিশ মার্চ্চেণ্ট জাহাজ দখল করিয়াছে ও কাল Lion নামে একখানি ব্রিটিশ ডেষ্ট্রয়ার ডুবাইয়া দিবার পরামর্শ করিতেছে।

যতক্ষণ তাহারা গল্প করিতেছিল ততক্ষণ Submarine এর অন্য নাবিকেরা বাসের দরজা খুলিয়া প্রায় ৩ ডজন পেট্রোলের টিন বাহির করিয়া সাব-মেরিনের ভিতরে লইয়া গেল ও ততগুলি খালি টিন সাবমেরিণ হইতে আনিয়া বাসের ভিতর রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর একটা বড় টিফিন বাস্কেট বাস হইতে আনিয়া ক্যাপ্টেন ও বাসড্রাইভারের সামনে রাখিয়া সাবমেরিণের ভিতর চলিয়া গেল। তখন ড্রাইভার ও ক্যাপ্টেন পেট ভরিয়া রুটী, ডিম, মাংস ও মদ খাইল। আর একবার কর মর্দ্দন করিয়া ক্যাপ্টেন সাবমেরিণের

Conning Tower এর ভিতর ঢুকিয়া গেল—একটু পরেই সাবমেরিণও ডুবিয়া গেল।

বাস ড্রাইভার টিফিন বাস্কেট বাসে তুলিয়া ষ্টার্ট দিতে গেল।

তখন রবার্টের মাথায় চট্ করিয়া বুদ্ধি আসিল—সে তাড়াতাড়ি স্তূপ হইতে নাবিয়া গিয়া বাসের পিছনে উঠিয়া দাঁড়াইল। ড্রাইভার ষ্টার্ট দিয়া আসিয়া বাস ছাড়িয়া দিল। রবার্ট যে পিছনে দাঁড়াইয়া আছে তাহা জানিতে পারিল না। সহর পর্য্যন্ত গিয়া রবার্ট লাফাইয়া নাবিয়া পড়িল। তারপর সোজা পুলিস আফিসে গিয়া Inspector কে যাহা দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে বলিল। শুনিয়া পুলিস Inspector তাঁহার বড় সাহেবকে তখনই আসিবার জন্য টেলিফোন করিয়া দিলেন।

তিনি আসিয়া ইন্‌স্পেক্টারের মুখে সব শুনিয়া অনেক পরামর্শের পর ঠিক করিলেন—"কাল ভোরে আমি, Inspector Green রবার্ট ও ১৫ জন আর্ম্মড কন্‌ষ্টেবল সেইখানে অনেক আগে থেকে গিয়ে লুকিয়ে থাক্‌ব—আমি বাস ড্রাইভারের পোষাক পরে যাব—তারপর বাস এলে ড্রাইভারটার হাত পা বেঁধে লুকিয়ে রেখে আমি তার জায়গায় বসে থাকব—তারপর আমার সঙ্কেত শুন্‌লে তোমরা এসে তাদের ধরবে।"

তাঁহার মুখটা অনেকটা সেই বাস ড্রাইভারের মতই ছিল কিন্তু তাহার মত তাঁহার দাড়ি গোঁফ ছিল না। তাই তিনি একটা বাস ড্রাইভারের পোষাক পরিয়া আর একটা নকল দাড়ি গোঁফ পরিয়া রবার্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহাকে এখন ঠিক সেই বাস ড্রাইভারটার মত দেখিতে হইয়াছে কি না। সত্য সত্যই তাঁহাকে এখন ঠিক তাহার মতই দেখিতে হইয়াছিল।

তাহার পর রবার্টকে তার পরদিন ভোর ৫ টার সময় তাহাদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিয়া ও এই সকল ঘটনার কথা কাহাকেও বলিতে বারণ করিয়া, তাঁহারা রবার্টকে ছাড়িয়া দিলেন।

(২)

সেদিন রবার্টের সকল কাজই ভুল হইয়া যাইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল কখন কাল সকাল হইবে। রাত্রে তাহার একটুও ঘুম হইল না। প্রায় ১০।১৫ বার উঠিয়া ঘড়ি দেখিল—ভোর ৪॥০টা আর বাজেনা। একটু ঘুমাইয়া পড়িলেই তাহার মনে হইতেছিল এই বুঝি ৬টা বাজিয়া গেল। অমনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেছিল—ঘড়ি দেখিতেছিল, প্রত্যেক বারই সবে ১২৷০ কি ১টা কি ১॥০টা! এই রকম করিতে করিতে ক্রমে ৪॥০টা বাজিল। সে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া খানকতক বিস্কুট পকেটে ফেলিয়া খাইতে খাইতে বাগানের দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। ঠিক যখন গির্জ্জার ঘড়িতে ৫টা বাজিতেছে সেই সময় সবাই Quick March করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠিক ১৫ জন Armed কনষ্টেবল, বড় সাহেব মিঃ উইলকিন্স (Mr. Wilkins,), ইন্‌স্পেক্টার গ্রীন্ সকলেই উপস্থিত। রবার্টকে মিঃ উইলকিন্স ডাকিয়া লইলেন। যে জায়গাটায় কাল ঐ সব ঘটনা ঘটিয়াছিল সে জায়গাটা সহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে। ৫॥০টার সময় সকলে সে জায়গায় পৌঁছিলেন। মিঃ উইলকিন্স তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সকলেই নিজ নিজ জায়গায় খুব কাছে অথচ লুকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রবার্ট, মিঃ উইলকিন্স ও মিঃ গ্রীন্ রবার্ট কাল যে স্তূপের উপর উঠিয়া বসিয়াছিল সেই স্তূপটার উপর উঠিলেন। ৮-১০ মিনিটের সময় মোটর বাসখানি আসিয়া দাঁড়াইল। মিঃ উইলকিন্স ও মিঃ গ্রীন্ নিঃশব্দে নামিয়া গিয়া দুই জনে দুইটা রিভল্‌ভার বাহির করিয়া হঠাৎ দৌড়িয়া বাসের দুইপাশে দাঁড়াইলেন। ড্রাইভারকে বলিলেন 'খবরদার একটুও শব্দ না করে যা বলি তাই কর নইলে রিভলভার ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ!' সে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাদের নির্দ্দেশ মত একটা স্তূপের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল সেখানে দুই জন কনেষ্টবল ছিল তাহারা

তাহার হাত পা বাঁধিয়া, মুখ বাঁধিয়া রাখিয়া দিল। মিঃ উইলকিন্স ড্রাইভারের পোষাক পরিয়াই আসিয়াছিলেন এইবার নকল দাঁড়ি গোঁফ পকেট হইতে বাহির করিয়া পরিয়া বাসে উঠিয়া বসিয়া রহিলেন।

মিনিট কুড়ি পরে সমুদ্রের উপর সাবমেরিণ (S 79) ভাসিয়া উঠিল। তক্তা ফেলা হইল; তারপর কালকের মত ১০।১২ জন লোক বাসের নিকট আসিল। মিঃ উইলকিন্স মাটীতে নামিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন তাঁহার সহিত কর-মর্দ্দন করিতে আসিল মিঃ উইলকিন্স বলিলেন— "Long live our King"; সেইটাই ছিল তাঁহাদের সঙ্কেত। মুহূর্ত্ত মধ্যে কনষ্টবলের দল নাবিকদের ঘিরিয়া ফেলিল। দুইজন নাবিক সাবমেরিণের দিকে ছুটিল। একজনকে একজন কনেষ্টবল ধরিয়া ফেলিল। আর একজন সাবমেরিণে উঠিয়া Maxim Gun টার waterproof ঢাকা খুলিয়া ফেলিতে লাগিল; রবার্ট তাহা দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে প্রাণপণে এক ধাক্কা মারিয়া জলে ফেলিয়া দিল। শেষে একজন কনষ্টেবলের সাহায্যে তাহাকেও ধরা হইল। তাহার পর সকলের হাতে হাতকড়া লাগাইয়া ও বাস্ ড্রাইভারের পায়ের বাঁধন ও মুখের বাঁধন খুলিয়া দিয়া সকলকে থানায় লইয়া যাওয়া হইল। ৪ জন কনষ্টেবল সাবমেরিণ খানাতে পাহারা দিতে লাগিল। মিঃ উইলকিন্স্, মিঃ গ্রীণ ও রবার্ট বাস্ খানাতে চড়িয়া চলিলেন। মিঃ গ্রীন্ নিজে মোটর চালাইলেন।

সহরের লোকেরা ১১ জন কনষ্টবল ১২ জন জার্ম্মাণ নাবিক ও একজন বাস্ ড্রাইভারের হাতে হাতকড়া লাগাইয়া এই দিক হইতে লইয়া আসিতে দেখিয়া খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এখানে জার্ম্মাণ নাবিক কোথা হইতে আসিল!

পরে জানা গেল ড্রাইভারটারও দাড়ি গোঁফ মিঃ উইলকিন্সের মত নকল! আর খবর পাওয়া গেল H. M. S. Lion নিরাপদে ১০০০ ব্রিটিশ সৈন্যকে ইংলিশ চ্যানেল্ পার করিয়া দিয়াছে।

(৩)

বছরের যেদিন আহত সৈন্যদের ও হত সৈন্যদের আত্মীয়দের মেডেল ইত্যাদি পুরস্কার দেওয়া হয়, সেই দিন আসিয়া পড়িল। রবার্টেরও সেদিনের উৎসবে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। জেনারেল হেগ্ ঐ উপলক্ষে লণ্ডন হইতে আসিয়াছেন। একটা বড় Platform তৈয়ারী করা হইয়াছে, তাহার উপর জেনারেল হেগ্ ও তাঁহার বড় বড় কর্ম্মচারীরা আছেন; সামনে অনেকদূর পর্য্যন্ত চেয়ার পাতা আছে। সব লোকে ভরিয়া গিয়াছে সহরের সকলেই পুরস্কার দেওয়া দেখিতে ও কেহ কেহ লইতে আসিয়াছে। মিঃ উইলকিন্স্ দাঁড়াইয়া এক এক জনের নাম ডাকিতেছেন, সে উঠিয়া জেনারেলের হাত হইতে পুরস্কার লইয়া আবার অন্য দিক দিয়া নাবিয়া গিয়া তাহার জায়গায় বসিতেছে।

এরূপ হইতে হইতে একবার ডাক শোনা গেল "রবার্ট গ্র্যাহাম্।" রবার্ট চমকিয়া উঠিল। তার পর ভাবিল ঐ নামে অন্য লোকও ত' থাকিতে পারে। ভাবিয়া সে উঠিল না। কিন্তু দেখিল আর কেহও যাইতেছে না। আবার ডাক শোনা গেল—"রবার্ট গ্র্যাহাম।" তখনও রবার্ট গেল না।

তখন মিঃ উইলকিন্স বুঝিতে পারিলেন রবার্ট অন্য কাহাকেও ডাকা হইতেছে ভাবিয়া উঠিতেছে না। তাই তিনি এক জন সৈনিককে ডাকিয়া বলিলেন—"যাওত' ঐ স্কাউট ইউনিফর্ম পরা ছেলেটাকে ডাকিয়া লইয়া এস ত'।"

রবার্ট আসিতে মিঃ উইলকিন্স্ সেই দিন কার সকল ঘটনার কথা সকলের কাছে বিবৃত করিলেন। জেনারেল হেগ্ শুনিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে ত'! তোমার বাবাকে এই সে দিন আমি ফ্রান্সে হাঁসপাতালে V. C. পরিয়ে দিয়ে এসেছি।" রবার্ট জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি জানেন আমার বাবা এখন কেমন আছেন?" (সে তাহার বাবা

যে যুদ্ধে আহত হইয়া হাঁসপাতালে গিয়াছেন সেই পর্য্যন্তই জানিত)।

জেনারেল বলিলেন—"এখন ভাল হয়ে গেছে—এতক্ষণে বোধ হয় আবার যুদ্ধ করতে গেছে।" বলিয়া জেনারেল তাহাকে একটী মেডেল পরাইয়া দিলেন। দিয়া বলিলেন—"আশা করি বড় হয়ে তুমিও তোমার বাবার মত একজন বীর হবে।" বলিয়া তিনি নিজে একখানি ৫ পাউণ্ডের নোট তাহাকে উপহার দিলেন। তাহা দ্বারা রবার্ট যাহা ইচ্ছা কিনিবে। তাহা কিন্তু সে লইল না। কেন লইবেনা জিজ্ঞাসা করাতে বলিল—"আমার ত' কোন দরকার নেই; আমি নিয়ে কি করব? তার চেয়ে আপনি ও টাকা Red Cross Association এ দিয়ে দিন।" শুনিয়া জেনারেল হেগ্ তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন "আচ্ছা তাই হবে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি তুমি অনেক দিন বেঁচে থেকে স্বদেশের এই রকম উপকার আরও করবে।"

রবার্ট যখন আবার তাহার জায়গায় গিয়া বসিল তখন গর্ব্বে তাহার বুক ফুলিয়া উঠিয়াছিল। কেন বল ত? সে মেডেল পুরস্কার পাইয়াছে ও ৫ পাউণ্ড নিজে না লইয়া Red Cross Association এ জমা দেওয়াইয়াছে বলিয়া? না, তাহা নহে—সে এক জন V. C. র ছেলে বলিয়া। জেনারেল তখনই রবার্টের নামে Red Cross Asscn. Fund এ সে টাকা জমা করিয়া লইলেন।

তারপর যখন সকলকে পুরস্কার দেওয়া ও সবশেষে জেনারেলের বক্তৃতা হইয়া গেল তখন সকলে রবার্টকে ঘাড়ে করিয়া তাহাকে তাহাদের বাড়ী পৌছিয়া দিল। রবার্টের মা দেখিয়া প্রথমে খুবই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন—পরে সকলের মুখে রবার্টের সব কথা ও রবার্টের পিতার V. C. হওয়ার কথা শুনিয়া আহ্লাদে তাঁহার চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"কই রবার্ট, আমায় ত কিছুই বলিস্ নি?"

কিন্তু রবার্ট তখন কোথায়? সে বাগানে তার ছোট ভাইটীর সঙ্গে মেডেলটা লইয়া খেলা করিতেছিল।

শ্রীমান্ কৌশিককুমার মিত্র।

শরৎ

বর্ষা শেষে নবীন বেশে
শরৎ এল ধেয়ে,
কাজল আঁধার মেঘের বাহার
নেইক আকাশ ছেয়ে॥
নীল গগনে ফুল্ল মনে
উড়ছে কত পাখী,
থরে থরে ফুলের ভরে
নত সকল শাখী॥
গন্ধে অতুল শিউলী বকুল
পড়ছে প্রান্তে ঝরে,
শিশির ভেজা শ্যামল তেজা
কচি ঘাসের পরে॥

সাঁঝের বেলা তারার খেলা
কখন তারার ঝাড়ে,
কখন বা সে মুচকে হাসে
লুকিয়ে মেঘের আড়ে॥
বর্ষা শেষে আবার হেসে
উঠল চারিদিক,
দুখের পরে সুখের ভরে
মিষ্ট হাসি—ঠিক॥
এমন শোভা মনো লোভা
হল কৃপায় যাঁর,
তাঁর চরণে হৃষ্ট মনে
করি নমস্কার॥

সমর দেব,—১১।২য় কলিকাতা ট্রুপ

ভোলারামের সুখ দুঃখের কথা

নামকরণ

আমার আসল নাম "ভোলারাম" নয়। ও নামটা ঘটনাচক্রে দাঁড়িয়ে গেছল। বাড়ীতে আমাকে "ভোলা" বলে ডাকত। আমার একটা বেশ ভাল পোষাকী নাম থাকতেও আমাকে 'ভোলা' বলে যে কেন ডাকত তাত জানি না, তবে জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত ত শুনচি সকলে "ভোলা" বলে ডাকে। আমি যে অপরের চেয়ে বেশী ভোলামন এমন নয়। সকালে উঠে মাঝে মাঝে আমার চটি পাওয়া যেত না, জামাটাও মাঝে মাঝে খুঁজে বার কর্‌তে হ'ত,অপরাপর জিনিষও মধ্যে মধ্যে দু'একটা হারাত সেটা কিন্তু আমার একলার দোষে নয়। পুঁটি মেয়েছেলে বলে বাবা পুঁটিকে চটিজুতা কিনে দেননি, তাই সুবিধা পেলেই পুঁটি আমার চটি পরত আর মাঝে মাঝে কোথায় ফেলে আসত—পুঁটি আমার ছোট বোন। বকুনিটা কিন্তু ষোল আনা আমার উপর দিয়েই হত। যা' হো'ক, বাড়ীতে যাই বলেই ডাকুক, তা বলে স্কুলে সকলে "ভোলারাম" বলবে কেন? নামটা স্কুলে কি রকম করে জাহির হল তা বলচি, তোমরাই বিচার কর এতে আমার এত কি দোষ।

স্কুলে ভর্ত্তি হবার কিছুদিন পরে একদিন আমাদের অঙ্কের মাষ্টার পশুপতিবাবুর কু নজরে পড়ে গেলুম। পশুপতি বাবুর আমিত কখন সু নজর দেখিনি। হেসে হেসে ঠাট্টা করে এমন অন্তর-টিপুনি দেন যে মানে প্রাণে মর্‌তে হয়, তার চেয়ে দু'এক ঘা সোজাসুজি চড় চাপড় বুঝতে পারি। কোন ছেলের হয়ত বাড়ীর অঙ্ক হয়নি বল্লে, "স্যার কাল মামার বাড়ীতে বে ছেল গেছলুম তাই হয়নি।" পশুপতিবাবু বল্লেন "মামার বাড়ীর লুচি মণ্ডা খেয়েচ ভাল হজম হয়নি বুঝি, এস দিকিন একবার এদিকে আমি হজমের ঔষধ দিয়ে দিচ্ছি"। ছেলেটি ভয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালে পেন্‌সিলে কষে তার কানের ডগা চেপে ধরে বল্লেন "কেমন লাগচে মামার বাড়ীর লুচিমণ্ডার চেয়ে ভাল না খারাপ"। আ হা হা! কি যে রসিকতা হল, কিন্তু তাতে ক্লাস শুদ্ধ ছেলে হাসতে লাগল। একেই বলে "ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাঁসে," তাদের যেন কখন পশুপতি বাবুর হাতে পড়তে হবে না।

একদিন আমার বাড়ীর অঙ্ক সব হয়নি। আর যে দু'টা হয়েছিল তা প্রায় সব ঠিক হয়েছিল তবে একটু আধটুর জন্যে আন্‌সার মেলেনি। একটা আট লাইনের যোগ ছিল। যোগটি কস্‌বার সময় এক দুই করে আঙ্গুলের অঙ্ক গুনতে গুনতে আঙ্গুলের চামড়া প্রায় খয়ে এসেছিল, এত করেও একটা নয়ের জায়গায় শূন্য বসিয়ে ছিলুম। এ আর এত বেশী কি ভুল। আর একটা ফ্রাকসন্ কেটে কুটে আন্‌সার '১' হবে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু খাতার তিন পাতা খরচ করেও আমি '১' আন্‌সার বার করতে পার্‌লুম না। আর পারবই বা কেমন করে অত বড় ফ্রাকসানের '১' আন্‌সার কি সহজে হয়। আন-সারটি বলে দেওয়া ত খুব সহজ যা'দের কষ্‌তে হয় তারাই বুঝে 'কত ধানে কত চাল'। সকালে যখন আমি ফ্রাকসানটি চারবার কসেও মেলাতে পারিনি, হঠাৎ দেখি কাল আমি যে ভাল ময়ূর পঙ্খী ঘুড়িটা ধরেছিলুম সেটি আমাদের ছাদে উড়চে। আমি বুঝলুম যে নিশ্চয়ই দাদার কাজ। দাদা আমার চেয়ে বছর দুইয়ের বড়। দাদাগিরি ফলিয়ে আমার ঘুড়ি লাটাই নিয়ে ঘুঁড়ি উড়ান। কাল ময়ূরপঙ্খী খানাকে ছাদের উপর দিয়ে লুটিয়ে যেতে দেখে দু'জনেই নিচে থেকে ধরবার জন্যে দৌড়েছিলুম, ছাদে গিয়ে আমরা যখন হাওয়ার জন্যে এদিক ওদিক দেখছি হঠাৎ আমার নজরে

পড়ল যে পাঁচিলের কোণ দিয়ে লাল মাঞ্জা করা স্থতো সর সর করে লুটিয়ে যাচ্ছে, আমি লাফিয়ে গিয়ে হাত্তা ধরে নিয়ে ঘুঁড়ী টেনে তুললুম। দাদা অমনি দৌড়ে এসে আমায় বল্লে "আমায় দে ভাই আমি আগে ছাদে এসেছিলুম," বলে আমার হাত থেকে স্থতো ধরবার চেষ্টা করলে। আমি তখন দশ হাত সরে গিয়ে বল্লুম "বা বেশ মজা আর কি আমি ধরলুম ঘুঁড়ী আর তোমায় দিতে হবে, অত ইয়ারকীতে কাজ নেই"। দাদা তখন বুঝলে যে আগে ছাদে আসার দরুণ ঘুঁড়ীতে তার কিছু সত্ব হয়নি। তখন দাদা আর কিছু বল্লে না কিন্তু বুঝতে পারলুম ঘুঁড়ীটির উপর তার খুব লোভ হয়েছে। যাহোক ঘুঁড়ীটি নামিয়ে, যাতে কারুর নজরে না পড়ে এমন একটি জায়গা খুঁজে ঘরে আলমারির পাশে রেখে দিলুম। দাদা রাত্রে পড়বার ঘরে আমায় বল্লে "কাল ভাই ঘুঁড়ীটা আমায় উড়াতে দিস্"। আমি বল্লুম "বাঃ আমি ধরলুম্ তোমায় কেন উড়াতে দেবো"। দাদা বল্লে"যদি না দিস দেখিস্ কাল আমি ঠিক নিয়ে উড়াব"। আমি বল্লুম "সে এমন জায়গায় রেখেছি তোমায় আর বার করতে হবে না,ঘরেও নয় আলমারীর পাশেও নয়।" দাদা আর কিছু বল্লে না। যাহোক, সকালে ঘুঁড়ী উড়তে দেখেই আমার বুদ্ধির দোষ বুঝতে পারলুম। এই রকম করেই ত লোকে ঠেকে শেখে। ছাদে গিয়ে দাদার সঙ্গে ঘুঁড়ী কাড়া কাড়ি আরম্ভ করলুম্, তারপর রফা করে দুজনেই খানিক খানিক ঘুঁড়ী উড়ালুম। নীচে এসে দেখি ৯॥০ বেজে গেছে। তখনও ফ্রাক্সানটি মেলাতে বাকী ও দুটো অঙ্ক বাকী। দাদাকে বল্লুম "এখন ত সর্ব্বনাশ অঙ্ক না নিয়ে গেলে পশুপতি বাবু রক্ষে রাখবেনা, তোমার জন্যেইত এই মুস্কিল হল"। দাদা বল্লে "দেখি, কোথায় তোর অঙ্ক, আমি করে দিচ্ছি"। আমি ত হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলুম। দাদা আমার খাতা পেন্সিল্ নিয়ে বসে গেল কিন্তু বার দুই কসেও "১" আনসার বেরুলনা। দাদা তখন বল্লে "মাঝে একটু গোঁজামিল্ দিয়ে আন্সার মিলিয়েছি নাহলে এখন আর সময় নেই স্কুলের বেলা হয়ে যাবে"। আমার গোঁজামিলে ততটা ইচ্ছে ছেলনা কিন্তু চারটের মধ্যে দুটো অঙ্ক দেখাতে পারলেও কতক রক্ষে হবে ভেবে সেই গোঁজামিল্ দেওয়া অঙ্ক নিয়েই স্কুলে গেলুম।

পশুপতি বাবুর ঘন্টা আসতেই বুকটা কিরকম দুর্ দুর্ করে উঠল। আমি সেদিন শেষের দিকের বেঞ্চে বসে ছিলুম। পশুপতি বাবু গোড়ার দিকের বেঞ্চ থেকেই অঙ্ক নিতে সুরু করতেন। কোন কোন দিন ছেলেদের নিয়ে ফষ্টিনাষ্টি করতে গিয়ে শেষের বেঞ্চ পর্য্যন্ত পৌছুতেননা। কিন্তু কপাল মন্দ হলে খালি বুদ্ধি খাটালেই চলেনা। সেদিন পশুপতি বাবু শেষের বেঞ্চ থেকেই অঙ্ক নিতে সুরু করলেন। এরকম যা ইচ্ছা করে উল্টদিক থেকে অঙ্ক নেওয়া তাঁর ভারি অন্যায়, কিন্তু উপায় কি, ইচ্ছা থাকলেও তখন ত সীট বদলান যায়না। গোটা চারেক ছেলের পরেই আমার টার্ণ এল। পশুপতি বাবু জিজ্ঞাসা কল্লেন "অঙ্ক হয়েছে?" আমার গলাটা ও জিবটা একটু শুকিয়ে গেছল তাড়াতাড়ি জবাব বেরুলনা। বালিসে নাল পড়ে বলে মা'র কাছ থেকেত কত বকুনি খাই আর কাজের সময়ই জিব শুকল। পশুপতি বাবু আবার বল্লেন "কিহে সজীবচন্দ্র এত নির্জীব দেখাচ্চে কেন অঙ্ক হয়নি বুঝি"? আমার পাশের ছেলেটা তখন দাঁত বার করে বল্লে "ওর নাম সঞ্জীব স্যার"। তার অত মাথাব্যথা কেন, আজ তার সব অঙ্ক গুলী হয়েছিল কিনা তাই অত ফড়্ফড়্ কচ্ছেল। পশুপতি বাবু বল্লেন "ও আবার কি বিদ্‌কুটে নাম উচ্চারণ করতে জীবে আটকে যায়। তুমি নূতন ছেলে না? এস ত অঙ্ক নিয়ে তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক"। আমি ত আলাপ করবার জন্য আদবেই ব্যস্ত নই কিন্তু যমে ধরেচে না গিয়েও উপায় নেই। আমার পাশের সেই ছেলেটা তখন দাঁত বার করে ফিস্‌ফিস্ করে বল্লে "যানা তুই ত

অঙ্ক করেচিস্ ভয় কি"। ইচ্ছে হল তার মাথাটা ধরে মুখটা টেবিলের সঙ্গে ঠুকেদি; তারপর আস্তে আস্তে খাতা নিয়ে স্যারের কাছে গেলুম। বলিদানের সময় পাঁঠার মনের ভাব কিরকম হয় জানিনা কিন্তু বোধহয় আমার তখনকার মনের ভাবের মতই কিছু একটা হবে। পশুপতি বাবু বল্লেন "তোমার বাবা কি আর নাম খুঁজে পাননি যে এমন একটা বিদ্‌কুটে নাম রেখেচেন, নামের মানেটি কি বলত"। সর্ব্বনাশ, নামের আবার মানেকি। তখন সত্যি সত্যি বাবার উপর রাগ হল। কালীপদ, দুর্গাচরণ, নরেন, বিনয় এত সহজ সহজ ভাল ভাল নাম থাকতে নাম রেখেচেন কিনা সঞ্জীব। বানানটা লিখ্‌তে বললেইত চক্ষুঃ স্থির, মানের ত কথাই নেই। বল্লুম "স্যার ও নামের কোন মানেই নেই অমনি একটা রেখেচেন"। ক্লাস সুদ্ধ ছেলেগুলো হো হো করে হেসে উঠল। ভারি মজা, আসুন না নামের মানেটা কেউ একবার এসে বলুননা দেখি। আমি তখন তাড়াতাড়ি বল্লম "স্যার ও নাম বলে আমাকে কেউ ডাকেনা বাড়ীতে সকলে আমাকে "ভোলা" বলে ডাকে"। পশুপতি বাবু বল্লেন "ও তুমি 'ভোলারাম' তা বেশ, তা বেশ আমরা তোমাকে 'ভোলারাম' বলেই ডাকব"। আবার ক্লাস সুদ্ধ হাসি, আর সব চেয়ে চেঁচিয়ে হাসছিল আমার সেই পাশের ছেলেটা। মনে মনে ভাবলুম্ ছুটি হলে তাকে একবার দেখে নেব।

আমিও নামের ব্যাপারটাতে একটু খুসী হলুম, ভাবলুম অঙ্কের কথাটা বোধ হয় চাপা পড়ে গেল। ফিরে সীটে যাবার চেষ্টা করতেই পশুপতি বাবু বল্লেন "কি 'ভোলারাম' অঙ্ক দেখাতে ভুলচ যে, হয়নি বুঝি"? আমি তখন অপ্রস্তুত হয়ে বল্লুম "না স্যার, এই যে স্যার" বলে খাতাটি এগিয়ে দিলুম। এক বার দেখেই স্যার বল্লেন "বাঃ সিক্স্থ ক্লাসের ছেলে যোগে ভুল, বাপ মা গুণ দেখেই নাম রেখেচে"। আমি কিন্তু সে সব কথায় বড় কান দিচ্ছিলুম না, খালি ভাব ছিলুম গোঁজামিলটা না ধরা পড়ি। খাতার পাঁচ ছয় পাতা ধরে ফ্রাক্‌সান্ কষা দেখে পশুপতি বাবু বল্লেন "একটি আঁক কস্‌তেই এক দিস্তা কাগজ খরচ হয়েছে, এরকম ভাবে লেখা পড়া করলে তোমার বাবাকে দেউলে হতে হবে দেখচি"। আমি তাড়াতাড়ি বল্লুম "স্যার ভারি শক্ত ফ্রাক্‌সান্ অতি কষ্টে মিলিয়েচি"। মনে মনে ভাবলুম কাগজ খরচের বকুনির উপর দিয়েই ফাঁড়াটা বুঝি কেটে গেল। খানিকক্ষণ অঙ্কটা দেখে পশুপতি বাবু মুখ গম্ভীর করে বল্লেন "অঙ্ক কে কসে দিলে"? আমিত আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, পশুপতি বাবু কি যাদু জানেন। দাদা কসেচে কি করে জান্‌লেন। আমি বল্লুম "স্যার আমার হাতের লেখা বড় খারাপ, দেখুননা তিন চারটে পাতা কিরকম নষ্ট হয়ে গেছে তাই দাদাকে দিয়ে টুকিয়ে নিয়েচি"। পশুপতি বাবু আরও গম্ভীর হয়ে বল্লেন "গোঁজামিল কে দিয়েচে তুমি না তোমার দাদা"? ঐ যা, ধরা পড়ে গেছি। তখন সত্যি কথা বল্লুম "স্যার দাদাকে এত বারণ কল্লুম কিন্তু দাদা শুনলেনা, স্যার ঐ রকম করে দিলে"। স্যার তখন আমাকে ঠাস করে খুব জোরে এক চড় দিয়ে বল্লেন "এর মধ্যেই চুরি জুয়াচুরি শিখচ, বড় হয়ে কি করবে, জেলে যাবে যে"। পশুপতি বাবুত কখন এত জোরে চড় মারেন না আজ এ আবার কি। আর তাঁর যেমন কথা—গোজামিল দিয়ে অঙ্ক কসা আর চুরি করা সমান হল। স্যার এত রেগে গিয়েছিলেন যে বাকি দুটো অঙ্ক না দেখেই বল্লেন "যা ইটুপিড্ আমার সামনে থেকে দূর হ"। আমিও তাড়াতাড়ি সীটে গিয়ে বসলুম ও নিশ্বেস ছেড়ে বাঁচলুম, ভাগ্যিস্ অপর দুটো অঙ্কের কথা জিজ্ঞাসা করেননি। যাহোক সে দিন থেকে প্রতিজ্ঞা করলুম অঙ্কেতে আর গোঁজামিল দেবনা, আর দাদারই ত যত দোষ, এই বার আমার ঘুঁড়ী উড়াতে আসুকনা দেখে নেব। সেই দিন থেকে ক্লাসের ছেলেরা ও পরে স্কুল সুদ্ধ সকলে আমায় "ভোলারাম" বলে ডাকতে আরম্ভ কল্লে, তা এতে আর আমার এত কি দোষ। অবশ্য গোঁজামিল দেওয়াটা দাদার অন্যায় হয়েছেল।

ক্রমশঃ—

স্কাউটমাষ্টার—দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

মুগ্‌লির কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাঘটার গর্জ্জনে গুহাটা যেন বজ্রাঘাতে কেঁপে উঠল। তখন মা নেকড়ে তার ছানাদের—যারা ভয়ে তাকে আঁকড়ে ধরেছিল—গা থেকে ঝেড়ে ফেলে বাঘটার সামনে এসে দাঁড়াল—তার চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটার মত ধক্ ধক্ কর্চ্ছে।

"আর আমি যে তোর কথার উত্তর দিচ্ছি সে তোর যম—রাক্ষস। ওরে হতভাগা খোঁড়া শোন—ও মানুষের বাচ্ছা আমার, ওকে মারা হবে না। ও আমাদের দলের সঙ্গে ঘুরবে আর শীকার করে বেড়াবে আর হতভাগা সামান্য ন্যাংটা মানুষের বাচ্ছা-চোর, মাছ ব্যাং পোকা মাকড় খেকো তুই জেনে রাখ যে পরে এরই হাতে তোর মরণ আছে। যা পালা, হতচ্ছাড়া অসাবধানী পা খোঁড়া জন্তু—একেত খোঁড়াই জন্মেছিলি, আরও খোঁড়া হয়ে গেলি—যা এখান থেকে দূর হ।"

নেকড়েটা এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিল। তার মনে পড়ে গেল যে তার এই সঙ্গিণীকে পাবার সময় কিরকম করে তাকে পাঁচ পাঁচটা নেকড়ের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে হয়ে ছিল। শের খাঁও খুব ভয় পেয়ে গেল। সে ভেবেছিল যে ক'রে হ'ক নেকড়েটাকে একবার বাগে পেলে তাকে সাবাড় কর্বে—কিন্তু এর পর নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ায় সে তাড়াতাড়ি নিজের মুণ্ডুটাকে টেনে গুহার ভেতর থেকে বার করে নিল কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে যে রকম সে আটকে গিছ্‌ল তাতে ভেতর থেকে নেকড়েরা তাকে আক্রমণ করলে সে কিছুই কর্ত্তে পারত না।

বাইরে বেরিয়ে সে চীৎকার করে উঠল "লেজমোটা চোরের দল দেখি তোদের দলের অন্য নেকড়েরা কেমন একে পালন করতে রাজি হয় আর শেষ অবধি আমার দাঁতেই ওটা টুকরো টুকরো হবে।"

মা নেকড়ে তখন তার বাচ্ছাদের মাঝে পড়ে হাঁপাচ্ছিল। ধেড়ে নেকড়েটা গম্ভীর হয়ে বল্ল "এটা কিন্তু শের খাঁ ঠিক বলেছে। একে দলের কাছে নিয়ে যেতে হবেই কাজেই এখনও কি তুমি একে রাখতে ভরসা পাও?"

হাঁপাতে হাঁপাতে মা নেকড়ে উত্তর দিল "হাঁ থাক্, রাত্রে একলা ক্ষুধার্ত্ত ও আমাদের কাছে এসেছিল কিন্তু তবু একটুও ভয় পায়নি। দেখ এরি মধ্যে অন্য বাচ্ছাদের ঠেলে দিয়ে ও আমার কাছে এসে বসছে। আর শের খাঁর পাল্লায় পড়লে সেই খোঁড়া বাঘটা এতক্ষণ একে নিয়ে সেই ওয়াংগঙ্গার ধারে পালাত আর সব কাঠুরেরা মিছামিছি আমাদের তাড়া করে বেড়াত। ও থাকবে কি না? নিশ্চয়ই ও থাকবে। থাক, চুপটি করে শোও ক্ষুদে ব্যাং। মুগ্‌লি,—ক্ষুদে ব্যাং মুগলি তোমার নাম হল, আজ থেকে মুগ্‌লি বলে তোমায় ডাকব। আমি ব'লছি এমন এক দিন আসবে যে দিন শেরখাঁ যেমন তোমায় তাড়া করে বেড়িয়েছে তুমিও তেমনি শেরখাঁকে তাড়া করে বেড়াবে।

নেকড়ে বল্লে "কিন্তু আমাদের দলের আর সকলে কি বলবে?"

জঙ্গলের আইন অনুসারে, যখন কোনও নেকড়ে সঙ্গিনী পায় তখন সে দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে বাস করে, কিন্তু যখনই আবার তার বাচ্চারা বড় হয়, চলতে শেখে, তখনই তাদের নেকড়েদলের সভায় নিয়ে আসতে হয়। প্রত্যেক মাসের পূর্ণিমার দিন এই সভা হয় আর সেই সভায় নতুন নেকড়ের

বাচ্ছারা অন্য সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়। এর পর থেকে ঐ নতুন বাচ্ছরা স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে আর যতদিন না তারা প্রত্যেকে অন্ততঃ একটা পশুও না মারে ততদিন যদি দলের অন্য কোন নেকড়ে তাদের কাউকে আক্রমণ ক'রে বা মারে তাহলে সে নেকড়ের শাস্তি মৃত্যু।

আমাদের গল্পের সেই ধেড়ে নেকড়ে ও মা নেকড়ে একদিন তার ছানাদের ও মুগ্‌লিকে নিয়ে সেই সভায় গেল। নেকড়েদের এই সভার জায়গাটা হচ্ছে একটা পাহাড়ের চূড়ো, অনেক গাছ পালা, ও বড় বড় পাথর দিয়ে ঢাকা, প্রায় ১০০ টা নেকড়ে এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে। আকেলা তাদের দলের সর্দার—এক মস্ত বড় নেকড়ে, বলে ও বুদ্ধিতে অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—একটা উঁচু পাথরের ওপর লম্বা হয়ে পড়ে ছিল। সেই পাথরের নিচে তার চার পাশে গোল হয়ে বসে বড় ছোট ও নানা রংয়ের প্রায় ৪০।৫০ টা নেকড়ে। এই আকেলা প্রায় একবছরের ওপর তাদের সর্দার। দুবার আকেলা নেকড়ে ধরা ফাঁদে পড়ে যায় আর বুদ্ধিকৌশলে পালিয়ে আসে। সভায় খুব অল্পই আওয়াজ হচ্ছিল—সব চুপ। ছোট ছোট বাচ্ছারা যারা এখনও দলভুক্ত নয় তারা মাঝখানে বসে হুড়োমুড়ি কর্চ্ছিল। মাঝে মাঝে কোনও বড় নেকড়ে নিঃশব্দে তাদের কাছে এসে একদৃষ্টে তাদের দিকে দেখছিল বোধ হয় চিন্‌বার চেষ্টা করছিল। আর এই বাচ্ছাদের মায়েরাও যে যার বাচ্ছাদের মাঝে মাঝে একটু ফাঁকায় ঠেলে দিচ্ছিল—ইচ্ছাটা যেন সকলেই তাদের চেনে। আর আকেলা সামনের পায়ের ভেতর মাথা গুঁজে গভীর স্বরে বলে উঠছিল "তোমরা জঙ্গলের লোক, জঙ্গলের আইন জান, জঙ্গলের নিয়ম জান, নেকড়েরা, সব হুঁসিয়ার হও চার দিকে নজর রাখ।" সঙ্গে সঙ্গে মা নেকড়েরা আর বড় বড় নেকড়েরাও সব বলে উঠছিল "সব হুঁসিয়ার হও, চারদিক নজর রাখ।"

তারপর আমাদের গল্পের সেই মা নেকড়ে মুগ্‌লিকে নেকড়েদের মাঝখানে ঠেলে দিলে মুগ্‌লি তাদের মাঝখানে বসে আপন মনে কতক-গুলো নুড়ি নিয়ে খেলা কর্ত্তে লাগল।

আকেলা ঠিক সেই রকম ভাবেই একঘেয়ে সুরে আবার বলে উঠল "আচ্ছা হুঁসিয়ার হও সব চারদিকে চোখ রাখ" হঠাৎ একটা উঁচু পাথরের পেছনথেকে ভীষণ গর্জ্জনের স্বর শোনা গেল "ও মানুষের বাচ্ছাটা আমার। স্বাধীন নেকড়েরা ও মানুষের বাচ্ছা নিয়ে কি করবে? ওটা আমাকে দাও।"

আকেলা কিন্তু একটুও না চমকে ঠিক সেই রকম স্বরে ধীরভাবে বলিল 'দেখ তোমরা ভেবে দেখ। ভাল করে ভেবে দেখ। নেকড়েরা স্বাধীন, তারা নিজেদের সর্দারের ছাড়া আর কারও হুকুম শোনেনা।"

সকলে সমস্বরে বলে উঠল "ঠিক কথা, ঠিক কথা।" কিন্তু একটা বাচ্ছা নেকড়ে বলে উঠল "সত্যি আকেলা, স্বাধীন নেকড়ে আমরা, এ মানুষের বাচ্ছায় আমাদের কি দরকার?"

এই নেকড়েদলে কারো ভর্ত্তি হওয়ার সময় যদি দলের একটা নেকড়েরও কোনও আপত্তি থাকে তাহলে নিয়ম এই যে সেই দলের অন্ততঃ দুজনের তার হয়ে বলা চাই। তাই আকেলা বলল "এর হয়ে কার কি বলবার আছে? এই স্বাধীন নেকড়েদের ভেতর কে এর হয়ে বলতে চায়?" মা নেকড়ে ভীত হয়ে চারদিকে চাইতে লাগল, আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। কারণ সে জানত যে যদি কেউ এর হয়ে বলবার জন্য না দাঁড়ায় ফলে কি রকম একটা মারামারি বেধে যাবে। হঠাৎ সকলে দেখলে যে বালু এর হয়ে বলবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে। বালু হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড পাঁশুটে রংয়ের ভালুক, কেবল ফল মূল আর মধু খেয়ে বেড়ায়। ভালুক হয়েও সে এই নেকড়ে দলের দলভুক্ত ছিল কারণ সেই

জঙ্গলের নিয়ম কানুন ও আইন খুব ভাল জানত আর নেকড়েদের শেখাত।

"মানুষের বাচ্চা—! হুঁ, মানুষের বাচ্চা! মানুষের বাচ্চায় দোষ কি? আমি এ মানুষের বাচ্চার হয়ে বলছি। আমি কারুর শেখা'ন কথা বলছিনা আমি নিজের ইচ্ছায়ই বলছি একে দলে নেওয়া হ'ক। আমি নিজে একে শেখাতে রাজী আছি।"

সন্তোষের স্বরে আকেলা বলল "আর কে এর হয়ে বলবে? বালু এর হয়ে বলেছেন। অন্ততঃ আরও একজনেরও কিন্তু এর হয়ে বলা চাই।"

সেই নেকড়ে দলের মাঝখানে একটা মস্ত কালো ছাওয়া দেখা গেল। এ হচ্ছে "বাঘেরা" একটা মস্ত কালো চিতাবাঘ। বাঘেরা কে সকলেই চিনত আর ভয় করত। কেউ তার সামনে যেতে সাহস কর্ত্তনা। কারণ সে ট্যাব্‌কীর চেয়েও চালাক, বুনো মোষের মত সাহসী ও গোঁয়ার, আর হাতীর ন্যায় জোরালো ছিল। কিন্তু এদিকে সে সকলকেই খুব ভালবাসত আর তার গলার স্বরও ছিল খুব নরম। সে বলল "আকেলা, ও স্বাধীন নেকড়েরা, যদিও এখানে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই তবু জঙ্গলের নিয়ম এই যে দাম দিয়ে একজনকে দলে নিতে পারা যায়। কিন্তু কে সে দাম দেবে সে কথা জঙ্গলের আইনে বলেনা। ঠিক কিনা?"

অন্য নেকড়েরা বলে উঠল "ঠিক, ঠিক। শোন বাঘেরা কি বলছেন। দাম দিয়ে একজনকে দলে নেওয়া যায়।"

বাঘেরা—"আমার এখানে কোনও কথা বলা সাজেনা কিন্তু তোমাদের আপত্তি না থাকে ত বলি।"

সমস্বরে সকলে চেঁচিয়ে উঠল "বেশ বেশ বল।"

বাঘেরা—"এই ছোট্ট ব্যাংএর মত মানুষের বাচ্চা-টাকে মারা লজ্জার বিষয়। আর বালুও যখন এর হয়ে বলেছেন [illegible] বলছি [illegible] নেওয়া হ'ক। আর এর দামের জন্য আমি তোমা-দের একটা ষাঁড় খেতে দেব। মস্ত ষাঁড়, টাটকা মেরে রেখেছি। এখন তোমরা একে নেবে কিনা বল।"

অনেকে বলে উঠল "বেশত থাকনা। ওটাকে দলে নিলে ক্ষতি কি? রোদে পুড়ে, জলে ভিজে ও আপনি মরে যাবে? ও পুঁচকে ব্যাংটা আবার আমাদের কি করবে?"

গভীর স্বরে আকেলা বলে উঠল "নেকড়েরা তোমরা হুঁসিয়ার হও। চারদিকে নজর রাখ।"

নেকড়েরা সেদিকে কাণ না দিয়ে সবাই গোলমাল করে উঠল "বাঘেরা, ষাঁড়টা কোথায়? এঁ্যা দেখাওনা। ওকে আমরা দলে নেব। বল বাঘেরা ষাঁড়টা কোথায়?"

মুগ্লি তখনও একমনে খেলা করছিল আর মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছিল। শেরখাঁ মুগলিকে না পেয়ে ভয়ানক রেগে গর্জ্জন কর্ত্তে লাগল। ষাঁড়ের সন্ধান পেয়ে সব নেকড়ে সেখানে ছুটল কেবল আকেলা বাঘেরা বালু ও নতুন কয়টা নেকড়ের বাচ্চা, মা নেকড়ে আর মুগলি সেখানে রইল।

বাঘেরা বলে উঠল "আচ্ছা গর্জ্জাও। এমন দিন আসবে যখন এই ব্যাংই তোমার গর্জ্জনের সুর বদলে দেবে।"

আকেলা সন্তুষ্ট হয়ে বলল "এ ঠিকই হয়েছে। মানুষ আর তাদের বাচ্চারা ভয়ানক চালাক হয়। সময়ে এ আমাদের অনেক উপকারে আসবে।"

বাঘেরা বলল "হ্যাঁ সত্য, আমাদের অনেক উপকারে আসবে। কারণ কেউই চিরকাল দলের সর্দ্দার থাকতে পারেনা।"

আকেলা চুপ করে রইল। সে ভাবছিল যে আর কিছুদিন পরে যখন সে আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়বে তখন তাকে মেরে আর একজন সর্দ্দার হবে আবার তাকেও ঐরকম মরতে হবে। সে বলল "যাও একে নিয়ে যাও। দেখ যেন ও খুব ভাল করে সব শেখে।"

এই রকম করে মুগ্লি একটা ষাঁড় তার দাম স্বরূপ দিয়ে সেই নেকড়ে দলে ভর্তি হল।

(ক্রমশঃ)

[illegible]

[illegible]

স্যাপ স্যাঙ্ক
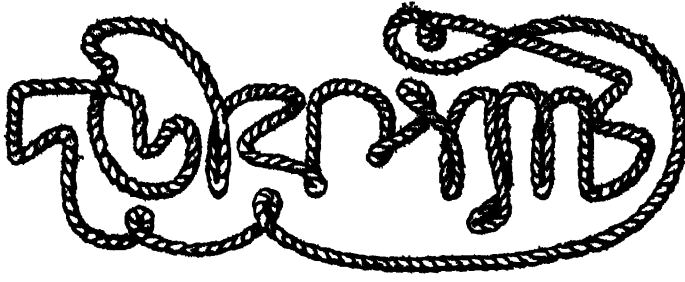
এস ভাই প্রতুল, আজ তোমায় স্যীপ স্যাঙ্কটা বাঁধতে শেখাই, এটাও খুব সহজ গেরো নামটা একটু বিদ্‌কুটে বটে। অনেক জায়গায় দড়ী ছোট করবার জন্য এর দরকার হয়।

এক দিক থেকে খানিকটা দড়ী টেনে নিয়ে এক জায়গায় কর। কি হল—ঐ খানটায় দড়ীটা তিনটা হয়ে গেল কেমন? এখন দেখছ যে দু'দিকে দু'টো খোলা মুখ রয়েছে, আর অন্য দু'টোর কোনও মুখ নেই, গোল হয়ে ঘুরে গেছে। আচ্ছা এবার

ঐ খোলা মুখ দু'টো দিয়ে দু'টো ফাঁসের মত কর, আর জোড়া মুখ দু'টো ওর ভেতর ঢুকিয়ে দাও। এবার ফাঁসের দড়ী দু'টো ধরে টান। দেখ্‌লে ঐ খানটা দড়ীটা তিন পাট হয়েই রইল।

আর এক রকম ক'রে এটা বাঁধা যায়। প্রথমে ডান হাতের দড়ীটা বাঁহাতের দড়ীটার ওপরে নিয়ে গিয়ে একটা ছোট আলগা ফাঁসের মত কর, ফের ডান হাতেরটা তলা দিয়ে নিয়ে গিয়ে আর একটা বড় ফাঁস কর। তারপর আগের মত ডানটা বাঁহাতেরটার ওপর নিয়ে আর একটা ছোট ফাঁস কর। এবার বড় ফাঁসটার দুপাশ থেকে দড়ী টেনে নিয়ে বাঁ-দিককার ফাঁসের তলা দিয়ে ও ডানদিককারটার ওপর দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে দুপাশের দড়ী ধরে টান। দেখ ঠিক সেই রকমই দড়ীটা তিনপাট হয়ে আটকে রইল।

আগেই বলেছি এ গেরোটা দড়ী ছোট করবার জন্য দরকার। একটা উদাহরণ দাও দেখি যেখানে এই গেরোটা ব্যবহার কর্ত্তে পার। হ্যাঁ ঠিক বলেছ, অনেক সময় কাপড় টাঙ্গানর দড়ী ঝুলে পড়ে তখন এই গেরো দিয়ে সেটা টান করে দিতে পার। তাছাড়া জাহাজে মাস্তুলের দড়ী টড়ি ছোট করবার সময় বা তাঁবুর দড়ি ছোট করবার সময় এই গেরোটাই ব্যবহার হয় কারণ দেখলেত দড়ী না কেটে কেমন এই গেরো দিয়ে তা ছোট করা যায়। বেশ আজ এখন তা হলে ছুটী।

অমর দেব।

পথ।

আজি সকল বাঁধন টুটে গেছে মোর
ভয় নাই কিছু মনে।
আজি নবীন পথের সন্ধান পেনু
মিলেছি যাত্রী সনে।

যেতে হবে মোর বহু দূর দেশে;
এসেছি হেথায় কাঙ্গালের বেশে;
কিছু নাই মোর সাথে আছে জানি
একটি অসীম প্রাণ।
আজ মিলেছি হেথায় কর্ম্মের পায়
জীবন করিতে দান।

আজি বিঘ্নের সাথে লড়াই আমার
করিতে হবে গো বুঝি।
আমি র'ব নতশিরে সকল বাধা,
মরু গিরি লব খুঁজি।

যাকে পথে পাব সাথে নিয়ে যাব;
অসীমের পথ সবারে দেখাব;
জীবন যুদ্ধে মরি যদি তবু
সাধনার চাহি জয়।
অমৃতের যারা পুত্র তাদের
মরণে কিসের ভয়!

সরোজেন্দু দত্ত।
১ম করিমগঞ্জ ট্রুপ।

খেলা ধুলা

আজ তোমাদের লাঠি (Staff) নিয়ে দু একটা খেলা শেখাই:—

১। লাঠি লাফান।

পেট্রোল লীডাররা সব সামনে দাঁড়াও আর প্রত্যেক পেট্রোলের ছেলেরা তোমরা তোমাদের যে যার নিজের লীডারের পিছনে দাঁড়াও,—২নং ৩নং ৪নং ৫নং আর ৬নং এরকম পরপর। তোমাদের ট্রুপে ৬ জন করেই পেট্রোলে আছে তানাহলে যেমন সংখ্যা থাকবে, কিন্তু সব পেট্রোলেরই সংখ্যা সমান হওয়া চাই। পেট্রোল লীডাররা তোমরা ডান দিকে তাকিয়ে এক লাইন ঠিক করে নিয়ে দাঁড়াও। এক কাজ করা ভাল ওই লাইন ঠিক রাখবার জন্ম লাঠি দিয়ে একটা লাইন করে রাখ তাহলে আর কেউ ভুলে এগিয়ে যেতে পারবেনা। লীডাররা সরে সরে দাঁড়াও আর অন্য ছেলেরাও তোমরা ফাঁক ফাঁক হয়ে থাক। খালি লীডারদের হাতে লাঠি থাক আর অন্যরা তোমাদের লাঠি রেখে দাও।

এবার খেলা আরম্ভ। যেই বাঁশী দেব কিংবা "যাও" বলব লীডার আর ২ নম্বর লীডারের হাতের লাঠিটা দুজনে দুধারে ধরে ৩ নম্বরের পায়ের কাছে নামিয়ে ধরবে আর ৩ নম্বরকে অমনি জোড়পায়ে সেটা লাফাতে হবে, বুঝলে-আচ্ছাকর। বেশ। এখন ৪ নম্বরের সামনে এসে পড়লে, ৪ নম্বরকে তখনি লাফাতে হবে তারপর ৫ নম্বর আর শেষ ৬ নম্বর, এবার লীডার ৬ নম্বরের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়বে আর ২ নম্বর লাঠিটা নিয়ে সামনে ছুটে যাবে, যাও। ৩ নম্বর ওই লাঠির একদিকটা ধর আর ২ নম্বর একদিক। তোমরা আবার ওই আগের মতন পায়ের কাছ-দিয়ে টেনে নিয়ে যাও। পেট্রোল লীডারকেও এবার লাফাতে হল দেখলে। ২ নম্বর লীডারের পিছনে দাঁড়িয়ে পড় আর ৩ নম্বর লাঠি নিয়ে দৌড়ে সামনে যাও। ৩ নম্বর আর ৪ নম্বর এবার লাঠিটা দুজনে দুধারে ধরে ওই রকম করে টেনে আন, ৩ নম্বর পিছনে দাঁড়াও, ৪ নম্বর ছোট, আবার ৪ নম্বর দাঁড়াও ৫ নম্বর ছোট, এবার ৫ নম্বর দাঁড়াবে আর ৬ নম্বর ছুটে গিয়ে লীডারকে লাঠিটা দেবে,

লীডার সামনে এসে পড়েছে দেখছ, আর লীডার লাঠিটা নিয়ে এক ছুটে স্কাউটমাষ্টারকে দাও।

কোন লীডার আগে গেল? সব পেট্রোল একসঙ্গে করবে, যার লীডার আগে গিয়ে লাঠিটা স্কাউটমাষ্টারকে দিতে পারবে সেই পেট্রোলের জিৎ। কারা আগে পারে এই চেষ্টা করবে, এতে পেট্রোলদের মধ্যে খুব রেশারিশি হয়। অনেক সময় লীডাররা যখন দৌড়ে আসে তখন স্কাউট-মাষ্টারকে একটু নিজেকে সামলাতে হয়, মাথাটাত ঠোকাঠুকি হবার খুবই সম্ভাবনা, সেজন্য লীডাররা ছুটে না এসে এও করতে পার যে তোমরা শেষ হলেই লাঠিটা উঁচু করে ধরবে তা হলেই বুঝা যাবে।

২। মাথার উপর দিয়ে লাঠি পার করা।

আগের মতন আবার সব দাঁড়াও—এখন লাঠিটাকে না লাফিয়ে মাথার ওপর দিয়ে চালাতে হবে। ছাড়বার সঙ্কেত করলেই লীডার তার লাঠিটা মাথার উপর তুলে ধরে সকলের মাথার উপর লম্বা করে নামাবে (দেখবে যেন ঠক্ করে মাথায় না পড়ে) আর অন্য সকলে হাত উঁচু করে ধরে লাঠিটাকে ৬ নম্বরের কাছে চালিয়ে দেবে। ৬ নম্বর সেই লাঠিটাকে যেই ভাল করে ধরতে পারবে অমনি সে ওটা নিয়ে পেট্রোল লীডারের সামনে দৌড়ে এসে তার মতন আবার লাঠিটা সকলের মাথার ওপর লম্বা করে নামাবে আর বাকি সকলে হাত উঁচু করে ধরে ৫ নম্বরের কাছে চালিয়ে দেবে, সে যেই পাবে লাঠি নিয়ে ৬ নম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আবার পূর্ব্বের মতন চালাবে। এবার ৪ নম্বরের পালা, তারপর ৩ নম্বরের আর তারপর ২ নম্বরের। শেষে দেখচ আবার লীডারের কাছেই লাঠিটা ফিরে এল, তখন সে ছুটে এসে স্কাউটমাষ্টারকে সেটা দেবে। আর যে আগে আসবে তার পেট্রোলের জিৎ।

৩। পায়ের মধ্য দিয়ে লাঠি পার করা।

এবারেও ওই আগের মতন দাঁড়াও তারপর সকলেই পাগুলো ফাঁক কর। ওবার যেমন মাথার ওপর দিয়ে চালিয়েছিলে সেই রকম সকলের পায়ের ভিতর দিয়ে এবার চালাতে হবে। যেই "যাও" বলব সকলে মাথা নিচু করে দাঁড়াবে আর লীডার লাঠিটা নিয়ে নিজের দুপায়ের মধ্যেদিয়ে দেবে আর অন্য সকলে সেটা ধরে ৬ নম্বরের কাছে চালিয়ে দেবে। ৬ নম্বর সেটা নিয়ে লীডারের সামনে এসে আবার ওই রকম করে চালিয়ে দেবে এই রকম পর পর দৌড়ে চলবে শেষে লীডার যখন পাবে সে নিয়েগিয়ে স্কাউটমাষ্টারকে দেবে। যে লীডার আগে যাবে তার পেট্রোলের জিৎ।

আজ এই পয্যন্ত আশা করি তোমার এগুলি খেলে আমোদ পাবে। নূ

ধাঁধাঁ।

(১)

আকাশ পাতাল দাঁড়ি,
নীল রংয়ের হাঁড়ি,
বিনা দুধের দই,
জল থই থই॥

(২)

অন্তরীক্ষে আছি আমি
নহি বাতাসে,
অম্বু মধ্যে আছি কিন্তু
নহি আকাশে,
অবনী ভিতরে আমি
এক কোণে থাকি,
বল দেখি বন্ধু সবে
কোথাকার ফাঁকি।

সৌরেন্দ্রনাথ বসু, গ্রে ব্রাদার ৪র্থ-২য় প্যাক

মাসিক খবর।

১। আগামি ২৪শে অক্টোবর হইতে ৪ঠা নভেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতার সন্নিবর্ত্তী টালিগঞ্জে স্কাউটারদের শিক্ষার জন্য একটি ক্যাম্প হইবে। মিঃ এন, এন, বসু আর প্রফেশার জ্যাকেরায়া এর চালনার ভার লইয়াছেন।

২। কাবারদের শিক্ষার জন্যও একটী ক্যাম্প করিবার কথা হইয়াছে কিন্তু তাহার দিন স্থির এখনও হয় নাই।

৩। কোচিন রাজ্যের বয়স্কাউট সঙ্ঘের সভ্য শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেনন সহকারি কমিশনারের পদ-ত্যাগ করায় তদুপযুক্ত অবৈতনিক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪। ভারতবর্ষ ও বর্ম্মার প্রধান স্কাউট কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত পুরস্কারগুলি প্রদত্ত হইয়াছে :—

(ক) জি, ই পেরেইরা নামক একব্যক্তিকে যথেষ্ট সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়া জলমজ্জন হইতে রক্ষা করায় ২৬ নং বোম্বাই বয়স্কাউট দলের অন্যতম পেট্রোল লীডার পারসারাম এলেপ্পা পোলকে গত ৯ই আগষ্ট তারিখে সৎসাহসের প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। (খ) আসাম গোলাঘাট উচ্চ বিদ্যালয়স্থ স্কাউটদলের ট্রুপ লীডার জগন্নাথ বোরা সাহসপূর্ব্বক রমানাথ বড়ুয়া নামক জনৈক ব্যক্তিকে জলমজ্জন হইতে রক্ষা করায় ২৭শে আগষ্ট তারিখে তাহাকে একটী রৌপ্য নির্ম্মিত 'ক্রশ' প্রদান করা হইয়াছে।

৫। গত ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যার সময় কলিকাতা স্কাউট কেন্দ্র দক্ষিণদ্বারী প্যাকের সভ্যগণ সম্মিলিত হইয়াছিল। সময়মত সংবাদ না পাওয়ায় কেবলমাত্র স্থানীয় সভ্যগণ ব্যতীত আর কেহই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক সন্ধ্যাটি খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল।

৬। রবার্টসন সাহেবের শরীর অসুস্থ হওয়ায় কিছুদিনের জন্য ছুটী লইয়া তিনি দার্জ্জিলিংএ গিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতে মিঃ, জি, এম, লরেন্স কলিকাতার প্রথম সঙ্ঘের জেলা-কমিশনারের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেছেন। রবার্টসন্‌ সাহেব শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

৭। গত ৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার হইতে গোপালপুরে কলিকাতা ক্রট্‌লেনস্থ সেন্টপলস্‌ স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীবর্গের বাৎসরিক ক্যাম্প আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা প্রথম সঙ্ঘের ৬ষ্ঠ স্কাউটদলের ও কাব প্যাকের প্রায় সকলেই তথায় উপস্থিত আছে। ক্যাম্পটী ৩ সপ্তাহ ধরিয়া স্থায়ী হইবে।

৮। গত ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কোরিন্থিয়ান রঙ্গগৃহে স্বর্গীয়া শ্রীমতী প্রতিভা দেবী প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মিলনী ও পুরস্কার বিতরণ হইয়া গিয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় সভাপতি ছিলেন, নাটোরের মহারাজা ও কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা ২য় সঙ্ঘের একাদশ, দ্বাদশ ও অষ্টাদশ দলের স্কাউটরা সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষকে তত্ত্বাবধান কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সঙ্ঘের স্কাউট শাখার ছাত্রেরা কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটী হাসির গান গাহিয়াছিলেন আর এস্‌রাজে একটী গৎ বাজাইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে শ্রীমতী বাসন্তী দেবী পুরস্কার বিতরণ করেন। স্কাউদের মধ্যে অনেককেই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

৯। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা এল,এম,এস স্কুলের স্কাউটদল একটী প্রদর্শনী করেন, স্যার রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেতের কাজ, ছুতারের কাজ জাল বুনন প্রভৃতি নানাবিধ কারুকার্য্য ছেলেদের দ্বারা করাইয়া দেখান হইয়াছিল এ ছাড়া নানাবিধ ক্রীড়া আর একটী ক্ষুদ্র গল্প অভিনয় করান হইয়াছিল। সকলেই ছেলেদের কার্য্য কলাপ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

১০। আমরা শুনিলাম যে আগামি জানুয়ারী মাসে কলিকাতা ২য় সঙ্ঘের সকল ট্রুপগুলি মিলিয়া একটী বড় রকম প্রদর্শনী করিবেন স্থির হইয়াছে এবং তাহার ব্যবস্থার ভার একটী কমিটীর হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। এটির প্রধান উদ্দেশ্য যে স্কাউটিংএ ছেলেদের কি শিক্ষা দেওয়া হয় জন সাধারণের কাছে তাহার প্রচার করা। এবিষয় আমাদের বিশেষ সহানুভূতি আছে এবং অন্তরের সহিত আমরা এই চেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

স্বরলিপি

কথা ও সুর—ডি, এল, রায় স্বরলিপি—শ্রীসনৎকুমার বসু।

০	১	+	৩
আঃ—ধা ধা ধা পা মা	ধা পা মা	সা রে গা গা মা	ধা পা ॥
কি সের শোক	ক রিস ভাই	আ বার তোরা	মা নুষহ

০	১	+	৩
মা মা মা	মা পা মা পা ধা	মা পা ধা ধা	র্সা র্নি র্নি র্নি
গি য়াছে দেশ	দুঃ খ নাই	আ বার তোর	মা নুষ হ

০	১	+	৩
মা মা মা মা পা	ধা ধা ধা	র্নি র্নি পা	র্সা
প রের পরে	কেন এ রোষ	নিজের ই যদি	শত্রুহোস্

০	১	+	৩
র্সা র্সা র্সা	র্রে র্সা র্নি ধা	মা পা ধা ধা	র্সা র্নি র্নি র্নি
তো দের এ যে	নি জের ই দোষ	আ বার তোর	মা নুষ হ

০	১	+	৩
অং—সা সা সা	রে রে রে	সা রে গা গা	মা মা মা
ঘুচা তে চাস	যদি রে এই	হতা শা ময়	ব র্ত্ত মান
শ ত্রু হয়	হোক না যদি	সেথা য় পাস	ম হৎ প্রাণ
জ গৎ জুড়ে	দুই টি সেনা	প র স্পরে	রা ঙায় চোক

০	১	+	৩
মা মা মা	পা পা পা	মা পা ধা ধা	নি নি নি
। । ।	। । ।	। । ।	। । ।
বি শ্ব ময়	জাগা য়ে তোল	ভা য়ের প্রতি	ভা য়ের টান
তাহা রে ভাল	বাসি তে শেখ	তাহা রে কর	হৃ দয় দান
পু ণ্য সেনা	নি জের কর	পা পের সেনা	শ ত্রু হোক

০	১	+	৩
মা মা মা পা	ধা ধা ধা	নি নি পা	র্সা র্সা র্সা
। । ।	। । ।	। । ।	। । ।
ভুলি য়ে যারে	আ ত্ম পর	পর কে নিয়ে	আ পন কর
মি ত্র হোক	ভ ণ্ড যে	তা হারে দূর	ক রিয়া দে
ধ র্ম্ম যথা	সে দিকে থাকে	ঈ শ্ব রেরে	মাথা য় রাখ

০	১	+	৩
র্সা র্সা র্সা	র্রে র্সা নি ধা	মা পা ধা পা	র্সা নি নি নি
। । ।	। । ।	। । ।	। । ।
বি শ্ব তোর	নিজে রি ঘর	আ বার তোরা	মা নুষ হ
স বার বাড়া	শ ত্রু সে	আ বার তোরা	মা নুষ হ
স্ব জন দেশ	ডুবি য়া যাক	আ বার তোরা	মা নুষ হ

র্সা, র্রে—তারার; নি= কোমল।

পাশে দুইটি দাঁড়ি থাকিলে দু'বার গাহিতে হইবে।

SIR ALFRED D. PICKFORD,

Commissioner for Oversea Scouts and Migration,
Imperial Headquarters.
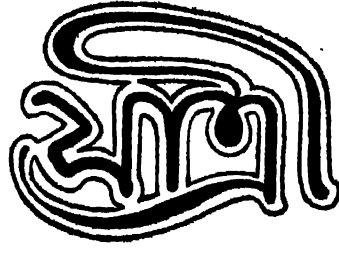
১ম বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৩১ | ৫ম সংখ্যা

নবীন ভারত

নবীন ভারত নবীন ভারত দুঃখ তোমার হউক লয়
তরুণ দেহের নবীন পরাণ সুপ্তি পরশে কেনরে রয়।
আদর্শ তব হউক উচ্চ দুঃখের মাঝে উচ্চ শির,
তেত্রিশ কোটি সন্তান তব—কেন গো তাহারা হবেনা বীর॥
নবীন ভারত নবীন ভারত কর্ম্মের মাঝে দাওগো প্রাণ,
জাগাইয়া তোল শকতি তোমার গাহিও না আর হতাশা গান।
তুলে ধর যত অতীত কাহিনী ছিল সে যে বড় গরিমাময়
শান্তির আলো ছড়াও বিশ্বে; প্রচার শান্তি বিশ্বময়॥
নবীন ভারত নবীন ভারত কালিমা তোমার রবেনা আর
প্রাণ ভরে কর বিশ্বের কাজ, শিরে তুলে নাও দেশের ভার।
দূরে ঠেলে ফেল সঙ্কীর্ণতা, মুছিয়া ফেলগো সকল লাজ
দুঃখের মাঝে দাঁড়াতে চাওতো নিষ্কাম চিতে করহ কাজ॥
নবীন ভারত নবীন ভারত হউক তোমার উচ্চ শির
শান্তি পতাকা উড়াও বিশ্বে সাজিয়া তরুণ কর্ম্মবীর।
ত্যাগের মহিমা করহ প্রচার তুচ্ছ করহ সংস্কার
মুক্তি লভগো কর্ম্মের মাঝে, কাটুক্ সকল অন্ধকার॥

শ্রীরমেশচন্দ্র সান্যাল।

এখন সব ছুটি, আফিস বন্ধ স্কুল কলেজ বন্ধ, ছেলেরা সব বাড়িতে আমোদে খেলিয়ে বেড়াচ্ছে তাই কলম হাতে নিয়ে মনটা যেন কি রকম হল। সকলের মুখে হাসি, মনে যেন কত আনন্দ। ছেলেদের নানারকম আবদার; অন্য সময় হয়ত তাতে বিরক্ত বোধ হত, কিন্তু তাও যেন এখন ভাল লাগছে আর যথাসাধ্য পূরণ করি' এই ইচ্ছে যাচ্ছে। ছুটির সঙ্গে সঙ্গে শরতের হাওয়া ওই হাওয়ায় কি যেন এক মধুরত্ব মাখান আছে, সব চিন্তা ব্যথা দূর করে কি যেন এক শান্তির ভাব এনে দিচ্ছে। বাঙ্গালা দেশে এ সময়টি সকলের আদরের। স্কাউটিংএর বৎসর এই সময়েই শেষ হয়ে আবার নূতন করে আরম্ভ হয়; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন এই মনের ভাবটি নিয়ে আনন্দে সকলে আবার আর একটি বৎসর কাটাতে পারি।

* * * * *

যাত্রীর গ্রাহক আর পাঠকদের মধ্যে অনেকেই যাত্রীতে প্রকাশ করবার জন্য আমাদের নানারকম প্রবন্ধ পাঠাচ্ছেন। যাত্রী যে তাঁদের বিশেষ আদরের জিনিষ হয়েছে তা এইতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে কিন্তু এতে আমাদের বিপদ উপস্থিত হয়েছে। ইচ্ছা হয় কাউকেই বিমুখ করবনা, তাঁদের এ চেষ্টাকে উৎসাহিত করি, কিন্তু সব প্রবন্ধগুলিই কষ্টি পাথরে ঘসে নিতে আমরা বাধ্য কারণ তাঁদের এই চেষ্টা আমাদের কাছে প্রিয় হলেও সকলের মনোনীত না হতে পারে। সেই হিসাবে কতকগুলি বাদ পড়ে যায় আর কতকগুলি এমন হয়েছে যে ঠিক সময়োপযোগী না হওয়ায় ভবিষ্যতে সেগুলি প্রকাশ করব এই আশায় রেখে দিতে হয়েছে। সেজন্য লেখকগণের কাছে আমাদের এই নিবেদন যেন তাঁরা আমাদের নিষ্ঠুর না ভাবেন বা নিরুৎসাহ না হন।

এই প্রবন্ধ লেখা সম্বন্ধে অনেকে জানতে চেয়েছেন যে যাত্রীর জন্য আমরা কি ধরণের জিনিষ চাই। এর উত্তর অল্প কথায় দেওয়া শক্ত কিন্তু মনে হয় যে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত চারটি সংখ্যায় যে সমস্ত প্রবন্ধ দেওয়া হয়েছে সেগুলি পড়লে অনেকটা তার আঁচ পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া আমাদের ইচ্ছা আছে যে ক্রমশঃ যাত্রীতে আরও অন্য সমস্ত বিষয়ের যেমন পশু-পক্ষী বৃক্ষ লতা, স্বাস্থ্য,- ও জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, আদর্শ পুরুষ ও স্ত্রী জীবনী প্রকাশ করব; এ সকল বিষয়ে যদি আমরা আমাদের পাঠকদের সাহায্য পাই তাহলে আমরা বড়ই বাধিত হব।

* * * * *

ইংরাজি সেপ্টেম্বর মাসের শেষে স্কাউটিংএর আর একটি বৎসর পূর্ণ হয়েছে। এই বৎসরান্তে বাংলা দেশের স্কাউট সংখ্যার তালিকা আমরা

একটি পেয়েছি। নিম্নে সে তালিকা দেওয়া হ'ল। আর গত বৎসরের মধ্যে স্কাউটিংএর প্রসার কিরকম বৃদ্ধি হয়েছে তা স্পষ্ট করে দেখাবার জন্য একটি এই কয় বৎসরের তুলনার তালিকাও দেওয়া হ'ল। এথেকে দেখা যায় যে গত দুই বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে পাঁচশত নূতন স্কাউট হয়েছে, আর এখন নানা জেলায় স্কাউটিং জিনিষটি ছড়িয়ে পড়েছে। তাই মনে হয় যে স্কাউটিংএর শিক্ষার উপকারিতা লোকে ক্রমশঃই উপলব্ধি করছেন এইটিই বড় আনন্দের বিষয়। যাঁদের চেষ্টায় এই সুফল ফলেছে তাঁদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ দিই।

* * * * *

বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা বিভাগ স্কাউটিংএর বিশেষ পক্ষপাতী এবং এর প্রসারের জন্য চেষ্টাও করছেন; সম্প্রতি তাঁরা গভর্মেণ্টের দ্বারা চালিত সকল স্কুলগুলিতেই ছাত্র, ছাত্রীদের জন্য যাত্রী পাঠাতে বলেছেন। এতে যে তাঁরা আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন আর সঙ্গে সঙ্গে স্কাউটিংএর প্রসারের বিশেষ উপকার করেছেন সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই, তাঁদের কাছে এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

স্কাউট তালিকা

১৯২৩-২৪ সাল

স্থানীয় সঙ্ঘ	কাব	স্কাউট	রোভার	স্কাউটার ও কাবার	মোট
১। আসান্সোল (১ম ও ২য়)	৩০	১৯৫	...	১৭	২৪২
২। বালি	...	৩০	...	১	৩১
৩। বাঁকুড়া	...	৪৮	৭	৪	৫৯
৪। বহরমপুর	...	৩০	...	১	১
৫। কলিকাতা ১ম	১৯৩	৪২১	২০	৩৭	৬৭২
৬। কলিকাতা ২য় ও বারাসাত	৯৮	৪২০	৪১	৪৩	৬০২
৭। চুঁচড়া	...	৫৬	...	৩	৫৯
৮। ঢাকা	১১	৩২	২৫	৬	৭৪
৯। দার্জ্জীলিং ও কালিম্পং	১১২	১৫৭	...	১৬	২৮৫
১০। গোপালগঞ্জ	...	১৮	...	১	১৯
১১। খড়্গপুর	...	৫০	...	৩	৫৩
১২। পিরোজপুর	৪৪	৬৫	...	৫	১১৪
১৩। রাজবাড়ি	...	৪৬	...	২	৪৮
১৪। শ্রীরামপুর	...	৩০	২১	৩	৫৪
১৫। বিষ্ণুপুর	...	৩০	...	২	৩২
	৪৮৮	১৬২৯	১১৪	১৪০	২ ৭৫

গত কয় বৎসরের তুলনার তালিকা

সাল	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪
স্থানীয় সঙ্ঘ	৫	৭	১২	১৫
কাবস্	৪১৫	৪০১	৪০৮	৪৮৮
স্কাউটস্	১৪৭১	১৪৬৯	১৫০৭	১৬২৯
রোভার্স	...	...	১০০	১১৪
স্কাউটার ও কাবার	...	...	১১৬	১৪৪
মোট	৭৮৬	১৮৭০	২১৩১	২৩৭৫

ভাব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)
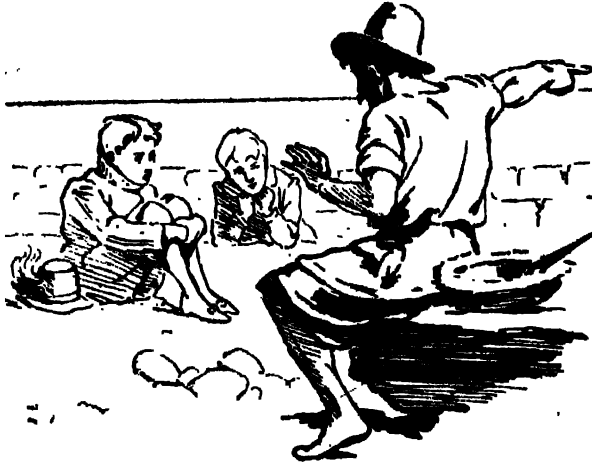
২৬শে সেপ্টেম্বর জাপানে প্রতি বৎসর বিওয়া হ্রদে একটি বাচ্ খেলা (Rowing competition) হইয়া থাকে। স্কুল এবং কলেজের ছাত্রগণ ইহাতে সাধারণতঃ যোগদান করিয়া থাকেন। স্কাউটদের ও ইহাতে যোগদান করিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। নানাস্থান হইতে নানা ট্রুপের ছেলেরা ইহাতে নাম দিয়া থাকেন। স্কাউদের মধ্যে যাহারা বাচ খেলায় প্রথম হয় তাহাদের একটি ছোট সোনার কাপ (Gold Cup) পুরস্কার দেওয়া হয়। স্বয়ং মিকাডো এই সকল পুরস্কার বিতরণ করেন এবং ছাত্র ও স্কাউটদিগকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

আগষ্ট মাসের শেষাশেষি সন্ধ্যার পূর্ব্বে নাপ্ চুং মিটুসুই প্রভৃতি সকলে মিলিয়া দাঁড় টানা অভ্যাস করিতে লাগিল। ঠিক হইয়াছিল যে মিটুসুই নাপ চুং এর পেট্রোলে যাইয়া উহাদের সহিত যোগ দান করিবে। সেই মর্ম্মে মিটুসুই স্কাউমাষ্টারের নিকট আবেদন করিয়া পাঠায় কিন্তু তাহার কোন উত্তর না পাওয়ায় তাহাকে সাংকিমার দলেই থাকিতে হইয়াছে। তাহা হইলেও সে সঙ্কল্প করিয়াছিল যে এ বিষয়ে সে আর সাংকিমা বা তাহার দলকে সাহায্য করিবে না তাহাকে যদি না নামিতে দেওয়া হয়, তাহাও স্বীকার কিন্তু সে সাংকিমার সহিত যোগ দিবে না। যাহা হউক প্রতিযোগিতার দিন প্রায় আসিয়া পড়িল। সকল পেট্রোলই প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিওয়া হ্রদে দাঁড় টানা অভ্যাস করিতে লাগিল, সকল পেট্রোল কেই নিয়মিত ভাবে দেখা যাইত কিন্তু সাংকিমা ও তাহার অনুচরবর্গ কখনও আসিত, কখনও বা আসিত না। এখন ওই প্রতিযোগিতা নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তাহারা প্রত্যহ সন্ধ্যায় আসিতে লাগিল। তাহারা ঠিক করিয়াছিল যে তাহারা যে কয়জন আছে, সে কয়জনই টানিবে—করণ মিটুসুই চলিয়া যাওয়ায় তাহাদের একজন কম হইয়াছিল। সেই জন্য সাংকিমা উহাদের লইয়া অতি প্রত্যুষে প্রায় একঘণ্টাকাল দাঁড় টানিত। সে কথা সাংকিমা এবং উহারা ছাড়া আর কেহ জানিত না।

৫

আজ প্রতিযোগিতার দিন। বিওয়া হ্রদের চারি

পার্শ্ব নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পতাকায় সজ্জিত। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। বাচ খেলা দেখিবার জন্য জাপানের নানা স্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। হ্রদের এক পার্শ্বে পাহাড়ের গায়ে সমতল ক্ষেত্রে ভদ্রলোক দিগের বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই স্থান হইতে সকল নৌকা ছাড়িবে নৌকাগুলি সরু সরু ছিপের নৌকা। প্রত্যেকটিতে ছোট একটি হাল ও ছয় খানি ছোট হাল্কা দাঁড় লাগান ছিল। ইহাদের পার্শ্বে আর একখানি অতি সুসজ্জিত নৌকা ছিল—তাহাতে মিকাডোর জন্য বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। যে স্থান হইতে নৌকা ছাড়িল তাহারই অপর পার্শ্বে ডিনামাইট দিয়া পাহাড় ভাঙ্গিয়া একটু জমি সমতল করিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই স্থানে খেলোয়াড়গণ খেলা (Finish) শেষ করিবে। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্যতীত সে স্থানে আর কেহ ছিল না। তাঁহারা দেখিবেন কাহারা প্রথম আসিয়া পৌঁচে ইত্যাদি। ঘণ্টা দিয়া সঙ্কেত করিবা মাত্র স্কাউটরা আসিয়া যে যাহার সুবিধামত নৌকা বাছিয়া লইয়া প্রস্তুত হইল। প্রথমে চারি-দল ছাড়িবে এবং দ্বিতীয় বারে অপর চারিদল বাহিবে। তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় হইবে তাহাদের তৃতীয় বারে ছাড়া হইবে। ইহাদের মধ্যে যাহারা জয়ী হইবে তাহারই সোনার কাপ পাইবে। প্রথমবারে সাংকিমা বা নাপচুং কাহারও পালা পড়িল না। দ্বিতীয় বারে তাহাদের দুই দলই এক সঙ্গে পড়িল। ইহাতে তাহাদের ট্রুপের ছেলেরা বড়ই দুঃখিত হইল। তথাপি তাহাদের আশা ছিল যদি প্রথম দুটি স্থানই তাহারা অধিকার করিতে পারে।

দ্বিতীয়বার ঘণ্টা পড়িতে সাংকিমা, নাপচুং সকলে এক একখানি নৌকা অধিকার করিয়া বসিল। সাংকিমার একখানি দাঁড় খালি দেখিয়া অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল—একটি লোক থাকিলে তাহাদের এইবার জয় নিশ্চিত ছিল; দেখা যাউক তাহারা যদি দ্বিতীয় স্থানও অধিকার করিতে পারে। ৫ মিনিটের মধ্যে তাহাদের খেলা আরম্ভ হইবে। সকলে উদ্গ্রীব হইয়া রহিল।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিবামাত্র সকল নৌকা ছাড়িয়া দিল, তাহারপর আর ৩ মিনিটের মধ্যে যাহা দেখা গেল তাহা অতীব আশ্চর্য্যজনক। সাংকিমার পাচ দাঁড়ীর নৌকা প্রথম যাইতেছে তাহারপর আর একটি নৌকা অন্য ট্রুপের এবং তৃতীয় যাইতেছে নাপচুংয়ের নৌকা। ঠিক সময়ে ছাড়িতে না পারার দরুণ তাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছিল; প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারিল না। সাংকিমার দল "বান্‌জাই" শব্দে অপর পারে প্রথম আসিয়া পৌঁছিল।

এইবার শেষ খেলা বা (Final) সাংকিমার দল অতি দ্রুত দাঁড় টানার জন্য শীঘ্রই হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এইবার কিছুক্ষণ জিরাইয়া লইল ও Final এর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রস্তুত হইবার জন্য পুনরায় ঘণ্টা পড়িল। তাহারা সকলেই উঠিয়া গেল ও যে কাঠটির উপর হইতে নৌকায় উঠিবে সেইস্থানেঅপেক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময়ে হঠাৎ পিছনে গোলমালের সহিত সাংকিমার একবার গলার স্বর শুনিতে পাওয়া গেল ও তৎপর মুহূর্ত্তে ঝুপ করিয়া একটা শব্দ হইল সঙ্গে সঙ্গে সে জলে পড়িয়া গেল। তাহারা যখন দাঁড়াইয়া ছিল সেই সময়ে পিছন হইতে হঠাৎ ভীষণ ধাক্কা আসায় সাংকিমা নিজেকে সামলাই লইয়াছিল কিন্তু হঠাৎ পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া গেল তৎক্ষণাৎ আর দুইজন স্কাউট জলে লাফাইয়া পড়িল ও তাহাকে উদ্ধার করিতে সাহায্য করিল। যখন তাহাকে তুলিয়া আনা হইল তখন সে নির্জ্জীব প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। পড়িবার সময় একটি নৌকার কোণে কপাল লাগিয়া যাওয়ায় তাহার রগের নিকট ক্ষত হইয়াছিল ও তাহা হইতে ভীষণভাবে রক্ত পড়িতে-

ছিল। পূর্ব্ব হইতেই তাহার যথেষ্ট পরিশ্রম হইয়াছিল একণে এই দুর্ঘটনায় নির্জীবপ্রায় হইয়া পড়িল ডাক্তার আসিয়া রক্ত বন্ধ করিয়া উত্তমরূপে ক্ষত বাঁধিয়া দিলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সাংকিমার দল অতিশয় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের জয়াশা একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। তথাপি তাহারা হাটিবার পাত্র ছিল না। পুনরায় ঘণ্টা পড়িবামাত্র তাহারা চারিজন আসিয়া চারিখানি দাঁড় লইল। মিট্‌সুই এ সকলই দেখিতেছিল সাংকিমা পড়িবার সময়ে হঠাৎ তাহার একটি কোণে চোখ পড়াতে তার মুখ রাগে রক্তবর্ণ হইয়াছিল; সে দেখিল অপরাধীর ন্যায় বিবর্ণমুখে নাপ্‌চুং দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ব্যাপার যে কি তাহা আর তাহার কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। ঘৃণায় ক্রোধে ক্ষুব্ধভাবে সে দাঁড়াইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদের 'Patrol এর পাঁচটী ছেলেকে নৌকায় যাইতে দেখিয়া সে আর থাকিতে পারিল না। সকল মান, অভিমান, তুচ্ছ করিয়া, ঝগড়া মনোমালিন্য এক মুহূর্ত্তে দূরে ফেলিয়া সে উহাদের সাহায্য করিবার জন্য তীরবেগে দৌড়িল। নৌকা ছাড়িতে আর এক মিনিট আছে এমন সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে Platform এর উপর সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও তাহার পর এক লম্ফে তাহাদের নৌকায় উঠিয়া সম্মুখের দুই খানি দাঁড় উঠাইয়া লইল। মিট্‌সুইকে দেখিয়া সাংকিমার দলের সকলে একবার হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল ও পরক্ষণেই সঙ্কেত চিহ্ন দেখিয়া নৌকা ছাড়িল। এইবার তাহারা নববলে বলীয়ান হইয়া অতি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল; তাহাদের সকল অবসাদ দূর হইয়া গিয়াছিল। সকল দাঁড় একসঙ্গে উঠিতে পড়িতেছিল দূর হইতে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন একখানি পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। চারিদিকের প্রশংসা ও জয়ধ্বনির মধ্যে তাহারা বান্‌জাই শব্দ করিতে করিতে বহু পূর্ব্বে হ্রদের অপর পার্শ্বে আসিয়া পৌছিল। যাহারা এই বাচ খেলা দেখিতে আসিয়াছিলেন, সকলেই এক মুখে উহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তন্দ্রার ভাব কাটিয়া গেলে সাংকিমা একবার নিজ অবস্থা উত্তমরূপে ভাবিয়া লইল। পরক্ষণেই একটি বিষয় ভাবিয়া এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় মুসড়াইয়া পড়িল। যন্ত্রণার স্বরে উঃ বলিয়া একবার পাশ ফিরিয়া শুইল—সে ভাবিতেছিল তাহাদের সকল আশা ফুরাইয়াছে—এত পরিশ্রমের ফলে তাহাদের আজ একি বিড়ম্বনা অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস?

'সাংকিমা' চিরপরিচিত স্বরে এই কথাটী বাতাসে ভাসিয়া আসিল চমকিয়া সাংকিমা পাশ ফিরিয়া দেখিল মিট্‌সুই; তাহার হাতে একটী অতি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত সোনার কাপ্‌ মিট্‌সুই এবং পিছনে তাহার পেট্রোলের সকল ছেলে ঈষৎ ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া। সাংকিমার বাক্‌শক্তি রহিত হইল। আনন্দে তাহার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল কিছু না বলিয়া কেবল নিজ বাম হাতখানি বাড়াইয়া দিল। সকলে এক এক করিয়া সসম্মানে উঠাইয়া লইয়া তাহাদের নিজ প্রথা অনুসারে তাহা চুম্বন করিল। তাহারা ফিরিতে যাইতেছে, এমন সময়ে দ্বারের পার্শ্বে শব্দ শুনিয়া সকলে চাহিয়া দেখিল—নাপ্‌চুং। ক্রোধে ঘৃণায় মিট্‌সুই মুখ ফিরাইয়া লইল—নাপচুং সোজা সাংকিমার খাটের নিকট আসিয়া ব্যথিতস্বরে বলিল, "সাংকিমা, আমাকে ক্ষমা কর।" বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু বহিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। মিট্‌সুইর প্রতি ফিরিয়া বলিল, "মিট্‌সুই আজ হইতে তোমার উপর আমি আমার পেট্রোলের ভার দিলাম। আমি আজ বুঝিয়াছি যে আমি ঐ পদের যোগ্য নহি।"

ইহার অনেকদিন পরে আমরা ঐ জাপানী ট্রুপের ছেলেদিগকে আবার সেই পূর্ব্বপরিচিত মনোরম পার্ব্বত্য শিখরে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে দেখিয়াছি। তাহারা নানা সময়ে নানাবিধ গান করিত—তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা একটি গান তাহাদের বড়ই প্রিয় ছিল। তাহার ভাবার্থ এই:—

সত্যের নাহি পরাজয়, হবেজয় হবে জয়।
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছেন ভগবান হবে জয়,
সত্যের নাহি পরাজয়॥

সমাপ্ত।

পেট্রোললীডার—প্রতুল মিত্র।

চতুর্থ নিয়ম

৪। স্কাউট জাতি কুল, ধন, মান নির্ব্বিশেষে কলেরই বন্ধু আর স্কাউট মাত্রেই স্কাউটের ভাই।

অমিয়, আজ এবার চতুর্থ নিয়মটি। ওটা পড়ে ভেবে দেখেছ ত; কি তোমার মনে হয়?

অমিয়—আমার স্যার ওটা বড় ভাল লাগে।

স্কাউমা—কেন বল দিকিনি?

অমিয়—সকলে যদি সকলকে ভালবাসি তাহলে মনে বেশ আনন্দ হয় কিন্তু ঝগড়া ঝাটি করলে মনে কষ্ট হয়।

স্কাউমা—আমাদের এই দশটি নিয়মের মধ্যে এইটি একটি প্রধান নিয়ম। কারণ তুমি যা বলছিলে যে এই নিয়মটি যদি সকলে পালন করে ত জগৎ আনন্দময় হয়। প্রথমে দেখছ বলা হচ্ছে যে স্কাউটের ধর্ম্ম যে সে সকলের বন্ধু। এ "বন্ধু" কথার অর্থ কি বো'ঝ তুমি?

অমিয় 'বন্ধু' মানে যার সঙ্গে আমার মনের মিল আছে, যাকে আমার ভাল লাগে।

স্কাউমা—আচ্ছা তোমার বন্ধুর তুমি কি চাও? তার প্রতি তোমার হিংসা নাই, ঘৃণা নাই তার ভালতেই তুমি খুসি, তাই না?

অমিয়—হাঁ স্যার। আর তার প্রতি কখনও আমি কেন অন্যায় করব না বরঞ্চ তার উপকার করতেই চেষ্টা করব।

স্কাউমা—স্কাউটের এই শিক্ষাই হওয়া চাই যে সে কখন কারুর প্রতি হিংসা, বা দ্বেষ করবেনা, কখন কারুর অমঙ্গল কামনা করবে না অধিকন্তু তার এই চেষ্টাই হওয়া চাই যে কিসে সে পরের উপকারে লাগতে পারে। তৃতীয় নিয়মটি ভোলনিত?

অমিয়—না স্যার।

স্কাউমা—সেখানে বলা হয়েছে যে পরোপকার করা স্কাউটের কর্ত্তব্য, এখানে কিন্তু আবার বলা হচ্ছে যে শুধু তাই নয় আমাদের মনকে এরকম করে গড়ে তুলতে হবে যে সকলকে আমরা যাতে বন্ধু ভাবে দেখতে পারি আর স্বেচ্ছায় তাদের উপকার করি। মনের এই অবস্থাতেই যথার্থ শান্তি পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ এই গেল, তার পর বলা হচ্ছে যে স্কাউট স্কাউটের ভাই; বন্ধুত বটেই উপরন্তু তারা পরস্পর ভাইএর মতন। তা কেন বলা হল অমিয়?

অমিয়—কেন স্যার?

স্কাউমা—কেন বলছি। তোমার ছোট ভাইটি রয়েছে, ও যদি দুষ্টামি করে তাহলে তোমার ত রাগ হয়, বকত?

অমিয়—এক এক সময় স্যার ও বড্ড দুষ্টমি করে, মারতে ইচ্ছে করে।

স্কামা—আর তোমার বকুনির পর যদি ও কাঁদে তখন তোমার আর থাকে? তখনত আবার তাকে ভোলাতে ইচ্ছে করে। তাই কিনা? (অমিয় চুপ)। ওখানে যে রক্তের টান, ও ভগবানের সৃষ্টির সম্বন্ধ। হাজার বচসা মনান্তর হ'ক তবুত অন্তরের সে স্নেহ মমতা, যায় না।

স্কাউটিংএর উদ্দেশ্য জগতে এমনই একটি ভ্রাতৃত্ব দ্বারা পরস্পর আন্তরিক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হবে। তোমার যে এ নিয়মটি যে ভাল লাগে তা শুনে আমি বড় খুসি হয়েছি।

আরও কিন্তু একটি জিনিষএ নিয়মটির ভিতর রয়েছে তা দেখেছ ত? ও কথাগুলি দেখেছ— "জাতিকুল, ধন, মান নির্ব্বিশেষে"? যদি তুমি ভেবে দেখ, ভগবানের কাছে আমরা সব এক। সকলেই আমরা তাঁর সৃষ্টি। এই জাতিভেদ বল বা ধনী, ভিখারী বা অন্যান্য সামাজিক ভেদ এসব

মানুষেরই রচনা আর ওসব এজগতেই পড়ে থাকে। স্কাউটদের মধ্যে এ সমস্ত প্রভেদ জানা নাই এই তাদের শিক্ষা।

অমিয়—আমাদের ট্রুপেত স্যার প্রায় সব রকম রকম ধর্ম্মেরই ছেলে রয়েছে এই ধরুননা স্যার—খৃষ্টান তারপর—মুসলমান,—ব্রাহ্ম তাছাড়া কত হিন্দু তবুওত আমরা স্যার বেশ আছি, চাঁদপুর ক্যাম্পেও সব বেশ ছিলুম। আর সকলের বাপ মায়ের আর্থিক অবস্থাও ত সমান নয় তার জন্যেও কিছু স্যার আসে না।

স্কাউমা—এতেই ত প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই ভেদাভেদ জ্ঞান আমাদের মানসিক 'সঙ্কীর্ণতা থেকেই উৎপত্তি, সৎশিক্ষায় এ দূর করা যায়। ভারতবর্ষে এখন এই হিন্দু-মুসলমান ব্যাপার নিয়ে কি গোল-মালই উপস্থিত হয়েছে, ইচ্ছে করে যে সকলকে স্কাউট করে নিই, তাহলে আর পাঁচ কথা উঠবেনা।

অমিয়—হাঁ স্যার। কিন্তু কত লোক স্কাউটিং-এর উপর চটা, যা তা বলে।

স্কাউমা—কারা ওসব কথা বলে জান অমিয় যারা ও জিনিষটা কি,কখন বোঝবার চেষ্টা করেনি। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে ওই রকম লোকই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। যাহোক ক্রমশঃ এ ভাবের পরিবর্ত্তন হচ্ছে এই আমাদের আশা। হয়ত এমন দিন হবে যে দিন এই স্কাউট শিক্ষা থেকেই ভারতে শান্তির দিন আসবে।

আজ তোমার দেরী হয়ে গেল, তবে এখন আর থাক।

স্কাউট মাষ্টার—শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ বসু।

যাত্রী

যাত্রী ওরে যেতে হবে
তুচ্ছ করি ঝড় বাদল,
তুচ্ছ করি গ্রীষ্ম বর্ষা;
কর্ম্ম জোরে ভাঙ্ আগল্।
লক্ষ্য হবে উচ্চতর
ছুটতে হবে প্রাণপণে,
মিছে হবে যাত্রা যে তোর
থাক্‌লে বসে আন্‌মনে।
হাসি মুখে বরি দু'খে
তল্পী তল্পা নে' তুলে,
ভরা গাঙ্গে ভাসা তরী
দয়াময়ের নাম বলে।

স্কাউট প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাস
১ম করিমগঞ্জ ট্রুপ, শ্রীহট্ট।

ধাঁধা

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে মানুষ সেটা হয়
মধ্যম অক্ষর কেড়ে নিলে "দিন" লোকে কয়
শেষ অক্ষর বাদ দিলে যে থাকি যোদ্ধার হাতে
এটা কিন্তু ভুল নয় যে সন্দেহ নাই তাতে

২

তিন অক্ষরে নাম মোর রং বড় কাল
সুমধুর স্বর মোর, গান গাই ভাল।
গায়ে বড় 'লাগে আদি অক্ষর ছাড়িলে'
বুঝায় অনার্য্য জাতি পেট কেটে দিলে।

শ্রীসৌরেন্দ্র নাথ বসু (গ্রেত্রাদার)
৪র্থ—২য় প্যাক

অভাগিনী

(গল্প)

লণ্ডন সহরের "ঈষ্ট এণ্ড" পল্লীর এক অংশে একটি জীর্ণ দ্বিতল গৃহ অবস্থিত। জায়গাটি অতিশয় কদর্য্য; পথ, ঘাট কর্দ্দম ও আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ, তাহা হইতে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ উঠিতেছে। যে সকল নরনারী সেই পথ দিয়া গমনাগমন করিতেছিল তাহারাও সকলেই প্রায় কুবেশ পরিহিত ও অত্যন্ত দরিদ্রশ্রেণীর লোক। সুতরাং ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, সে স্থান ভদ্র-লোকদিগের, বিশেষতঃ বড়লোকদিগের উপযুক্ত স্থান নহে। এইরূপ স্থানে উপরোক্ত গৃহটী দণ্ডায়মান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গৃহটী জীর্ণ। তাহার দরজা, জানালা অধিকাংশই ভগ্ন; জায়গায় জায়গায় চূণ, বালি খসিয়া পড়িয়াছে। অবিরত চিমনীর ধূম লাগাতে গৃহটি মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছে। আপাততঃ পাঠককে এই গৃহের দ্বিতলে একটি ঘরে প্রবেশ করিতে হইবে।

ঘরটিও অতিশয় অপরিছন্ন, চতুর্দ্দিকে মেঝের উপর ছিন্ন কাগজ, ভাঙ্গাটিন, ক্যাম্বিশের টুকরা, ট্রামের টিকিট ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত। ঘরের একপাশে একটা টেবিল ও দুইটা চেয়ার; কিছুদূরে অপর পার্শ্বে একটা মাঝারী খাট ও খাটের পাশে একটা ভাঙ্গা সাইড্ বোর্ড (Side Board)। দূরে কোনের কাছে একটা বাক্সও ছিল। সাইড্ বোর্ডটা ছাড়া এই সামান্য আসবাবের মধ্যে আর কোনটা ভাল ছিলনা।

ঘরের মধ্যে একপাশে আগুন রাখিবার একটা জায়গা। শীতকাল বলিয়া তাহাতে তখন দুখানা কাঠ জ্বলিতেছিল। ইহারই সম্মুখে একখানা ছেঁড়া কম্বলের উপর এক শীর্ণকায়া যুবতী উপবিষ্টা। যুবতীর দেহ অতিশয় মলিন বসনে আবৃত। তাহার মুখে চোখে দারিদ্র্যের কঠোর চিহ্ন প্রকটিত। যুবতীর নাম ফ্যানি।

ফ্যানি তিন চারি দিবস প্রায় অনাহারে আছে; তাহার হাতে যে দুচারিটি পেনি ছিল তাহাও মুদীর প্রাপ্য ছিল বলিয়া সে কাল তাহা লইয়া গিয়াছে; তাহার দোকানে আরও কিছু বাকী আছে, না দিতে পারিলে নালিশ করিবে বলিয়া সে শাসাইয়া গিয়াছে। ফ্যানি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে এক একবার হাত দিয়া আগুণের তাপ লইতেছিল ও তাহাই ভাবিতেছিল। তাহার আরও একটি ভাবনার বিষয় ছিল; ঘরে এক টুকরা রুটী বা একখণ্ড মাংসও ছিলনা; স্বামী ঘরে ফিরিলে তাহাকে কি খাইতে দিবে এই কথাই সে বিশেষ করিয়া ভাবিতেছিল।

ফ্যানি, আর্থার ম্যাল্ডেনের পত্নী। অর্থাভাবে ম্যাল্ডেন্ এইরূপ কদর্য্য গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং আজ তাহার এমন দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল যে ঘরে একটা পেনি পর্য্যন্ত ছিলনা। কাল্‌কের কথা দূরে থাকুক আজ যে সে কি খাইবে তাহারও কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই। কিন্তু এ দুরবস্থার জন্য সে নিজেই অনেক পরিমাণে দায়ী—অনেক পরিমাণে কেন, সম্পূর্ণই দায়ী। যদি তাহার মনের জোর থাকিত, যদি সে বুঝিয়া চলিত, যদি সে চেষ্টা করিত, তবে সে নিজেই নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে পারিত। কিন্তু হায়, সে মনের জোর যে তাহার একেবারেই ছিলনা নইলে কি আজ আর্থার ম্যাল্ডেনের ও তাহার পত্নীর এমন অবস্থা হয়।

ফ্যানির চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া নীচে সিঁড়ি দিয়া উঠিবার শব্দ ও তাহার সঙ্গে অশ্রাব্য গালাগালি ও চীৎকার শোনা গেল। ফ্যানি

বুঝিল আজও ম্যাল্‌ডেন্‌ মদ খাইয়া আসিয়াছে। সে উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল এবং পর-মুহূর্ত্তেই সশব্দে দরজা খুলিয়া টলিতে টলিতে আর্থার ম্যাল্‌ডেন্‌ ঘরে প্রবেশ করিল। ফ্যানি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ম্যাল্‌ডেন্‌ কহিল, "ফ্যানি, আমি এখনই চলিয়া যাইব ঘরে যা কিছু আছে আগে দাও আমার ক্ষুধায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে"

ফ্যানি মুখ তুলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল "আর্থার, তুমি এ সপ্তাহে 'ত' আমাকে এক শিলিং ও দাও নাই। ঘরে খাবার 'ত' কিছু নাই এখন"। "নাই ?" উত্তেজিত হইয়া তীব্রকণ্ঠে ম্যাল্‌ডেন্‌ কহিল," নাই ? তবে তুমি কি ঘাস কাট্‌তে আছ ? চালাকী রেখে, আগে কিছু যা হোক্‌ দাও"।

ফ্যানি উত্তর দিতে যাইতেছিল এমন সময় হঠাৎ তাহার মনে পড়িল যে কাল রাত্রিতে সাইমন পত্নী তাহাকে দুটা আলুসিদ্ধ দিয়াছিল—সে নিজে না খাইয়া তাহা রাখিয়া দিয়াছিল। কম্পিতপদে ফ্যানি তাহা আনিয়া স্বামীকে দিল।

আলু দেখিয়া ম্যাল্‌ডেনের সন্দেহ হইল। সে নিজেও জানিত যে গৃহে কোন খাবার নাই। এখন সে ভাবিল যে নিশ্চয় ফ্যানির হাতে কিছু পয়সা কড়ি আছে সে নিশ্চয় আলু কিনিয়া সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিনা বাক্যব্যয়ে আলু দুইটাকে উদরস্থ করিয়া সে গম্ভীরভাবে বলিল, "এতেই হবে, আচ্ছা ফ্যানি, তুমি আমাকে দুশিলিং ধার দিতে পার ? আমি এ সপ্তাহের মধ্যেই মাহিনা পেলে তোমায় ফিরিয়া দিব।"

ফ্যানি শুষ্কমুখে বলিল, "আমার কাছে যে একটা পেনিও নেই নইলে—

ক্রুদ্ধকণ্ঠে ম্যাল্‌ডেন্‌ বলিল, "আছে। আমার সঙ্গে লুকোচুরি কর'না ফ্যানি, আমি স্পষ্ট বল্‌ছি যদি তুমি না দাওত' আজ আমি দেখে নেব, আজ আমার একদিন কি তোমার একদিন। শীঘ্র বের কর বল্‌ছি"।

তাহাতেও ফ্যানি নড়িলনা দেখিয়া ম্যাল্‌ডেন্‌ ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া একটানে সাইড্‌বোর্ড্‌টাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া পয়সা কড়ির সন্ধান করিল। সেখানে না পাইয়া বাক্সটারও সেই দশা করিল। সেখানেও যখন সে কিছু দেখিতে পাইলনা তখন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ফ্যানির নিকটে আসিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "শীঘ্র বল্‌, কোথায় পয়সা কড়ি লুকিয়ে রেখেছিস্‌, নয়ত সত্যি সত্যি আমি তোকে খুন করব।

ফ্যানি ম্লান হাসি হাসিয়া শান্তভাবে কহিল, "আর্থার, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করছনা, সত্যি বল্‌ছি আমার কাছে এক পেনিও— "দাঁড়া, তবে আমিও দেখ্‌ছি" ; এই বলিয়া ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত ম্যাল্‌ডেন্‌ সবলে পত্নীর বুকে পদাঘাত করিল। দুর্ব্বল ফ্যানি চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া "ভগবান্‌" বলিয়া একবার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল, ও পরক্ষণেই জ্ঞানহারা হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

আর্থার ম্যাল্‌ডেন্‌ সেদিকে মুখও না ফিরাইয়া শপথ করিতে করিতে গৃহত্যাগ করিল।

*　*　*　*　*

ফ্যানি যখন জ্ঞানলাভ করিল, তখন গভীর রাত্রি। হঠাৎ সে মনে করিতে পারিলনা যে সে এরূপভাবে মাটিতে কেন পড়িয়া আছে। উঠিতে গিয়া দেখিল বুকে অসহ্য বেদনা। তখনি একে একে সকল ঘটনা তাহার মনে পড়িল। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ফ্যানি এত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল যে উঠিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত সে করিতে পারিলনা, শুইয়া শুইয়াই ফ্যানি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

প্রথমে তাহার শৈশবের কথা তাহার পর বাল্যের ও কৈশোরের সুমধুর অতীত দিনের কথাগুলি একে একে তাহার মনে উদিত হইল।

তাহার পর যখন ম্যাল্‌ডেনের সহিত তাহার বিবাহ হইল তখনও 'ত' সে অসুখী ছিলনা—বরং সুখীই ছিল। ম্যাল্‌ডেন্‌ ডকে কাজ করিত— তখনও সে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে নাই—

এবং যাহা উপার্জ্জন করিত তাহাতেই স্বামীস্ত্রীর বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিত। তারপর সামান্য কারণে কর্ম্মচ্যুত হইয়া যে দিন ম্যাল্‌ডেন্‌ ও সে পথে দাঁড়াইল সে দিন হইতেই তাহাদের দুঃখের জীবন আরম্ভ। কিছুদিন পথে মুটের কাজ করিয়া যে দিন যে ক্ষণে সে কারখানায় ঢুকিল, সে দিন হইতেই তাহাদের ভাগ্যবিধাতা তাহাদের প্রতিকূল হইলেন। কুসঙ্গে পড়িয়া ম্যাল্‌ডেন্‌ কারখানা হইতে মদ খাইতে শিখিল তাহারই ফলে তাহাদের আজকের এই অবস্থা।

ফ্যানি আর ভাবিতে পারিলনা। অজ্ঞাতসারে তাহার চোখ হইতে বড় বড় দুফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। স্বামীর অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া ফ্যানি তৎক্ষণাৎ তাহা মুছিয়া ফেলিল।

* * * * * *

ইহার পর চার পাচ দিন কাটিয়া গিয়াছে। ম্যাল্‌ডেন্‌ আর গৃহে ফেরে নাই। সাইমন পত্নীর যত্নে ও দয়ায় ফ্যানি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার বুকের বেদনা একেবারে যায় নাই। বিশেষতঃ কোন চিন্তা উপস্থিত হইলেই ফ্যানির বুকের ভিতর দপ্‌ দপ্‌ করিত। উপরন্তু এই সময়ই তাহার যত চিন্তার কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। সে স্বামীর সংবাদের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। উপরন্তু তাহাদের বাড়ীওয়ালা তাহাকে নোটিশ্‌ দিয়াছিল যে আর দু তিন দিনের মধ্যে তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে। এই সকল কারণে ফ্যানি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

সাইমন পত্নী তাহাকে রোজ দেখিতে আসিতেন। তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে সে স্বচ্ছন্দে তাঁহার গৃহে গিয়া কিছুদিন থাকিতে পারে কিন্তু তাঁহাদেরও অবস্থা স্বচ্ছল নহে বলিয়া ফ্যানি প্রথমে রাজী হয় নাই।

অবশেষে একদিন বাড়ীওলা হঠাৎ ফ্যানির নিকট আসিয়া তাহাকে বলিল যে সে নূতন ভাড়াটে পাইয়াছে কাজেই ফ্যানি অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি তার পরের দিনের মধ্যে তাহার গৃহ ত্যাগ করিতে পারে তাহা হইলে তাহার পক্ষে বড়ই সুবিধা হয়। বাড়ীওলা ভদ্রলোক। সে ফ্যানির নিকট এক পয়সাও লইলনা। সাইডবোর্ড ভাঙ্গা দেখিয়া সে প্রথমে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল কিন্তু ফ্যানির অবস্থা দেখিয়া তাহার আর কথা সরে নাই।

অগত্যা ফ্যানিকে সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বাক্সটি ও তাহার মধ্যে ম্যাল্‌ডেনের একসুট্‌ পুরাতন পোষাক ও ফ্যানির মাতৃদত্ত কয়েকটি জামাকাপড়, এই মাত্র সম্বল লইয়া সাইমনদের দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। এইটুকু পথ অতিক্রম করিয়াই অনাহারক্লিষ্টা, দারিদ্র্যজর্জ্জরিতা ফ্যানি সাইমন গৃহে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সাইমন ও তাঁহার পত্নী তাহাকে অনেক কষ্টে নিজেদের ক্ষুদ্র কুঠরীতে লইয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন, এই অভাগিনীর একটু আরামের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তথাপি দুই দিনের মধ্যে ফ্যানির মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলনা। বিকারের ঘোরে সে সারা রাত্রি অনবরত ম্যাল্‌ডেনের নাম করিতে লাগিল আর থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল—"মারিওনা আর্থার, আমায় মারিও না—আমার কাছে এক পেনিও নাই"।

সাইমন দম্পতী কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া জ্ঞান হারা অভাগিণীর মুখে একটু একটু গরম দুধ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন।

* * * * * *

ফ্যানি একটু ভাল আছে। তাহার জ্ঞান ফিরিয়াছে; বৃদ্ধ সাইমন দম্পতীর আর আহ্লাদের সীমা নাই। তাঁহারা দুইজনে প্রাণপণে কি করিয়া তাহাকে একটু খুসী রাখিবেন, তাহারই চেষ্টা করিতেন ও তাহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতেন। ফ্যানি লেখাপড়া জানিত। বৃদ্ধ সাইমন এই কথা শুনিয়া তার পরদিন হইতে প্রত্যহ তাহার জন্য একখানি দৈনিক সংবাদ পত্র আনিয়া দিতেন।

এত কষ্টেও এই বৃদ্ধ দম্পতীর এইরূপ স্বর্গীয়

অনুকম্পার কথা মনে হইলেই ফ্যানি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতনা। ইঁহাদের সঙ্গে তাহার রক্ত-সম্পর্ক-নাই তবু ইঁহারা নিজেদের বাপমায়ের মত অক্লান্তভাবে ক্ষতি স্বীকার করিয়া, তাহার যত্ন করিতেছেন, ইহা ভাবিতেই হর্ষ বিষাদে ফ্যানির চক্ষে দরদর ধারে অশ্রু বহিত। কিন্তু ফ্যানি সুখী হইতে পারিল না। যখনই তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর কথা মনে হইত, তখনই তাহার মনে হইত যে সে একটি দরিদ্র দম্পতীর ভার স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে—ভগবানের কৃপায় না হউক—যদিই বা এই বৃদ্ধ দম্পতীর কিছু হয় তখন তাহার মত অসহায়, অনাথা, কপর্দ্দকহীন, রুগ্না রমণীকে কে স্থান দিবে—কোথায় সে দাঁড়াইবে,—তখনই তাহার বুকের ভিতর দপ্‌দপ্‌ করিয়া সেই বেদনা উপস্থিত হইত, মনে হইত কে যেন তাহার বুকের উপর জগদ্দল এক পাথর বসাইয়া দিতেছে; ফ্যানি আর চিন্তা করিত না, আকুল হইয়া অল্পবয়স্কা বালিকার ন্যায় রোদন করিত।

একদিন প্রভাতে নিয়মিত সময়ে প্রাতরাশ রূপে একটু দুধ খাইয়া ফ্যানি আপনার শয্যায় শুইয়া সাইমন-দত্ত সেই দিনকার খবরের কাগজ পড়িতেছিল। হঠাৎ এক জায়গায় চোখ পড়াতে ফ্যানি সেই দিকে চাহিয়া দেখিল বড় বড় হরফে লেখা রহিয়াছে!

"লণ্ডন সহরে ভীষণ রাহাজানী"

"পুলিশের পক্ষ লইতে গিয়া আর্থার ম্যালডেন সাংঘাতিক রূপে আহত"

ফ্যানি প্রথমে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলনা, কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া যাহা পড়িল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইল। ম্যালডন হাঁসপাতালে ইহা কি সম্ভব? আর পুলিশের পক্ষ লইবারই বা তাহার কেন এত আগ্রহ হইল? তবে সে নিশ্চয়ই তখন প্রকৃতিস্থ ছিল।

ফ্যানি আনন্দে আত্মহারা হইল। তাহার মনে হইল, তার সকল যন্ত্রণা নিমিষে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। হউক ম্যাল্‌ডেন্ মত্তপ, সে যে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় রাহাজানী দমন করিবার জন্য পুলিশের পক্ষ লইয়া আহত হইয়াছে ইহাতেই ফ্যানি আশাতীত সুখী। সে স্থির করিল ম্যাল্‌ডেন্‌কে দেখিতে যাইবে। হাঁসপাতালের নাম সে কাগজে দেখিয়াছিল 'এলবার্ট হাঁসপাতাল'। পাছে সাইমন দম্পতী তাহাকে বাধা দেন বা তাহার যাওয়াতে অসন্তুষ্ট হন এই ভয়ে ফ্যানি গোপনে যাইতে মনস্থ করিল।

রাত্রিকালে সাইমন দম্পতী সুপ্ত হইলে ফ্যানি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে নিজের জীর্ণ জুতাযোড়া পায় দিয়া টুপিটা মাথায় পরিয়া ফ্যানি বাহিরে আসিল। তখনও রাত্রি অধিক হয় নাই আলোক প্রদীপ্ত পথে তখনও লোক চলাচল করিতেছে। ফ্যানি সাহস সঞ্চয় করিয়া দ্রুতবেগে পথ চলিতে আরম্ভ করিল। এলবার্ট হাঁসপাতালের পথ তাহার জানা ছিল কাজেই যাইতে তাহার বেশী দেরী হইলনা। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ফ্যানি হাঁসপাতালের গেটের সম্মুখে উপনীত হইল। আশায়, আনন্দের আবেগে ফ্যানির হৃদয় দুরু দুরু করিতেছিল; হয়ত তাহার সকল দুঃখের শীঘ্রই অবসান হইবে। কিন্তু ভাগ্যবিধাতা যে অলক্ষ্যে বসিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিলেন—সেদিকে ফ্যানির খেয়াল ছিলনা।

সে ভিতরে যাইয়া সমাগত রোগীদিগের নামের তালিকার মধ্যে ম্যাল্‌ডেনের নাম ও তাহার শয্যার নম্বর দেখিয়া লইল। না, সে ঠিক জায়গাতেই আসিয়াছে, ভুল করে নাই। কম্পিত হৃদয়ে, কম্পিতপদে ফ্যানি তাহার স্বামীর শয্যার দিকে চলিল; শয্যার কাছাকাছি আসিয়া সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। শয্যায় যে ব্যক্তি শয়ন করিয়াছিল সে 'ত' তাহার স্বামী নয়। সে কি ভুল দেখিতেছে? সে চোখ মুছিয়া ভাল করিয়া দেখিল, না, সেই শয্যার নম্বর ম্যাল্‌ডেনের শয্যার নম্বরের সহিত এক বটে কিন্তু শায়িত ব্যক্তি ম্যাল্‌ডেন্ নহে।

ফ্যাণি বিভ্রান্তের ন্যায় বাহিরে আসিয়া এক বৃদ্ধ, হাঁসপাতালের কুলীকে ডাকিল, বলিল, "দেখ, ১৮৭ নং শয্যায় ম্যাল্‌ডেন্ নামে যে ব্যক্তি ছিল, সে কোথায় গেল জান?

বৃদ্ধ বুঝিল অভাগিনীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে। সে এরূপ ব্যাপার দেখিতে দেখিতে চুল পাকাইয়াছে, ভাবিল খোলসা করিয়া সত্য বলাই নিরাপদ, তথাপি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, তাকে জানি, আর্থার ম্যাল্‌ডেন্ ত? সে পুলিশের পক্ষ নিয়া কাল খুব নাম কিনিয়া গিয়াছে। ভূমিকার অপেক্ষা না করিয়া ফ্যাণি চীৎকার করিয়া বলিল, "ও সব শুন্‌তে চাইনা, জান 'ত' বল, সে এখন কোথায়?"

বৃদ্ধ ভগ্নস্বরে কহিল, "মা, সে 'ত' আর বেঁচে- মুখের কথা কাড়িয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ফ্যাণি বলিল "নাই"? বৃদ্ধ পূর্ব্বেকার মত স্বরেই উত্তর দিল, "না মা, বাঁচিয়া নাই?

"তার বাঁচিবার আর কোন আশা ছিলনা। তার বুকে গুণ্ডার ছুরী গভীর ভাবে বিঁধিয়া গিয়াছিল। সে কাল রাত্রেই মারা গিয়াছে—" বৃদ্ধ আরও কি বকিয়া গেল তাহা ফ্যাণির কর্ণে প্রবেশই করিলনা। তাহার চক্ষের সম্মুখে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভীমবেগে ঘুরিতে লাগিল,তাহার পদতল হইতে ধরাপৃষ্ঠ দ্রুতবেগে—অতি দ্রুতবেগে—সরিয়া যাইতে লাগিল সহস্র অশনি সম্পাত এককালে তাহার শ্রবণ দ্বারে নিনাদিত হইয়া বলিতে লাগিল নাই—নাই—নাই।

ফ্যানি চীৎকার করিয়া—নাই, আর্থার নাই বলিতে বলিতে হাঁসপাতাল হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে নিষ্ক্রান্ত হইল। কেহ তাহাকে বাধা দিলনা—সকলে ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিল সেই গভীর নিশীথে ডাকিনীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে এক উন্মাদিনী ধাবিতা হইতেছে।

* * * * *

পরদিন সকালে হাইড্‌পার্কের জলে পুলিশ একটা মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া টানিয়া তুলিল। অত্যন্ত বিকৃত হইয়া যাওয়া সত্বেও পুলিশ বুঝিতে পারিল যে কোন দুর্ভাগিনী অসহ্য শোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ ও শান্তি লাভের আশায় আত্মহত্যা দ্বারা স্বীয় পার্থিব লীলার অবসান করিয়াছে।

* * * * *

তারপর বহুদিন পর্য্যন্ত "ঈষ্ট" পল্লীবাসীগণ আতঙ্কিত হৃদয়ে গভীর নিশীথে শুনিত কে যেন সেই জীর্ণ গৃহের নিকট হইতে আর্ত্ত রমণী কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—মারিওনা আর্থার, আমার বুকে বড় ব্যথা আমায় মারিওনা আমার কাছে এক পেনিও নাই।

পেট্রোল লীডার প্রতাপ মিত্র
১২ ২য় টুপ

হাস্য কৌতুক

শিশু—মা, আমায় একটা পয়সা দাও না।

মাতা—কেন কি করবি?

শিশু—রাস্তার ধারে ওই গরিব লোকটা চানাচুর নিয়ে বসে রয়েছে তাকে দ'ব।

ছোট ভাই। দাদা, বাবার ওই বন্ধুর মাথায় কত বড় টাক দেখ্‌ছ!

বড় ভাই। চুপ কর, ওরকম সামনে চেঁচিয়ে বলতে নেই।

ছোট ভাই। কেন দাদা উনি কি জানেন না ওঁর মাথায় টাক আছে?

পেট্রোল লীডার কেশব কি বলেছিলুম তোমায়; আবার তুমি ওই বেড়ালটার লেজ ধরে টানছিলে, তাতে ওদের কি কম লাগে?

কেশব—না সমরদা আমি ত টানিনি, আমি খালি ধরে ছিলুম টানছিল, ওই।

ঠোঁটকাটা কাকের আত্মকাহিনী

সন্ধ্যা হয় হয়। বাসায় যাবার আগে ঘোষেদের বাড়ীর চিলের ছাদে কাকেদের এক মজ্‌লিস্‌ বসেছে। সে খানে এক প্রাচীন, ঠোঁটকাটা ও নথ পরা বৃদ্ধ কাক, বয়স ৯ বৎসর ৮ মাস, এবং তাহার পরিবার বর্গ ও আত্মীয় স্বজন—প্রায় ১৫।১৬ টা প্রাচীন, মধ্যবয়সী ও নবীন কাক—উপস্থিত ছিল। এমন সময় ছিন্‌কু কাক কা কা করিতে করিতে সেখানে এসে হাজির। সে ঠোঁটকাটার—সকলের চেয়ে ছোট ও আদুরে নাতি। ছিন্‌কু কাক বল্লে "কা, কা, ওঃ আজ বড্ড বেঁচে গেছি। দুপুর বেলা ঘোষেদের বড় বাবুর ভাত বেড়ে দিয়ে গেছে। গিন্নী তার নাতি ভুতকে ভাত দেখ্‌তে বলে ঘী আন্‌তে গেছেন। ভুত দালানের এক কোণে তার লাঠাই নিয়ে ব্যস্ত। দালানের সব জানালা বন্ধ, খালি একটা খোলা। আমার অনেক দিন থেকেই কর্ত্তার পাতের মাছের মুড়োর চোখ খুবলে খাবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সুবিধা আর করে উঠ্‌তে পারি না। গিন্নী ভারি সেয়ানা, তাতে আবার প্রায়ই একটা কাঠের আগড় নিয়ে বসে থাকেন; কাছে ঘেঁষবার যো কি! যাহোক্‌ আজ খোলা জানালায় উঁকি মেরে দেখি রাস্তা সাফ; ঝোলের বাটিতে একটা বড় মুড়াও উঁচু হোয়ে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে দেখ্‌তে পেলুম। উঃ আর কি থাকা যায়। প্রাণ যায় যাবে, আমি ত ফস্‌ করে উড়ে দালানে ঢুকে একেবারে মুড়র চোখে ছোবলের উপর ছোবল দিতে লাগ্‌লুম্‌। ভুতটার সাড়াই নেই। প্রাণ ভরে ত মুড়র ঘী খাচ্ছি এমন সময় বুড়ী গিন্নী ঘীয়ের বাটি নিয়ে হাজির। এসেই, ও মাঃ, ঐ যাঃ, হুস্‌ হুস্‌, লক্ষীছাড়া ছেলে আমার মাথা খেয়ে কি করছে কি? কাকটা আটকাতে পারনি? ইত্যাদি আরম্ভ করলেন। গিন্নী ও ভুত তখনও আমার কাছ থেকে ১২।১৪ হাত দূরে। আমি ত একবার শেষ ঠোকর দিয়ে আর খানিকটা ঘী খেয়ে নিলুম। কর্ত্তার কপালে আজ আর মাছের মুড় নেই। ভূত তো বকুনি শুনে লাফিয়ে উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিলে। আ মর্‌ হুস্‌ হাস্‌ কর্‌বি তাড়াবি না আগেই বেরুবার রাস্তা বন্ধ। বন্ধ করেই লাঠাই নিয়ে আমাকে তাড়া করলে। আমি গোড়ায় একটু হক্‌ চকিয়ে-গেলুম; কিন্তু কাকের বাচ্চা, তার সঙ্গে ভূতো তো ভূতো, তার মতন চারটে এলেও এঁটে উঠ্‌তে পারে কিনা সন্দেহ"

ঠোঁটকাটা বল্লে। "বাঃ ছিন্‌কু এই ত চাই তুই আমার বংশের নাম রাখ্‌বি দেখ্‌ছি। তার পর কি হল?"

ছিন্‌কু বল্লে, আমি এদিক ওদিক চেয়ে দেখি দালানের পর ঘরের দোরটা খোলা রয়েছে। আমি ত ফস্‌ করে উড়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়্‌লুম। ভূতোও লাঠাই নিয়ে পেছু পেছু তাড়া করলে। ঘরের অপর পিঠের জানালা খোলা ছিল; যদিও রেলিং দেওয়া জানালা কিন্তু রেলিংয়ের ভেতর দিয়ে গল্‌তে কতক্ষণ। আমিও যেই রেলিং গলিয়ে বেরিয়েছি শুনিনা দমাস্‌ করে শব্দ। পেছন ফিরে দেখি ভূতোর লাঠাই চুরমার। আমাকে মার্‌তে গিয়ে রেলিংএ লেগে তার লাঠাই ভেঙ্গে গেছে। আমি তখন আহ্লাদে কা কা করে বার দুই ডেকে ছাদের আল্‌সেয় গিয়ে বস্‌লুম! তবে ভাগো ঘরের জানালাটা খোলা ছেল না হলে হয়ত ভূতোর লাঠাইটা আমার পিঠেই ভাঙ্গত।"

(ক্রমশঃ)

আকেলা—২য়, ২য় প্যাক।
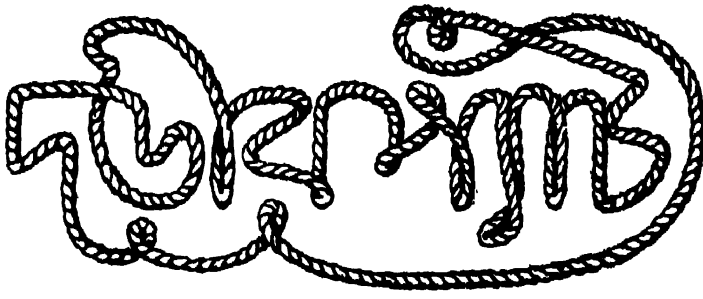
(ফিসার ম্যান্স্ নট্)
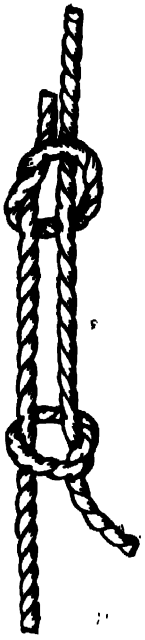
এ গেরটার নাম "কি ফি সারম্যানস" নট্? কেন হল বলতে পার প্রতুল? হ্যাঁ ঠিক্ তাই; জেলেরা এটা খুব ব্যবহার করে বলেই এর নামে তাদের নামে হয়েছে। মাছ ধরতে ধরতে জাল কিংবা ছিপের সুতো ছিঁড়ে গেলে তারা তখন এই গেরোটা দিয়েই সে ছেঁড়াটা সেরে নেয়। সুতো কি দড়ী ভিজে থাক্‌লে এইটেই বাঁধা খুব সুবিধা। খুলে যাবার ভয় থাকেনা। গেরোটা বাঁধতে শিখ্‌লে দেখবে যে দুধারে টান পড়লে কি রকম মজবুত হয়ে জোড়ের মুখটা আট্‌কে থাকে। আর বাঁধাও খুবই সহজ।

দুটা দড়ী নাও; ধর একটা দড়ী ছিঁড়ে এরকম দুটা হয়ে গেছে। এবার বাঁহাতের দড়ীটার ডান দিককার মুখটা দিয়ে ডান হাতের দড়ীটাকে জড়িয়ে একটা গেরো দাও। আবার ডান হাতের দড়ীটার বাঁদিক কার মুখটাও ওইরকম নিয়ে,বাঁহাতের টাকে জড়িয়ে একটা গেরো দাও। এই খানে একটা বিষয়ে সাবধান হবে। এমন ভাবে জোরে দু'টো বাঁধবে যেন দু'টো মুখ দিয়ে গেরো বাঁধবার পর সে মুখ দুটো যেন বাইরের দিকে থাকে। এবার দু ধারের লম্বা দড়ীর মুখ দু'টো ধরে টান॥ কি হল? ওই গেরো দু'টো কেমন কাপে কাপে বসে গেল দেখলেত? কিন্তু এই মাত্র যা বল্লুম এ বিষয়ে সাবধান না হলে এটা এরকম কাপে কাপে বস্‌ত না।

এর ব্যবহার কোথায় হয় তাও কতকটা আগেই বলেছি। দেখ, যত জোরেই টাননা কেন এ জোড় কিছুতেই খুলবেনা। আর কত তাড়াতাড়ি এটা বাঁধাও যায়। এটা খোলাও খুব সহজ। ওই যে দু'টো গেরো থেকে দুটো ছোট দড়ীর মুখ বেরিয়ে আছে ওই দু'টো ধরে দু'দিকে টান। কেমন সড় সঁড় করে গোরো দু'টো সরে এল দেখলে; এবার গেরো দু'টো খুলে ফেল। যাক্ পাঁচটা গেরো তুমি শিখ্‌লে; আর একটা আছে—"বোলিন" সেটা শিখলেই তোমার "টেন্‌ডার ফুট" টেষ্টের গেরো বাঁধতে শেখা হয়ে যাবে। এর পর আর একদিন সেটা শেখাব।

পেট্রোল লীডার অমর দেব

১১।২য় ট্রুপ।

খেলা ধূলা

লাঠি নিয়ে খেলাগুলি খেলে দেখছ? কি রকম ভাল লেগেছেত? এসব খেলায় পেট্রোলদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বেশ সুবিধা হয় আর প্রত্যেক পেট্রোলের ছেলেদের মধ্যে একটা একতা এনে দেয়।

লাঠি নিয়ে আর একটা খেলা হতে পারে—রিলে (Relay race). প্রত্যেক পেট্রোল সমান সমান দুভাগ করে সামনা সামনি দাঁড়াবে যেমন নীচে দেখান গেল—

৩.২.১		৪.৫.৬
৩.২.১	+	৪.৫.৬
৩.২.১		৪.৫.৬
৩.২.১		৪.৫.৬

দু দিকেরই প্রথম ছেলেগুলি ঠিক এক লাইনে থাকা চাই। ওদের সামনে একটা করে লাইন টেনে চিহ্ন দিয়ে রাখা ভাল যাতে সেটা না কেউ এগিয়ে যায়। পেট্রোল লীডাররা যে যার নিজের পেট্রোলের ছেলেদের সাজিয়ে নিতে পারে, কে আগে, কে পরে যাবে। একদিকের সকল প্রথম ছেলেদের হাতে একটি করে লাঠি থাকবে আর সকলে লাঠি রেখে দেবে। স্কাউটমাষ্টার দু লাইনের মাঝখানে এসে দাঁড়াবেন। ধর এখানে ওই '১' দের হাতে লাঠি আছে তাহলে "যাও" বল্লেই কিংবা বাঁশি দিলেই '১'রা দৌড়ে গিয়ে '৪' দের হাতে লাঠি দেবে আর তারা আবার দৌড়ে এসে '২' দের হাতে দেবে। '২' রা আবার '৫' দের দেবে '৫' রা '৩' দের হাতে আর '৩' রা '৬' দের হাতে দেবে। ৬ রা পেলেই দৌড়ে এসে ওই স্কাউটমাষ্টারের (+) হাতে দেবে। যে পেট্রোলের শেষ ছেলে আগে এসে তার লাঠি স্কাউটমাষ্টারকে দিতে পারবে তাদেরই জিৎ।

মাঝের জায়গা ইচ্ছামত কম বেশী করা যায়। আর খেলাটাকে আরও একটু আমোদের করতে হ'লে দু দিককার দু লাইনের মাঝখানে কোনও রকম বেড়া করে দেওয়া যেতে পারে যেটা সকলকে পার হয়ে যেতে হবে।

টেণ্ডার প্যাড্ ইন্‌ভেষ্টিচার

কিছুকাল প্যাকে থেকে কোন ছেলে যখন কাবেদের নিয়ম গুলি শেখে ও প্রতিজ্ঞাটি পালন করতে সমর্থ হয় তখন থেকে সেও একজন কাব হয়। কিন্তু তার আগে তাকে "আকেলার" কাছে পরীক্ষা দিতে হয়, সে কি রকম সব শিখেছে। আমার মতে পরীক্ষা মানে যে শুধু প্রতিজ্ঞাটি আর নিয়ম গুলি মুখস্থ বলা তা না করে প্রত্যেকটি নিয়মের ওপর একটা গল্প তৈরি ক'রে ও নিজে সে গল্পের অভিনয় ক'রে তাকে আকেলাকে বুঝিয়ে দিতে হ'বে সে সে নিয়মটির অর্থ কি বুঝেছে। আর প্রতিজ্ঞার কথামত তাকে দেখাতে হবে যে সে সে প্রতিজ্ঞা মেনে কতদিন চলেছে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সকলের সামনে তাকে কাব বলে স্বীকার ক'রে অভিষেক করা হয়। এই অভিষেক কার্য্যটি কাবরা খুব সুন্দর একটা উৎসবের সঙ্গে সম্পন্ন করে। এই উৎসবে কাবদের পিতা ও আত্মীয়রা উপস্থিত থাকলে যথেষ্টই উপভোগ করতে পারেন আর তা ছাড়া নতুন কাবটির মনেও এর একটা সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী স্মৃতি থেকে যায়। এখন এই উৎসবটির কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। প্রথমেই জেনে রাখা

দরকার যে গভীরত্ব উপলব্ধি করে ও গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে এটা সম্পন্ন করা উচিৎ। অন্য অন্য কাবরা চারিদিকে লুকিয়ে থাক্‌বে আকেলা মাঝ খানে এসে ছোট্ট একটি woof করলেই তারা খুব আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁর চার পাশে গোল হয়ে বসবে ঠিক নেকড়েদের বসবার অনুকরণ করে। প্যাকের একজন সিক্সার (প্রধান সিক্সার) নতুন কাবটিকে নিয়ে একটু দূরে বসে থাক্‌বে। তার পর এমাসের যাত্রীতে প্রকাশিত "মুগলির কথা" গল্পটির—আকেলা বল্‌ছেন— 'নেকড়েরা তোমরা জঙ্গলের লোক জঙ্গলের আইন জান·········" ঐ খান থেকে আকেলা বলছেন—"বেশ ভাল। ঠিক করেছ। মানুষ আর তার বাচ্ছারা খুব চালাক·········" ঐ অবধির অভিনয় কর্ত্তে হবে। তার পর নতুন কাবটিকে সকলের মাঝখানে এনে তাকে প্রতিজ্ঞাটি কর্ত্তে বলবেন। সে সেলুট (কাবদের) করে প্রতিজ্ঞা কর্ব্বে। এ সময় অন্য কাবরাও দাঁড়িয়ে সেলুট কর্ব্বে। তখন সিক্সার তাকে স্কার্ফ টুপি টেণ্ডার্প্যাড ব্যাজটি পরিয়ে দেবে। এরকম এক সঙ্গে চার পাচ জনকেও অভিষেক কর্ত্তে পারা যায়। তারপর আর সব কাবরা চেঁচিয়ে বলবে······ ··" কই তারা কই,—নতুন কাবরা কই—ঐ যে,—বাঃ তারপর সকলে হাত তুলে গান কর্ব্বে আর তালে তালে সাম্‌নে ও পেছনে পা ফেল্‌বে।

গানটি হচ্ছে—

আমাদের প্যাকেতে সুন্দর সব কাব
প্রথমে আকেলা চালায় চমৎকার
আছে বাঘেরা করে সে খাসা শীকার
আর আছে বালু সে শেখায় আইন
ডিব বলে আকেলা আমরা বর্কি সব ডব
এখন যাও সব শীকারে করো ভাল শীকার॥

এ গানের সুরটাও এ মাসে দেওয়া হল। সব কাবদেরই এটা গাইতে শেখা উচিৎ। তার পরই গ্র্যাণ্ড হাউল দিয়ে উৎসবটি শেষ করা হয়।

এই "গ্র্যাণ্ড হাউলটা" কি, "যাত্রীর" ছোট পাঠকের দল—যারা কাব হয়েছ, তারা নিশ্চয়ই জান। কিন্তু শুধু তোমরা জানলেই ত হবেনা, তোমাদের মতন "যাত্রীর" অন্য সব ছোট পাঠকদেরও, যারা এখনও কাব হয়নি—নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করে এটা আবার কি জিনিষ। গ্র্যাণ্ড হাউলটা—দলের প্রধান আকেলা সম্মান দেখানর জন্য একটা আনন্দোচ্ছ্বাস। আকেলার সঙ্গে যখন দলের প্রথম দেখা হয়·বা তিনি যখন চলে যান তখন সকলে গোল হয়ে পায়ের আঙুলের ওপর ভরদিয়ে উপু হ'য়ে, হাঁটু দু'টো ফাঁক করে, আর হাত দু'টো, দু'টো হাঁটুর মাঝখান দিয়ে নিয়ে, দু'টো দু'টো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে বসে আকাশের দিকে মুখ ক'রে চীৎকার করে তাঁকে সম্মান দেখানর জন্য, বলে—
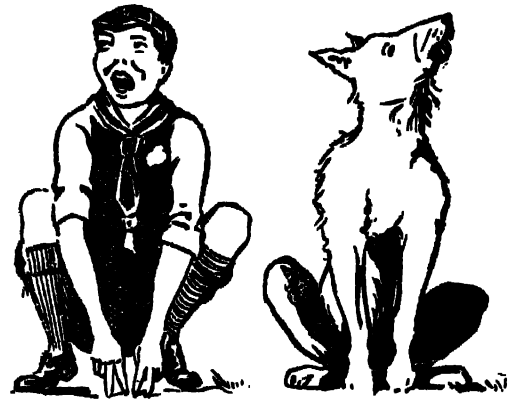
আ—কে—লাঃ। উ'ই—ল ড়—উ আ—ও—য়ার বেষ্ট।

(অর্থাৎ আকেলা আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিব) "বেষ্ট্‌" বলবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে আর হাত দু'টো কাঁধ অবধি তুলে প্রত্যেক হাতের দু'টো করে আঙুল (মাঝেরটা আর দেখাবারটা) খাড়া করে ফাঁক করে রাখে।

আকেলাও তাদের মাঝখানে ওই রকম করে দাঁড়িয়ে বলেন—"ডিব"—"ডিব" ডিব। বলেই বাঁ হাতটা নামিয়ে নেন। কাবেরাও তাদের বাঁ হাতটা

নামিয়ে নেয়। কিন্তু ডান হাত ওরকম ক'রে তোলাই থাকে— তারা আবার বলে—

উ'ইল—"উব" "ডব"—"ডব" উঃ—ফ।

উঃফ্ বলবার—সঙ্গে সঙ্গেই তারা ডান হাত দিয়ে আকেলার দিকে দেখিয়ে দেয়।

আচ্ছা আগের লাইনটার মানে নিশ্চয়ই বুঝেছ এখন ভাবছ যে কোথেকে এক "ডিব" আর "ডব' নিয়ে এল বাজে যা তা। কিন্তু মোটেই বাজে নয়। এর মানেও বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইংরাজীতে "ডিব" বানান হচ্ছে D. Y. B.। তিনটে কথার প্রথম অক্ষর গুলো নিয়ে এই শব্দটা হয়েছে, সে তিনটে কথা হচ্ছে Do your best.—অর্থাৎতোমাদের সাধ্য মত চেষ্টা কর।

কাবেরা ফের বলছে—we'll Dob, Dob, Dob, এখানেও এই রকম Dob টা তিনটে কথার প্রথম অক্ষর তিনটে নিয়ে হয়েছে—Do, our, Best. অর্থাৎ আমাদের—সাধ্য মত চেষ্টা করব।

তিনবারই দেখ্‌লে যে একটা চেষ্টার কথা বলা হচ্ছে? কিসের চেষ্টা, এটা হয়ত তোমাদের মনে হবে। এ চেষ্টা হচ্ছে কাবদের নিয়ম মেনে চলবার ও প্রতিজ্ঞাটি রাখবার—অর্থাৎ সব বিষয়ে ভাল হবার। যাত্রীর প্রথম সংখ্যার "কাবিং" পড়ে দেখেছ নিশ্চয়ই। তাতেই দেখবে কাবেদের নিয়ম'টি আর প্রতিজ্ঞাটি কত সুন্দর মাত্র দু'টি নিয়মের বাঁধনে সব রকম অন্যায় কাজকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় নিয়ম। চেনাচুর ওয়ালা।

যাত্রীর ছোট পাঠকেরা—যারা কাব নও তোমরা কাবেরা কি করে বা তারা কি তা আজ আরও খানিকটা জানতে পালে। এদের বিষয়ে জানতে নিশ্চয়ই চাও। তোমাদের বন্ধু যারা কাব হয়েছে তাদের কাছ থেকে ত অনেক জানতে পারবেই আর তা ছাড়া আমরাও মাঝে মাঝে এদের সম্বন্ধে তোমাদের কিছু কিছু বলব।

"আকেলা"

৪র্থ ২য় প্যাক

মুগলির কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাত্রীর ছোট ছোট পাঠকেরা এবার তোমাদের যে সব ঘটনার কথা বলব সে প্রায় দশ এগার বছর পরের কথা। তোমরা শুধু জেনে রাখ যে এই দশ বছর নেকড়েদের সঙ্গে থেকে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার ভেতর দিয়ে মুগলি বড় হল। সে সব কথা লিখতে গেলে আমাদের এই গল্পটা অনেক, অনেক বড় হয়ে যাবে।

মুগলি নেকড়ের বাচ্ছাদের সঙ্গে বড় হল। এর মধ্যে নেকড়ের বাচ্ছারা যদিও সব এক একটা ধেড়ে ধেড়ে নেকড়ে, হয়ে উঠল মুগলি কিন্তু তখনও তোমাদের মতই একটি ছোট্ট ছেলে। সেই ধেড়ে নেকড়েটা তাকে জঙ্গলের বিষয় সব শেখাল। আর মানুষেরা যেমন তাদের আপিসের কাজ কর্ম বুঝতে পারে মুগলিও তেমনি ঘাসের সড়সড়ানি গুমট রাতের বাতাস, পেঁচার ডাক, বাদুড়দের ঝুলে ঘুমবার সময়ে তাদের নখের আওয়াজ, জলে মাছের লাফানর শব্দ, এর প্রত্যেকটির অর্থ ঠিক সেই রকমই বুঝতে পারত। যখন তার কিছু করবার বা শেখবার থাকতনা তখন সে রাত্রে পড়ে ঘুমুত, ঘুম ভেঙ্গে খেত, আবার ঘুমুত। যখন তার গরম বোধ হত, বা অপরিষ্কার মনে হত তখন সে বনের পুকুরে সাঁতার কাটত। বালুর কাছ থেকে সে মধু খেতে শিখেছিল—বালুবল'ত বাদাম আর মধু মাংসের চেয়েও মিষ্টি। যখন তার মধু খাবার ইচ্ছে হত তখন সে গাছে গাছে মধু খুঁজে বেড়াত—বাঘেরা তাকে কি করে গাছে উঠতে হয়, তা খুব ভাল করেই শিখিয়ে দিয়েছিল; বাঘেরা একটা উঁচু ডালে শুয়ে থাকত আর ডাকত "কৈ আমার ছোট্ট ভাইটি, উঠে এসত দেখি" প্রথম প্রথম মুগলি বালুর মত আঁকড়ে আঁকড়ে আস্তে আস্তে উঠত। কিন্তু কিছুদিন পরেই সে প্রায় বাঁদরদের মতই লাফিয়ে এডাল ওডাল করে বেড়াতে লাগল। নেকড়েদের সভাতেও সে উপস্থিত থাকত, সেখানে সে দেখল যে যদি কোনও নেকড়ের দিকে একদৃষ্টে তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে থাকা যায় ত সে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়—খেলার ছলে সে প্রায়ই এরকম করে তাদের দিকে চাইত। প্রায়ই সে তার বন্ধু নেকড়েদের পা থেকে কাঁটা তুলে দিত (কাঁটা ফুটিয়ে নেকড়েরা প্রায়ই ভয়ানক কষ্ট পায়)। রাত্তিরে সে প্রায়ই পাহাড় বেয়ে নীচে নেবে যেত আর চষা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে গ্রামের কাছে গিয়ে মানুষদের বাড়ী, ঘর দোর সব দেখতে চেষ্টা করত। বাঘেরা তাকে একদিন একটা চৌকো বাক্সর মতন দেখিয়েছিল, সেটা নাকি ফাঁদ; এমনি চালাকি করে সেটা লুকোন ছিল যে মুগলি আর একটু হলেই তার ভেতর পড়ে গিছল। সেই থেকেই তার মানুষদের প্রতি ভয়ানক অবিশ্বাস জন্মে গিছল। বাঘেরার সঙ্গে বনের ভেতর যেতে মেখল। দিনে ঘুমুতে আর রাত্রের বেলায় বাঘেরার শীকার করা দেখতে তার সবচেয়ে ভাল লাগত। যখন ক্ষিদে পেত বাঘেরা যা সামনে পেত তাই শীকার কর্ত্ত। মুগলিও তাই করত, কেবল একটা প্রাণী কখনও মারতনা। বাঘেরা তাকে বলে দিছল যে সে যেন গরু, বাছুর, কিংবা ষাঁড় কখনও না মারে কারণ সে যেন সর্ব্বদা মনে রাখে যে নেকড়েদের দলভুক্ত হওয়ার জন্য একটা বলদ তাকে দামস্বরূপ দিতে হয়েছিল। "সমস্ত জঙ্গলটা তোমার, সব

তুমি মারতে পার, কিন্তু বলদের জন্ম তুমি আমাদের দলে আসতে পেরেছ এই মনে রেখে কখনও ছোট বা বড় কোনও রকম গৃহপালিত পশু তুমি মেরনা—এইই জঙ্গলের নিয়ম" এই কথাই বাঘেরা তাকে বলে দিছল্। মুগ্লিও বরাবর এ নিয়ম মেনে চলত।

মুগলি বড় হতে লাগল। টাকা রোজগার করবার বা লেখাপড়া করবার ভাবনা তার ছিলনা। খেয়ে খেলিয়ে বেশ ফূর্ত্তির সঙ্গেই তার দিন কাটছিল।

মা নেকড়ে প্রায়ই তাকে বলত যে শেরখাঁ কে মোটেই বিশ্বাস করা উচিৎ নয় কাজেই শিগ্গির তাকে সাবাড় করে দেওয়া উচিৎ। তার বয়সী কোনও নেকড়ে হলে একথাটা কখনও ভুলতনা কিন্তু মুগলি কখনই এটা মনে রাখ্তে পারত না কারণ তখনও সে একটি ছোট ছেলে মাত্র (যদিও সে নিজেকে নেকড়ে বলেই জানত)।

শেরখাঁকে প্রায়ই সেই বনে দেখা যেত; আকেলা বুড়ো হয়ে দুর্ব্বল হয়ে পড়ায় শেরখাঁর সাহস বেড়ে গিছল। সে ছোট ছোট নেকড়েদের সঙ্গে খুব ভাব করে নিছল আর তারাও একরকম তার কথাতেই উঠত বসত। আকেলার সেরকম শক্তি থাক্লে এর কমটা কখনই হতে পারতনা। শেরখাঁ এই ছোট ছোট নেকড়েদের খুব খোসামোদ কর্ত্ত আর প্রায়ই তাদের এই বলে ফোসলাত যে তাদের মত জোয়ান জোয়ান নেকড়েরা কিনা একটা মরমর বুড়ো নেকড়ে আর একটা মানুষের ছোঁড়ার অধীনতা মেনে আছে। শেরখাঁ বলত "আমি ত শুনতে পাই যে সভার সময় তোমরা ওই ছোঁড়াটার চোখের দিকে চাইতেই পারনা"। নেকড়েরাও এই কথায় সায় দিত আর অসন্তোষের সুরে গোঁগাত।

বাঘেরার চারদিকেই নজর ছিল আর এ গুণোও তার চোখ এড়াতনা। সে দু' একবার মুগলিকে এসব কথা বলে সাবধান কর্ত্তে গিছল— হয়ত শেরখাঁ কোনও দিন মেরেও ফেলতে পারে এ ভয়ও দেখিয়েছিল কিন্তু প্রত্যেকবারই মুগলি সব কথাই হেসে উড়িয়ে দিত; সে বলত "সমস্ত নেকড়ের দল আমার বন্ধু, তুমি আমার কাছে; আর বালুও আছে; যদিও একটি কুড়ের বাদশা সে তবু সেও কি আর আমার হয়ে দু' এক ঘা দিতে ছাড়বে? তবে আর আমার ভয়টা কিসের?

সেদিন খুব গরম পড়েছে। কি একটা কথা বাঘেরা গম্ভীর হয়ে ভাবছিল। সজারু ইকির কাছ থেকে সে কয়েকটা খবর জানতে পারে, তার জন্যেই সে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই মুগ্লি বাঘেরার সঙ্গে গভীর বনের ভেতর বেড়াতে গিয়ে যখন তার সুন্দর শিল্কের মত চক্‌চকে কালো চামড়া দিয়ে ঢাকা পিঠটায় মাথা দিয়ে শুয়েছিল তখন স্নেহভরে সে মুগলিকে জিগেস্ করল "হ্যাঁ ভাই, তোমায় কতবার আমি বলেছি যে শেরখাঁ তোমার ভয়ানক শত্রু।"

মুগ্লি ত তোমাদের মত গুন্তে শেখেনি তাই সে বল্লে "বোধহয় ঐ গাছটায় যতগুলো বাদাম আছে ততবার। তারপর পাশ ফিরে শুয়ে চোকবুজে সে বল্ল কিন্তু তাতে কি হয়েছে বাঘেরা? আমার এখন ঘুম পেয়েছে। শেরখাঁ ত খালি ময়ুর ম্যাওটার মত চেঁচাতে পারে আর ল্যাজ নাড়তে পারে।"

"কিন্তু আর ঘুমুলে চলছেনা; একটা কথা শুনছি; বালু সেটা জানে; দলের সকলেও তা জানে। এমন কি এই জঙ্গলের বোকা হরিণগুলোও বোধহয় জানে। শুনলুম ট্যাবকীও নাকি তোমায় সে কথাটা শোনাতে এসেছিল।"

এতক্ষণ মুগলি অবাক হয়ে ভাবছিল যে ব্যাপারটা কি এমন হতে পারে. কিন্তু বাঘেরার শেষ কথাটা শোনবামাত্র সে হো হো করে হাঁস্তে হাঁসতে উঠে বসে বলল "ওঃ এই কথা। হ্যাঁ এই কিছুক্ষণ আগেই ত ট্যাবকীটা আমার কাছে এসে কতকগুলো অভদ্র কথা বলছিল যে আমি নাকি একটা মানুষের বাচ্চা আর একটা শেকড় খুঁড়ে

তোলবার সামর্থ্য ও আমার নেই। আমি কিন্তু তাকে ল্যাজ ধরে ঘুরিয়ে দু দুবার ঐ নারকেল গাছটায় ঠুকে দিয়ে আচ্ছা শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি। এবার থেকে ও বোধহয় একটু ভদ্রতা শিখ্‌বে।"

"সেইটেই তোমার মস্ত বোকামী হয়ে গেছে। ট্যাবকী ও যদিও গোলমাল বাধিয়ে বেড়ায় তবু ওর কাছ থেকে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারতে। চোখ দু'টো একটু খুলে রাখ্‌তে হয় ভাই। এখন এই বনে শেরখাঁ তোমায় মারতে সাহস কর্ব্বে না বটে কিন্তু আকেলা যে রকম বুড়ো হয়ে পড়েছে, সে আর বেশী দিন নয়। যেদিন সে শীকার ধরতে না পারবে সেই দিনই তার প্রভুত্ব শেষ। আর যে সব নেকড়েরা প্রথম যখন দলের কাছে আনা হয় তখন থেকেই তোমায় দেখে আস্‌ছে তারাও বুড়ো হয়ে পড়েছে। কিন্তু জোয়ান নেকড়েরা শেরখাঁর শেখানিতে জানে যে তুমি মানুষের বাচ্ছা আর তাদের দলে তোমার স্থান নেই। কিছুকাল পরে তুমিও একজন জোয়ান মানুষ হয়ে উঠবে।"

মুগ্‌লি অবাক হয়ে গিয়ে বল্‌লে "কিন্তু হলেই বা মানুষ; সে কি এমন যে তার ভাইয়ের সঙ্গে থাকুতে পাবেনা? আমিত জঙ্গলেই জন্মেছি? জঙ্গলের নিয়মও আমি বরাবরই মেনে চলেছি। এমন কোনও নেকড়ে নেই যার পা থেকে আমি কাঁটা বের করে দিইনি। তারা নিশ্চয়ই আমারই ভাই।"

বাঘেরা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে চোখ দু'টা আধ বোজা করে বল্‌ল "ছোট ভাইটি আমার, আমার জোরালের তলায় হাত দিয়ে দেখত।" মুগ্‌লি তার সবল নাল হাতখানা দিয়ে বাঘেরার ঘাড়ে— যেখানে মোটা মোটা জোরাল মাংস পেশীগুলো শিল্কের মত চামড়াটা দিয়ে ঢাকা ছিল—বুলিয়ে দেখতে দেখ্‌তে একটা লোমহীন জায়গা টের পেল। "জঙ্গলের কেউ জানেনা যে আমার, বাঘেরার গলায় এই বক্‌লসের দাগ আছে। আমিও ভাই মানুষদের মাঝেই জন্মেছিলুম, আমার মাও মানুষদের মাঝেই মারা যায় সেই উদয়পুরের রাজার পিঁজরেয়। এইজন্যেই তোমার নেকড়েদের দলে ভর্ত্তি হওয়ার দামটা আমিই দিয়েছিলুম। হ্যাঁ কি বলছিলুম, মানুষের কাছেই আমি জন্মে-ছিলুম জঙ্গলের মুখও তখন আমি দেখিনি। পিঁজরের বাইরে থেকে আমায় খেতে দিত। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাত্তিরে আমার মনে হল যে না আমিত বাঘেরা চিতাবাঘ—কোনও মানুষের খেলার জিনিষ আমি নই। তখনই আমার থাবার একটি আঘাতেই পিঁজরে ভেঙ্গে আমি বেরিয়ে এলুম। মানুষের কাছে থেকে তাদের চালাকি গুলো শিখ্‌তে পেরেছিলুম বলেই না জঙ্গলে শের খাঁর চেয়ে আমি বেশী ভয়াবহ হলুম।"

দুষ্টুমি করে মুগ্‌লি বল্লে "হ্যাঁ নিশ্চয়ই সকলেই তোমায় ভয় করে কেবল আমি এই মানুষের বাচ্ছা মুগ্‌লি ছাড়া।"

স্নেহের স্বরে বাঘেরা বল্ল "ওঃ মানুষের বাচ্ছা তুমি। আমি যেমন আমার জঙ্গলে চলে এলুম; তুমিও নিশ্চয়ই তোমার আসল ভাই মানুষদের কাছে ফিরে যাবে অবশ্য যদি তোমায় পরের সভায় মেরে না ফেলে।"

মুগলি দুঃখিত হয়ে বল্ল "কিন্তু আমায় মারবেই বা কেন?" "আমার দিকে চাওত"। মুগলি বাঘেরার চোখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে চাইবার অল্পক্ষণ পরেই বাঘেরা চোক নামিয়ে নিতে বাধ্য হল।

"এই জন্যেই তোমায় মারতে চায়", বাঘেরা বল্‌তে লাগল "আমিও তোমার দিকে চাইতে পারিনা। ছোট্ট ভাইটি, আমি মানুষদের কাছেই জন্মেছি আর তোমায়ও আমি ভালবাসি। কিন্তু অন্যরা ত তা নয়, তোমার দিকে চাইতে পারেনা বলে তারা তোমায় দেখতে পারেনা। আর দেখ্‌তে পারেনা কারণ তুমি চালাক। তুমি যে তাদের পা থেকে কাঁটা তুলেছ সেটা তারা মনে

রাখেনা কারণ তুমি তাদের শত্রু মানুষদেরই একজন।”

অপ্রসন্নভাবে মুগলি বল্লে “কৈ এসব কথা ত আমি জানতুম না” বাঘেরা বলতে লাগল “জঙ্গলের নিয়ম কি? আগে মার তারপর খাও। তোমার বোকামীর জন্যই সব জানে যে তুমি মানুষ। কিন্তু এখন থেকে চালাক হও। আমার ত মনে হয় যে আকেলের এর পর যেদিনই শীকার ফস্কাবে সেই দিনই এই সব নেকড়েরা তোমার আর আকেলার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তখন তারা ঐ পাহাড়ের ওপর সভা করবে আর তারপর কি কর্ত্তে হবে আমি বলছি শোন “এই বলে বাঘেরা উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে, বল্ল” যত শিগ্‌গির পার তুমি পাহাড়ের নীচে মানুষদের দেশে চলে যাও আর তাদের কাছে যে একরকম “লাল ফুল” জন্মায় তাই কতকটা নিয়ে এস। পরে যে সব ব্যাপার হবে তখন দেখবে যে এই “লাল ফুল” গুলোই তোমাকে আমি, বালু কিম্বা অন্য বন্ধু নেকড়েদের চেয়ে বেশী সাহায্য কর্ত্তে পারবে। যত শিগ্‌গির পার তুমি এই “লাল ফুল” যোগাড় কর।”

(ক্রমশঃ)

অমর দেব।

বাঘেরা ৪র্থ—২য় প্যাক।

“ঘুঘু খেলা”

এই খেলাটী বোধ করি সকলের নিকটই ভাল লাগবে এবং এই খেলাটি অতিশয় আনন্দদায়ক, ঘরে কিম্বা বাহিরে সর্ব্বত্রই ইহা খেলা যায়।

এই খেলাটী খেলিতে প্রথমতঃ একটী সার্কল করিয়া দাঁড়াইবেন এবং একজন ঐ সার্কলের মধ্য স্থানে যাইয়া দাঁড়াইবেন, মধ্যস্থ ব্যক্তি সার্কলস্থ অন্যান্য সকলকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইবেন যে উহাদের মধ্যে কে কিরূপ পোষাক পরিধান করিয়াছেন এবং কাহার নিকট কিকি দ্রব্য আছে এবং সকলের শরীরস্থ অবয়ব সমূহ ইত্যাদি বিশেষ ভাবে অনুমান করিয়া রাখিবেন কারণ ঐ সমস্ত অনুমান করিয়াই অবশেষে তাহাদের মধ্যে যে কোন এক জনের নাম বলিতে হইবে। তৎপর স্কাফ অথবা রুমাল দ্বারা তাহার চক্ষু ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিবেন, যেন উনি আর কিছুই দেখিতে না পান. চক্ষুর বাঁধনের পর সকলে সার্কলস্থ হইয়া আপন আপন জায়গা পরিবর্ত্তন করিয়া বসিয়া সকলে “ডাব, ডাব” করিয়া সজোরে ডাকিতে থাকিবেন, এবং চক্ষু ঢাকা লোকটী উহাদের শব্দ শুনিয়া উহাদের পার্শ্বে যাইয়া যে কোন একজনকে ধরিবেন,- ধরিবার ক্ষণেক পূর্ব্বে তাহার গতি দেখিয়া সার্কেলের সেই দিকের সকলকে ডাক বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং সার্কেলের অপর দিকের সকলে আরও উচ্চৈঃস্বরে “ডাব, ডাব” করিয়া ডাকিতে থাকিবেন। তখন ঐ চক্ষু ঢাকা ব্যক্তি যাহাকে ধরিবেন তাহার সকল অবয়ব এবং পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি অনুমান করিয়া বলিবেন। চক্ষু বাঁধনের পর যার যাহা ইচ্ছা খুলিয়া রাখিতে পারিবেন অথবা অন্য কোন কিছু পারতে পারিবেন, যাহাতে ঐ চক্ষুঢাকা ব্যক্তিকে তদীয় পূর্ব্ব দৃষ্ট দ্রব্য গুলিতে গণ্ডগোল লাগান যায়, এবং ঐ সকল অনুমান করিয়া যদি নাম বলিতে না পারেন তবে অপর একজনকে ধরিবেন এইরূপ সার্কলস্থ সকলকে ধরিয়া যে কোন একজনের নাম বলিলেই হইবে, এবং ঐরূপ অনুমান করিয়া যাহার নাম বলিবেন তাহাকেই উহার পরিবর্ত্তে চক্ষু বাঁধিয়া দিবেন এইরূপ ক্রমশঃ খেলা চলিতে থাকিবে।

স্কাউট নগেন্দ্র দে।

করিমগঞ্জ ১ম দল।

মাসিক খবর

১। আগামী জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বয়স্কাউট দ্বিতীয় সঙ্ঘের যে প্রদর্শনী হইবার কথা আছে, তজ্জন্য মেসার্স, জে, এ, কার্কহাম ; ডি, এন, বসু ; এন, এন, ভোস্ ; সি, হেডল্যাণ্ড ; সি, এস্, মিলফোর্ড ; জে, আহ্মেদ ; এস, পি, চৌধুরী ও অসীম দত্তকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। মিঃ ডি, এন বসু ও মিঃ এস্, পি, চৌধুরী যথাক্রমে ওই প্রদর্শনী সংক্রান্ত সমিতির ধনাধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন। প্রদর্শনী সংক্রান্ত অন্যান্য কর্ম্মের জন্য মেসার্স মিলফোর্ড ; আহ্মেদ, চৌধুরী, ও দত্তকে লইয়া একটি শাখা সমিতি ও গঠিত হইয়াছে। প্রদর্শনী সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ২০নং পীতম্বর ভট্টাচার্য্যের লেনে মিঃ এস্, পি চৌধুরীকে লিখিতে হইবে

২। গত ১৮ই অক্টোবর ডালহৌসি গ্রাউণ্ডে বেলা ৪॥০ টার সময় কলিকাতা প্রথম সংঘের "স্পোর্টস্" হয়। তাহতে কলিকাতা প্রথম ও দ্বিতীয় সংঘের অনেক কাব ও কাবার উপস্থিত ছিলেন। তবে "স্পোর্টসের" বিষয় আর একটু উচিৎ ছিল।

৩। আগামী ৮ই নভেম্বর স্থানীয় স্কাউট কেন্দ্রে হেকল এ্যাম্বুলেন্স শিল্ডের প্রতিযোগিতা হইবে।

৪। এই মাসের প্রথমে দার্জ্জিলিং এর অন্তর্গত "সেন্‌থালে" প্রথম কলিকাতা স্কাউট-সঙ্ঘের চতুর্থ দলের একটি ক্যাম্প হয়।

৫। স্কাউট সাহিত্য—স্কাউটদিগের সর্ব্বতোভাবে উপযোগী করিয়া আমাদের স্কাউট মাষ্টার মিঃ এম, এন, হোসেন, বি, এস সি পিয়াসা নাম দিয়া পাহাড় পর্ব্বতের কথা প্রকাশ করিয়া আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বঙ্গভাষায় স্কাউট্ সাহিত্য প্রচারের চেষ্টা এই প্রথম। তাঁহার সুন্দর বলের 'রমা'—একটা স্কাউট্ চিত্র মাত্র: সাহেব গঞ্জের ছেলের পাল একটী স্কাউট্, পেট্রোল, 'শিলংএর পথে' স্কাউট কে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার আমরা সকল স্কাউটের উপর ছাড়িয়া দিলাম। 'রমা' সকল স্কাউটের আদর্শ হউক এই আমাদের ইচ্ছা। বইখানির, বাঁধাই ও ছাপা সুন্দর করিতে ক্রটী করা হয় নাই সকলের সুবিধার জন্য মূল্য দশ আনা করা হইয়াছে। আমরা স্কাউটকে বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

প্রাপ্তিস্থান—পেট্রোল লীডার ডি এন, চৌধুরী চিনসুরা ২য় দল হুগলী কলিজিয়েট্ স্কুল চিনসুরা।

স্বরলিপি

কথা ও সুর—"আকেলা" ও "বাঘেরা"। স্বরলিপি—অমরদেব

৪র্থ। ২য় প্যাক।

+				০				+				০	
মা	মা	মা		মা	রে	গা		মা	ধা	পা		মা	
।	।	।		।	।	।		।	।	।		।।।	
আ	মা	দের		প্যা	কে	তে		সু	ন্দর	সব		কাব	
প্র	থ	মে		আ	কে	লা		চা	লায়	চমৎ		কার	
বা	ঘে	রা		ক	রে	সে		খা	সা	শী		কার	
আর	আ	ছে		বা	লু	সে		শে	খায়	আ		ইন	
"ডিব"	ব	লে		আ	কে	লা		ব	লি	সব		"ডব"	
খাও	সব	শী		কা	রে	বর		ভা	ল	শী		কার	

+		০			+		০			
পা		ধা	মা		নি		৹	৹	৹	
।।।		।।	।		।।।		।	।	।	
সু		ন্দর	সব		কা		—	—	ব	
চা		লায়	চমৎ		কা		—	—	ব	
খা		সা	শী		কা		—	—	র	
শে		খায়	আ		ই		—	—	ন	
ব		লি	সব		ড		—	—	ব	
ভা		ল	শী		কা		—	—	র	

* প্রত্যেক লাইনটি প্রথমবার গাহিয়া ব্রাকেট দেওয়া পদ কটি তিনবার গাহিতে হইবে। তারপর ঐ লাইন গুলি ফের দ্বিতীয়বার গাহিয়া তলায় চড়া পদ কটি গাহিবে।

অমর দেব—বাঘের ৪র্থ। ২য় প্যাক।

SCOUTERS' TRAINING CAMP, TOLLYGUNGE.
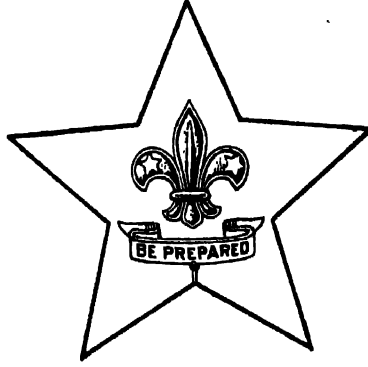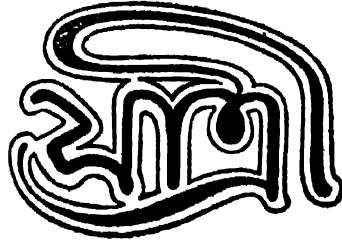
১ম বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৩১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বঙ্গের স্কাউট

তরুণ অরুণ যেখানে প্রথম আকাশেতে মারে উঁকি
নবীন অলোকে ভাসায়ে যে দেশ সকলেরে করে সুখী
কুঞ্জ বিতান মোহিয়া পাপিয়া, প্রভাতী গাহে যেথায়
স্কাউট মোরা সে বঙ্গের যার মহিমা জগৎ গায়।

কত মহাত্মা জনমি যে দেশে ধন্য হইল ভবে,
কীর্ত্তি যাদের দেশে দেশে আজ ঘোষণা করিছে সবে
"ব্যর্থপ্রয়াস" যেথায় পূর্ণ সুফল লভিয়া যায়
স্কাউট মোরা সে বঙ্গের যার মহিমা জগৎ গায়॥

কাব্য প্রবাহে প্লাবিত হইয়া যে দেশ সিক্ত আজি
গোলাপ কামিনি, শিউলি, বকুল, ভরায়, যাহার সাজি
শস্য শ্যামল মুরতিতে যার নয়ন জুড়ায় যায়
স্কাউট মোরা সে বঙ্গের যার মহিমা জগৎ গায়।

অধিবাসী যার এত সুখে সুখী, দুঃখ নাহিক মনে
প্রকৃতি যে দেশ সাজায় রেখেছে ফলে ফুলে আর ধনে।
সারাটি বিশ্ব খুঁজিলেও যার তুলনা না পাওয়া যায়
স্কাউট মোরা সে বঙ্গের যার মহিমা জগৎ গায়॥

স্কাউট—অমিয়কুমার মুখার্জ্জি
১৫।২য় কলিকাতা ট্রুপ।

গত কার্ত্তিক মাসের ৭ই থেকে ১৭ই পর্য্যন্ত কলিকাতার সন্নিবর্ত্তী টালিগঞ্জে স্কাউটমাষ্টারদের শিক্ষার জন্য একটি ক্যাম্প করা হয়েছিল। মিঃ এন্ এন্ বসু ও প্রফেসর জ্যাকেরায়া এই ক্যাম্পে স্কাউটমাষ্টার ও সহকারী স্কাউটমাষ্টারের পদ গ্রহণ করে ছিলেন। আসামের নানা দেশ থেকে ৭জন এসেছিলেন তার মধ্যে সুদূর মণিপুর রাজ্য থেকেও একজন ছিলেন, বেহার প্রদেশ থেকে একজন এসেছিলেন আর বাকি ১৬ জন বাংলা প্রদেশের নানান জায়গা থেকে এসেছিলেন। ক্যাম্পের কার্য্য সর্ব্বপ্রকারে সুশৃঙ্খলে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছিল। আশা করা যায় যে, এই ক্যাম্পের ফলে ভারতবর্ষে স্কাউটিং-এর প্রসার বৃদ্ধি পাবে।

দেখা যায় যে এই শিক্ষার ক্যাম্পে অনেকে এমন আসেন যাঁরা আগে স্কাউটিং-এর চর্চ্চা হয়ত করেছেন কিন্তু স্কাউটিং জিনিসটা কি আর এর উদ্দেশ্যই বা কি তা কিছুই বোঝেন নি, কেবল কতকগুলো খেলা আর ড্রিল এই করেছেন, আর তাঁদের ধারণা ছিল যে তাই স্কাউটিং। এছাড়া আরও দেখা যায় যে অনেক স্কুলের পরিচালকেরা তাঁদের ড্রিল মাষ্টারকে এই শিক্ষার জন্য পাঠান, বোধ হয় কতকটা এই বিশ্বাসে যে স্কাউটিং ওই ধরণেরই কোন জিনিস হবে। এই ভ্রম দূর করবার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু এখনও এতে আমরা পূর্ণ মাত্রায় সফল হই নাই, সেজন্য আবার এখানে আমরা এই কথাটি বলে রাখতে চাই যে স্কাউটিং এর উদ্দেশ্য কি তা জানতে পারলে এটুকু অনায়াসেই সকলে বুঝতে পারবেন যে এই শিক্ষার যিনি গুরু হবেন তাঁর দায়িত্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষকের দায়িত্ব চাইতে বেশি বই কম নয়, কাজেই তাঁর সে দায়িত্বের উপযোগী হওয়া চাই। তাঁর শিক্ষা, তাঁর চরিত্র, তাঁর গুণ ছেলেদের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। অবশ্য আমাদের এ বলা উদ্দেশ্য নয় যে ড্রিল মাষ্টারদের মধ্য এ সমস্ত গুণ পাওয়া যায় না, আমরা দু' একজনকে জানি যাঁরা সর্ব্বতোভাবে এ পদের উপযোগী, কিন্তু সাধারণতঃ যাঁদের ড্রিল-মাষ্টার করা হয় তাঁদের নির্ব্বাচনে এসমস্ত গুণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় না কিন্তু স্কাউটমাষ্টার নির্ব্বাচনের সময় এ বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

বাংলা প্রদেশে অন্য কয়টি প্রদেশ অপেক্ষা স্কাউট সংখ্যা কম কিন্তু যাঁরাই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের স্কাউটদের দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছেন যে অন্যদের তুলনায় আমাদের স্কাউটরা ঢের ভাল শিক্ষিত। এটা আমাদের গৌরবের জিনিষ। তাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা এই গৌরবের পদ যেন চিরকাল বজায় রাখতে পারি।

টালিগঞ্জে যে শিক্ষার ক্যাম্পগুলি হয় সেগুলি গিলওয়েল পার্কের অনুকরণে কিন্তু সম্প্রতি উড ব্যাজের জন্য আর ক্যাম্প করা হয় নাই। স্কাউটিং

কি এবং এর শিক্ষার প্রথাই বা কি এই বোঝাবার জন্যই গত কয়টি ক্যাম্প করা হয়েছে। দেখা গেছে যে যাঁরা স্কাউটিং এ নূতন ঢুকতে চান তাঁদের পক্ষে এতেই সুফল পাওয়া যায়। আমাদের অনুরোধ যে, সুযোগ পেলেই যেন স্কাউটমাষ্টারদের মধ্যে সকলেই একবার করে অন্ততঃ এইরকম ক্যাম্পে যোগদান করেন।

*   *   *   *

যাত্রীর প্রথম সংখ্যা প্রায় নিঃশেষ হয়েছে, অতি অল্প কয়েক খানি আর অবশিষ্ট আছে। এই সংখ্যাটি আবার নূতন করে ছাপান ব্যয় সাপেক্ষ, কতদূর তা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে জানিনা, কাজেই যাঁরা প্রথম সংখ্যা থেকে যাত্রীর গ্রাহক হতে চান তাঁরা যেন সত্বর হন।

*   *   *   *

কার্ত্তিক মাসের যাত্রীতে অনেক ছাপার ভুল থেকে গিয়েছে, আমাদের কলিকাতায় অনুপস্থিতিই এর কারণ। ভবিষ্যতে এই প্রুফ দেখার সুবন্দোবস্ত করবার ইচ্ছা রইল।

ধাঁধা

১। অরুণের দু'গাছা দড়ী আছে। একটা আর একটার ঠিক ডবল ছিল কিন্তু প্রত্যেকটি থেকে সে ছয় ইঞ্চি করে কেটে দেখলে যে একটি আর একটির তিন গুণ হয়ে গেছে। বল দেখি গোড়ায় ওগুলি কত করে লম্বা ছিল?

*   *   *   *

২। একটা ছিপি শুদ্ধ বোতলের দাম নিল ৵৫ পয়সা, বোতলটার দাম পড়ল ছিপির চাইতে ৵০ পয়সা বেশী। আচ্ছা তা হলে ছিপিটার দাম কত হল?

*   *   *   *

৩। ম্যাং, এটিওয়া আর রেড়ফ্যাং ডাক টিকিট জমায়। বাঘেরা তাদের অনেকগুলি টিকিট তিনজনের মধ্যে ভাগ করে নিতে দিয়েছেন। ম্যাং অর্দ্ধেক আর একটা বেশী নিল, এটিওয়া যা রইল তার অর্দ্ধেক আর একটা বাড়তি নিল, রেড়ফ্যাং বাকি তিনটে পেলে। বাঘেরা মোট কটা টিকিট দিয়েছিলেন বল দেখি?

রাগত ভাবে বলিলে মারটি খাইবে
শান্ত ভাবে বলিলে কুটুম্বটী হইবে
বল দেখি শিশু সবে কি কুটুম্ব হবে
যে কুটুম্বকে উল্টাইলে দেশ হইবে।

*   *   *   *   *

নামটী তিন অক্ষরে
বাসটী লোকের ঘরে,
পশু নয় পক্ষী নয়
জীব নয় জন্তু নয়
থাকি আমি পদ ভরে,
লোকে চড়ে মোর পরে।
বলিতে পার কি শিশু
কি আছে এরূপ পশু?

স্কাউট—দেবেন্দ্রনাথ মিত্র,
জ্যামশেদপুর হাই স্কুল ট্রুপ।

নৃ

স্কাউট নিয়মাবলী

পঞ্চম নিয়ম

৫। স্কাউট মাত্রেই বিনয়ী।

অমিয়,

এবার পঞ্চম নিয়মটি। স্কাউট মাত্রেই বিনয়ী; অর্থাৎ সকলের প্রতি তুমি ভদ্র ব্যবহার করবে আর সকলকে যথোচিৎ সম্মান দেবে। এর মানে অবশ্য নয় যে, সব সময়ে তুমি সকলের কাছে নিচু হয়ে থাকবে, তা আমরা চাই না।

অমিয়—কেন স্যার, সে কি ভাল নয়?

স্কা-মা—না, সে ভাল নয়, তাতে তোমার নিজের মর্য্যাদার ক্ষতি হবে, আর সেটা গুণ নয়। অনেক সময় সেটা ভীরুতায় পরিণত হয়। কি হয় জান, অনেকে আছে যে তারা তার নিজের বয়সের সঙ্গে কথা বার্ত্তার সামঞ্জস্য রাখতে পারেনা, সেটা যাকে বলে জ্যাঠামি তাই হয়ে পড়ে, তা কোরোনা, অথচ তোমাকে আমি সেকেলে 'ভালমানুষ' ছেলেও হতে বলিনা। সে দিন নাই আর ও ভাল মানুষি কাজের নয়, ও বোকামি। ভদ্র হওয়া আলাদা জিনিষ। মিষ্টভাষী হবে। সাধ্যমত কখনও কাউকে কড়া কথা ব'লোনা। ইংরাজিতে একটা চলিত কথা আছে "Civility costs you nothing but buys you every-thing" অর্থাৎ ভদ্র ব্যবহার নিজের কোনও ক্ষতি হয়না অথচ সমস্ত জগৎকে আপনার করে।

ভিক্ষুক যে তাকে তুমি মিষ্টি কথা বলে যদি ফিরিয়ে দাও তাতে তার কষ্ট হয় না কিন্তু দুটো কড়া কথা বলে যদি তাকে ভিক্ষাও দাও তাতে তার কষ্ট হবে। তাই তোমার এই শিক্ষা হওয়া চাই যে তোমার কথা কহায় যেন কেউ মনে কষ্ট না পায়।

তারপর আর একটি জিনিষ তুমি মনে রাখবে যে, স্ত্রীলোকদের কাছে, বৃদ্ধদের কাছে তুমি সর্ব্বদা বিনয়ী হবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলে পুলেদের কাছেও, কারণ এঁরা অসহায়। এঁদের সহায়তা করতে সর্ব্বদা তৎপর থাকবে। ধর কলিকাতার সহরে যেটা প্রায়ই হয়, তুমি ট্রামে বসে যাচ্ছ, ট্রামে বিস্তর ভিড়, বসবার আর জায়গা নাই, সেই সময় একটি স্ত্রীলোক সেই গাড়ীতে উঠলেন, তোমার তখন কর্ত্তব্য হবে যে তৎক্ষণাৎ তোমার জায়গাটি তাঁকে ছেড়ে দেওয়া।

অমিয়—হাঁ স্যার, সেদিন আমি তাই করেছিলুম। আর তাঁর সঙ্গে একটি ছোট ছেলে ছিল তাকেও সকলে বসতে দিলেন।

স্কা-মা—এই হল ভদ্রোচিৎ ব্যাবহার। এ ছাড়া অনেক সময় আমি দেখেছি যে ট্রেণে হয়ত কোনও ভদ্রলোক রিসার্ভ গাড়ী পাননি মেয়েদের নিয়ে সাধরণের গাড়ীতেই আসতে হচ্ছে, সে সময় যদি অন্য গাড়ীতে যাবার সুবিধা থাকে তাহলে তোমার উচিৎ হবে সে গাড়ীটি তাঁদের ছেড়ে দেওয়া, অন্ততঃ তাঁদের যাতে কোনও রকমে অসুবিধা না হয় তারই চেষ্টা করা।

অমিয়—আর স্যার খেলা দেখতে গিয়ে বা অন্য ভিড়ের জায়গায় যদি ওই রকম হয়; ছেলেদের তখন আগিয়ে দিতে হয়, তা না হলে তারা দেখতে পায়না।

স্কা-মা—হাঁ, তোমায় আমি দু একটা উদাহরণ দিচ্ছিলাম। আদৎ কথা হচ্ছে, তোমার মনের ভাবটি ওই রকম হওয়া চাই। দুঃখী আতুরের প্রতিও তুমি কৃপাবান হবে।

আমাদের ঋষি বাক্যে বলে "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং"—বিদ্যা হতেই বিনয়ের উৎপত্তি। অর্থাৎ যথার্থ বিদ্যা শিক্ষার ফল বিনয়। বিনয়ই জ্ঞানী লোকের অঙ্গের ভূষণ, আশাকরি তুমি এ কথাটি মনে রাখবে। আজ এই থাক।

স্কাউটমাষ্টার—নৃপেন্দ্র নাথ বসু

অপদার্থ (?)

(মৌলিক)

"Thoughts hardly to be packed
Within a narrow act,
Fancies that broke thro' language
and escaped,
All, I could never be,
All, men ignored in me,
That was I worth to Him,
Whose wheel the pitcher shaped"

—Browning—

১

"আমি সত্যে নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে :—আমি ভগবান ও রাজার প্রতি আমার কর্ত্তব্য করিতে সর্ব্বসময়ে অন্যের সাহায্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

ডান হাত হাফ্‌ সেলিউটে তুলে, ও উপরোক্ত কথাগুলি উচ্চারণ ক'রে, রামধারী স্কাউট-ভ্রাতৃ সম্প্রদায় ভুক্ত হইল। কমিশনার বামহস্তে রাম ধারীর কর মর্দ্দন ক'রে বললেন সে এখন প্রকৃত স্কাউট্‌। পরমুহূর্ত্তেই 'র‍্যালি,' সম্ভাষণের চিহ্নস্বরূপ রামধারীর উদ্দেশ্যে সেলিউট্‌ ক'রল।

বিস্তৃত র‍্যালি-গ্রাউণ্ড।

সান্ধ্য-রবি, সমস্ত গগন, সোনার কিরণে সমুজ্জ্বল ক'রে, কুলায় গমনোদ্যত ক্লান্ত পাখীর মত, চক্রবাল পরবর্ত্তী প্রদেশে যেতে ইচ্ছা করচে। অন্ধকার হ'য়ে এসেচে, অথচ তখনও আলো যায়গায় যায়গায় এদিক ওদিক উঁকি মারচে। ভারত সন্তান প্রকৃতির ভেতর দিয়েই মানুষ। মাটির ধূল, সাঁঝের আলো, তার যেন নিজের অস্তিত্বেরই কতকটা অংশ। রামধারীর মনের সুর, এই মনোরম দৃশ্যের সঙ্গে, একেবারে এক হ'য়ে গিছ্‌ল।

এই ঘটনার পরে রামধারী আরও অনেক বিভিন্ন দৃশ্য দেখেছিল, কিন্তু এই এক দিনকে সে কখন, অন্য কোনও ঘটনার সঙ্গে, কোনমতে এক শ্রেণীভুক্ত ক'রে দে'খতে পারে নি। এই দিনটা তার কাছে বিশিষ্ট,—স্বতন্ত্র।

২

তখন আগ্রা ও অযোধ্যা—যুক্ত প্রদেশে সবে মাত্র স্কাউটিং প্রচলিত হয়েচে। এই প্রদেশের লোকেরা তখন পুরাণ প্রণালী রক্ষণেচ্ছু। নতুন জিনিষ চট্‌ ক'রে নিতে চায়না। সুতরাং প্রথমে তারা স্কাউটিংকে যে বিশেষ ভাল চোখে দেখেন নি, এটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। রামধারীদের স্কুলে তখন একটা স্কাউট্‌ ট্রুপ্‌ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা হচ্ছিল। তথা কথিত—"ভাল ছেলেদের" মধ্যে কেউই এগোল না। রামধারীকে কেউ কখন "ভাল ছেলে" ব'লে ভাবেনি। সে কখন ক্লাসে উঁচু স্থান অধিকার ক'রে নিজের, ও পিতা মাতার মুখোজ্জ্বল ক'রেনি। রামধারী সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা ক'লে সহপাঠীরা বোধ হয় ব'লত যে, রামধারী "ভাল মানুষ" তবে বিশেষ চটপটে নয়। ওরকম ক'রে থাকলে জগতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না—ইত্যাদি। অনেকে ওকে নিয়ে ঠাট্টাও করত, কেউ বা "পেট্রোনাইজিং" ভাব ধ'রত। অনেকে আবার মনে মনে ভা'বত যে রামধারীর বুদ্ধিতে একটু লাঙ্গল্‌ দেওয়া দরকার। যারা কিন্তু রামধারীর বুদ্ধির উর্ব্বরতা বাড়ান দরকার ভাবতো, তাদের যদি রামধারীর বোকামি প্রমাণ ক'রতে বলা হ'ত, তা' হ'লে তারা বোধ হয় পারত না। রামধারীর বুদ্ধি পরীক্ষা ক'রে ওরা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয় নি। তাদের ওরূপ সিদ্ধান্তের কারণ কতকটা মনের এইরূপ

বিশ্বাসের লক্ষণ, যে "ভাল মানুষ" হলেই লোকে একটু গাধা হয়। তা' না হ'লে লোকে ভাল মানুষ হ'তে যাবে কেন? মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা ক'রলে দেখা যায় যে আমরা অনেক বিষয়ের ভেতরে যথার্থ ভাবে প্রবেশ না করেই, আমাদের পূর্ব্বের অনুমান ও সংস্কারের ওপর নির্ভর ক'রে, খুব সহজ ভাবেই, অনেক গুরু বিষয়েই, অম্লান বদনে মত দি।

স্কাউট ট্রুপ খুলবার আগে রামধারীদের স্কুলে একটা সভা হয়। সেই সভায় স্কাউটিং কি তা' বুঝিয়ে দিতে কমিশনার অনেক চেষ্টা করেন। তাঁর কতকগুলি কথা রামধারীর মনে খুব স্পষ্ট হ'য়ে জেগে উঠ্‌লো। কমিশনার এক যায়গায় বলেছিলেন :—

স্কাউটিং একটা খেলা। সেটা সব সময়েই খেলা যায়। সে খেলার উদ্দেশ্য, ছেলেদের কাজের ও আমোদের ভেতর দিয়ে ও তাদের দৈনিক কাজের মধ্যে দিয়ে চরিত্র গঠন করা।

তারপরে তিনি স্কাউটিংএর পরিভাষা সম্বন্ধে সকলকে মোটামুটি বুঝিয়ে দেন। শেষে তিনি বল্লেন :—

"স্কাউটিংএর মূলে হচ্চে, একটা বিশিষ্ট মনের ভাব। সেটার পারিভাষিক শব্দ 'স্কাউট স্পিরিট্'। সেই ভাব মনে আন্‌তে পারলেই প্রকৃত স্কাউট হওয়া যায়। সেই ভাব কি? ওটা সেই ভাব, যার দ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে, তোমরা নিজের স্বার্থকে উপেক্ষা ক'রে, আগে পরের স্বার্থ দেখবে, যে ভাবের দ্বারা তোমরা নিজেকে নিজের মধ্যে হারিয়ে, পরের মধ্যে আবার খুঁজে পাবে, বস্তুতঃ ওটা সেই ভাব, যা সসীম মানুষকে অসীমের সঙ্গে এক করে মিলিয়ে দেয়।"

এই কথাগুলি রামধারীর মনে এক বন্যা বইয়ে দিল। এতদিন তার সহপাঠীরা তার প্রকৃতগুণ গ্রহণ করতে পারে নি। রামধারী তা' বুঝতো কিন্তু কখন কিছু ব'লে নি। সে কেবল নিজের মধ্যে আরও সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছিল। তার একটা মনের প্রসার—তার বিকাশ এইরূপে চেপে যায়। মানসিক বৃত্তিগুলি সেই চাপে শুকিয়ে ম'রে যেতে সুরু করে। স্কাউটিংএ রামধারী এমন একটা কিছু অনুভব করল যাতে তার অসাড় মনোভাবগুলি জেগে উঠ্‌লো। সে বুঝল যে, সে এতদিন যা পায় নি তা স্কাউটিংএর ভেতর দিয়ে পেতে পারে। স্কাউটিং সম্বন্ধে যদিও সে আগে কিছু শোনে নি, তবুও স্কাউটিং তার আশ্চর্য্য ব'লে বোধ হয় নি। তার মনে হ'ল এই ত সে এত দিন ধরে চেয়েছে। এই ত স্বাভাবিক, এর অবর্ত্তমানেই ত সে মনে একটা অভাব অনুভব করছিল।

যখন অভিভাবকেরা দেখ্‌লেন যে স্কাউটিংএ ছেলেদের কোন ক্ষতি হয় না, বরং উপকারই হয় ও তারা বেশ খুসি থাকে তখন আস্তে আস্তে স্কাউটদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। রামধারী তাদের স্কুলের স্কাউটদলে সব চেয়ে আগে ভর্ত্তি হয়। সে তেমনই "ভালমানুষটি" আছে, তবে তার কিছু একটা পরিবর্ত্তন হয়েচে। সেটা কিন্তু এত সূক্ষ্ম যে তার সহপাঠীরা সেটা কি, ঠিক ধরতে পারে না। সকলে অনুভব করে যে সে আগের চেয়ে একটু আলাদা হ'য়ে গেছে।

(৩)

রামধারীদের স্কুলট্রুপ খোলা পর্য্যন্ত দু'বছর কেটে গেছে। রামধারী এখন "ফার্ষ্ট ক্লাস্" স্কাউট, তবে তার পরে ভর্ত্তি হয়েও অনেকে এর মধ্যে "কিংস্" স্কাউট হ'য়ে গেছে। কিন্তু কেন জানি না, তাদের চেয়ে রামধারীর মান বেশী। কিছু হ'লে ট্রুপের ছেলেরা আগে রামধারীর কাছে যায়। রামধারীর মুখে কথা কম, কিন্তু কোন ছেলে, বিপদে প'ড়ে তার কাছে গেলেই কিছু পরে তাকে হাসি মুখে ফিরে আস্‌তে দেখা যায়।

সে দিন হঠাৎ খুব বৃষ্টি হওয়াতে ট্রুপের ছেলেরা "প্যারেডের" জন্যে 'ডেন'এ জড় হয়েচে। রামধারী একজন ছেলেকে "মার্চ্চিং" এর সময় ভুল পা ফেল্‌লে কি রকম করে সেটা ঠিক ক'রে নিতে হয়,

তাই শেখাচ্ছে। এমন সময় একজন ছোট স্কাউট তার কাছে ছুটে এল। তার 'হুইশিলে' কি ঢুকে গেছে, বাজচে না। রামধারীকে সেটা ঠিক ক'রে দিতে হবে। রামধারী তখনি ভুল পা ঠিক করা শেখান ছেড়ে বাঁশী নিয়ে বসল। একটা 'সেফ্‌টী পিন" দিয়ে বাঁশীর মুখটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেক কষ্টে একটা সুপুরির টুক্‌রো বার করল। বাঁশী আবার বাজ্‌তে লাগল। ছোট ছেলেটী খুব খুসি। তার মুখ দেখে মনে হল যে, সে এ কথা ঠিক জেনেই এসেছিল যে রামধারী তার বাঁশী ঠিক করে দিয়ে তবে ছাড়বে—তাতে তার যতই কষ্ট হোক না কেন। সাহায্যের দরকার হলে কোন ছেলে রাম ধারীর কাছে গিয়ে বিমুখ হ'য়ে ফিরে আসে না।

স্কাউট মাষ্টার আসতেই সকলে "এলার্টে" দাঁড়াতে ট্রুপ লিডার সেলিউট করল। তখন ট্রুপের ছেলেদের মধ্যে একটা হুজুগ পড়ে গিছ্‌ল, যে কোন রকম করে, নিজে ট্রুপের জন্যে টাকা রোজগার ক'রতে হবে। চাঁদা তোলা হ'বে না। ঠিক হ'ল খাম তৈরী ক'রে বেচতে হবে। অনেকগুলি খাম তৈরী হ'য়ে স্তূপাকার হয়েছিল। প্রত্যেক ছেলের আলাদা স্তূপ। স্কাউট মাষ্টার কে কত তৈরী করেছে দেখতে লাগলেন। রামধারী সব চেয়ে কম খাম তৈরী করেচে দেখা গেল। স্কাউট্‌মাষ্টার একটু হেসে, রামধারীর দিকে চেয়ে বললেন "কি হে, অন্য ছেলেদের খাম তৈরী করতে শেখাচ্ছিলে, তাই নিজে বেশী তৈরী করতে পার নি?" স্কাউট্‌মাষ্টার যা বললেন তাই সত্যি কিন্তু রামধারী মরে গেলেও সে কথা নিজে বলত না। রামধারী পরের সাহায্যে করেচে, এটা যদি কেউ বলত, সেটা সত্যি হলেও, রামধারী যেন অপরাধীর মত মুখ নিচু ক'রে নিত। সাধে কি সহপাঠীরা ওকে করুণার পাত্র ব'লে বিবেচনা করে?

তারপরে স্কাউট্‌মাষ্টার যারা অনুপস্থিত ছিল, তাদের বিষয় ছেলেদের কাছে খোঁজ করতে লাগলেন।

স্কাউট্‌মাষ্টার—"তোমরা কেউ জান নন্দলাল্‌ কেন আসে নি? ও ত কখন কামাই করে না।

রামধারী—"ওদের বাড়ীতে চাকর নেই। ও মাকে সাহায্য করচে। সেই জন্যে বোধ হয় দেরী হচ্ছে।"

স্কাউটমাষ্টার—"তুমি এ সব কি ক'রে জান্‌লে?"

রামধারী—(অতি অনিচ্ছুক ভাবে) "আ— আমি ওকে এই সাহায্য ক'রে আসচি।"

স্কাউট্‌মাষ্টার—(একটু হেসে) "তুমি আজ ওর কি সাহয্য করেচ?"

রামধারী—(খুব সহজ ভাবে) "বাসন মেজেচি, অনেক বাসন, ওর সবগুলি এক্‌লা মাজ্‌তে কষ্ট হয়।"

রামধারী ব্রাহ্মণের ছেলে।

(৪)

রামধারী এখন বারাণসী কলেজে পড়্‌চে। আজ কলেজের পড়ার পর ক্লান্তি বোধ হওয়াতে, রামধারী গঙ্গা তীরে বিশ্রাম করতে এসেচে। সে ছেলেদের সঙ্গে বেশী মিশ্‌তে ভাল বাসে না। ওদের সঙ্গে ওর বিশেষ ঘনিষ্টতা নেই, অথচ ওর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারে না।

রামধারী গঙ্গাতীরে একটী ঘাটে বসে আছে। কাছেই এক নৌকা বাঁধা। সেটী নদীর তরঙ্গ-প্রবাহের সঙ্গে উঠচে, নামচে, যেন নদীর সঙ্গে এক প্রাণ। নদীর সঙ্গে যেন সেটীও নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করচে। নৌকার ছোট ছাদের ওপর, মাঝি গামছা পেতে, নতজানু হ'য়ে নামাজ পড়চে। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেচে, গৃহস্থের ঘরে সান্ধ্য-দীপ জলে উঠেচে। মন্দিরগুলি হ'তে পূজার ঘণ্টার শব্দ বাতাসের ওপর ভেসে আস্‌চে। এই স্থানটি রামধারীর বড় আদরের। সে প্রায়ই এখানে এসে ব'সে ভাবে। কয়েকদিন থেকে রামধারীর কেবল সেই আর এক সন্ধ্যের বিষয় মনে হচ্ছিল। যে সন্ধ্যায় সে প্রথম স্কাউট্‌ হয়। তার বারে বারে কেবলই মনে হচ্ছিল যে স্কাউটিংএর সেই সেবার ব্রত যেন সম্পূর্ণরূপে তার জীবনে সাফল্য লাভ করে নি। আর একটা

কথাও সম্প্রতি তার মনে জেগে উঠেচে। সেটা এই প্রতি বছর যত লোক উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, অত লোকের তা করা উচিত কি না। তারা প্রত্যেকেই কি সেই উচ্চ শিক্ষার সদ্ব্যবহার করবার অবসর পায়? দেশের ঐরকম লোকের অত বেশী দরকার কি? ইন্টার-মিডিয়েট্ পাশ ক'রে অনেকে যদি দেশের শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করে, তাতে তাদের জীবন বেশী কাজের হয় না কি? ইন্টারমিডিয়েট্ পাশ করলে মোটামুটি ভাবে শিক্ষিত হওয়া যায়—তার-পর কখন অবসর বা ইচ্ছে হলে বাড়ীতে বসেও ত' বিদ্যাচর্চ্চা করা যায়। যে সময় লোকে মিথ্যা বিদ্যালয়ের গণ্ডীতে অতিবাহিত করে, সে সময় তারা অন্য কাজে দিতে পারে না, অথচ অনেকেরই সেই উচ্চ শিক্ষা ভবিষ্যতে কোন উপকারে আসে না। রামধারী একরকম স্থির ক'রে ফেল্‌ল যে, ইন্টারমিডিয়েটের পর সে আর বি, এ, পড়বে না।

ইন্টারমিডিয়েটের গেজেট্ বেরিয়েচে। রাম-ধারী পাশ করেচে, তবে খুব উচ্চস্থান পায় নি। সে গেজেট্ দেখে হস্‌টেলে ফিরে এসে দেখে, তার জন্যে একটা টেলিগ্রাম এসেচে। খুলে দেখে, লেখা আছে, তার বাপমার বড় অসুখ,—প্লেগ্ হয়েচে। তখন এ প্রদেশে খুব প্লেগের প্রাদুর্ভাব। রামধারী রাত্রির গাড়ীতে বাড়ীতে রওনা হ'ল। গিয়ে দেখলে, তার আসবার আগেই পিতামাতা উভয়েই মারা গিয়েচেন।

(৫)

রাত্রি এগারটা। একটা ঘরে ক্ষীণ আলো জ্বলচে। তার নিকটে এক সৌম্য মূর্ত্তি, বৃদ্ধ উপবিষ্ট। তার ওপর আলো এসে পড়াতে, সমস্ত মুখটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্চে। তাতে একটা গভীর শান্তির ভাব বিরাজিত। কিন্তু সে শান্তি প্রবল ঝড়ের পর, স্তব্ধতার মত; পূর্ব্বে আগুণ বেরিয়েচে এইরূপ আগ্নেয় গিরির বাহ্য দৃশ্যের মত। মুখ দেখলে মনে হয় ইনি জীবনে অনেক বাধা বিঘ্নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেচেন। অনেক ঘাত প্রতি ঘাত এঁকে সহ্য করতে হয়েচে। তার রেখাগুলি মুখে এখনও রয়েচে। তার মুখে যে শান্তির ভাব, তা এই সব বাধা-বিঘ্ন কষ্ট-ব্যর্থতার ওপর জয়লাভ করবার দরুণ। এই বিষাদ-শান্ত শোভার বৈলক্ষণ্য কেবল চোখ দুটীতে। দেখলে মনে হয়, দরকার হ'লে, এর থেকে এখনও আগুণ বেরুতে পারে।

বৃদ্ধের হাতে একখানি চিঠি রয়েচে। তিনি দু' তিন বার চিঠির দিকে দেখ্‌লেন, তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘরের ছোট জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন। অমাবস্যা রাত্রি চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার যেন ধরণীকে মোটা আবরণের মত জড়িয়ে ঢেকে রয়েচে। তার ভেতর দিয়ে বৃদ্ধের চোখ, না জানি কিসের খোঁজে বেরুল। কিছুক্ষণ পরে সে কক্ষে কে আস্তে আঘাত করতেই বৃদ্ধ বল'লেন "এস"।

(ক্রমশঃ)

ধাঁধার উত্তর

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের ধাঁধার উত্তরগুলি আমরা অনেকের কাছ থেকে পেয়েছি কিন্তু কলিকাতা ৪র্থ—২য় প্যাকের সিক্সার শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষই সর্ব্বপ্রথম পাঠিয়েছেন।

আশ্বিন—(১) নারিকেল গাছ। (২) অ। কার্ত্তিক—(১) বানর। (২) কোকিল।

খেলা ধূলা

চোর—পুলিশ

তোমরা চোর পুলিশ খেলা খেলেছ ? যদি না খেলে থাকত খেলাটা কি আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, খেলে নিশ্চয়ই খুব আমোদ পাবে।

প্রথমে একটা সার্কেল কর তারপর টু ডীপ্ করে দুজন দুজন হয়ে যাও, সামনে পিছনে দুটো সার্কেল হল, সেজন্য জোড় সংখ্যা হওয়া চাই কিন্তু যতজন ইচ্ছে একসঙ্গে খেলতে পার। সকলে ভিতরদিকে মুখ ক'রে থাকবে। দুজনকে এর ভিতর থেকে নাও বাকি সব ওই সামনে পিছনে দুজন দুজন করে থাকবে। ওই দুজনকে নিয়ে একজনকে চোর আর একজনকে পুলিশ কর তার তাদের সার্কেলের ভিতর একটু তফাতে তফাতে দাঁড় করিয়ে দাও। খেলাটা এখন এই হবে—যেই স্কাউটমাষ্টার বাঁশী দেবেন চোর পালিয়ে গিয়ে ওই যে দুজন দুজন করে দুটো সার্কেল করে দাঁড়িয়ে আছে তাদের যে কোনও দুজনের সামনে দাঁড়াবে, পুলিশ তাড়া করবে, কিন্তু পুলিশ ছোঁবার আগেই যদি চোর দাঁড়িয়ে পড়তে পারে তাহলে আর সে চোর রইল না, তখন যে দুজনের সামনে সে দাঁড়াল তাদের পিছনের ছেলে চোর হল আর তৎক্ষণাৎ তাকে পালিয়ে গিয়ে যে কোনও দুজনের সামনে দাঁড়াতে হবে, পুলিশ তাকেই তাড়া করবে। সে কিন্তু অন্য দুজনের সামনে-না গিয়ে নিজের সামনের দুজনের সামনেই চট্ করে ঘুরে দাঁড়াতে পারে, তখন আবার যে পিছনে পড়ল সে চোর হল আর তাকেই পালাতে হবে—বুঝলে ? তাই সকলকেই সব সময়ে সতর্ক থাকতে হয় কারণ নজর রাখতে হবে যে চোর কোথায় এসে দাঁড়ায়। কিন্তু পুলিশ যদি এই চোরের পালাবার পথে চোরকে ছুঁতে পারে তাহলে সে হয়ে যাবে চোর আর চোর হবে পুলিশ আর তখন সে পুলিশের তাড়া খাবে। তাকে তখন পালিয়ে ওই রকম দুজনের সামনে দাঁড়াতে হবে—এই রকম চলবে। স্কাউটমাষ্টার দেখবেন যে কখন কে কাকে ছুঁচ্চে। কিন্তু তিনিও যদি এই খেলায় যোগ দেন তাহলে ছেলেদের আর আমোদ ধরেনা।

নৃ

পেট্রোল ফুল

জানি না এ খেলাটা আপনাদের কাছে কতটা প্রিয় হবে, তবে দুই একদিন খেলে যদি একটুও আপনারা আমোদ উপভোগ করেন, তবেই আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। এ খেলাটা সাধারণতঃ একটা পেট্রোল দিয়েই বেশ ভাল হয়। পেট্রোলের মধ্যে সে কোন একজনকে চৌকিদার করে নিয়ে তার চোখ বেঁধে দিয়ে, বাকি স্কাউটদের টুপী (hat) গুলো মাটিতে বা টেবিলের উপর রেখে দিতে হয়। তারপর যে কোন একটা জিনিষ বা একখানা নেকারচিফ্ ঐ টুপীগুলোর যে কোন একটীর মধ্যে রেখে চৌকিদারের চোখ খুলে দিতে হয়। সে এসে ২০ সেকেণ্ডের মধ্যে যে কোন দুইটী টুপীতে হাত দেবে। যদি দুইটীর যে কোন একটীতেও ওই নেকারচিফ্ থাকে, তবে যার টুপীতে থাকবে সেই আবার চৌকিদার হবে। একজন চৌকিদার যদি পাঁচবারেও ঠিক মত হাত না দিতে পারে, তবে তার নাম হবে "পেট্রোল ফুল।"

তখন আবার "পেট্রোল ফুলের" চোখ বেঁধে দিয়ে, তার কাছ থেকে প্রায় ১০ হাত দূরে লাইন করে, সমস্ত স্কাউট দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে "পেট্রোল ফুল" বলে চীৎকার করবে। এই চীৎকার শুনে সে যে কোন একজনের নাম বলে যদি তাকে ধরতে পারে তবে তার জিত। এই রকম পাঁচবার করায় যদি তিনবার তার জিত হয় তবে তার "পেট্রোল ফুল" নামটী ঘুচবে।

স্কাউট—অমিয়কুমার মিত্র,
গোপালগঞ্জ ট্রুপ।

(বোলিন)
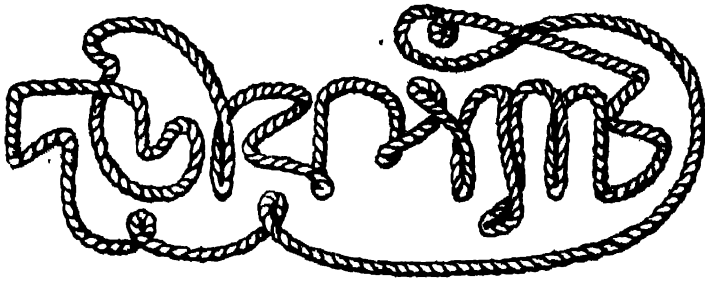
প্রতুল, তোমায় আজ টেণ্ডারফুট টেষ্টের শেষ গেরো 'বোলিনটা' শিখিয়ে দিই এস। অন্য পাঁচটার চেয়ে এটা হয় ত তোমার কাছে খুবই শক্ত আর গোলমেলে ঠেক্‌বে। তা হ'লেও টেণ্ডারফুট হবার পর আরও অনেক শক্ত শক্ত গেরো যখন বাঁধতে শিখ্‌বে তখন এটাই আবার অনেক সহজ মনে হবে।

নাও, দড়ীটার দুটো মুখ দু'হাতে ধর, বাঁ হাতের মুখটা দড়ীটার তলা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে একটা
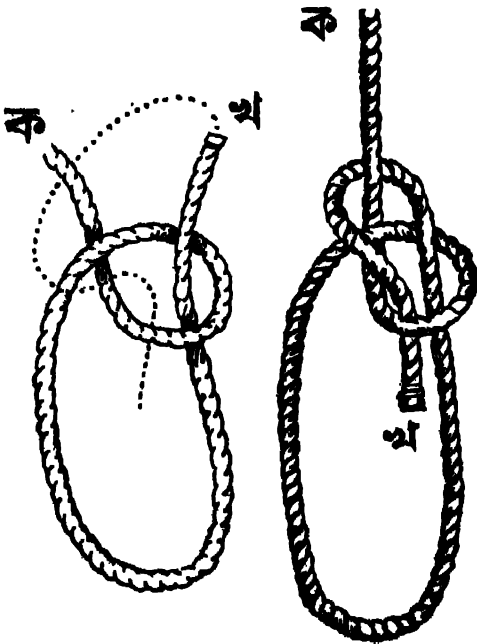
আল্‌গা ফাঁসের মত কর, ফাঁসের মুখটা বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধর, ওটা ত বাঁধা নেই খুলে যেতে পারে। এবার ডান হাতের দড়ীর মুখটা ফাঁসটার তলা দিয়ে ঢুকিয়ে ওপর দিকে বের করে দাও। বের ক'রে দিয়ে ওই দড়ীটাই ফাঁসের দড়ীর যে মুখটা বেরিয়ে আছে, তার তলা দিয়ে ঘুরিয়ে ওপর দিক থেকে ফের ওই ফাঁসের ভেতরেই ঢুকিয়ে দাও। হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে, এই হ'ল বোলিন বাঁধবার নিয়ম। তবে দু'এক জায়গায় একটু সাবধান হওয়া দরকার, তা নইলেই ভুল হ'য়ে যায়। প্রথমে সাবধান হবে ফাঁসটা করবার সময়; বরাবর ঠিক রেখ, যেন মুখটা তলা দিয়ে ঘুরিয়ে ফাঁসটা করা হয়। অবশ্য ওপর দিয়েও করা যায় কিন্তু তা কর্‌লে ডান হাতের মুখটা তখন ফাঁসের তলা দিয়ে না ঢুকিয়ে ওপর দিক থেকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। আর এক জায়গায় সাবধান হতে হবে, যখন ফাঁসের দড়ীর তলায় দিয়ে ঐ ডান হাতের দড়ীর মুখটা ঘোরাবে। এই জায়গায় প্রায় এই ভুল হয়ে যায় যে, ফাঁসের যে মুখটা বেরিয়ে আছে শুধু তার তলা দিয়ে না নিয়ে, ওই মুখটা আমরা ফাঁসের যে দড়ীটা ঘুরে গেছে সেটার তলা দিয়ে শুদ্ধ ঘুরিয়ে নিই, কিন্তু তা কর্‌লেই গেরোটা ভুল হয়ে যাবে। এই দু'টা জায়গা ঠিক মনে রেখ, তা হলে আর এটা বাঁধতে তোমার কোন গোলমালই লাগবে না।

এ গেরোটার একটা প্রধান গুণ এই যে, এটা কখনও হড়কে খুলে যায় না। যত জোরই তুমি দাও না কেন দড়ি ছিঁড়ে যাবে তবু গেরো খুলবে না, বরং যত জোর পাবে গেরোটা তত আরও এঁটে যাবে। আগুন থেকে লোককে টেনে আনবার সময়

এই গেরোরই ব্যবহার হয়। ওই বড় ফাঁসটা লোকের বগলের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে দড়ীর অন্য মুখটা ধ'রে তাকে টেনে আনা হয়। খুলে যাবার ভয় নেই বলেই ওরকম জায়গায় এটা ব্যবহার করে। এমন কি ওপর থেকে এই বোলিন দিয়ে লোককে নামান যায়। সে সময় ফাঁসটা আরও ছোট করে কর্ত্তে হয়, যেন লোকটা গলে না পড়ে। তার পর যে রকম করে ঘোড়া ঘোড়া খেলবার সময় দড়ী পরাও তেমনি করে ওই ফাঁসটা তাকে পরিয়ে ওপর থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। এই রকম করে ওপর থেকে নামানর জন্য একরকম গেরো আছে; সেটা আরও ভাল, আর তাতে মোটে লাগে না। দিব্যি আরামে বসে নামা যায়, ঠিক চেয়ারের মত। সে জন্য সেটাকে বলে 'চেয়ার ম্যানস নট্'। তুমি টেণ্ডার ফুট হয়ে গেলে সেটাও তোমাকে শেখাব।

পেট্রোল লীডার—অমর দেব

দুষ্টু

তখন আমি দুষ্টু ছিলুম, এতদিনে বোধ হয় লক্ষ্মী হয়েছি। আগে তখনকার কথাটাই বলে ফেলি——সবাই আমায় দুষ্টু বলত তাই আমি দুষ্টু—মা বলে দুষ্টু, কাকী-মা বলে দুষ্টু, ঠাকুর-মাও তাই বলে, পিসিমার মতও ঐ রকম। সে দিন সইমা বিজয়ার পেন্নাম কর্‌তে এসেও আমায় দুষ্টু বলে গেলেন। সুতরাং আমি যে একটা বড় রকমের দুষ্টু সে বিষয়ে আর সন্দেহ হ'তে পারে না। তবে আশা এই যে, বাবা কিছু বলেন না; আমায় দুষ্টুও বলেন না, লক্ষ্মীও বলেন না। এমন কি মা যখন রেগে মেগে আমার সমস্ত দুষ্টুমির বিবরণ বাবার কাছে বল্‌তে যান, বাবা তখন তাহাতে ভাল করে কান দেন বলে ঠিক মনে হয় না, হেসেই সে সব কথা উড়িয়ে দেন—আর এই জন্যেই আমি লক্ষ্মী হবার কোন চেষ্টাই করি না।

এরপর আমি একটু বড় হয়েছি, বুদ্ধিও নিশ্চয় বেড়েছে, আবার সেভেন্থ ক্লাসে ফার্ষ্ট হয়ে উঠেছি। তবে দুঃখু এই যে ফার্ষ্ট হওয়ার দরুণ ১টা মেডেল আর পাঁচখানা বই প্রাইজ পাওয়া সত্ত্বেও বাড়ীর মেয়েদের কাছে আমি যে দুষ্টু সেই দুষ্টুই রইলুম, উপরন্তু দিন দিন সুনাম বেড়েই চল্‌ছিল। এমন কি বড়দের দেখাদেখি তেলপোঁটকা ছোট বোন আভা অবধি বল্‌তে শিখেছে "দুত্তু"। সেদিন বিকেলে যেই নতুন ফুল-কাটা চায়ের পেয়ালাটায় একটা ব্যাকের স্যুট ধাই করে মেরেছি, পাজিটা অমনি তা মাকে বোলে দিয়েছে। ইচ্ছা কচ্ছিল বেশ ঘা কতক উত্তম মধ্যম পিঠে দিয়ে দিই—যাতে আর পাকামি না করে।

আশ্চর্য্য এই যে আমি নিজে ভেবে পাইনে, আমার দুষ্টুমিটা কোথায়—আমি ত লক্ষ্মী হয়ে থাকি। গেল মাসে একাদশীর দিন মা ঠাকুমার জন্যে কি একটা জিনিষ আমায় লুকিয়ে তাকে তুলে রাখলেন, আমিও সেটার সন্ধান না নিয়ে নিশ্চিন্তি হ'তে পাচ্ছিলুম না, তাই দেওয়ালের উপর পেরেকটায় পা দিয়ে উঠেই দেখ্‌তে পেলুম, তস্য ভ্রাতার দোকানের খাসা চার-কোনা বরফি তায় আবার গোলাপের পাপড়ি দেওয়া—তাড়াতাড়ি আমার কর্ত্তব্য ঠিক করে ফেল্‌তে হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে যে বারোটা তস্য ভ্রাতা ছিল সেগুলি সবই মস্ত পেটে চলে গেল। আচ্ছা, এতে আমার দোষ কোথায়,

এ ত একটা ম্যাজিক হ'ল। এ দিকে আমার পায়ের ভরে দেওয়াল থেকে পেরেকটা খসে পড়ে গেল, তাতে ঝোলান মধুর শিশিটাও সেই সঙ্গে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল, তার উপর দেওয়ালের চুণবালি খসে পড়ল। মা এই দেখেই রাগের প্রথম চোটটা আমার পিঠে চালিয়ে নিলেন আর বাবা কোর্ট থেকে আসতে না আসতে আমার মামলা পেশ করে দিলেন, ঠাকুমাও তস্য ভ্রাতার অভাবটা সাক্ষী স্বরূপে দায়ের করতে ভুললেন না। বাবা তখন বড় ব্যস্ত, কি মিটিংএ বুঝি যেতে হবে। ২।৩ বার কানমলা দিয়েই রায় দিলেন, বাঁদর ছেলে, কাল থেকে রোজ আমার কাছে পড়্তে বসবি। তখনকার মত নিস্তার পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম, কিন্তু এ অপমান অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তাই তখুনি ঠিক করে বসলুম্ আজ আমি খাব না, মরে গেলেও না, কিছুতেই না, বাবু বক্‌লেও না। আর ভাব্‌তে লাগলুম এতে আমার কি দোষ—দোষী ত মা ও যে মিস্ত্রি বাড়ীর দেওয়াল গেঁথেছে—মা যদি আমায় না লুকুতেন ত বড় জোর ৬টা বরফি আমি কেড়ে বিকুড়ে খেতুম, তা হলেও ত বুড়ির জন্যে ৬টা থাকত। দোষ মায়ের কিন্তু "যত দোষ নন্দ ঘোষ" সুতরাং দোষ ত আমার হবেই। আর যে বেটা মিস্ত্রি বাড়ীর দেওয়াল গেঁথেছে তাকে দেখতে পেলেই তার দাড়ির অর্দ্ধেকটা কামিয়ে দোব, তবে তার উপর আমার রাগ যাবে। বেটা নেহাৎ অপদার্থ নইলে দেওয়ালে পা দিতেই পেরেকটা খসে যায় কেন,পয়সা নেবার বেলা ত কিছু কম করে নেয় নি। ভগবানের রাজ্যে এমনই বিচার যে, মায়ের আর মিস্ত্রির দোষে আমার শাস্তি হ'ল। তখনই আর এক প্রতিজ্ঞা করে বসলুম—আমি বড় হ'লে আমার সামনে এত বড় অবিচার আর হ'তেই দোব না। এরপর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়্‌ল, আভা বাঁদরী এসে বলে গেল "বেত্ হয়েছে"—ভাবলুম মেয়েটাকে ছাতে নিয়ে গিয়ে ঢাকনা চাপা দিয়ে জলের ট্যাঙ্কে পুরে রেখে আসি, কিন্তু বাবু যে এখনও বেরুন নি।

তারপর খাবার সময় রাত্রে মা কত ডাকল, কত খোসামোদ করল, ভয় দেখাল। তবু আমি নারাজ "খা ·আ· ব·· না, যাও"। শেষকালে কিছুতে না পেরে, দুখানা চন্দ্রপুলির লোভ দেখাল। কিন্তু আমার সেই উত্তর, মা তখন বিরক্ত হয়ে বাবার কাছে নালিশ করতে গেলেন। মা চলে যেতেই আমার খেয়াল হল, আহা মা যে সত্যি সত্যিই চলে গেল, এদিকে যে অসহ্য রকম খিদে পেয়েছে, আর চন্দ্রপুলি দুখানি চোখে দেখতেও ভয়ানক ইচ্ছা হচ্ছিল। আর একবার কি বলবে না, ইচ্ছা কচ্ছিল মাকে ফিরিয়ে ডাকি—আচ্ছা এবার বল্লেই খাব। ওরে বাপরে—ওদিকে বাবার স্বর শুনলুম বলছেন, "যদি তিন মিনিটের মধ্যে গাধা না খায়, ত হাড় ভেঙ্গে দোব বলগে"।

বাবার কথার স্বর মিলিয়ে যাবার আগেই ঠাকুমা আবার এসে আমায় ডাক্‌ল, আমি ত প্রথমে আমলই দিলুম না, মনে মনে বলছি যেন চলে না যায়। প্রায় তিন মিনিট খোসামোদ করবার পর রাজী হলুম। সর্ত্ত হল কাল সকালেই ৴১০ পয়সা চকলেটের জন্যে দিতে হবে আর রবিবারের মধ্যে সরকার মহাশয়কে দিয়ে একটা ভেলভেটের চটী কিনে দিতে হবে, বাবা যেন কিছুই জানতে না পাবেন, বিন্দুবিসর্গও না—জানতে পাবলেই কিন্তু সেদিন খাব না। ঠাকুমা হেসে বল্লেন "নাবে না, কেউ জানতে পারবে না, তোর ভয় নেই।" তখন আমি বল্লুম কিন্তু মায়ের কাছ থেকে চন্দ্রপুলি দুখানাও আদায় করে দিতে হবে। ঠাকুমা বল্লেন আচ্ছা।

তারপর খেতে বসলুম—চন্দ্রপুলি দুখানা যেই আরম্ভ করেছি, মা অমনি আস্তে আস্তে হাসছেন, আর যে ঠাকুমা এতক্ষণ ধরে খোসামোদ করছিলেন তিনিও ফোক্‌লা দাঁতে মুখ ঘুরিয়ে হাসছেন—অসহ্য—আবার আভা অবধি দেখাদেখি হাসতে সুরু করেছে। এদের সবাইকার হাসি দেখে কাকাবাবু বল্লেন, কি গো, তোমরা সবাই লাফিং-

গ্যাস খেয়েছ না কি? ভাগ্যিস রাগ ভেঙে গেসল্, নইলে সেদিনকার রাত্রের বিরাট খাওয়ার ব্যাপার সবই আমার বরাতে বাদ পড়ে যেত, আর আমার ভাগগুলি সব আভা খেয়ে ফেলত। ছোট হলে কি হয় আভা খায় বেশ, বরং আমার চেয়ে বেশী, তা না হলে দাঁত উঠবার সময় পেটের অসুখ করেছিল! কিন্তু আমার খাওয়া দেখে, সবাই হাসবে কেন—এমন ত কোন সর্ত্ত ছিল না—এমন জান্‌লে কিছুতেই খেতুম না, ভবিষ্যতে সাবধান হতে হ'বে এই রকম জল্পনা কল্পনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরের দিন সকালে উঠে বাবার ঘরে বই নিয়ে পড়তে গেলুম, বাবার কাছ থেকে কথার মানে জিজ্ঞেস করে করে পড়ছি। কি জানি বেশ, যেই "I am an Ass" কথাটার মানে জিজ্ঞেস করেছি, অমনি বাবা বলে উঠলেন 'আমার এখন সময় নেই, যা অন্য কারুর কাছে জিজ্ঞেস করে নিগে', বলে'ই মক্কেলের কাগজ দেখতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরেও আমায় বসে থাকতে দেখে ধমক দিয়ে বললেন, "যা ওপরে পড়গে যা"।

আমিও বই শ্লেট নিয়ে উপরে এসে যেই বারান্দার পর্দ্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকেছি, দেখলুম মা আহ্নিক করতে যাচ্ছে। তাই মাকেই জিজ্ঞাসা করলুম, "মা, এই কথাটার মানে বলে দাও"। বইটা মাকে দিলুম। মাও দেখে শুনে তাড়াতাড়ি বল্লেন যে "মানে হচ্ছে, এই যেমন তুই", বলেই ঠাকুরঘরে চলে গেলেন, আমারও মানেটা ভাল করে বুঝে নেওয়া হল না। এ দিকে বেশ মজা হয়েছে, মা ঠাকুর ঘরে ঢুকতেই ঠাকুমা বল্লেন তুমি ঐ ছোঁড়ার হাত থেকে বই নিয়েছ, ও ছোঁড়া যে ঝাড়ুদারের ছোঁওয়া পর্দ্দা ঠেলে বাড়ী ঢুকল; যাও মা আর একটা কাচা কাপড় পরে এস। মাও তাই ফিরে এলেন, আমি তখন মুখস্ত করছি, I am an Ass মানে "এই যেমন তুই।" মা একটু চটে ছিলেন, তার উপর আমার পড়া শুনেই আরও চটে গেলেন, বল্লেন, ওরে গাধা, I am an Ass মানে 'এই যেমন তুই না।' আমি জবাব দিলুম, তুমি যে এই মানে বল্‌লে। মা বল্‌লে, কি বিপদ, তোর মাথা আর মুণ্ডু I am an Ass মানে··· ···।

ঠাকুমা ডাকলেন—বৌমা, শীগ্‌গির একটু গঙ্গাজল দাও মা। মাও তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে ঠাকুমার ঘরে চলে গেলেন। আমি ভাবলুম মানে বোঝান হয়ে নিশ্চয় গেছে। তাই আমিও মুখস্থ করছি 'কি বিপদ তোর মাথা আর মুণ্ডু'—খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করছি, কারণ পড়া হলেই ঠাকুমার কাছে থেকে ৴১০ পয়সা চকলেটের আদায় করতে হবে। পড়েই যাচ্ছি—Do so to me, কর ঐরূপ আমার প্রতি; I am an ass, কি বিপদ, তোর মাথা আর মুণ্ডু। তবে ঠিক বুঝতে পাচ্ছিলুম না Ass মানে বিপদ, না মাথা আর মুণ্ডু।

মুখস্থ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় কাকীমা হাজির হলেন। আমি ভ্রূক্ষেপই কল্লুম না, কেন করব? কাকীমার সঙ্গে আমার ভারি ঝগড়া। তা ঝগড়া হবে না-ই বা কেন, দোষ ত তার—আমার ঢাকাই পাঞ্জাবীটা সেই যে লুকিয়ে রেখেছে, আজও আদায় করতে পারি নি—আমার দোষের মধ্যে ত তার বোন্‌বার পশমগুলো নিয়ে যে বলটা তৈয়ারী করেছিলুম, সেটা ক্যাবলাদের সঙ্গে ম্যাচ্ খেলতে গিয়ে রাস্তার ডাষ্টবিনে পড়ে গেছল। কিন্তু সেই পেনাল্‌টি কিক্‌টা দিল না, নইলে কিছুতেই সেইদিন হারতুম না। এর জন্যে আমার পাঞ্জাবীটা কেড়ে নেওয়া অন্যায় না? আবার বলে বেড়ান, জামায় তুই কাদা মাখাবি তখন কাচতে গিয়ে সেই চাঁদের-আলো রঙ উঠে যাবে, যখন দরকার হবে তখন পরিয়ে দোব। আচ্ছা তাই যদি হয়, তবে সেদিন যখন "আভায়" ভাতে জামাটা পরব বলে চাইলুম, তখন সেটা পরিয়ে দেওয়া হল না, বলা হল "তুই বাড়ীর ছেলে, ভাল জামার দরকার নেই।" কাকীমা মনে করে নিজে ভারি চালাক, কেউ যেন ওঁর মতলব বুঝতে

পারে না—হয় আমার পাঞ্জাবীটা দিয়ে আভার জন্যে আর একটা ঝিণুক বাটী কিনবেন, না হয় নিজে নেমন্তন্ন খেতে পাঞ্জাবীটা পরে যাবেন বলে পাঞ্জাবীটা রেখে দিয়েছেন—আমি যেন তা বুঝতেই পারি না। আশ্চর্য্য হই; কাকীমার গায়ে আমার এই ছোট্ট পাঞ্জাবীটি হবে কি করে, কাকীমা ত বেশ মোটা, মাও একথা স্বীকার করে সেদিন বল্‌ছিলেন "বলতে নেই, ছোট বোয়ের গায়ে একটু মাস লেগেছে"। ভয় হয়, শেষকালে গোঁয়ারতুমি করে পরতে গিয়ে ছিঁড়ে না ফেলে। কেন বাপু, স্পষ্ট কথা খুলে বললেই হয়—আমি আমার পুরানো ফিরোজা রঙ্‌এর পাঞ্জাবীটি একেবারে দিয়ে দিতে রাজী, একটু যা হাতের কাছে ছেঁড়া, তা হাত ঘুরিয়ে দাঁড়ালে কেউ দেখতে পাবে না।

যাক্ কি বলছিলুম, ভুলে গেলুম, কাকীমা এসে দাঁড়াতেও আমি পাত্তা দিইনি। কাকীমা আমার পড়া শুনে বল্লেন "ওরে, বোকা, তোকে এই কথার এই মানে কে বলে দিলে"। আমি ত কথার জবাব দেওয়ার দরকারই মনে কল্লুম না, পরে ২।৩ বার জিজ্ঞাসা করবার পর সাফ্ উত্তর দিলাম 'মা'। কাকীমা ত হেসে গড়িয়ে যাবার উপক্রম করল। আমি ভাবলুম, কাকা সেদিন যে লাপিন না কি একটা গ্যাসের কথা বলছিল, তাই বুঝি কাকীমা একটু খেয়েছে। ইতিমধ্যে মাও সেখানে এসে পড়ল, দেখাদেখি মাও বুঝি একটু লাপিন গ্যাস খেয়ে হাসতে লাগল। হাসি একটু সামলে দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, ওরে ছোঁড়া, I am an Ass মানে "আমি হই একটি গাধা"। আমিও সেইমত মুখস্থ করিতে লাগলুম, ওরাও যে যার কাজে চলে গেল। খানিকটা মুখস্থ হবার পর আমার খেয়াল হল, নিশ্চয়ই ওদের এবার ভুল হয়েছে, ওরা দুজনেই যখন একসঙ্গে মানে বলে দিয়েছে, তখন ওদের দুজনকেই ত ধরতে হবে—আবার যদি ভুল মানে মুখস্থ করি ত আমার মুখ দেখান ভার হয়ে উঠবে। "আচ্ছা যাতে এই নতুন মানেটা ভুলে না যাই, তা লিখে রাখি", —এই বলেই খাতায় লিখে রাখলুম "I am an Ass মানে, কাকীমা আর মা দুইজনে দুইটি গাধা"। যেই লিখেছি অমনি একটা টিকটিকি পড়ল। সেদিন ঠাকুরমার দিদি আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন, তার মুখেই শুনেছি টিকটিকি পড়লেই কথা সত্যি হয়; সুতরাং আমিও আমার লেখা মানে অভ্রান্ত মনে করে মুখস্থ করছি, এমন সময় দেখলুম, ঠাকুমা মালা হাতে কোরে নীচে নাম্‌ছিল। ভাগ্যিস্ দেখতে পেয়েছি, নইলে বুড়ি নীচে নেমে রান্না চড়ালে, এ বেলা আর পয়সা আদায় হত না। আবার ছোড়া মাখম বেয়ারাটা বাবুর সঙ্গে কোর্টে চলে যেত। কেই বা আমায় কিনে এনে দেবে, মাখমটা আমার বড় কথা শোনে, তবে এক বাক্স ক্যারামেলের মধ্যে যা নিজে দুটো নেবে। আহা, তা নেবে বই কি, গরিব মানুষ ওর ত আর ঠাকুমা নেই, কেই বা ওকে পয়সা দেবে, আর চাকরও বা সে কোথা পাবে যে কিনে এনে দেবে। তা হোক্, তবে বেটা একটা নিলেই পারে তা দুটোই যে আগে থেকে গালে পুরে দোকান থেকে ফেরে।

এদিকে ঠাকুমা নীচে নামে দেখে, আমি বই তাড়াতাড়ি তুলে রেখে, পয়সা আদায় করতে চল্লুম।

(ক্রমশঃ)

সহকারী স্কাউটমাষ্টার—শিবানীপ্রসাদ চৌধুরী।

মুগলির কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই লাল ফুল বল্‌তে বাঘেরা আগুণকে বুঝিয়েছিল; কারণ জঙ্গলের কোনও প্রাণীই একে আগুণ বলে না; তারা এটা লাল ফুল বলেই জানে। জঙ্গলের সব প্রাণীই "লাল ফুলকে" ভয়ানক ভয় করে, আর এর সম্বন্ধে নানা রকম কথা বলে।

মুগলি বল্লে "ওঃ লাল ফুল? হ্যাঁ এত আমি, সন্ধ্যের পর পাহাড়ের তলায় কুঁড়েগুলোর সাম্‌নে অনেক দেখেছি। বেশ, এর খানিকটা আমি আনব।"

গর্ব্বিত হয়ে বাঘেরা বল্লে "হ্যাঁ এইত ঠিক মরদ বাচ্ছার মত কথা; যত শীঘ্র পার তুমি এটা জোগাড় করে তোমার কাছে এনে রেখ; সময়ে অনেক উপকারে আস্‌বে।"

"বেশ" বলে মুগ্‌লি হাত দু'টো দিয়ে বাঘেরার গলাটা জড়িয়ে ধ'রে তার বড় বড় চোখ দু'টোর দিকে চেয়ে বল্লে "কিন্তু এটা কি সত্যি যে শের খাঁ এ সব করে বেড়াচ্ছে"?

'হ্যাঁ একথা আমি ঠিক জানি; সেই ভাঙ্গাতালা যেটা আমায় মুক্তি দিয়েছে, তার ওপর শপথ ক'রে আমি বলতে পারি যে এ কথা সত্যি।"

"তাহলে,—তাহলে, আমিও সেই ষাঁড়টা যার জন্যে আমি তোমাদের দলে ঢুক্‌তে পেরেছি, তার ওপর শপথ করে বলছি যে, শের খাঁকে তার এই কাজের উপযুক্ত প্রতিফল দেব, দেব, দেব।" বলেই মুগ্‌লি ছুটে সেখানে থেকে চলে গেল।

"এইত মানুষের মত কাজ, একেই বলে মানুষ" বলে বাঘেরা সেখানে শুয়ে পড়ে' বলতে লাগল "শের খাঁ দশ বছর আগে ব্যাংএর মত একটা মানুষের বাচ্ছাকে তাড়া করে বেড়াণ'র মত জঘন্য শীকার বোধ হয় আর কখন করেনি।"

মুগ্‌লি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে এগুতে লাগল। তার বুকের ভেতর রক্ত গরম হয়ে উঠল। মুগ্‌লি যখন তার গুহায় এসে হাঁফ ছাড়লে তখন সন্ধ্যার কুয়াশায় চারিদিক ছেয়ে ফেলেছে। মুগলি পাহাড়ের নিচে উপত্যাকার দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লে; বাচ্ছা নেক্‌ড়েরা সব তখন বেরিয়ে গিছ্‌ল; শুধু মা নেকড়ে গুহায় ছিল; মুগলির নিশ্বাসের অওয়াজেই সে বুঝতে পারলে যে, তার ক্ষুদে ব্যাংটির নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

সে জিজ্ঞেস্ করলে "কি হয়েছে আমার মুগ্‌লির?" উত্তরে মুগলি শুধু বল্লে "এই শের খাঁর ফড় ফড়ানি —যাক্ আজ রাত্তিরে আমি পাহড়ের নিচে ওই ক্ষেতের কাছে শীকার কর্ব্ব" বলেই সে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। এটুকু নিচে নেমেই একটা হরিণের দৌড়বার শব্দ শুনে সে থামল, বুঝতে পারল যে দলের নেক্‌ড়েরা শীকার কর্চ্ছে—হঠাৎ বাচ্ছা নেক্‌ড়েদের একটা বিশ্রী চীৎকার সে শুন্‌তে পেল "আকেলা! আকেলা! দেখি তোমার কত ক্ষমতা! এবার দলের সর্দ্দারের পালা; পালাচ্ছে পালাচ্ছে, লাফাও, আকেলা।" মুগলি শুন্‌ল; বুঝতে পারল যে আকেলাও শীকারটা ধরতে পারিনি কারণ সে তার পড়ে যাবার শব্দ আর হরিণটার দৌড়ে পালাবার আওয়াজ শুনতে পেল। মুগ্‌লি আর সেখানে দাঁড়াল না। সোজা নিচে নামতে লাগল; ক্রমশঃ

নেক্‌ড়েদের চীৎকারের আওয়াজ মিলিয়ে এল; মুগলি তখন গ্রামের প্রায় কাছাকাছি এসে পৌচেছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে সে কুঁড়ের জানলার তলায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে আপন মনে বল্‌ল "বাঘেরা তাহলে ঠিকই বলেছে। কালই আকেলার আর আমার বিপদের দিন।" সে জানলা দিয়ে উনুনের আগুনটা দেখতে লাগল। রাত্রে, একটি স্ত্রীলোক, বোধ হয় ঐ চাষার স্ত্রী ঐ "লাল ফুলটা"কে কালো কালো বড় বড় টুক্‌রো মত কি সব খাওয়ালে, তাও সে দেখল। তারপর যখন ভোর হয় হয়, কুয়াশা কেটে এসেছে তখন সে দেখল যে চাষার ছেলেটা লাল লাল কতকগুলো টুকরো সেই উনুন থেকে বার করে একটা সরায় করে নিয়ে, গরু চরাতে চলল।

নিশ্চিন্ত হয়ে মুগলি ভাবলে "এই ব্যাপার; একটা অতটুকু মানুষের বাচ্ছা যদি এরকম কর্ত্তে পারে, তবে ত ওতে ভয় পাবার কিছুই নেই।" সে ছেলেটার পিছন পিছন কিছুদূর গিয়ে তার হাত থেকে সেই সরটা কেড়ে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল; আর ছেলেটা অত্যন্ত ভয় পেয়ে চীৎকার কর্ত্তে লাগল।

চল্‌তে চল্‌তে মুগলি, কাল রাত্রে সেই স্ত্রীলোকটিকে যেরকম কর্ত্তে দেখছিল সেই রকম ক'রে সরাটায় ফুঁ দিতে লাগল; খেতে না পেলে "ফুল" টা মরে যাবে এই ভেবে সে শুকনো কাঠের টুক্‌রো, পাতা এই সব দিল। পাহাড়ের ওপর প্রায় অর্দ্ধেকটা উঠে বাঘেরার সঙ্গে তার দেখা হ'ল। তার কালো নরম লোম গুলোর ওপর ভোরের শিশির চক্ চক্ করছিল।

বাঘেরা বল্লে "কাল রাত্রে আকেলার শীকার ফস্‌কেছে। কালই নেকড়ের দল তাকে সাবাড় করে ফেলত, কিন্তু তোমাকেও তারা এই সঙ্গেই নিতে চায়। সারা রাত ওরা তোমায় খুঁজেছে।"

মুগলি বল্লে "কাল রাত্রে আমি ঐ গ্রামে গিছলুম; আমিও প্রস্তুত আছি, এই দেখ"। মুগলি আগুনের সরাটা বাঘেরার দিকে বাড়িয়ে ধরলে।

"বেশ; আমি দেখেছি, মানুষেরা এতে শুক্‌নো ডাল গুঁজে ফুঁ দিত আর সেই ডালটাও এই রকম লাল হয়ে উঠত। কিন্তু এটাকে তোমার ভয় কর্চ্ছে না?"

"না; একটুও নয়; কেন ভয় পাবার কি আছে এতে? এখন আমার যেন মনে পড়ছে—বোধ হয় স্বপ্ন হবে সেটা—যে আমিও যেন এই লালফুলের চারপাশে খেলা করে বেড়াতুম; এর তাপটায় বেশ কেমন আরাম লাগত।"

সেদিন, সারাদিন গুহায় বসে সে সেই লালফুল গুলোতে শুক্‌নো পাতা কাঠ দিতে লাগল আর ফুঁ দিয়ে দিয়ে সেটাকে বাঁচিয়ে রাখল। শুক্‌নো ডাল গুঁজে দিয়ে সে দেখতে লাগল সেটাও কেমন লাল হয়ে উঠে চারদিকে আলো করল। সন্ধ্যার পর যখন ট্যাবকীটা এসে তাকে বেশ কর্কশ স্বরেই বল্ল যে তাকে পাহাড়ের ওপর নেকড়েদের সভায় যেতে হবে তখন সে একটুও ভয় না পেয়ে দিব্যি হাসতে লাগল। ট্যাবকী চলে গেল সে সেই সরাটা আর শুক্‌নো ডাল কতকগুলো নিয়ে সেই রকম হাসতে হাসতেই নেকড়েদের সভায় চল্‌ল।

সর্দ্দার, আকেলা, তার বসবার সেই উঁচু পাথরটার তলায় ঘাড় গুঁজে পড়েছিল। তার মানে যে এখন দলের সর্দ্দারের জায়গা খালি। শেরখাঁও সেখানে ছিল আর কতকগুলো নেকড়ে তার পাশে ঘুরে ঘুরে সকলের সামনেই তাকে খোসামোদ করছিল। বাঘেরা মুগলির কাছেই দাঁড়িয়েছিল আর সেই লাল ফুলের সরাটা দুটো হাঁটুর মাঝখানে রেখে মুগলি আকেলার কাছে এসে বসল। সকলে বসবার পর, শেরখাঁ গম্ভীর গলায় বলতে আরম্ভ করল। আকেলার পূর্ব্বের মত সে ক্ষমতা থাকলে শেরখাঁ সাহস করে এখানে কখন আসতেই পারত না. তা কথা বলা ত দূরের কথা। মুগলিকে চুপি চুপি বাঘেরা বলল "ওর এখানে কোনও কথা বলবার ত অধিকার নেই; একটা কুকুরের

বাচ্ছা ও; তুমি একথা ওকে বল, দেখ ও ভয় পেয়ে যাবে।"

চট করে উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে মুগলি বললে "স্বাধীন নেকড়েরা, শেরখাঁই কি আমাদের দলের সর্দ্দার? আমাদের এ ব্যাপারে ও কেঁদো বাঘটার কি দরকার?"

একটু ভয় পেয়ে শেরখাঁ বল্লে "এখন কেউ সর্দ্দার নেই দেখে, আর এখানে বলবার অনুরোধ পেয়েই—"

"কে তোমায় অনুরোধ করেছে?" মুগলি বলতে লাগল "আমরা কি সব শেয়ালের দল, যে এই বাঘটার পেছন পেছন ঘুরে ওকে খোসামোদ কর্ব্বো? দলের সর্দ্দার নির্ব্বাচন, দলের নেকড়েরাই কর্ব্বে।"

অনেকগুলো নেকড়ে চীৎকার করে উঠল "চুপ কর তুই, মানুষের বাচ্ছা।" অনেকে বল্ল "কেন চুপ করবে? ও ত আমাদের নিয়ম মেনে চলেছে এতদিন।" শেষকালে দলের কতগুলো বড় বড় নেকড়ে গর্জ্জন করে উঠল 'চুপ। ওই মড়া নেকড়েটাকে কথা বলতে দাও।" যখনই দলের সর্দ্দারের কাছ থেকে তার শীকার ফসকায় তখন থেকেই তাকে মরা ব'লে ধরে নেওয়া হয়।

আকেলা তার বৃদ্ধ মাথাটা তুলে শ্রান্ত স্বরে বলতে আরম্ভ করল "স্বাধীন নেকড়েরা, আর তোমরা ঐ শেরখাঁর চাটুকার শেয়ালের দল, আজ বার বচ্ছর আমি তোমাদের চালিয়েছি। আর আমার সর্দ্দারিতে তোমরা কেউ আজ অবধি কখন শীকার কর্ত্তে গিয়ে ফাঁদে পড়নি বা হাত পা খোঁড়া করনি। আজ আমার শীকার ফস্‌কেছি। তোমরা সকলেই জান যে, আমার সর্দ্দারি ঘোচাবার জন্যই কি রকম ক'রে এই চক্রান্তটা হয়েছিল। তোমরা জান যে, আমার দুর্ব্বলতা প্রকাশ করাবার জন্য কি করে একটা তাড়া-খাওয়া হরিণ আমাকে ধরতে বলা হয়। যথেষ্ট চালকী ক'রেই এই চক্রান্তটা করা হয়েছিল। এখন আমাকে এখানে মেরে ফেলবার অধিকারও তোমাদের আছে। বেশ আমি প্রস্তুত, এস কে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? কারণ আমারও, জঙ্গলের নিয়ম অনুসারে এ অধিকার আছে যে, আমি এক এক জনের সঙ্গে লড়ব।"

(ক্রমশঃ)

বাঘেরা—অমর দেব,
৪র্থ—২য় প্যাক কলিকাতা।

স্কাউট দণ্ডের ব্যবহার

অমিয়,

তোমার হাতে ওই যে লাঠি রয়েছে ওটা কি কাজে আসে তা তুমি জান?

অমিয়—হাঁ স্যার, আমার পেট্রোল লীডার আমায় শিখিয়েছেন।

স্কা-মা—মনে আছেত? দেখ সেদিন আমরা যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন একটা মজার কথা শুনেছিলুম।

অমিয়—কি স্যার বলুন না।

স্কা-মা—ওই দেখ, রাস্তায় যখন চলবে কানটাও খুলে রাখতে হয়। শুনলেনা একজন আর একজনকে ডেকে বলছিল—"দেখিছিস ওদের বন্দুক কেড়ে নিয়ে এক একটা ডাণ্ডা হাতে দিয়ে দিয়েছে, এবার ভারত উদ্ধার হল আর কি।"

অমিয়—তাই নাকি স্যার? আমাদের পাড়াতেও ওই রকম সব বলে, কতকগুলো লোক আছে তাদের জ্বালায় স্কাউটের পোষাক পরে বেরুবার যো নাই।

স্কা-মা—তা আমি জানি। ওই ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে সব খুব মজবুৎ কিন্তু একটা কোনও জিনিস ওদের গড়ে তুলতে বল দিকিনি তখন সরে পড়বেন আর অন্য লোকে যদি তা করতে চায় তাতে বাধা দেওয়া, টিট্‌কিরি কাটা টুকু আছে। আমাদের দেশে আজ কাল ইচ্ছা থাকলেও ভাল কাজ করা শক্ত। প্রথমতঃ আমাদের স্বভাবই হচ্ছে যে নূতন কিছু আমরা সহজে নিতে চাইনা স্বভাবতঃ আমরা পরিবর্ত্তন বিরাগ। তারপর আজকাল আবার সময়েরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। দেখা যায় যে ভালই হক আর মন্দই হোক যদি কোনও রকম বিদেশী ভাব থাকে তাহলে আর সে জিনিষ চলবে না। একদল লোক হয়েছেন যাঁরা মনে করেন যে স্বদেশ প্রেম তাঁদের একচেটে জিনিষ তাঁরা ছাড়া আর কেউ দেশকে ভাল বাসতে জানেনা। যদি জিনিষটা ভাল বুঝি আর দেখি যে তাতে আমাদের উপকার হবে তখন সেটাকে যে আমরা নিজস্ব কেন না করে নেব আমি তা বুঝতে পারি না। উপরন্তু আমার মনে হয় যে তা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে আমাদের জাতের কখনও উন্নতি হবে না। সময়ের সঙ্গে চলা চাই আর যেখানে যে জিনিষটি ভাল পাব সেইটি নিজের করে নেব, এই যদি আমরা করতে পারি তবে জাত সজীব থাকবে। যাহোক এরকম টিট্‌কিরি তোমায় অনেক সহ্য করতে হবে, ওখানে শক্ত হওয়া চাই। দেখবে যদি তুমি ঠিক থাক তাহলে ক্রমশঃ ওরাই আর তোমায় বিরক্ত করবে না।

যাক্, তোমায় যা জিজ্ঞাসা করছিলুম এই লাঠি কি কাজে লাগে?

অমিয়—বলব স্যার?

স্কা-মা—বেশত বলনা আমি শুনি।

অমিয়—প্রথমতঃ স্যার ছোট ছোট নালা এর সাহায্যে পার হতে পারি।

স্কা-মা—বেশ, কতটা তুমি লাফাতে পার? গল্প শুনিছি পাকেরা এই লাঠি নিয়ে অনেকটা লাফাতে পারত আর খুব জোরে যেতে পারত। আরকি?

অমিয়—পাগলা কুকুরকে তাড়াতে পারি।

স্কা-মা—হাঁ, তুমি যদি তোমার টুপিটা লাঠির মাথায় দিয়ে লম্বা করে এগিয়ে ধর তাহলে ওই টুপিটাকেই কুকুরটা কামড়াবে। কিংবা দু হাতে ফাঁক করে ধরে যদি সামনে এগিয়ে দাও তাহলে লাঠিটাকেই কামড়াবে, তুমি বেঁচে যাবে। বেশ, তারপর?

অমিয়—ব্যাড়া ডিঙুতে পারি, একজন কেউ যদি লাঠিটা ধরে তাহলে আমি ওর ওপর ভর দিয়ে লাফাতে পারি।

স্কা-মা—একটা যেটা প্রথমেই মনে হয় তাত কই এখন বললে না—যদি তোমাকে কেউ মারতে আসে তাহলে লাঠি দিয়ে তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পার।

অমিয়—হাঁ স্যার, আর লাঠি খেলতে জানলে আরও সুবিধা হয়।

স্কা-মা—তোমাদের আমার লাঠি খেলা শেখাবার ইচ্ছে আছে। যদি কোন ভাল লোক পাই তাহলে আরম্ভ করি। ওটা খুব স্বাস্থ্যকর জিনিষ, সুন্দর ব্যায়াম, আর শরীর গঠন করে। আর কি বল?

অমিয়—দুটো লাঠি পেলে ষ্ট্রেচার (stretcher) করা যায়।

স্কা-মা—হাঁ, দড়ি দিয়ে করতে পার কিংবা চটের থলি দিয়ে, বিছানার চাদরে, মাদুর দিয়ে কোট জামা দিয়েও করা যায়।

অমিয়—তারপর স্যার হাড় ভেঙ্গে গেলে স্প্লিণ্ট (splint) করা যায়।

স্কা-মা—তুমি তাহলে কাষ্ট এড ও শিখছ। আর কি?

অমিয়—ওর মাথায় কতকগুলো পাতাটাতা বেঁধে ঝাঁটা করা যায়।

স্কা-মা—হাঁ, ক্যাম্পে আরও অনেক কাজে আসে।

অমিয়—বালতি বইতে হলে দু তিনটে এক সঙ্গে লাঠিতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

স্কা-মা—আরও অনেক ভারি জিনিষ দুটো লাঠির সাহায্যে বওয়া যায়।

অমিয়—দুটো দুধারে পুঁতে মাঝে দড়ী দিয়ে আর তার ওপর একটা তেরপল কিংবা মোটা কাপড় দিয়ে তাঁবু করা যায়।

স্কা-মা—একটা যদি আরও লাঠি পাও ত সেটা মাঝে বেঁধে দিতে পার তাহলে আরও শক্ত হবে।

অমিয়—ফ্লাগ ষ্টাফ (Flag staff) করা যায় স্যার।

স্কা মা—কি করে করবে?

অমিয়—পর পর তিনটে লাঠি লম্বা করে বাঁধব আর তার পর দাঁড় করিয়ে পুঁতব।

স্কা-মা—বেশ, এই ত তুমি অনেক শিখেছ।

অমিয়—আরও কাজ হয় স্যার—পোল তৈয়ারি করা যায়।

স্কা-মা—হাঁ ট্রেষল্ ব্রিজ (Trestle Bridge) করতে পার কিন্তু অনেকগুলো লাঠির তাতে দরকার হবে। বেশ।

অমিয়—আগুন নেবান যায়।

স্কা-মা—কি করে?

অমিয়—ওই লাঠির বাড়ি মেরে।

স্কা-মা—মারকে তাহলে আগুনও ভয় করে দেখছি।

অমিয়—আরও আছে স্যার। শুয়ে থাকবার বিছানা করা যায়, দোলনা করা যায়।

স্কা-মা—বেশ। ওতে চারটে করে দরকার। একটা আয়াতক্ষেত্র করে তার চার কোণে চারটি খোঁটা পুঁতে চারটে লাঠি চারিদিকে মাটি থেকে একটু উঁচু করে বাঁধ আর তার ভিতরটা শুকন পাতা দিয়ে যদি ভর্ত্তি করে দাও তাহলে বেশ সুন্দর গদির বিছানার মতন হবে। আর ওই যে দোলনা বলছিলে, সেটা ষ্ট্রেচার করে তারপর তাকে টাঙ্গিয়ে দিলেই হতে পারে। আমাদের চিফ স্কাউট স্যার রবার্ট নাকি এই রকম বিছানাতেই শুতে ভাল বাসেন। আরও কিছু জান নাকি?

অমিয়—হাঁ স্যার ভেবে বলছি, লাঠির স্যার অনেক কাজ পাওয়া যায়। ভিড় ঠেলে রাখা যায়, এই আর একটা কাজ।

স্কা-মা—আর র‍্যালিতে যখন "প্যারেড ফায়ার লাইটিং" হয় তখন কি কর?

অমিয়—ওই স্যার আর একটা কাজ—তিনটে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে তেপায়া করা যায় আর তাতে ঝুলিয়ে জল গরম করা যেতে পারে।

স্কা-মা—পাড়াগেঁয়ে লোকেরা যখন দেশে

যায় তখন তাদের বুচ্কিটা কিরকম কাঁধে করে নিয়ে যায় লক্ষ্য করেছ ?

অমিয়—হাঁ স্যার, ওতে ভার ঢের কম বোধ হয়, ওইত আরও একটা হল স্যার।

স্কা-মা—ফল পাড়বার আঁকশি করতে পার, ভারা করতে পার, অন্ধকারে একসঙ্গে চলতে হলে পর পর ধরে ধরে যেতে পার। পুকুরে যদি থালাটা ভেসে চলে যায় তাহলে লাঠিতে একটা দড়ি বেঁধে ছুঁড়ে দিয়ে সেটাকে টেনে আনতে পার—এই রকম আরও কত কাজে লাগে। আর একটা বিশেষ দরকারি কাজ হয়, এতে করে সম কোণ পেতে পার। প্রথমে একটা ওতে মাথার দিকে সোজা ছেঁদা কর আর তারপর ওই ছেঁদাটার সঙ্গে সমকোণ করে ওর মাঝখান দিয়ে আর একটা ছেঁদা কর। এখন যদি একটা কোণ ঠিক সমকোণ হয়েছে কিনা তুমি জানতে চাও তাহলে তুমি সেই কোণের উপর লাঠিটা দাঁড় করিয়ে ওই গর্ত দুটির মধ্যে দিয়ে দেখে দুদিক মেলাও তাহলেই ধরতে পারবে যে সেটা সমকোণ হয়েছে কিনা।

অমিয়—আপনি স্যার কতকগুলো বলে দিলেন।

স্কা-মা—এ ছাড়া লাঠিটা ফুট আর ইঞ্চি ভাগ করে চিহ্ন দিয়ে রাখবে, মাপবার তাহলে অনেক সুবিধা হবে। সাধারণতঃ স্কাউট লাঠি ৫॥০ ফুট লম্বা হয়। একটা ট্রুপে সব লাঠিগুলি মাপের আর এক রকমের হলে সুন্দর দেখতে হয়। আগে আমরা কাঠের লাঠি ব্যবহার করতাম কিন্তু সেগুলো শক্ত হয়না, অল্পেই ভেঙ্গে যায় তাই আজকাল বাঁশের লাঠি সব ব্যবহার হয়। একরকম নিরেট বাঁশ পাওয়া যায় সেগুলি সুন্দর, বেশ শক্ত আর দামেও ঢের সস্তা হয়। কিন্তু যত্ন করা চাই, তেল মাখিয়ে রদ্দুরে দিতে হয়, দরোয়ানরা তাই করে দেখেছ ?

অমিয়—হাঁ স্যার, পাহারাওয়ালারাও করে।

স্কা-মা—দেখলেত লাঠিটার কত ব্যবহার হতে পারে সেইজন্যই স্কাউটদের হাতে লাঠি থাকে। ওটা স্কাউট-পোষাকের অঙ্গ, ওটা বাদ দিলে পোষাকের একটা অংশ বাদ থেকে যায়। তারপর ওই লাঠিতে তুমি তোমার পেট্রোলের পাখির ছবি আঁকতে পার, একটুখানি ছাল তুলে একটা লোহা পুড়িয়ে তা করা যায়, তাহলে হারাবারও সম্ভাবনা থাকেনা। আরও তুমি করতে পার—তোমার স্কাউট জীবনের ইতিহাস তুমি ওতে এঁকে রাখতে পার। ধর বৎসরান্তে তুমি একটা করে ওতে খাঁজ কাটলে, আর প্রত্যেক ক্যাম্পে থেকে ফিরে একটা করে গোল দাগ দিলে, এই রকম যদি কর তাহলে ওই লাঠি তোমায় তোমার স্কাউট জীবনের ঘটনাগুলি মনে পাড়িয়ে দেবে। কেমন না ? তাহলে দেখবে লাঠিটি তোমার কত প্রিয় হবে।

স্কাউটমাষ্টার—নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

মাসিক খবর

১। যুদ্ধে নিহত বীরগণের সম্মান প্রদর্শনার্থে ১১ই নভেম্বর কলিকাতা সেনোটপে যে সম্মিলন হয় তাহাতে অনেক স্কাউট ও কাবরা যোগদান করিয়াছিল। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক (organising) সেক্রেটারী মিঃ এন্ এন্ বসু স্কাউট পক্ষ হইতে একটী ফুলের মালা দিয়াছিলেন।

২। ওয়েম্বলি জাম্বুরীর ফিলম তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে শুনা যাইতেছে শীঘ্রই কলিকাতায় প্রদর্শিত হইবে।

৩। ২য় কলিকাতা সঙ্ঘের ডিঃ কমিশনার মিঃ জে, এ, কার্কাহাম ৯ই নভেম্বর বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

মিঃ এ রবার্টসান দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং ডি, এম, লরেন্সের পরিবর্ত্তে ১ম কলিকাতা সঙ্ঘের অস্থায়ী কমিশনার হইয়াছেন।

৪। গত মাসে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতা পদব্রজে আগমন করিবার যে প্রতিযোগীতা হয় তাহাতে স্কাউটরা অনেক সাহায্য করিয়াছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্কাউটরা নিজেদের দল গঠন করিয়া লইয়া বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় বরাবর সাইক্লে করিয়া আসিয়াছিল এবং সমস্ত বন্দোবস্ত খুব ভালই হইয়াছিল।

৫। গত ১৮ই অক্টোবর ১ম কলিকাতা সঙ্ঘের কাবদের যে ক্রীড়া-কৌতুক হয় তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

৮ম প্যাক ১৩ নম্বর, ১১ প্যাক ১১, ১ম প্যাক—৫, টনিজ প্যাক—৩, ৬ষ্ঠ প্যাক—২, ১৫ প্যাক—২।

ইহা ব্যতীত ৩য় ও ৯ম প্যাক যোগদান করিয়াছিল।

৬। গত ৭ই নভেম্বর বিকাল হইতে ডিঃ, কাবমাষ্টার মিঃ এ, এস, মিচেলের তত্ত্বাবধানে ১ম ষ্টার শিক্ষা দিবার জন্ত একটী ক্যাম্প হয়। বৃষ্টিতে ক্যাম্পের আনন্দ ও কাম্য কর্ম্ম সব নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। বেশীর ভাগ সময়েই ঘরের ভিতর থাকিতে হইয়াছিল। প্রায় ১২ জন কাব শিক্ষক এই ক্যাম্পে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই ক্যাম্পে দক্ষিণ ঝারীর প্যাকের নূতন স্কাফ দেখা গিয়াছিল।

৭। গত ৮ই নভেম্বর শনিবার কলিকাতা বয়-স্কাউট হেড কোয়ার্টারে ১ম সঙ্ঘের এম্বুলেন্স প্রতিযোগীতা হয়। মিসেস্—এ, গিব, ডাঃ বিশপ ও ডাঃ গোস্বামী বিচারক ছিলেন। ৮ম-১ম কলিকাতা ট্রুপ প্রথম হইয়াছিল। অন্যান্ত ট্রুপের নম্বর নিম্নে প্রদত্ত হইল:—৮নং—৭৫, ১নং—৬৭, ১৬নং—৬১, ১১নং—৫৬, ৯নং—৪৯ ১২নং—৪৯।

৮। গত ১৫ই ডিসেম্বর স্কটিস্চার্চ্চ স্কুলে ৪র্থ-২য় প্যাকের কাবেদের একটী সম্মিলন হয়। তাহাতে অনেক ভদ্রমহোদয়গণ ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন—কাবেরা তাহাদের র‍্যালীতে কি করে তাহার কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কাবেরা "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" অভিনয় করিয়াছিল। অভিনয়টী সকলেই খুব উপভোগ করিয়াছিলেন এবং ইহা আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সকলেই খুব প্রশংসা করিয়াছিল। ছোট ছেলেরা যে এত সুন্দর করিতে পারে তাহা অনেকের ধারণাই ছিলনা। এই সম্মিলনীতে প্যাকেতে সিক্সদের ভিতরে যে ত্রৈমাসিক প্রতি-যোগীতা হয় তাহার ফল পঠিত হইয়াছিল। হোয়াইটেরা সর্ব্ব প্রথম হইয়াছিল সেই জন্ত তাহাদের টটেমপোল দেওয়া হইয়াছিল।

৯। গত ১২ই নভেম্বর তারিখে হুগলীর ম্যাজি-ষ্ট্রেট সাহেবের সভাপতিত্বে একটী সভা হয় তাহাতে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ, স্থানীয় স্কাউট সঙ্ঘের

(Local Boy Scouts Association) সভ্য হইয়াছেন :—

১। সভাপতি—রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর।

২। সহসভাপতি—মিঃ আলফাজুদ্দিন আমেদ, বর্দ্ধমান প্রদেশের স্কুল তত্ত্বাবধারকারী।

৩। সভানায়ক—সৈয়দ আলতাফ হোসেন।

৪। ধনাধ্যক্ষ—মিঃ এস্ এন্ রায় আই, সি, এস, ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট।

৫। সেক্রেটারী—মিঃ বি, সি চাটার্জ্জি, হেড মাষ্টার হুগলী কলিজিয়েট স্কুল।

অন্যান্য সভ্যগণ :—

রেভাঃ পি এন নাগ—মিসন স্কুল।

হেড মাষ্টার হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল।

হেড মাষ্টার হুগলী ট্রেনিং স্কুল।

মিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি, এল।

মিঃ আবুল কাসিম—বি, এ, বি, এল।

ক্যাপ্টেন এ, সেন—এম, বি।

১ম চুঁচড়া ট্রুপের স্কাউটমাষ্টার।

২য় চুঁচড়া ট্রুপের স্কাউটমাষ্টার।

মিঃ আর, বি, রামসবোথাম, প্রিন্সিপাল হুগলী কলেজ।

লেফ্‌ট-কর্ণেল—ই, ও থাষ্টন, আই, এম, এস।

মিঃ জে, ই, স্পেনসার—পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

দি কম্যাণ্ডাণ্ট ইষ্টারণ ফ্রনটিয়ার রাইফেলস।

খাঁ বাহাদুর মজরুল আনওয়ার চৌধুরী।

১০। পেট্রোল লীডার প্রভাসচন্দ্র দে কলিকাতা ২য় ট্রুপের স্কাউট ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থে তিনি বিলাতে গমন করেন। শিক্ষা সম্পন্ন করিয়া গত নভেম্বর মাসের ১৫ই তারিখে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে তিনি স্কাউট শিক্ষার্থে গিলওয়েল পার্কে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি একজিবিসন সংক্রান্তে ওয়েম্বেলিতে যে জাম্বুরি হয়েছিল এবং পরে ডেনমার্ক দেশে সকল দেশের স্কাউটের যে মিলন হয়েছিল এ দুইটিতে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি স্বরূপ গিয়াছিলেন।

১১। গত ২৭শে নভেম্বর কলিকাতা বয়স্কাউট হেড কোয়াটার্সে ২য় সঙ্ঘের বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াগিয়াছে—মিঃ এস্ আর দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।
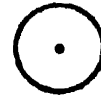
১২। পেট্রোল লীডার—অমরেন্দ্রনাথ শীল ১ম চুঁচড়া ট্রুপের স্কাউট ছিলেন, ভগবান তাঁহাকে উচ্চতর কার্য্যে আহ্বান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

বাঙ্গালীর ছেলে।

মুখেতেই সার বড়াই মোদের
কর্ম্মে কিন্তু বড়ই হীন।
বঙ্গজননী সন্তান মোরা
পথের ভিখারী হতেও দীন॥
পৈতৃক পেসা পরের চাকুরী
কি দৃঢ় নিগড় দিয়াছে পায়।
ছিড়ি সেইপাশ স্বাধীনতা ধন
পাবি না কিছুতে, লভিতে চায়॥
কিশোর বয়সে কতই মহৎ
আশা, এ হৃদয়ে জাগিতে থাকে।
নিজে যশ লভি সেই যশোহারে
সাজাব মোদের স্বদেশ মা'কে॥
না হইতে গত সে সুখের কাল
সংসার ভারে পীড়িত হায়।
হতে হয় সেই পরের চাকর
মাসিক কয়েক মুদ্রা আয়॥
স্বাধীন ব্যবসা চাষবাস আদি
করি না সে কাজ বড়ই হীন!
বঙ্গের মোরা যোগ্য পুত্র
পথের ভিখারী হ'তেও দীন॥

সমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

স্বরলিপি

কথা ও সুর—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়　　　**স্বরলিপি—সমর দেব**

র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সার্রে	নি	নি	নির্সা	ধা	ধা	ধা
।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
য	খ	ন	স	ঘ	ন	গ	গ	ন	গ	র	জে
জ্যো	ৎ	স্না	হা	সি	ত	নী	ই	ল	আ	কা	শে
আঁ	ধা	রে	আ	লো	কে	কা	ন	নে	কু	উ	ঞ্জে
ব	হু	দি	ইন্	প	রে	হ	ই	ব	আ	বা	আর

পা	পা	পা	পা	নি	ধানিধা	পা	হ্মা	পাহ্মা	গা	া	া
।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
ব	রি	ষে	ক	র	ক	ধা	আ	আ	রা	আ	আ
য	খ	ন	বি	হ	গ	গা	আ	আ	হে	এ	এ
নি	খি	ল	ভু	ব	ন	মা	আ	আ	ঝে	এ	এ
আ	প	ন	কু	টি	র	বা	আ	আ	সী	ঈ	ঈ

রে	গা	রে	গা	মা	মা	গা	গা	গামা	রে	সা	া
।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
স	ভ	য়ে	অ	ব	নী	আ	ব	রে	ন	য়	ন
স্নি	ই	গ্ধ	স	মী	রে	শি	ং	রে	ধ	র	ণী
তা	হা	আর	হা	সি	টি	রা	আ	জে	হৃ	দ	য়ে
হে	রি	ব	বি	র	হ্	বি	ধু	র	ব	য়া	নে

সা	রে	গা	হ্মা	া	পাহ্মা	গা	হ্মা	ধা	পা	া	া
।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
লু	উ	প্ত	চ	অ	ন্দ্র	তা	আ	আ	রা	আ	আ
মু	উ	গ্ধ	ন	য়	নে	চা	আ	আ	হে	এ	এ
তা	হা	রি	মু	র	লী	বা	আ	আ	জে	এ	এ
মি	ল	ন	ম	ধু	র	হা	আ	আ	সি	ই	ই

পা	ধা	পা	ধানিসা	সা	সা	সারে	সা	সা	সা	সা	সা
দী	ঈ	প্ত	ক	রি	সে	তি	মি	র	জা	আ	গে
ত	খ	ন	প	রা	ণে	বা	আ	জে	কা	হা	র
উ	জ্জ	ল	ক	রি	য়া	আ	ছে	দূ	রে	সে	যে
শু	নি	ব	বি	হ	গ	নী	র	ব	ক	অ	ণ্ঠে

সা	রে	রে	রে	রে	রেগারে	সা	গা	রে	গা	া	া
কা	হা	আর	আ	ন	ন	খা	আ	আ	নি	ই	ই
মৃ	দু	ল	ম	ধু	র	বা	আ	আ	নী	ই	ই
আ	মা	আর	কু	টি	র	খা	আ	আ	নি	ই	ই
মি	ল	ন	ম	ধু	র	বা	আ	আ	নী	ই	ই

পা	মাগা	া	রে	গা	রে	সানি	রে	সা	নি	ধা	পা
আ	মা	র	কু	টি	র	রা	আ	নী	সে	যে	গো

পা	ধা	নি	নি	নি	নিসানি	ধা	নি	রে	সা	া	া
আ	মা	র	হৃ	দ	য়	রা	আ	আ	নী	ঈ	ঈ

এই গানটির তালাঙ্ক এইরূপ হইবে :—

0						+			৩		
সা	সা	সা	সা	সা	সারে	নি	নি	নিসা	পা	ধা	ধা
য	খ	ন	স	ঘ	ন	গ	গ	ন	গ	র	জে

অন্য লাইনের তালাঙ্কও এইরূপই হইবে।

এই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "বজের স্কাউট" কবিতাটি এই সুরে গাওয়া যায়—সম্পাদক।

SCOTTISH CHURCHES COLLEGIATE SCHOOL TROOPS AND PACKS.
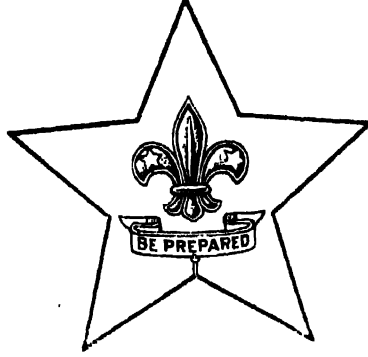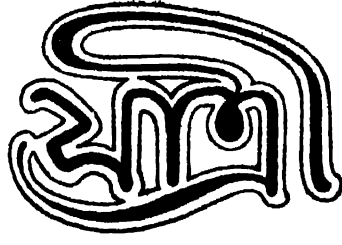
১ম বর্ষ | পৌষ—১৩৩১ | ৭ম সংখ্যা

অভয়

অর্ণবে দেরে আজি
ভাসাইয়া তরণী ;
নির্ভয়ে পার হ'রে
দুর্গম শরণি।

উত্তাল উদ্দাম
নাচিবে তরঙ্গ,
গগনের মেঘে হবে
বিদ্যুৎ-ভঙ্গ ;

ঈশানেতে ধন দেয়া
করিবে রে গর্জ্জন ;
ভীমবেগে ছুটিবেরে
দখিণা প্রভঞ্জন।

নির্ভয়ে যারে চলে
নাহি কোন শঙ্কা ;
সত্যের ধ্বজা তুলে
বাজাইয়া ডঙ্কা।

সিদ্ধির পথে, স্মরি
মঙ্গল দাতৃ,
উৎসাহ-ভরা বুকে
চলে যারে যাত্রী।

স্কাউট—শৈলেন্দ্র চন্দ্র দত্ত,
১ম—করিমগঞ্জ ট্রুপ শ্রীহট্ট।

—o—

সম্প্রতি স্কাউটিং সম্বন্ধে কোনও বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের কথাবার্ত্তা হয়। কথাটা তিনি নিজেই পাড়েন, কতকটা আলাপ হিসাবেই, কিন্তু তাঁর কথার ভাবে আমাদের মনে কিরকম যেন খটকা লাগে যে তাঁর এ বিষয়ে আন্তরিক সহানুভূতি বোধ হয় নাই, অথচ জানা ছিল যে ছেলেদের উন্নতিকল্পে যে কোনও রকম চেষ্টায় তিনি উৎসাহী, সেজন্য কেন এরকম ভাব হল এই জানবার জন্য আমাদের আগ্রহ হয় আর সেই ভাবেই তাঁকে প্রশ্ন করি। কিছু ইতঃস্তত: করবার পর তিনি এই ঘটনাটীর উল্লেখ করেন যে একদিন তিনি কলিকাতার ট্রামে যাচ্ছিলেন আর সেই ট্রামখানিতে কতকগুলি বাঙ্গালি স্কাউট-বালক ছিল, যথাক্রমে ট্রামের কণ্ডাক্টারটি তাদের কাছ থেকে টিকিট চাইলে তাদের মধ্যে একজন ট্রামগাড়ীর জন্য যে স্কাউট-পাশ দেওয়া হয় তাই বা'র করে দেখায়। কণ্ডাক্টারটি বোধ হয় আগে কখন ঐরকম স্কাউট-পাশ দেখে নাই আর ইংরাজি ভাষায় বুৎপত্তিও কম ছিল কাজেই সে জিজ্ঞাসা করে যে ওটি কি। স্কাউট-বালকগুলি তাতে বড়ই বিরক্ত হয় আর ওই নিরীহ বেচারাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করে, দু'একজন ওরই মধ্যে তাদের স্কাউট ব্যাজ দেখিয়ে উদ্ধত ভাবে বলে যে এই আমাদের টিকিট আরও ঐ রকম কথা। এতে তিনি বিরক্ত ও দুঃখীত হন এবং তাদের বলেন যে এই তোমাদের স্কাউটশিক্ষার ফল, কেন ও জানে না ওকে ত তোমরা একটু বুঝিয়ে দিলেই পার, ওর যদি সে বিদ্যা থাকবে তা হলে ও আর কণ্ডাক্টারি করতে আসবে কেন। তারপর আমাদের বলেন যে সবই ভাল কিন্তু কি রকম যেন ছেলেরা ফিরিঙ্গির মতন হয়ে যায়। কথাগুলি আমাদের প্রাণে লাগে। আগেও এ অপবাদ শুনা গেছে যে স্কাউটিংএ ছেলেদের মধ্যে বিদেশীভাব এনে দেয়। কিন্তু কেন তা হবে? স্কাউটিংএর যা শিক্ষা প্রণালী আর তার যা আদর্শ এতে কখনও এ ভাব আনতে পারে না বরং তাতে এর ধ্বংসই সম্ভব। অবশ্য এরপর আমরা তাকে সাধ্যমত বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে কেবলমাত্র একটি ঘটনার উপর ভিত্তি স্থাপন করে তার এই ধারণা ঘটন করা অন্যায় হয়; নিশ্চয়ই তারা কোন নূতন দলের স্কাউট তাই তখনও তারা যথার্থ স্কাউট শিক্ষা পায় নাই। এটি অবশ্য সকলেই স্বীকার করবেন যে সৎ শিক্ষার ফল একদিনেই পাওয়া যায় না, সময় সাপেক্ষ। স্কাউট পোষাক অঙ্গে দিলে যদিও বাহ্য জগতের কাছে তাদের ভিন্ন পরিচয় হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনের পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়, ইত্যাদি। ফলে তার সহানুভূতি আমরা ফিরে পেয়েছি কি না জানি না, কিন্তু এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে আমরা যারা স্কাউট বলে পরিচয় দিই আমাদের দায়িত্ব কত। দু'এক জনের ভুলে আমরা আমাদের বন্ধুদেরও এ জিনিষটির উপর বিশ্বাস নষ্ট করে দিই, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে এখনও স্কাউটিং নূতন, কার্য্যক্ষেত্রে এর উপকারিতার সম্বন্ধে এখনও মতভেদ আছে, কাজেই আমরা সকলের সহানুভূতি চাই এবং যে ক'জন আমরা স্কাউট আছি আমাদের নিজেদের আচার ব্যবহারে দেখাতে হবে যে এর উপকারিতা কি। আমাদেরই এর প্রমাণ স্বরূপ হতে হবে, আমাদের এ কঠোর দায়িত্ব। যদি আমাদের নিজেদের স্কাউটিংএ বিশ্বাস থাকে আর জগতে এর প্রসার চাই তাহলে আমাদের এ দায়িত্ব ঘাড়ে করে নিতে হবে। আশা করি আমাদের স্কাউটমাষ্টাররা সকলেই এ দায়িত্ব উপলব্ধি করেন আর আনন্দের সহিত তা বহন করতে প্রস্তুত।

স্কাউট নিয়মাবলী

৬। স্কাউট জীবের বন্ধু।

অমিয়,

আমাদের পাঁচটা নিয়ম হয়ে গেছে, সবগুলো মনে থাকচেত ?

অমিয়। হাঁ স্যার।

স্কা-মা। আজ তাহলে ছয়েরটা নেওয়া যাক্ ? ওটা হচ্ছে "স্কাউট জীবের বন্ধু"। ওটা ত আর তোমায় বোঝাবার কিছু দরকার নাই, কি বল ? পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকল জীবই সেই এক ভগবানের সৃষ্টি, তাদেরও প্রাণ আছে আর সুখ দুঃখের বোধ আছে কাজেই আমাদের উচিৎ সর্ব্বদা মনে রাখা যেন তাদের আমরা অযথা কষ্ট না দিই বরং তাদের সুখ স্বচ্ছন্দের দিকে দৃষ্টি রাখি।

অমিয়। আচ্ছা স্যার তাহলে কি আমরা মাছ মাংস খাব না ?

স্কা-মা। না তা নয়, তোমাদের নিরামিষাশী হতে আমরা বলিনা, আর তাই যদি ধর তাহলেও শাক সবজিওত খাওয়া যায় না, স্যার জগদীশ বসুত বলেন যে গাছেরও প্রাণ আছে। সে কথা নয়, যদি জীবের রাজত্বের দিকে চেয়ে দেখ, দেখবে যে আহারের জন্য এই সংহারই নিয়ম, জীবে জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে এই ভক্ষ্য ও ভক্ষ্যক সম্বন্ধ, কাজেই ও আমরা বলিনা। আমরা খালি এইটুকু তোমাদের কাছথেকে চাই যে তোমরা অযথা কোনও জীবকে কষ্ট দেবেনা। যদি আহারের জন্যও প্রাণ নষ্ট করতে হয় দেখবে যেন মরণের কষ্ট যতদূর সম্ভব অল্প হয়।

অমিয়। তাহলে স্যার যাঁরা শিকার করেন তাঁরাত জীব জন্তু অকারণেই মারেন তাত করা উচিৎ নয় ?

স্কা-মা। অনিষ্টকর হিংস্র জন্তুকে মারা অন্যায় নয় কারণ তাতে পরের উপকারই করা হয়, কিন্তু নিরীহ জন্তু যার মাংসও আহারোপযোগী নয় এরকম জন্তুকে মারা উচিৎ মনে হয়না। শিকারের আদত আমোদ জন্তু মারাতে নয়; চিহ্ন দেখে পেছু পেছু গিয়ে জন্তু খুঁজে বারকরাতেই বিশেষ আমোদ পাওয়া যায়। শিকারিদের মধ্যেও এ নিয়ম আছে যে তাঁরা কোনও জন্তুকে আহত অবস্থায় ছেড়ে আসেন না, তাকে যত শীঘ্র পারেন সংহার করতে চেষ্টা করেন।

অমিয়। মাছ ধরা স্যার ?

স্কা-মা। সেও ওই খাবার জন্য ধরতে পার, কিন্তু শানে আছড়ে আছড়ে মাছগুলোকে মেরোনা, চট্ করে মেরে ফেলতে চেষ্টা করবে। এইত গেল একদিক কিন্তু এ নিয়মটি মানতে হলে শুধু এই করলে চলবে না।

অমিয়। আর কি স্যার ?

স্কা-মা। কাক ধরে তার পায়ে দড়ী বেঁধে ছেড়ে দিলে তার কষ্ট হয়, এটা মনে রাখতে হবে; কিংবা নেড়িকুকুর দেখলে চুপি চুপি তার পেছন থেকে তাকে একটি খান ইট মারলে চলবে না, কি বল এরকম দেখেচত ?

অমিয়। (হাঁসিয়া) হাঁ স্যার।

স্কা-মা। আর বেড়ালের লেজে একটা টিনের কৌটা বেঁধে দিলে তার লাগে। ইসপের গল্পে পড়েছত ব্যাংরা কি বলেছিল ? ব্যাংগুলো যখন থপ্ থপ করে লাফিয়ে যায় ঢিলটা মারতে ইচ্ছে করে বটে কিন্তু তাতে ওদের প্রাণটা যায়। তারপর চড়াই পাখি ধরে খাঁচায় পুরে রাখলে সে কখন বাঁচেনা, তাকে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করা হয়। বন্য পক্ষীকে খাঁচায় পুরবেনা।

আর তারপর যদি পশু পক্ষী পোসো তাদের যত্ন করা চাই, তাদের সময়মত তারা যা খায় তা

খেতে দেবে। তাদের স্বভাবের বিষয় তোমায় জানতে হবে আর সেই মত ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে সাদা ইঁদুর বাবাকে ধরে কিনলে তারপর বাচ্ছা হল, আর পরদিন দেখলে তার মধ্যে দুটোকে ধাড়ি ইঁদুরটা খেয়ে ফেলেছে, তা করলে চলবে না।

অমিয়। হাঁ স্যার আমি আগে জানতুম না, একবার তাই হয়েছিল।

স্কা-মা। এ ছাড়া আরও এতে আছে। ধর তুমি নিজে কিছু অন্যায় না করলে কিন্তু তাহলেই শেষ নয়, তোমায় দেখতে হবে যে অন্যে যেন জীব জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর না হয়। তা যদি না কর তাহলে এ নিয়মটি ঠিক পালন করা হয় না। রাস্তায় যখন ধর গরুর গাড়ির গাড়োয়ান গরুগুলোকে অন্যায় রকম মারে কিংবা লেজ মুলে দেয় তোমার প্রাণে নিশ্চয়ই লাগে কিন্তু সেখানে তোমার চুপ করে দেখলে, চলবেনা তাদের বারণ করতে হবে, তাতেও না শুনে তুমি জীব জন্তুকে নিষ্ঠুর ব্যবহার থেকে রক্ষা করবার যে সঙ্ঘ (S, P. C. A.) আছে তার লোককে তুমি বলে দিতে পার, তারা তাহলে এর যথোচিৎ ব্যবস্থা করবে। এই রকম সমস্ত, তোমায় এ একটা উদাহরণ দিলাম।

অমিয়। আর স্যার ভাড়া গাড়ির ঘোড়া, কত বুড়ো খোঁড়া ঘোড়া ওরা খাটায়।

স্কা-মা। হাঁ, তুমি তা বন্ধ করাতে পার। তারপর দেখ আর এক রকমে তুমি উপকারে আসতে পার—কত পোসা কুকুর, বেড়াল হারিয়ে যায়, তুমি যদি রাস্তায় চলবার সময় নজর রাখ এরকম কোনও দেখতে পেলে তার মুনিবের কাছে যদি তাকে ফিরিয়ে দিতে পার তাহলে সে বেঁচে যায়। বুঝলে?

অমিয়। হাঁ স্যার, ও রকমত স্যার আকচার হয়।

স্কা-মা। তাহলেই দেখ। ভেবেছিলুম আজ আর এ আইনটা নিয়ে বেশী কিছু বলতে হবেনা, কিন্তু দেখছিত অনেকক্ষণ হয়ে গেল আজ তাহলে এই পর্য্যন্ত রইল।

স্কাউটমাষ্টার—নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

স্বাস্থ্য

দেখ অজয়,

তোমার স্কাউটিং শিক্ষা দেখিয়া আমি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি যথার্থ স্কাউটের কর্ত্তব্য ও স্কাউটিং এর উদ্দেশ্য বুঝিয়াছ। কিন্তু তোমাকে আমি আজ আর এক বিষয় দুই একটী কথা বলিতে চাই, তাহা তোমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। তুমি জান যে শরীর সুস্থ না থাকিলে মানুষ কোন কাজই করিতে পারেনা। সকল মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানের মুলেই সুস্থ ও সবল দেহ ও মন, আর মনকে সুস্থ ও সবল হওয়া রাখিতে হইলে দেহ সুস্থ ও সবল চাই। রুগ্ন শরীরে দুর্ব্বল দেহে কাহারও মন প্রফুল্ল থাকিতেই পারেনা। আর জানত প্রফুল্ল মনে কাজ করিলে কাজ কত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, ও কাজে অবসাদ আসেনা। "স্কাউট সদা হাস্যময়"—এই স্কাউট নিয়ম, আর কথায় বলে "কায়মনোবাক্যে" অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে। সুতরাং দেখ কোন কাজ করিতে হইলে প্রথমতঃ শরীরের সুস্থতা প্রয়োজন। এই জন্যই তোমায় এই বিষয়ে গুটীকতক কথা বলিতে চাই। তোমাকে বলার আরও প্রয়োজন এই যে স্কাউটীং করিতে তোমাকে অনেক সময় পিতা, মাতা, ঘর, বাড়ী ছাড়িয়া, মাঠে ঘাটে, বন-জঙ্গলে সময় কাটাইতে হয়; সে সময় সর্ব্বদাই তোমাকে তোমার আপন শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে; সুতরাং তোমার কতকগুলি এমন অভ্যাস হওয়া প্রয়োজন

যাহাতে তোমার স্বাস্থ্য আপনা আপনিই ভাল থাকিবে। মনে ভাবিওনা যে আমি তোমাকে খুব নূতন নূতন, বড় বড় উপদেশ দেব, হয়ত আমি আজ যাহা বলিতেছি তাহা ইতিপূর্ব্বে বহুবারই তুমি শুনিযাছ তথাপি আমি তাহা বলিতেছি কাবণ কথা পুরাতন হলেই তাহা অগ্রাহ্য হয় না, আর কোন বিষয় মনে বদ্ধমুল হইতে হইলে বহুবার তাহার চর্চ্চা করা চাই, ও কোন কার্য্য অভ্যাস করিতে হইলে বহুবার তাহার চেষ্টা করা চাই। তাই বলি আমি যাহা বলিতেছি মন দিয়া তাহা শুন এবং তাহা অভ্যাস কর।

মানুষের শরীরে পুষ্টির জন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন তাহার মধ্যে প্রধান কি কি ?—

বায়ু,জল ও আহার—এই সকল বস্তু শরীরে যথা-রূপে গ্রহণ করিতে ও তাহা হইতে উপকার পাইতে হইলে, ব্যায়াম ও বিশ্রাম এই দুই এরই আবশ্যক। বায়ু, জল, আহার ইত্যাদি কেন শরীরের উপকারী, বা কি উপায়ে তাহারা শরীরের কার্য্য করে, তাহা তোমাকে আমি আজ বিশদ ভাবে বলিতেছিনা কারণ তাহার অধিকাংশই হয়ত তুমি বুঝিতে পারিবেনা, বা তোমার ভাল লাগিবে না। এখন শুন তোমার শরীরের জন্য যাহা প্রধান আবশ্যকীয় বস্তু তাহারই বিষয় বলি ;—

১। বায়ু:—বায়ু দ্বারা আমরা শ্বাস প্রশ্বাস লই। শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা শরীরের রক্ত পরিষ্কার হয় এবং পরিষ্কার রক্ত দেহের পুষ্টি সাধন করে, এই উপায়ে শরীর হইতে অনেক দূষিত বিষও বহির্গত হইয়া যায়। তুমি বলিবে বায়ু ত সর্ব্বত্রই আছে তবে বায়ুর জন্য আমাদের এত ভাবিবার প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন এই যে বায়ু যেমন পরিষ্কার হইলে শরীরের উপকার করে অপরিষ্কার বা দূষিত হইলে বায়ুদ্বারা সেই পরিমাণে বা ততোধিক অপকার হইয়া থাকে। এই জন্যই পরিষ্কার বায়ুর প্রয়োজন। এখন দেখা যাক বায়ু অপরিষ্কার বা দূষিত হয় কিসে ? সহজ বা নির্দ্দোষ বায়ু প্রধানতঃ Oxygen ও Nitrogen নামক দুইটী gas এর মিশ্রণে হয়। ইহাতে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড নামক আর একটি gas প্রায় সর্ব্বদাই অল্প বিস্তর মিশ্রিত থাকে। এই কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসটী শরীরের পক্ষে বিশেষ অপকারী ; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য গ্যাস, জলীয়বাষ্প, ধূম ও ধূলা, কীটাণু প্রভৃতি বহু পদার্থই বায়ু বহন করিয়া থাকে। দেশ, কাল ও অবস্থা ভেদে এই সকল পদার্থের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়া থাকে এবং বায়ুর এই অবস্থাই আমরা ভাল বা মন্দ বলিয়া থাকি। যে বায়ুতে Oxygen এর পরিমাণ অধিক,Carbon dioxide অল্প কোন দূষিত গ্যাস বা কীটাণু ধূলা, ধূম, কয়লার গুঁড়া প্রভৃতি নাই সেই বায়ুই ভাল অর্থাৎ শরীরের উপকারী, আর যে স্থানের বায়ুতে অত্যধিক বিষাক্ত গ্যাস বা জলীয়বাষ্প, ধূলা, রোগের বীজাণু প্রভৃতি মিশ্রিত, সে দেশের বায়ুকে মন্দ বায়ু বলা যায় কারণ শরীরের পক্ষে অপকারী। এই যে তোমরা camping এ গিয়াছ এত দেশ থাকিতে গিরিডি যাইলে কেন ? আর গিরিডি যদিও বা গেলে তবে ষ্টেসনের নিকট লোকালয়ের কাছে বা লাইনের ধারে কি বাজারের নিকট কোথাও না থাকিয়া সেই সুদূর নদীর ধারে যেখানে জন মানব নাই তেপান্তর মাঠের মধ্যে তোমাদের লইয়া যাওয়া কেন হইল বলিতে পার ? তুমি অবশ্য বলিবে ওখানে জল হাওয়া ভাল বলিয়া ; নিশ্চয়, কিন্তু ঐ ষ্টেসনের ধারে বা coal field এর দিকে বায়ু কেন মন্দ ? এত অল্প দূরের মধ্যে বায়ু মন্দ কেন হইল। তাহার কারণ তোমায় একে একে বলি :—

প্রথমতঃ যদি অল্প পরিমাণ স্থানের মধ্যে অধিক লোক বা পশু প্রভৃতি বসবাস করে, তাহা-দের নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু সর্ব্বদাই দূষিত হইতে থাকে, কারণ ইতি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাণি মাত্রই বায়ু হইতে শ্বাস দ্বারা সর্ব্বদাই oxygen লইয়া ঐ বায়ুতে carbonic acid gas ও কীটাণু প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া বায়ু দূষিত করিতেছে। এ ভিন্ন যেখানেই অধিক প্রাণীর বাস সেই খানেই তাহাদের পরিত্যক্ত মল মূত্র ইত্যাদি থাকে ও দূষিত জল জমিয়া থাকে।

সত্যেন্দ্র নাথ গোস্বামি,
মেডিক্যাল অফিসার ৪র্থ-কলিকাতা দল।
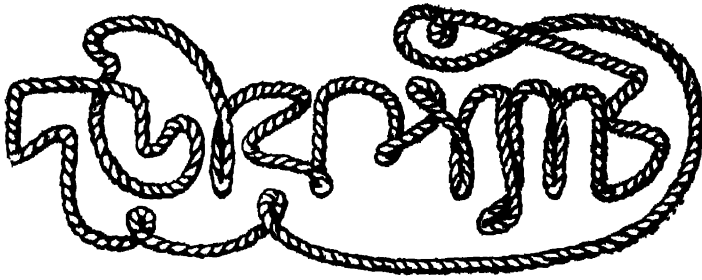
(চেয়ার ম্যান্‌স-নট)

এস প্রতুল, তোমায় টেণ্ডারফুটের সব গেরো গুলো ত শেখা হয়ে গেছে, শুনলুম পরিক্ষা দিয়ে পাশও করেছ এবার এই চেয়ার ম্যান্‌সনটটা শিখতে চেয়েছিলে, শিখিয়ে দিই।
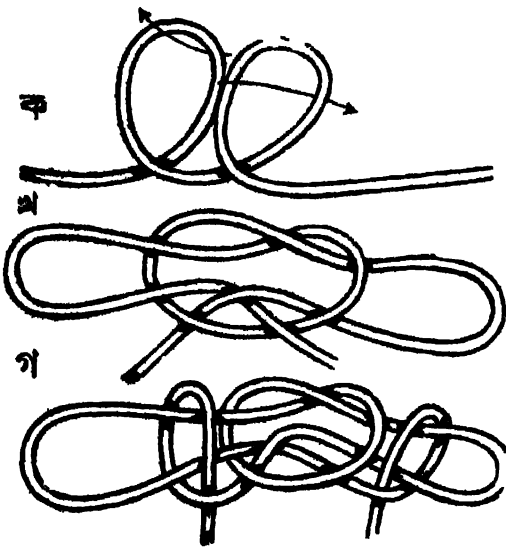
প্রথমে ক্লোভহিচ্ করতে হলে যে রকম কর্তে হয় মনে আছেত? সে রকম কর—হ্যাঁ ঠিকই হচ্ছে, দুবারই ডান হাতের দড়ীটা বাঁ হাতেরটার ওপর দিয়ে গিয়ে দু'টো আলগা ফাঁস কর।

এবার বাঁ দিককার ফাঁসের ডান দিকের মাথাটা ডান ফাঁসটার ওপর দিয়ে, আর ডান দিকের ফাঁসের বাঁধারের মাথাটা বাঁ দিকের ফাঁসের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে টান। টেনে বেশ করে এঁটে দাও। দেখলে দু'পাশে দু'টো বড় বড় ফাঁস হ'ল। এবার ফাঁসের গোড়া দুটো দু'ধারের আলগা দড়ী দিয়ে দু'টো আলগা ফাঁস করে বেঁধে দাও। এই হচ্ছে এর বাঁধবার নিয়ম। তবে এটা বাঁধবার সময় ফাঁস দু'টো আন্দাজে মাপ কর্তে হয়। একটা ফাঁস বরাবরই আর একটার চেয়ে ছোট করে কর্তে হয়। এটা ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে, যাকে নাবাবে তার হাঁটুর তলায় বড় ফাঁসটা আটকাবে আর ছোটটা পিঠের ওপর দিয়ে বগলে আটকে দেবে। দড়ীর লম্বা খুঁটটা রেলিং কি অন্য কিছুতে বেঁধে নেবে, আর দড়ীটা রেলিং-এ কিম্বা গরাদেতে দু'পাক জড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ছাড়বে। সাধারণতঃ বড় দড়ী হলে গেরোটা দড়ীর মাঝখানে করবে, কাউকে নাবাবার সময় দড়ীর আর একটা মুখ কাউকে টেনে ধরতে বলবে, তা নইলে যাকে নাবাবে তার মাথাটা দেয়ালে ঠুকতে থাকবে। বাড়ীতে আগুন লাগলে প্রায়ই নিচে যাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, তখন এতে করে লোককে নাবাবার বড় সুবিধা হয়। যে নাববে তার মোটেই ভয় লাগেনা আর তার পড়বারও ভয় থাকেনা। তা ছাড়া নাবাতেও কোন কষ্ট লাগেনা

অমর দেব

খেলা ধূলা

১। ট্যাগ্-অফ্-ওয়ার বা টানা-টানি

আজ তোমাদের লাঠিগুলো রাখ, রেখে শুধু হাতে এস খেলা যাক। প্রথমে জোর পরীক্ষা করব। সকলে এক লাইন হয়ে দাঁড়াও তারপর ফরম টু ডীপ করে দু লাইন হও। সামনের লাইন এবাউট্ টার্ণ করে দু লাইন মুখো মুখি হয়ে যাও। এবার এই দু লাইনের মধ্যে জোর পরীক্ষা হবে। একে বলে টাগ্-অফ্-ওয়ার কিন্তু দড়ীর দরকার নাই। সামনের লাইনের ১নং তার বাঁ হাত দিয়ে পিছনের লাইনের ১নং এর বাঁ হাত ধর আর ডান হাত দিয়ে পিছনের লাইনের ২নং এর ডান হাত ধর, তারপর সামনের লাইনের ২নং বাঁ হাত দিয়ে পিছনের লাইনের ৩নং এর ডান হাত ধর, এই রকম বরাবর চলবে, সব যোগ করা রইল। দুটো লাইনেরই তিন পা পিছনে একটা করে লাইন করে দাগ দিয়ে রাখ, কিংবা ষ্টাফগুলো লাইন করে সাজিয়ে রাখ। তারপর স্কাউটমাষ্টার যেই 'প্রস্তুত' বলে বাঁশী বাজাবেন দু লাইন দু দিকে টানবে। যে লাইন অপর লাইনের বেশীরভাগ ছেলেদের ওই পিছনের লাইনের অপরপারে টেনে নিয়ে যেতে পারবে তাদের জিৎ হবে। প্রথমে লাইন করে দাঁড়াবার সময় বড়দের ডানদিক থেকে শুরে করে দাঁড়াতে বললে ভাল হয়, কারণ তাহলে প্রায় সমান জোরের আর সমান বয়সের ছেলেরাই সামনা সামনি পড়ে।

২। ক্রোস আর ক্রেন্স (Crows and Cranes)।

আগের খেলায় যেমন সামনা সামনি দুলাইন হয়ে দাঁড়িয়েছিলে সেই রকমই আবার দাঁড়াও। বড় থেকে পর পর ছোট হয়ে দাঁড়িয়ে দুভাগ করে নাও, যাতে সমান সমান জোরের লোক সামনা সামনি পড়ে। তারপর দু লাইনই একপা করে পিছিয়ে গিয়ে মাঝের ফাঁকটি বাড়িয়ে নাও। পিছনের যে দাগগুলি ছিল সেগুলোও আর তিন পা করে পিছিয়ে দাও। এখন এক দলকে কর "ক্রোস" আর একদলকে "ক্রেনস্"। খেলাটা হচ্ছে যে স্কাউটমাষ্টার তিনি ক্রো—ও—ও—বলতে বলতে হয় "ক্রোস্" কিংবা "ক্রেনস্" বলবেন তখন যাদের নাম তিনি বলবেন তাদের না ফিরে পিছন হেঁটে পিছনের ওই দাগ বা লাইন পার হতে চেষ্টা করতে হবে, আর তাদের সামনের লাইনের ছেলেরা তখন তাদের তাড়া করবে। ধর সামনের লাইনের ১নং তাড়া করে পিছনের লাইনের ১নং কে ওই লাইন পার হবার আগে ছুঁলে তখন ঐ পিছনের লাইনের এক নং কে অপর ১নংকে কাঁধে ক'রে সে যে লাইন থেকে দৌড়ে ছিল সেখানে পৌঁছে দিতে হবে। দু লাইনের সমান সমান নম্বর পরস্পরকে তাড়া করবে, অন্যকে নয়।

স্কাউটমাষ্টার কিন্তু Crows বা Cranes না বলে হঠাৎ Crumps বলতে পারেন তখন কেউ নড়বে না, কিন্তু মজা হয় যে সকলেই এত আগ্রহান্বিত হয়ে থাকে যে শুনতে না শুনতে দৌড়ে পড়ে তারপর দেখে সে ঠকে গেছে আর তখন হাঁসি পড়ে।

ইংরাজিতে "Crows" "Cranes" কথাগুলি ব্যবহার হয় কিন্তু আমরা তার বদলে বাংলায় ক্রোর আর ক্রোঞ্চ কথা গুলি ব্যবহার করতে পারি তাতেও সুন্দর হয়।

৩। হুইসিল ডিসিপ্লিন এ খেলাতেও ওই আগের মত দুই লাইন হয়ে দাঁড়াও বড় থেকে ছোট ছোট করে দুসার দিয়ে দাঁড়াবে দুলাইনের মধ্যে এক পা ফাঁক রাখবে। এরপর স্কাউট মাষ্টার যেই বাঁশী দেবেন তৎক্ষণাৎ সম্মুখের লাইন ঘুরে পিছনের লাইনের সঙ্গে মুখো

মুখি হয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে দুলাইনের সমান সমান নম্বর পরস্পর মুখ ভ্যাঙাবে, মারতে যাবে আর পাজি, বাঁদর ইত্যাদি সুসভ্য ভাষায় সম্ভাষণ করবে, কিন্তু এ অবস্থায় স্কাউটমাষ্টার যেই আবার বাঁশী দেবেন তৎক্ষণাৎ আবার সকলে নিস্তব্ধ হয়ে যাবে আর পলকের মধ্যে সম্মুখের লাইন ঘুরে দাঁড়াবে। সম্মুখের লাইন দু একবার ঘোরবার পর তখন সকলকে এ্যাবাউট টার্ণ করিয়ে দিয়ে পিছনের লাইনকে ঘুরতে বলা যেতে পারে। এ খেলায় যেমন আমোদ হয় সঙ্গে সঙ্গে discipline শিক্ষা হয়।

ধাঁধা

১। ক্লাব ঘরের ঘড়িতে টং টং করে ৬টা বাজছে, অনিল নিজের হাতঘড়ি দেখে নয়নকে বললে "এ ঘড়িটায় ৬টা বাজতে ৩০ সেকেণ্ড লাগল।" নয়ন তাতে অনিলকে জিজ্ঞেস করলে "আচ্ছা তাহলে বারটা বাজতে ক সেকেণ্ড লাগবে?" অনিল উত্তর করলে "কেন ৬০ সেকেণ্ড।" বলতে পার অনিলের উত্তরটাকি ঠিক হয়েছিল?

*　　*　　*　　*

২। প্যাকের ২৪ জন কাব রয়েছে, আকেলা তাদের ২৪টা কমলা লেবু একটা ঝুড়ি করে এনে দিয়ে সকলকে একটা ক'রে নিতে বললেন। সকলেই সেইমত একটা করে নিলে কিন্তু দেখা গেল যে শেষে ঝুড়িতে একটা রইল। এটা কি ক'রে হল?

*　　*　　*　　*

৩। হরিশ আর গঙ্গা ক্যাম্প থেকে বাজার করতে যাচ্ছিল সঙ্গে দুটো বিলিক্যান আছে, ১টাতে ৫ পোয়া জল ধরে আর একটাতে ৩ পোয়া। পথে দেখলে যে একজন সরষের তেল বিক্রি করতে যাচ্ছে, ওদেরও এক সের তেল দরকার তাই ওর কাছ থেকে চাইলে। তেলওয়ালা বল্লে যে তার ৮ পোয়া তেল আছে কিন্তু তার পলাটি সে ঘরে ফেলে এসেছে। হরিশ বল্লে তা আর কি হয়েছে আমি মেপে দিচ্ছি। গঙ্গা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে "তা কি ক'রে হবে, কিসে মাপবে?" হরিশ বল্লে কেন এই দুটো বিলিতে হবে, "এই দেখ না" বলে সে দেখিয়ে দিলে কি করতে হয়। কি ক'রে সে করলে বল দিকিনি?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। প্রথমে ১টা দড়ী ছিল ১২ ইঞ্চি আর ১টি ২৪ ইঞ্চি, দুটো থেকেই ৬ ইঞ্চি করে কাটবার পর ১টা হল ৬ইঞ্চি আর একটা হল ১৮ ইঞ্চি।

২। অনেকেই এর উত্তর দিয়েছেন যে ছিপির দাম এক পয়সা তা কিন্তু ভুল। বোতলটার দাম হল 'ছিপির চাইতে এক পয়সা বেশী' তাহলে ৫পয়সা থেকে যদি ৪ পয়সা বাদ দিই তাহলে থাকে এক পয়সা। এই এক পয়সাটা বোতল আর ছিপির মধ্যে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা আধ পয়সা। ছিপির দাম তাহলে ৫১০ পয়সা।

রেডফ্যাং ৩টা টিকিট শেষ পেয়েছিল, এটিওয়া বলা হয়েছে অর্দ্ধেক আর একটা বেশী নিয়েছিল; এটিওয়া আর রেডফ্যাং যা দুজনায় ভাগ করে তার অর্দ্ধেক ছিল ৩+১=৪; তাহলে মোট ৪×২=৮টা ভাগ করেছিল তার মধ্যে এটিওয়া নেয় ৫ আর রেডফ্যাং ৩। ম্যাং নিয়েছিল অর্দ্ধেক আর একটা বেশী তাহলে এটিওয়া আর রেডফ্যাং যা পেয়েছিল সেটা অর্দ্ধেকের ১ কম ছিল। ওরা দুজনে পেয়েছিল ৮ কাজেই ৮+১=৯ ছিল অর্দ্ধেক। ম্যাং তাহলে ৯+১=১০ নিয়েছিল আর সর্ব্বসমেত ১০+৮=১৮ বাঘেরা দিয়েছিল।

*　　*　　*　　*

"শালা"; "চেয়ার" কিংবা "কেদারা"। [অনেকে আমাদের জানিয়েছেন যে "লাশা" দেশ নয় আর "চেয়ার" বা "কেদারা" পশু নয়—তা সত্য—সম্পাদক]

অপদার্থ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর
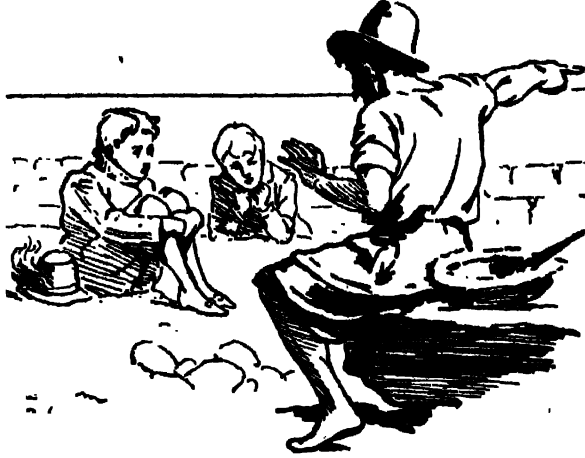
তৎক্ষণাৎ আঠার উনিশ বছরের এক যুবক এসে বৃদ্ধের পায়ের ধুলা নিল। তারপর দুজনের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হ'ল :—

যুবক। গুরুদেব, আপনি আমার চিঠি পেয়েছিলেন ?

বৃদ্ধ। এই যে, হাতে—

যুবক। তা হ'লে আপনি আমার অপেক্ষা করছিলেন ? আপনি শুনেছেন বাবা ও মা দু'জনেই প্লেগে মারা গেছেন ?

বৃদ্ধ। হাঁ, তোমার দাদা আমাকে জানিয়েছিলেন।

যুবক। (কম্পিত স্বরে) আমার বাবা ও মার সঙ্গে শেষ দেখা হল না, পৌছবার আগেই তাঁরা চলে গেলেন।

বৃদ্ধ। দুঃখ কিসের ? যেখানে প্রকৃত ঐক্য, সেখানে কাল ও স্থানের ব্যবধান অর্থহীন। যেখানে হৃদয়ের অনুভূতি, সেখানে মিলন হবেই হবে, কারণ জীবন মৃত্যুর বিচ্ছেদরূপ পার্থক্যের চেয়ে সেই সামঞ্জস্য অনেক বেশী সত্য। যদি হৃদয়ের পূজা দিয়ে থাক, তবে নিশ্চয় পিতা মাতার সঙ্গে আবার মিলন হবে। অনর্থক দুঃখে মজে সেই পূজা লঙ্ঘন ক'র না। শুধু দুঃখ ভালবাসার লক্ষণ নয়। যেখানে প্রকৃত অনুভূতি, সে অবস্থায় উপনীত হতে হ'লে আমাদের সামান্য বিচ্ছেদের কষ্টের ওপরে, দৈনিক জীবনের সুখ দুঃখের ঘূর্ণমান অবস্থা পরম্পরার পরপারে অতীন্দ্রিয়ের সীমারেখা পেরিয়ে, এমন কি সামান্য মনুষ্যত্বও ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে। প্রকৃত ভালবাসা ছিল বলেই বৃদ্ধ স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। তা যদি না করতে পারতেন, তা হ'লে কেবল যে তার কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করা হ'ত তা নয়, স্ত্রীপুত্রের প্রতি ভালবাসারও লাঘব হ'ত। বর্ত্তমান সময়েও দেখ নিউটসে যদিও দয়া ভালবাসার কর্ম্ম মানেন না, যদিও তিনি বলেন যে পদে পদে নিজের অধিকার দাবী করতে হবে, মনে ক্ষমা বা ত্যাগকে মোটেই স্থান দিতে হবে না, কারণ সেগুলি মানুষকে দুর্ব্বল করে, তবুও এসব বলা সত্ত্বেও তিনি স্বীকার করেন যে প্রকৃত কিছু পেতে হ'লে মানুষকে দৈনিক আদান প্রদানের

পারে গিয়ে পৌঁছতে হবে। বায়রন্, পুসকিন্ ভলট্যার, টলস্টয়, হাকসলে, টুরগ্ নিভ্, রুসো, পো, মাইকেল, কোলরিজ সকলেই নিজের অসম্পূর্ণ জীবনের ভেতর দিয়ে ঐ মনুষ্যত্ব ডিঙুতে চেষ্টা করেচেন। সেই জন্যে তারা নিজের অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বড়।

যুবক। গুরুদেব আমিও প্রিয়জনের শোকে অভিভূত হ'য়ে কর্ত্তব্য ভুলে যেতে চাই না। আমি জানি প্রকৃত অনুভূতি কাজের ভেতর দিয়েই সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বৃদ্ধ। তবে কাজ কর।

যুবক। তাই করব। কাজের পন্থাও স্থির করেচি। এখন কেবল আপনার অনুমতির জন্যে প্রতীক্ষা করচি।

বৃদ্ধ। কি ঠিক করেছ বল।

যুবক। আমি ভেবেচি পড়ব না। এত লোকে গ্রেজুয়েট হচ্ছে যে দু'এক জনের তা না হলেও চলে। আমি দেশের জন্যে কিছু করতে চাই, এমন কিছু করতে চাই যা করবার জন্যে এখনও কেউ অগ্রসর হয় নি, আমি এমন কোথাও যেতে চাই যেখানে গিয়ে কেউ এখন কাজ আরম্ভ করেনি। আমার এই সেবার পথ খুবই সোজা হয়ে গেচে। আমার ওপর কেউ নির্ভর করচে না। কোন বন্ধন আমার নেই। দাদা আছেন, তাঁর বিয়ে হয়েছে, সুতরাং বংশের দিক্ থেকে দেখলেও আমার বিবাহ করবার দরকার নেই। আমি যখন কলেজে পড়ি তখনই সেবার মন্ত্র নেব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পিতামাতা থাকতে সেটা সম্পূর্ণভাবে পালন করবার কোন উপায় দেখিনি। এখন ভগবান নিজেই পথ সোজা ক'রে দিয়েচেন। গুরুদেব আপনি বাধা দেবেন না, আমি যে পন্থা স্থির করেছি সেইটাই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ আমি ওর ভেতর দিয়েই পূর্ণ বিকাশ লাভ ক'রব।

রামধারীকে কেউ কখন সুন্দর ব'লে ভাবেনি, কিন্তু এই কথাগুলি ব'লতে ব'লতে তার মুখে এক জ্যোতি ছড়িয়ে প'ড়ল, এবং যেমন ক'রে মেঘের পেছন থেকে সূর্য্য ধীরে ধীরে বেরিয়ে সমস্ত জগৎকে উজ্জ্বল ক'রে তার শোভা পরিবর্ত্তন করে, সেইরকম এই দিব্য ভাব রামধারীর মুখ আলো ক'রে, তাকে যেন বদলে ফেলেছিল। সেই সময় সত্যই তার মুখে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মাধুরী দেখা দিয়েছিল। সেটা কিন্তু ঐহিক নয়।

রামধারীর কথা শেষ হ'লে, বৃদ্ধ তার এই ত্যাগ-সেবা-ব্রত সমুজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, কিছু ব'ললেন না। তারপর আবার জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগলেন। যেন তার চোখ অন্ধকার ভেদ ক'রে, কোন্ সুদূর ভবিষ্যতের আবরণ ভেদ ক'রে দেখতে চেষ্টা ক'রচে। কিছুক্ষণ এইরূপেই অতিবাহিত হ'ল। তারপর বৃদ্ধ রামধারীর দিকে চেয়ে, ডান্ হাত তার মাথার উপর রেখে ব'ললেন—"বৎস যাও, আমার সাধ্য নেই তোমাকে ধ'রে রাখি। তুমি কোথায় যাবে জানি না, কিন্তু যেখানেই যাও না কেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে ইচ্ছা করি তুমি যেন তোমার কাজে সফলতা লাভ কর।"

কিছুক্ষণ পরে যুবক সেই অন্ধকার রাতে বেরিয়ে গিয়ে দক্ষিণ দিকে চ'লতে লাগল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল—আর কিছু দেখা গেল না।

(৬)

গঙ্গোত্রির দুর্গম পথ। গঙ্গোত্রি গঙ্গার উৎপত্তি স্থান, হিমালয়ের অনেক উঁচুতে অবস্থিত। এইটী বড় তীর্থ স্থান, অনেক লোক প্রত্যেক বছর তীর্থ দর্শন ক'রতে যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই আর ফিরে আসে না। এখানে প্রায় সব সময়েই বরফ পড়ে। বছরে কেবল দু, তিন মাস কোনমতে রাস্তায় যাতায়াত চলে। বাকি সময় সমস্ত গমনাগমন বন্ধ। "রাস্তা" বলেচি কিন্তু গঙ্গোত্রির পথ কোন যায়গায় চার, পাঁচ ফিটের বেশী চওড়া নয়, বেশীভাগ যায়গায় তার চেয়েও সঙ্কীর্ণ। একদিকে

প্রচণ্ড খড্, কত গভীর কেউ জানে না, অন্য দিকে সোজা পাহাড়। ঐ রাস্তায় কেউ একলা যায় না। দল বেঁধে এক সঙ্গেই থাকে। প্রত্যেক দলের কাছে একটা মোটা লম্বা দড়ি থাকে, সেটা প্রত্যেকের কোমরে শক্ত ক'রে বাঁধা। হাতে সকলের এক একটা লাঠি। সে গুলির তলায় তীক্ষ্ণ লোহা। এ গুলিকে "বল্লম্" বলে আর তাই বরফে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে হাঁটতে হয়। প্রায় সব সময় তুলোর মত বরফ প'ড়তে থাকে, সুতরাং শক্ত রাস্তা কতটুকু সব সময়ে ঠিক ক'রে বুঝ্‌তে পারা যায় না। এক জায়গায় পা দিতে অনেক সময় বরফের ভেতর দিয়ে সেটা ঢুকে গিয়ে খড়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে, অথবা তুষার পাতের দ্বারা আবৃত হ'য়ে মরবার ভয়ও কম নয়। সেইজন্য প্রত্যেকের কোমরে এক লম্বা দড়ি বাঁধা। সকলেই যেন সেই দড়ির ওপর "গাঁথা"। একজনের পদস্খলন হ'লে, অন্যেরা বরফে "বল্লম" ঢুকিয়ে জোর ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, তাতে যে লোকটী প'ড়ে গেচে, সে একেবারে খড়ের অতল গর্ভে লুকোন বরফের গর্ত্তে প'ড়তে পায় না। এখানে অধিবাসী অল্প। কেবল কয়েকজন "গাড়ওয়ালী পাহাড়ী"। দক্ষিণ সাগরে অবস্থিত দ্বীপগুলির ক্যানিবলদের আর এই পাহাড়ীদের মধ্যে খুব বেশী প্রভেদ নেই।

কিছু দিন হ'ল, এই অঞ্চলে এক যুবক এসে বাস ক'রচে। তাকে কেউ চেনে না, তবে আমরা তাকে শেষ এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা ক'রে অন্ধকার রাত্রিতে বেরিয়ে যেতে দেখেচি। যুবক এই পাহাড়ীদের মধ্যে থাকে, ও তাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করে। সে এদের হাতের কাজ শেখাতে আরম্ভ করেচে। প্রথমে সে এদের ভাষা বুঝতে পারত না, কিন্তু তাতে সে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হয়নি। অনেক চেষ্টার পর সে এখন পাহাড়ীদের ভাষায় কথোপকথন ক'রতে পারে। প্রথমে পাহাড়ীরা ওকে বিশেষ ভাল চোখে দেখেনি, কারণ তাদের মধ্যে সভ্য জাতির কেউ কখন এসে থাকেনি। তারা জানে লোকে তীর্থ দেখতে আসে আবার চ'লে যায়; কিন্তু এই যুবক স্বেচ্ছায় সভ্য জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দিয়ে, যেন এইখানে নিজেকে সমাহিত ক'রে ফেল্‌লে। এটা পাহাড়ীদের কাছে অপূর্ব্ব ব'লে মনে হয়েছিল। কিন্তু কালে তারা ওকে ভালবাসতে শিখেছিল। কার অসুখ ক'রলে, যুবক তখনি তার সেবা ও চিকিৎসা ক'রতে ছুটে যেত, ফলে অনেকে ভাল হ'ত। আগে পাহাড়ীদের মধ্যে কার কোন অসুখ ক'রলে সে মারাই যেত, কারণ চিকিৎসা করবার কোন লোক ছিল না। যুবক যে কেবল পাহাড়ীদের নিয়ে থাকিত এমন নয়। গঙ্গোত্রিতে যে সব যাত্রী আসে, তাদের সুবিধার জন্যে সে স্থানীয় পান্থশালার উন্নতি ক'রতে চেষ্টা করে। অনেক কষ্টে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। যাত্রিদের আসবার সময় হ'লে সে সমস্তক্ষণ তাদের সেবায় ব্যস্ত থাকত। কার কি দরকার, কি অভাব, সেই মোচনে সে নিযুক্ত থাকত।

যে কাজ জগতের চোখে পড়ে না, যে কাজ লোকে দেখতে পায় না, যে কাজে খুব কম লোকেই হাত দেয়, এই যুবক জগতের অগোচরে, সেই অবিদিত কাজকে জীবনের ব্রত ক'রে নিল। নিজের কাজকে কখন সামান্য ব'লে, অথবা দেখবার কেউ নেই ব'লে, অসম্পূর্ণ ভাবে সে কখন করেনি। যতই সামান্য কাজ হউক না কেন সমস্ত প্রাণ ও মন দিয়ে সে সেই কাজ ক'রত।

আজ অনেকদিন পরে রোদ উঠেচে। বরফের অনন্ত রাশির উপর প্রতিবিম্বিত হ'য়ে তা দ্বিগুণ উজ্জ্বল মনে হচ্চে। চোখে যতদূর দেখা যায় কেবলই গিরিশৃঙ্গের পর গিরিশৃঙ্গ বরফে ঢাকা। সমস্ত শাদা, সর্ব্বদাই বরফ পড়চে; কখনও পাহাড়ের গা দেখা যায় না; বরফ প'ড়চে, থামচে, আবার প'ড়চে। উপরের বরফের চাপে

নিজের স্তরগুলি লোহার মত শক্ত হ'য়ে গেচে, খানিকটা গ'লে নিয়ে নদীর সৃষ্টি হচ্চে। এই-রূপ এক বরফের গহ্বর থেকে গঙ্গার উৎপত্তি। কয়েকদিন থেকে যাত্রী আসা আরম্ভ হয়েচে। শিগ্‌গীরই আরও অনেকে এসে প'ড়বে। রামধারী একটা ছোট ঘরে থাকে। সে ঘর সে নিজে স্থানীয় পাহাড়ীদের সাহায্যে তৈরী করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বরফ ও ঠাণ্ডা থেকে আশ্রয় ছাড়া সেটাকে আর কিছু বলা যায় না। ঘরটী ঠিক পথের ধারে। এই যায়গা সবচেয়ে সঙ্কটাপন্ন। এখানে পদস্খলনের খুবই সম্ভাবনা। রামধারী এক অসুস্থ পাহাড়ীর ছেলেকে সেঁক দিয়ে ঘরে ফিরে এসে কি লিখতে বসেচে এমন সময় এক চীৎকার শুনলে। সে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দেখে যে একদল যাত্রির মধ্যে, একজন খডে পড়ে গেচে, এবং সকলের কোমরে যে দড়ি বাঁধা থাকে তাই দিয়ে শূন্যে ঝুলচে। রামধারী বেশ বুঝলে যে এরূপ ভাবে বেশীক্ষণ থাকা লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।......রামধারী একেবারে খডে নামতে আরম্ভ ক'রে দিল। কেবলই বরফে পা পিছ্‌লে যেতে যেতে লাগল। এরকম কাজ স্থানীয় পাহাড়ীরাও বোধ হয় ক'রতে সাহস ক'রত না। যখন রামধারী শূন্যে দোলায়মান সেই লোকের কাছে পৌঁছিল, তখন বরফ ধ'রে নামাতে তার সমস্ত হাত ঠাণ্ডায় অবস হ'য়ে গেচে; সে গিয়ে দেখে যে দড়ির টানে লোকটার রক্ত চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেচে তার ওপর শীতে সে আরও অসাড় হ'য়ে পড়েচে। রামধারী বলিষ্ঠ যুবক। সে তাড়াতাড়ি দড়ি খুলে লোকটাকে কাঁধে ফেল্‌লে। সে যখন স্কাউট্ ছিল তখন "ফায়ারম্যানস্ লিফ্‌ট্" শিখেছিল। ঐ ভাবে অচেতন লোককে নিয়ে যাওয়া খুব সুবিধে। সে এইরূপ ভাবেই লোকটাকে নিয়ে আবার উপরে উঠতে লাগ্‌ল। উপরে লোকেরা এক দৃষ্টে তার দিখে চেয়ে রয়েচে। ক্রমে তার নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ আরও কষ্টকর হ'য়ে উঠচে। সেই ঠাণ্ডায়ও তার সমস্ত শরীর থেকে ঘাম প'ড়তে লাগল। সে ভাবিল এবার বুঝি সে আর পারবে না।—তখনি কিন্তু তার চোখের সামনে এইরূপ আর এক সন্ধ্যার দৃশ্য ভাসতে লাগল, সে যেন প্রতিজ্ঞা করচে, "আমি সর্ব্বসময়ে অন্যের সাহায্য ক'রব..." সে আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জোর ক'রে আঁকড়ে উঠতে লাগল। সে প্রায় উপরে এসে পৌঁছিবে এমন সময় একটা চীৎকার শুনলে, উপর দিকে চাওয়ামাত্র দেখল যে এক বড় বরফের অংশ উপরের বরফের স্তরগুলির চাপে বিচ্যুত হ'য়ে তার দিকে গড়িয়ে আস্‌চে। সে দেখলে উহাকে এড়ান অসম্ভব। কিন্তু অন্য লোকটাকে বাঁচাতে হবে। সে কাঁধের লোকটাকে দুহাতে শক্ত ক'রে ধ'রল, তার পরে যতটা পারে রাস্তার একধারে শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল। বরফের টুক্‌রার ধার তার বুকের পাশে ধাক্কা দিয়ে খডের অতলগর্ভে প'ড়ে অদৃশ্য হ'ল। রামধারীর মুখের ভেতর দিয়ে ঈষৎ রক্তের সরু রেখা দেখা গেল, সে একটু টল্‌তে লাগল, তার পরেই কিন্তু ঠোঁট দুটো চেপে আবার উঠতে আরম্ভ ক'রল। উপরে উঠেই সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল। সে এতক্ষণ যে রক্ত অমানুষিক শক্তি দিয়ে চেপে রেখেছিল, তা মুখ থেকে এখন বেরুতে লাগল।

রামধারী একজন বুড়ী পাহাড়ী স্ত্রীলোকের স্বামীকে রোগথেকে আরোগ্য করেছিল সে এসে তার পা জড়িয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল।

(৭)

"না, বাঁচ্‌বার আশা নেই। আমার একটা পাঁজর ভেঙ্গে ফুস্ ফুস্ ভেদ করেচে। এখানে অন্ততঃ দুশো মাইলের মধ্যে কোন ডাক্তার নেই, আর সে আস্‌বার আগেই আমার সব হ'য়ে যাবে।"

রামধারী নিজের ঘরে গোটাকতক প্যাকিং কেসের ওপর খড় দেওয়া এক বিছানায় শুয়ে। মুখ শুকিয়ে গেচে, কিন্তু তাতে উদ্বিগ্নতার বা অশান্তির

কোন চিহ্ন নেই। নিশ্বাস ফেলতে খুব কষ্ট হচ্চে বলে মনে হ'ল কিন্তু তার জন্যে সে একবারও মুখ বিকৃত করে নি।

খানিক পরে রামধারী আবার বলতে আরম্ভ ক'রল। এবার তার স্বর আরও ক্ষীণ। "আমার ঐ খালি কেরোসিন টিনের ভেতর অনেক কাগজ আছে। সেগুলি গভর্ন্মেণ্টকে পাঠিয়ে দেবে।" তার কথামত টিন্‌ খুলে দেখা গেল যে পাহাড়ীদের শিল্প কার্য্য শেখাবার জন্যে এব স্কুলের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ও কিরূপে ভাল করে তার পরিচালনা হ'তে পারে সে সম্বন্ধে বিশদ্‌ভাবে সব লেখা আছে। এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠারও প্ল্যান আছে, এবং নিজের সমস্ত টাকা রামধারী পাহাড়ীদের জন্যে সেই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্যেই দিয়ে গেচে। রামধারী যে ভাবে থাকত তাতে কেউ ভাবে নি যে তার কাছে এত টাকা আছে। আর একটা মোটা খাতা খুলে দেখা গেল যে সেটা পাহাড়ী ভাষার অভিধান। এই পাহাড়ীদের ভাষার কোন অক্ষর বা অভিধান ইতিপূর্ব্বে ছিল না। এই অভাব মোচনের জন্যে রামধারী এই শক্ত কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। সে সমস্তক্ষণ কাজে রত থেকেও যে সে কিরূপে এই অভিধান তৈরী করবার সময় পেত সেটা আশ্চর্য্য।

রামধারী আর কথা বলে নি, তার মুখের ভাবে বোঝা গেল যে সে জগতের সঙ্গে সমস্ত কাজ মিটিয়ে ফেলেচে। যে সব লোকের ভেতরে সে নিজের সমস্ত জীবন অতিবাহিত করবার জন্যে যৌবনের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বচ্ছন্দতার আশা জলাঞ্জলি দিয়েছিল তারা তার চারিদিকে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই পরিণত বয়স্ক। তারা অসভ্য, কিন্তু আজ সকলেই সেখানে দাঁড়িয়ে ছোট ছেলের মত কাঁদছিল, এবং তাতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে নি।

সাঁজের আলো ক্ষীণ হ'য়ে এসেচে। সব নিস্তব্ধ চতুর্দ্দিকের অসীমতা যেন মানুষের ক্ষুদ্র মনকে নিরাশ করে দিচ্চে। এইরূপ স্থানে এই অনন্তের বিশালতায় মানুষের শক্তি যে কতটুকু তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

সকলেই ভাবচে, রামধারী ঘুমিয়ে পড়েচে। হঠাৎ তার মুখে এক স্নিগ্ধ হাসি দেখা দিতে দু'একজন তার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্‌ল। দেখবার প্রয়োজন ছিল না। তখন রামধারীর মুখে যে ভাব ফুটে উঠেছিল তা প্রাণ থাকতে মানুষের মুখে দেখা যায় না। সেই স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে রামধারীর মৃত্যু-বিজয়ী আত্মা অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল, তার জ্ঞানের উৎসে যেন তৃষ্ণা নিবারণ ক'রে পূর্ণ আনন্দে অনন্ত পথে ব্যাপ্তি ও সমাপ্তির সঙ্গমস্থলে ছুটে চল্‌ল।

বাইরে তুষার পাতের শব্দের সঙ্গে পাহাড়ের গা-ঘুরে আসা বাতাসের ধ্বনি মিশে এক বিশাল বিলাপের রোল বলে মনে হচ্ছিল।

মহীমোহন বসু

১১-২য় ট প।

— ——

ভোলারামের সুখ দুঃখের কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পব)

আলিপুরের চিড়িয়া খানা

ভোলাবামের নাম কবণের কথা তোমাদের সকলেরই মনে আছে। ভোলাবাম আলিপুবেব চিড়িয়াখানা দেখতে গেলে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল তারই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা আজ সে তোমাদেব বলবে।

বাবা অনেক দিন থেকে বলে বেখে ছিলেন এক-দিন আমাদের চিড়িয়াখানা দেখতে নিযে যাবেন। সরস্বতী পূজাব ছুটি কাছাকাছি এলে আমি ও আমার বোন পুঁটি বাবাকে সে কথা মনে কবিয়ে দিলুম। বাবার এসব কথা তেমন মনে থাকেনা —পড়া পড়া, অঙ্ক মাঝে মাঝে যা দেন অনেক দিন পরেও তা ঠিক মনে থাকে। কিন্তু সে দিন আমরা নাছোড় বন্দা হয়ে বাবাকে ধবলুম। সরস্বতী পূজার দিন যাবাব কথা হওযাতে পড়া-শুনার কথা নিয়ে বাবা আপত্তি কর্ত্তে পাবলেন না। আঃ সবস্বতী পুজার ছুটিটা কি মজাবি দিন! দাদা ও আমি, বেণী দাদা, অন্য দিন বাবাব সাড়া পেলেই বই খুলে পড়বাব ঘবে বসে যাই, কিন্তু সরস্বতী পূজাব দিন সকাল থেকে বাবাব সামনে ঘুরে বেড়াচ্চি, খেলচি, বাবাব আব কিছু বলবাব যো নেই। যাহোক অনেক কষ্টে ত বাবাকে বাজি কবলুম। তিনি বল্লেন "তোব নিবাবণ দাদাকে বলে বাখিস, সঙ্গে কবে দেখিযে আনবে"। নিবাবণ দাদা আমাদের পিসতুত ভাই, কলেজে পড়েন, শুনেছি তিনি একজন এসিসট্যাণ্ট স্কাউটমাষ্টাব। নিবারণ দাদাকে আমার বেশ ভাল লাগে, তিনি পড়াশুনা নিয়ে কখন বকেন না, আমাদের বাড়ী এলেই আমাদের সঙ্গে খেলা করেন ও অনেক মজাব গল্প বলেন। বাবার কাছ থেকে চিড়িয়াখানা যাওয়া পাশ কবে বেবিয়ে আসতেই দাদা দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস্ কবলে "কিবে কি হল"। আমি কিছু বলবার আগেই পুঁটিটা বলে উঠল "বাবা যেতে বলেছেন, নিবাবণ দাদাব সঙ্গে"। আমি হলে দাদাকে একটু খোসামোদ করিয়ে নিয়ে বলতুম। দাদা বাবাব কাছে এগোন না, আমাদের দিয়ে যত শক্ত কাজগুলি কবিয়ে নেন্।

আমি, দাদা ও পুঁটি নিবাবণ দাদাব সঙ্গে বেলা ৩টা নাগাদ আলিপুবেব চিড়িয়াখানায় পৌছুলুম। সামনেব ফটক দিয়ে না ঢুকে, ফটকের পাশের বাবাণ্ডায় একটা বেলিংয়ের ঘোবান ছোট দরজা আছে, আমবা সেই দরজাটা ঘুবিয়ে ঘুবিয়ে ঢুকলুম। একজন কবে ঢোকে আব দবজাটা কট্ কট্ কবে ঘুবিয়ে দেয়। সেই দবজা যে ঘুবিয়ে দিচ্ছিল তাব সেপাইযেব মত সাজ পরা আর তার জামাব বাঁদিকেব বুকে কতকগুল মেডেল ঝুলছিল। আমি ঢোকবাব সময় একটু দাঁড়িয়ে সেই মেডেলগুল দেখচি এমন সময় পেছুন থেকে এক মোটা হিন্দুস্থানি আমাকে এক ধাক্কা দিয়ে বল্লে "চলোনা বাস্তামে কেয়া খাড়া হো গিয়া"। অমনি সেই সেপাইয়েব মত লোকটা কট কট্ করে দবজাটা ঘুবিয়ে দিলে, আমিও বেলিংয়েব ধাক্কা খেয়ে ভেতরে ঢুকে গেলুম। ভেতবে ঢুকে পিছন ফিবে দেখি সেই মোটা হিন্দুস্থানিটা দরজার ভেতবে ঢুকেচে, কিন্তু তাব পেটটা এত মোটা যে যখন সেপাই দরজা ঘুবিয়ে দিলে তাব পেটটা প্রায় দরজার মধ্যে আটকে যাবাব যোগাড় হোল তখন সে সেপাইকে বল্লে "আবে ভাই আস্তে ঘুমাও জান মৎ মারো"। সেপাই তখন আবোও জোবে দরজা ঘুবিয়ে দিয়ে

বল্লে "চলো চলো খালি তোমরা ওয়াস্তে ফটক নেহি, বহুৎ সা আদমি খাড়া হেয়"। সে তখন কি করে, কোন মতে ভুঁড়িটাকে কুচকে নিয়ে ঢুকে পড়ল। আমার তাতে একটু আহ্লাদ হোল। আমায় তাড়া দেবার বেলা নিজের ভুঁড়ি যে আটকাবে সে কথা তার মনে হয়নি, এখন নিজেও বেশ তাড়া খেলে।

বাগানে ঢুকে কিছুদূর গিয়েই আমরা বাঁদরের ঘরে ঢুকলুম। সেটা একটা মস্ত ঘর, তার দুপাশে লোহার রেলিংয়ের খাঁচা, খাঁচাগুল মেজেথেকে কড়িকাট পর্য্যন্ত উঁচু। আমরা সঙ্গে কিছু কলা ছোলাভাজা ইত্যাদি বাঁদরদের খাওয়াবার জন্য নিয়ে গেছলুম। বাঁদরের ঘরে গিয়ে নিবারণ দাদা আমাদের সকলের হাতে এক একটি কলা দিয়ে বললেন "দে বাঁদরদের কলাদে, দেখবি কেমন রেলিংয়ের মধ্য দিয়ে হাত বাড়িয়ে কলা নেবে, আর মানুষের মত ছাড়িয়ে খাবে।" দাদা কলাটা একটা মাঝারি বাঁদরের খাঁচার সামনে ধরতেই বাঁদরটা হাত বাড়িয়ে খপ্ করে দাদার হাতথেকে কলাটা নিয়ে, উঁচুতে উঠে গিয়ে, তক্তার উপর বসে বসে খেতে লাগল। পুঁটিটাও একটা এক বত্তি প্যাচা মুখ বাঁদরকে তার কলাটা দিলে। আমি যে খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম তাতে একটা গোদা বাঁদর ছিল। আমার হাতে কলা দেখে সেটাত সরসর করে নেমে এল ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের মধ্যে দিয়ে হাত বার করে দিলে। আমিত তার ভীষণ চেহারা দেখে দুপা পেছিয়ে দাঁড়ালুম তখন সে রেলিং ধরে নাড়া দিতে লাগল ও মুখ খিঁচুতে লাগল। আমার প্রাণটিত তখন শুকিয়ে যাবার জোগাড় হয়েচে। পুঁটিটা বলে উঠল "দাওনা ছোটদা কিছু বলবেনা"। দাদা বল্লে "তুই বড় ভিতু"। উঁরাত ছোট ছোট বাঁদরকে কলা দিয়ে এখন আমাকে উপদেশ দিতে এসেচেন, এগুণ না দেখি এই বাঁদরের কাছে। নিবারণ দাদাও বল্লে "কলাটা বাড়িয়ে ধর ও নিয়ে নেবে"। আমি ভাবলুম আর পেছপা হলে পুঁটি ও দাদা বাড়ী গিয়ে আমাকে আর টিকতে দেবেনা। তখন আস্তে আস্তে কলাটি বাঁদরের দিকে বাড়িয়ে ধরলুম কিন্তু বাঁদরটা এমন দুষ্টু যে আমি কলাটা তার দিকে একটু বাড়াতেই সে ফস্ করে একটা মস্ত হাত বার করে কলাটা ধরবার চেষ্টা কল্লে। আমার হাত থেকে কলাটা পড়ে গেল—খুব ইচ্ছে হল বাঁদরের ঘরথেকে পালাই। কিন্তু যেই একটু পেছু হটেচি আমার মাথাটা একটা মাংস পিণ্ডে ঠেকে গেল। ফিরে দেখি সেই ভুড়িওয়ালা হিন্দুস্থানিটার ঘাড়ে গিয়ে পড়েচি। সে তখন "আরে বাবু এত্না ডার্‌তা কাহে" বলে কলাটা তুলে নিয়ে খাঁচার কাছে ধরতেই সেই বাঁদরটা হাত বাড়িয়ে কলাটা নিয়েই দুই তিন লাফে খাঁচার উপর উঠে গিয়ে একটা তক্তায় বসে কলা খেতে লাগল। বাঁদরটা ভারি দুষ্টু এর বেলা বেশ ভাল মানুষের মত কলাটি নিয়ে চলে গেল, দাঁত মুখ খিঁচুনেই কিছুনা। হিন্দুস্থানিটা তখন দুপা পেছিয়ে গিয়ে হাঁ করে উপর দিকে চেয়ে বলতে লাগল "আরে তুম ভব্‌তাথা দেখো ক্যেসা মজেমে বান্দর কেলা খা রহা।" কিন্তু তাকে আর বেশী বলতে হলনা। পেছুনের খাঁচা থেকে তেমনেই একটি গোদা বাঁদর হাত বাড়িয়ে ফস্ করে তার মাথা থেকে টুপিটি তুলে নিয়ে দুই লাফে উপরের তক্তায় গিয়ে বসল। তখন সে হিন্দুস্থানি "আরে ইয়া কেয়া হুয়" বলে ঘুরে দেখে না বাঁদর বসে বসে তার টুপিটি দাঁতে করে ছেঁড়বার চেষ্টা কচ্চে। আমরা ত খুব হাত তালি দিয়ে হেঁসে উঠলুম, নিবারণ দাদার মুখ দিয়েও একটু ফুচকি হাঁসি বেরুল। এ হিন্দুস্থানিটাকে আমার গোড়া থেকেই ভাল লাগেনি, যেমন আমার পিছনে লেগেছিল তার ফল সঙ্গে সঙ্গে হল। সে লোকটা তখন "আরে হামারা নয়া টোপি একদম্ লোক্‌সান কর রহা, এ দরওয়ান" এই বলে মহা চেঁচামেচি

লাগিয়ে দিলে। নিবারণ দাদা তখন বল্লেন "আরে জি ওহনা চিল্লাও মৎ তব টোপি নেহি মিলেগা। থোড়া ঠহর যাও হাম তোমারা টোপি মাঙ্গায়গা" বলে সকলকে সরিয়ে দিয়ে বাঁদরটাকে একটা কলা নিয়ে দেখাতে লাগলেন। বাঁদরটা প্রথম টুপিটা ছেড়ে কলা নিতে এলনা, তারপর একটা কলা খাঁচায় ফেলে দিতে বাঁদরটা টুপিটা ফেলে দিয়ে নেমে এসে কলাটা নিয়ে খেতে লাগল। ইত্যবসরে বাঁদরের ঘরের দরওয়ান একটা বড লাঠি এনে টুপিটা বার করে দিলে ও হিন্দুস্থানিটার হাতে টুপিটা দিয়ে বল্লে 'কাঁহাকা বেকুফ্ দেহাতিয়া আদমি আপনা কাপড়া সামাল্নে নেহি সেক্তা"। মোটা হিন্দুস্থানি তখন সেই চটুকান টুপিটি ও তার বৃহৎ শরীরটা নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

বাঁদর-ঘর থেকে বেরিয়ে পুঁটি বল্লে "ছোট দাদার কিছু সাহস নেই, নয় দাদা? আমরা কেমন বাঁদরকে কলা দিলুম আর ও ভয়েতেই অস্থির"। আমি তখন সকলের সাম্নে কিছু বল্লুম না কিন্তু মনে মনে ঠিক কল্লুম বাড়ী গিয়ে এর শোধ নেব।

তার পর আমরা অষ্ট্রিচের ঘরের কাছে গেলুম। খানিকটা খোলা জায়গায় রেলিং দিয়ে ঘিরে এদের রেখেচে। আমাদের হাতে খাবার জিনিস দেখে দু তিনটে পাখি লম্বা লম্বা পা বাড়িয়ে রেলিংয়ের ধারে এল। বাঁদর বরং ভাল ছিল, এদের লম্বা লম্বা গলা ও বিশ্রী মুখ ও ঠোঁট দেখে আমি আর বেশি কাছে ঘেসলুম না। পুঁটি ও দাদা তাদের কলাগুল ছুঁড়ে দিলে। আমি তখনও একটু দূরে দাঁড়িয়ে ইতঃস্তত করছিলুম, পুঁটিটা তখন অষ্ট্রিচের দিকে পেছন করে আমার দিকে চেয়ে বল্লে "দাও, দাও তোমার কলাটা আমায় দাও, আমি খাইয়ে দিচ্চি, তোমার ত সবেতেই ভয়"। আমি ভয়ানক রেগে কি একটা বল্‌তে যাচ্চি এমন সময় একটি অষ্ট্রিচ রেলিংয়ের মধ্যে দিয়ে গলা বাড়িয়ে পুঁটির চুলের বিনুনি, যেটা তার পিঠে ঝুলছিল, সেইটি ঠোঁট দিয়ে ধরে একটান দিতেই পুঁটি একেবারে উলটে চিৎপাৎ আর সঙ্গে সঙ্গে কোঁকিয়ে চিৎকার করে উঠল। অষ্ট্রিচটা খাবার মনে করে খেতে গিয়ে যেন একরকম অপ্রস্তুত হয়েই আস্তে আস্তে পা ফেলে দূরে সরে গেল। নিবারণ দাদা দৌড়ে গিয়ে পুঁটিকে তুলে ফেল্‌লেন। আমারও যে ভয় হয়নি তা নয়। অত বড পাখির পক্ষে পুঁটির মত একটা ছোট মেয়েকে খেয়ে ফেলাও বড় শক্ত কথা নয়। আমার পুঁটির অবস্থা দেখে একটু দুঃখই হল, বেচারি বড় কাঁদছিল। দাদা কিন্তু বল্লে "বড় যে সাহস দেখাচ্ছেলে এখন অত কান্না কেন"।

স্কাউটমাষ্টার—দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

নবীন জীবন

নবীন পথের সাধন হেথা,
নবীন জীবন উদ্বোধন।
আয়রে ছুটে, আয়রে সবে
ছিন্ন করি সব বাঁধন।
স্বার্থদ্বন্দ্ব বিসর্জ্জিয়া
পরকে যদি সঁপিবি প্রাণ;
সর্ব্বভূতে প্রীতির বারি
করবি যদি সম্প্রদান;

বিপৎকালে হাস্যমুখে
বিঘ্ন দলি, জীবনপণ,
করবি যদি, আয়রে হেথা
নবীন জীবন উদ্বোধন।
হস্তে নিয়ে সত্যধ্বজা
শুদ্ধপ্রাণে অসীম বল।
আয়রে ছুটে, আয়রে সবে
জীবন যদি করবি সফল,

স্কাউট—শৈলেশচন্দ্র দত্ত,
১ম ট্রুপ, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

মুগলির কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনেকক্ষণ সব চুপ। একলা কোন নেকড়েই আকেলাকে মেরে ফেলবার জন্য তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহস করল না। এই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সের খাঁ গর্জ্জন করে উঠল "বাঃ ওই একটা বুড়ো ফোকলা নেকড়ের কথাতেই তোমরা ভয় পেয়ে গেলে। ওরত মরণ ঘণিয়েই এসেছে। কিন্তু এই মানুষের ছোঁড়াটাও অনেকদিন বেঁচেছে। আর নাঃ; স্বাধীন নেকড়ের দল, তোমরা জান, প্রথম থেকে ও আমার খাদ্য, ওর উপর দাবী আমারই। এবার ওকে আমার হাতে দিয়ে দাও এই দশবছর ধরে ও আমাদের অনেক জ্বালিয়েছে।" উত্তেজনায় অধীর হয়ে বিকটস্বরে সে চীৎকার করে উঠল "দাও ওটাকে আমায়, তা নইলে, তা নইলে কখনই আমি এ জঙ্গল ছেড়ে যাবনা। এখানেই থেকে আমি তোমাদের মুখের শীকার কেড়ে নেব আর তার এক টুকরো হাডও তোমারা পাবার আশা ক'রনা। মানুষেরই ছেলে ও, নিজেও ও মানুষই, আর মানুষদের আমি আমার হাড়ের মজ্জায় মজ্জায় ঘৃণা করি।"

প্রায় আদ্ধেক নেকড়েদল চীৎকার করে উঠল "এঃ ছি ছি ওটা মানুষ। আমাদের দলে মানুষের থাকবার কি দরকার, ও চলে যাক্ নিজের দলে, মানুষদের কাছে।"

ব্যস্তভাবে শের খাঁ তাদের বাধা দিয়ে বলে উঠল "আর ফিরে গিয়ে দলবল নিয়ে এসে আমাদের আড্ডা করুক! না না, আমার হাতেই ওকে দিয়ে দাও। ওকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। এখানে কেউ তোমরা ওর চোখের দিকে তাকাতে পার?"

ধীরভাবে, তার মাথাটা তুলে চারদিকে চেয়ে আকেলা বললে "ও আমাদের খেয়েই বড় হয়েছে, আমাদের সঙ্গেই ও ঘুমিয়েছে, আমাদের জন্যই ও শীকার তাড়া করে জুটিয়ে এনেছে, জঙ্গলের একটা কোনও নিয়ম ও আজ অবধি ভাঙ্গেনি।" তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আগ্রহের সঙ্গে বাঘেরা বললে "আর একে যখন দলে নেওয়া হয় তখন এর দাম স্বরূপ একটা ষাঁড়ও আমি তোমাদের দিয়ে ছিলুম।" তারপর জলদ-গম্ভীর স্বরে বাঘেরা বল্লে, "ষাঁড় একটা অবশ্য এমন বেশী কিছুই নয়, কিন্তু তার সঙ্গে বাঘেরার যে সম্মান জড়িত রয়েছে—সেটার দাবী আমি ন্যায্য ভাবেই কর্ত্তে পারি।"

ছোকরা নেকড়ের দল নাক সিঁটকিয়ে সমস্বরে বলে উঠল "ওঃ ভারী একটা ষাঁড় দেওয়া হয়েছিল তাও আবার দশবছর আগে। দশবছর আগে কি হয়েছিল না হয়েছিল তাতে আমাদের বড় বয়েই গেল।"

"বড় বয়েই গেল, কথাটি সত্যই বলছ, না শুধু একটা ছলের জন্য তর্কের খাতিরে বলছ? তোমাদের স্বাধীন নামটা আজ সার্থক হল।" রাগে বাঘেরার সাদা ধবধবে দাঁতগুলে বেরিয়ে পড়ে চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছিল।

"কোনও মানুষের বাচ্ছা আজ অবধি স্বাধীন নেকড়ের দলে থাকতে পায়নি, দিয়ে দাও ওকে আমায়"—অধীর হয়ে শের খাঁ এই বলে গর্জ্জন করে উঠল।

আকেলা কিন্তু সেদিকে কাণ না দিয়েই বলে

যেতে লাগল "এক রক্তের সম্পর্ক ছাড়া, আর সমস্ত রকমেই ও আমাদের ভাইয়ের মতন। আর তবু কিনা তোমরা ওকে মেরে ফেলতে চাইছ! হ্যাঁ আমার সম্বন্ধে বলতে পার যে আমি অনেক দিন বেঁচেছি। কিন্তু তোমরা কি হয়েছ; অনেকে তোমরা গৃহপালিত জন্তু সব খেতে শিখেছ; শুধু তাই নয়, আমি এও শুনছি যে শেরখাঁর শেখানিতে তোমরা গ্রামের ভেতর গিয়ে অন্ধকারে মানুষদের ছোট ছোট শিশুদের চুরি করতে আরম্ভ করেছ। সেই থেকে আমি তোমাদের ভীরু, দুর্ব্বল বলেই জানি, আর সেই ভীরুগুলোকেই আমি বলছি, যে আমিত মর্ব্বই সেটা ঠিক, আমার জীবনে আর প্রয়োজনও কিছু নেই, তাই আমার প্রাণ নিয়ে তোমরা মুগলিকে ছেড়ে দাও। আমি আমার সম্মানের, এই দলের কর্তৃত্বের সম্মানের উপর প্রতিজ্ঞা করছি যে যদি তোমরা একে এর নিজেদের লোকেদের কাছে ফিরে যেতে দাও তাহলে আমি বিনা যুদ্ধে তোমাদের হাতে মরতে রাজি আছি; তাতে তোমাদের লাভ হবে এই যে অন্ততঃ তিনজন নেকড়ের প্রাণ বেঁচে যাবে। শুধু তাই নয় এতে নিজেদের এক সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী ভাইকে মারার—যাকে সমস্ত দলের সম্মতি ক্রমেই আর জঙ্গলের নিয়ম লঙ্ঘন না করেই দলে নেওয়া হয়েছিল—একটা বিশ্রী লজ্জা, অপমানের বোঝা তোমাদের ব'য়ে বেড়াতে হবেনা।"

তবুও সবাই বিশ্রী রকম চীৎকার ক'রে উঠল "নাঃ নাঃ মানুষ ওটা; হুঁ, মানুষ, মানুষ" আর যেখানে বসে শেরখাঁ ল্যাজ নাড়ছিল সেই-খানে অনেকে তার চারপাশে জড় হতে লাগল।

বাঘেরা মুগলিকে বললে "ব্যাপার এবার তোমার হাতেই। যুদ্ধ করা ছাড়া ত আর কোনও উপায় নেই।"

মুগলি খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল—হাতে তার আগুনের মালসা। হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে সে খুব তাচ্ছিল্য ভরে সমস্ত দলের সামনেই হাই তুলে নিলে। রাগে, দুঃখে মনটা তার তোলপাড় করছিল। সে ভাবছিল, কৈ এই নেকড়েরাত কখন নেকড়ে বাচ্চার মত, তাকে জানতে দেয়নি যে তারা তাকে এত ঘৃণা করে; এরকম মনে একভাব বাইরে আর এক ভাব ত নেকড়েরা কখন করে না। সে বোমার মত ফেটে চীৎকার করে উঠল "শোন; তোমাদের এই কুকুরের খ্যাক খ্যাকানির আর প্রয়োজন নেই। এতবার ধরে এখানে তোমরা আমায়, মানুষ, মানুষ বলেছ যে আমার নিজেরই মনে হচ্ছে যে তবে হয়ত আমি সত্যিই মানুষ। সেজন্য আর তোমাদের আমি আমার ভাই বলবনা, মানুষদেরই মত আমিও তোমাদের "কুত্তা" ই বলব। ব্যাপার এখন আমারই হাতে। কি কর্ত্তে হবে বা না হবে তা আর তোমাদের বলতে হবেনা আমিই সব করব—কারণ, কারণ—এই দেখ আমি এই মানুষের বাচ্চা—এই "লালফুল" এনেছি, যাকে তোমরা "কুত্তালোগ" সব যমের মত ভয় কর।"

ছুঁড়ে আগুনের মালসাটা মুগলি মাটিতে ফেলে দিলে। জ্বলন্ত কয়লাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, কতকগুলো শুকনো শুকনো ঘাসে পড়েছিল; ঘাস গুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। ভয়ে নেকড়েরা সকলে পেছু হঠতে লাগল। একটা শুকনো ডাল সেই আগুনে বেশ করে ধরিয়ে মুগলি তার মাথার ওপর ঘোরাতে লাগল। ভীত নেকড়ের দল মাটিতে মুখ গুঁজে গোঁঙাতে লাগল।

আস্তে আস্তে বাঘেরা বল্লে "হাঁ তোমারই জিৎ। আকেলাকে ওদের হাতে মর্ত্তে দিওনা। সে ত চিরদিনই তোমার বন্ধু ছিল"।

আকেলা, যে জীবনে কখনও কিছুতে ভয় পাইনি সেও আজ মুগলির আগুন নিয়ে এই খেলা দেখে ভয়ে আধমরা হয়ে, করুণভাবে তার দিকে চাইছিল।

ধীরে ধীরে চারধারে চেয়ে মুগলি বল্লে "বাঃ সত্যই দেখছি তোমার সব কুকুরের দল। যাক্, আমি আমার দলের লোকের কাছেই যাচ্ছি—অবশ্য যদি তারাই সত্য সত্য আমার দলের লোক হয়; আর তা না হলেও জঙ্গলের পথ চিরদিনের জন্য আমার কাছে বন্ধ হয়ে গেল, আমাকে তোমাদের সঙ্গে খেলাধুলা, তোমাদের কথা সব এখন ভুলতে হবে। কিন্তু এতদিন যে কেবল রক্তের সম্পর্ক ছাড়া আর সব বিষয়ে আমি তোমাদের ভাইয়ের মত ছিলুম সেইজন্য আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি যে, আজ তোমরা আমায় যে-রকম করেছ, আমি মানুষদের কাছে ফিরে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে কখনই এরকম বিশ্বাসঘাতকতা কর্ব্বনা। এতটা দয়া আমি তোমাদের দেখাচ্ছি।" আগুণের মালসাটায় মুগ্লি আর একটা লাথি মারতেই সেটা থেকে আরও আগুণ চারধারে ছিট্‌কে পড়ল। "কোনও মানুষের সঙ্গে তোমাদের নেকড়েদলের ঝগড়া হবেনা। কিন্তু যাবার আগে একটাঋণ আমার শোধবার আছে" এই বলে মুগলি হতভম্ব শেরখাঁর দিকে এগোতে লাগল। বাঘেরাও পেছন পেছন গেল—যদি হঠাৎ কোনও বিপদ ঘটে, শেরখাঁর থুৎনির লোমগুলো ধরে মুগলি গর্জ্জন করে উঠল "ওঠ্ কুকুর! দাঁড়া উঠে, দেখছিস্ না মানুষের বাচ্ছা কথা বলছে। দাঁড়া শিগ্গীর, নইলে এখনি সমস্ত লোম তোর পুড়িয়ে দেব।"

শেরখাঁ উঠে দাঁড়াল, কান দুটো তার ঘাড়ের উপর শুয়ে পড়েছিল আর ভয়ে সে চোখ বুজে ফেলল কারণ জলন্ত ডালটা তখন তার ভয়ানক কাছে।

"এই গরু-বাছুর খোর বলেছিল যে আমায় আজকের এই সভাতেই মারবে কারণ যখন আমি ছোট ছিলুম তখন আমায় বাগে পেয়েও মারতে পারেনি। আর আমরা মানুষেরাও এই রকম করেই কুকুরদের মেরে থাকি। চুপ কুকুর, একটু নড়েছিস কি এই "লালফুল" আমি তোর মুখে গুঁজে দেব।" সেই ডালটার বাড়ি মুগ্লি শেরখাঁর ঘাড়ে মারতে লাগল; ভয়ে ও যন্ত্রণায় বাঘটা গোঁ গোঁ করতে লাগল।

মুগলি বললে, "যাঃ পোড়া জঙ্গলী বেড়াল কোথাকার, দূর হ'। কিন্তু মনে রাখিস, এরপর ফের যখন আমি এই নেকড়েদের সভায় ফিরে আসব, তখন মানুষের যে রকম আসা উচিত সেই রকম করে তোর ঐ চামড়াখানা গায়ে দিয়ে আমি আসব। আর নেকড়ের দল তোমাদের আমি বলছি, যে আকেলা এখন থেকে স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা বাস করবেন, খবর্দ্দার! তোমরা ওঁকে মারতে পাবে না কারণ এইটেই আমার ইচ্ছা। যাও কুকুরের দল কোথাকার আর তোমাদের এখানে বসে থাকবার কোন দরকার নেই। যাও কুকুরদের আমি এই রকম করে তাড়াই"। এই বলে মুগলি জলন্ত কাঠটা নেকড়েদের মাঝে এদিক ওদিক ছুঁড়তে লাগল; আগুণ ছিটকে তাদের লোমগুলোয় গিয়ে লাগল। চীৎকার কর্ত্তে কর্ত্তে নেকড়ের দল সব চলে গেল।

কেবল আকেলা, বাঘেরা, আর জন দশ বার নেকড়ে যারা মুগলিকে ভালবাসত সেখানে রইল।

এত কাণ্ড হয়ে যাবার পর এখন মুগলির মনের ভেতরটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল। সে বসে পড়ে ফোঁপাতে আরম্ভ করল আর তার চোখ বয়ে জল পড়তে লাগল।

মুগলি নিজে কিছুই বুঝতে না পেরে বলে উঠল 'একি, একি, আমার ত জঙ্গল ছেড়ে যেতে ইচ্ছে কর্চ্চে না; আমার এরকমই বা হচ্ছে কেন। আমি কি এবার মরছি, বাঘেরা?"

বাঘেরা বল্ল—"না ছোট ভাইটি আমার, একে চোখের জল বলে, মানুষদের খুব কষ্ট হলে তাদের চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। তুমিও ত আর ছেলেমানুষ নও এখন মানুষই হয়েছ, তাই তোমার চোখ দিয়েও পড়ছে। সত্যই জঙ্গলের পথ আজ থেকে তা'হলে তোমার কাছে বন্ধ হয়ে গেল, পড়তে দাও ও জল, মনটা তোমার ঠাণ্ডা হবে।"

মুগলি কাঁদল, খুব কাঁদল; এর আগে সে কখন

কান্না কাকে বলে জানত না। কেঁদে সে অনেকটা সুস্থ হ'ল।

"কিন্তু যাবার আগে মার সঙ্গে দেখা করে যাব" এই বলে সেই গুহায় ফিরে গেল। মা নেকড়ের পিঠে মুখ গুঁজড়ে সে খুব কাঁদতে লাগল। তার নেকড়ে ভাই চারজনও খুব চীৎকার কর্ত্তে লাগল। মুগলি তাদের বল্লে আমাকে ভুলবে না ত ভাই? তারা বল্ল কখনই নয়। তুমি রোজ রাত্রে পাহাড়ের তলায় এস, আমরা তোমার সঙ্গে খেলা কর্ত্তে যাব।

নেকড়ে বল্লে "মুগলি, ক্ষুদে ব্যাংটী আমাদের এস, শিগ্‌গিরই ফিরে এস। বুড়ো হয়ে গেছি আমরা যদি ফের দেখতে চাও আমাদের ত শিগ্‌গিরই ফিরে এস।"

মা নেকড়ে বল্লে, "মুগলি আমার, শিগগিরই ফিরে এস আবার। মনে রেখ আমার নিজের বাচ্ছাদের চেয়েও তোমায় আমি বেশী ভালবাসি"

মুগলি বল্লে, "হ্যাঁ আমি কথা দিচ্ছি আমি নিশ্চয়ই আসব। আর এবার আসব শেরখাঁর চামড়াখানা সঙ্গে নিয়ে, ওই সভাস্থানের পাহাড়ের ওপর তাকে পাতব। ফের বলছি, আমাকে ভুলে যেও না, জঙ্গলে আমার বন্ধুদের ব'লো তারাও যেন না আমায় ভুলে যায়।

তখন ভোর হয়ে এসেছে, পাহাড় বেয়ে মুগলি নিচে নামতে লাগল; এক অদ্ভুত জীব—মানুষদের কাছে যাচ্ছে সে।

যাত্রীর ছোট্ট পাঠক পাঠিকারা, মুগলি এর পর মানুষদের কাছে ফিরে গিয়ে কি কর্‌ল না কর্‌ল শেরখাঁরই বা কি হল এসব নিশ্চয়ই তোমাদের জান্‌তে ইচ্ছা হবে। পরের মাস থেকে মুগলির মানুষ জীবনের কথা সব তোমাদের বল্‌তে আরম্ভ কর্‌ব।

সিয়োনী পাহাড়ে শিকারের গান।

সকাল তখন হচ্ছিল যেই ক্ষণে
একটা হরিণ প্রকাণ্ড সে, ডাকল আপন মনে,
লাফিয়ে লাফিয়ে এল সে ডাক শুনে,
মৃগী আর এক, খাচ্ছিল জল বনে
দেখেছিলাম এসব আমি লুকিয়ে গাছের কোণে
দু'একবারের অনেক বেশী দেখেছি এ বনে॥
রাতের আঁধার হ'ল যখন পার,
হরিণ একটা উঠল ডেকে আপন মনে তার,
চুরি করে দেখেছিল এক নেকড়ে এ ব্যাপার,
ছুটে গেল বলতে এসব দলের কাছে তার,
তাড়া করে তারে মোরা করলুম বনের বার,
একবার নয়, দুবার নয়, তাড়িয়েছি বার বার॥
সকাল তখন হচ্ছিল যেই ক্ষণে
নেকড়ের দল গুহায় গেল ক্লান্ত হয়ে রণে
পায়ের তাদের দাগ থাকে না বনে
চোখ যে তাদের জ্বলে আঁধার কোণে
বনটা তারা কাঁপায় যে গর্জ্জনে
একবার নয়, দু'বার নয়, কাঁপায় ক্ষণে ক্ষণে॥

অমর দেব,
বাঘেরা, ৪র্থ-২য় প্যাক।

কথা সুর ও স্বরলিপি—অমর দেব

বাঘেরা—৪র্থ-২য় প্যাক।

০				১				+				৩		
পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	ধা	△মা	△মা	△মা	পা	গা	গা	গা
।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	॥
চী	লের	বা	জা	ব্যা	ণ	য	খন	বা	সায়	ফে	বেন	রা	তে	এ
য	ত	কি	ছু	বী	ব	ত্ব	আব	তে	জেব	স	ময়	এ	ই	ই

০				১			+				৩	
△মা	△মা	△মা	পা	গা	রে	বে	বে	বে	গা	ধা	মা	পা
।	।	।	।	॥	।	।	।	।	।	।	।	।।।
বা	দুড়	ম	শাই	মাং	ত	খন	খুব	তে	বে	বন	প	থে
চপ	চা	প	সব	চিবোই	হা	ড	গোল	ত	কি	ছুই	নে	ই

০				১				+				৩	
পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	△মা	গা	গা	গা	ধা	ধা	ধা
।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।।।
পা	লে	পা	লে	গ	রু	ছা	গল	ব	ন্ধ	থা	কে	ঘ	রে
ব	নেব	ডা	কে	ছু	টে	ছু	টে	শী	কা	বে	সব	যা	ই

০				১				+				৩	
পা	পা	পা	পা	মা̂	মা̂	গা	গা	রে	রে	গা	ধা	মা̂	পা
।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
নেক	ড়ে	মো	রা	ভোর	অ	ব	ধি	বে	ড়াই	ব	নে	চ	রে
সু	খী	এ	ত	নি	য়ম	কা	নুন	মে	নে	চ	লি	তা	ই

০				১				+				৩	
পা	নি	পা	ধা	নি	ধা	পা	মা̂	রে	রে	গা	ধা	মা	পা
।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	॥।
নেক	ড়ে	মো	রা	ভোর	অ	ব	ধি	বে	ড়াই	ব	নে	চ	রে
সু	খী	এ	ত	নি	য়ম	কা	নুন	মে	নে	চ	লি	তা	ই

মা̂—কড়ি মধ্যম।

মাসিক খবর

১। শিশুর অদ্ভুত বীরত্ব—স্কাউটিংএর সুফল। পিরোজপুর এসোসিয়েসনের সভাপতি, মহকুমার সবডিভিসন্যাল আফিসার শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নারায়ণের বয়স সবেমাত্র ৭ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, বৎসরেক পূর্ব্বে তাহাকে আমাদের প্যাকে ভর্ত্তি করিয়া নেওয়া হয়, ছেলেটি যেমন কৃষ তেমনি রোগা কিন্তু সে যে একজন Scout একথা কখনই সে বিস্মৃত হয় নাই। যেখানে যতবার দেখা হউক তৎক্ষণাৎ দাড়াইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা তাহার পরিচয়, ও সে সেদিন কি কি পরোপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া দেয়। স্কাউট বালকদের First-aid, Life-saving এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার সময় নারায়ণ মনোযোগ সহকারে সে সকল শুনিত এবং বাড়ী গিয়া পিতা ও অন্যান্য সকলকে সে সম্বন্ধে ঠকাইয়া দিতে আনন্দ অনুভব করিত। তাহাদের বাসার সম্মুখেই ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের এবং ঐ উভয় বাড়ীর পশ্চিমদিকে অল্পদিন হইল 'রায়ের দিঘী' নামে একটী বৃহৎ পুকুর খণিত হইয়াছে। গত ১২ই ডিসেম্বর বৈকালে বাবুরা সকলেই আফিসে, চাকররাও নিজ নিজ প্রয়োজনে কে কোথায় গিয়াছিল, সুযোগ বুঝিয়া ধীরেন বাবুর দুই বৎসরের ছোট্ট মেয়েটী চাকরের অনুকরণে কাপড় ধোয়ার জন্য রায় পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে আসিয়া জলে পড়িয়া যায়। কেউ দেখে নাই, জানিতে পারে নাই, সম্ভব অল্পক্ষণন পরেই ভগবৎ কৃপায় শ্রীমান নারায়ণ স্থানীয় সরকারী স্কুলের

দাবার দিনের মিছিল হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ ঘাটে উপস্থিত হইল, জলের নীচে আলোড়ন ও একটা কিছু দেখিতে পাইয়া মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা বা বিবেচনা না করিয়া, জামাজুতা প্রভৃতি সহ জলের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িয়া মেয়েটীকে পায়, নারায়ণ সাঁতার জানেনা, সে স্কাউটদের ক্লাবে যেমন শুনিয়াছিল জলের নীচে গিয়া ও তাহা ভোলে নাই, নির্দ্দিষ্ট কৌশলে মেয়েটীকে ধরিয়া জলের নিচের সংলগ্ন মাটী ধরিতে ধরিতে তীরে আসিয়া একহাতে ইসারায় নিকটস্থ অপর একটী বালককে ডাকিয়া তাহার সাহায্যে মেয়েটীকে ঘাটের উপর তুলিয়া দেয়। ইতিমধ্যে অপর বালকটীর চীৎকার এবং অপর লোক মুখে শুনিয়া বহু লোক সেখানে আসিয়া নারায়ণের বীরত্ব ও ধৈর্য্যের কথা শুনিয়া আনন্দে অশ্রুপাত করিয়াছিল, "Be Prepared" এর মর্ম্ম নারায়ণই যথার্থ বুঝিয়াছিল এবং কার্য্যতঃ দেখাইয়াছে।

হরলাল মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যবাহক—পিরোজপুর বয়স্কাউট সঙ্ঘ।

২। গত ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতার ২য় সঙ্ঘের ২য় ট্রুপের বাৎসরিক সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। রোভার, স্কাউট আর কাবরা সকলেই অনেক রকম ব্যায়াম ও ক্রীড়া কৌতুক দেখাইয়াছিলেন। অনেক ভদ্রমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন, আর ঐ দলের অনেক পুরাতন স্কাউটরা এতে যোগদান করেছিলেন সেটি বড় আনন্দের হয়েছিল।

৩। বাৎসরিক নিয়মানুসারে এবৎসরও ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতা ১ম ও ২য় সঙ্ঘের স্কাউটরা গঙ্গা-বক্ষে ষ্টীমার ভ্রমণে গিয়াছিলেন। ব্যারাকপুরে নামিয়া তাঁহারা খাওয়া দাওয়া করেন, প্রায় ৩৫০ জন বালক একত্রে ছিলেন। দিনটি বড়ই আমোদে কাটিয়াছিল।

৪। আগামী ১৪ই জানুয়ারী তারিখে বঙ্গের চীফ স্কাউটের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার অধিবেশন হইবে।

৫। কাবারদের শিক্ষা। আগামী ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারি তারিখে রেভেরেণ্ড এ, এস, বি মোলোনীর কর্ত্তৃত্বে কাবারদের প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য একটি ক্যাম্প করা হইবে। পরে ফেবরুয়ারি মাসের প্রথমে তিনি আকেলা ব্যাজের জন্য আর একটি ক্যাম্প করিবেন। মোলোনী সাহেব নিজে আকেলা ব্যাজ পাইয়াছেন, আর বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষরা তাঁকে এই শিক্ষার ক্যাম্প চলনা করিবার জন্য অধিকার দিয়াছেন।

৬। সেণ্ট জন্স এম্বুলেন্স সঙ্ঘের অধিনে যে বাৎসরিক ফাষ্ট এড্ প্রতিযোগিতা হয় এবৎসর কলিকাতায় তাহা হইবে স্থীর হইয়াছে আর ২৬শে হইতে ২৮এ জানুয়ারি তার দিন ধার্য্য হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য এবার একটি বড়লাট লর্ড রেডিংএর নামে একটি নূতন শিল্ড দেওয়া হইবে। এ প্রতিযোগীতায় যাঁহারা যোগ দিতে চান তাঁদের ১২ তারিখের মধ্যেই নাম পাঠাইতে হইবে।

৭। ভবিষ্যতে কলিকাতা ২য় সঙ্ঘের কাবেরা আর স্কাউটদের সঙ্গে একত্রে রেলীতে যাইবেন স্থীর হইয়াছে, তাদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দবস্ত করা হইবে।

৮। কলিকাতা ২য় সঙ্ঘের উৎসবের দিন ৩০শে আর ৩১শে জানুয়ারি স্থীর হইয়াছে সম্ভবতঃ হেয়ার স্কুলের সংলগ্ন মাঠেই হইবে। সকল ট্রুপগুলিই এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

৺রাস মেলায় সেবা কার্য্য

গত রাস যাত্রার সময় ১১ই হইতে ১৪ই নভেম্বর পর্য্যন্ত আমরা বেলুড়ের দাঁয়েদের রাস বাড়িতে সেবা-কার্য্য আরম্ভ করি, কারণ তথায় এই চারিদিবসে প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হয়, তন্মধ্যে অসংখ্য বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার আগমন হয়, বহু বালক বালিকা হারাইয়া যায়, বদমাইসগণও সুযোগ বুঝিয়া আগমন করে, বিশেষতঃ যে দিন 'মাঝের রাস' সে দিন যাত্রী সমাগম রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্তও পূর্ণ মাত্রায় চলে কারণ সে দিবস রাত্রি ১০টার পর হইতে ১২টা ১টা পর্য্যন্ত বাজি পোড়ান হয়। তৎপর দিবস গোষ্ঠ, শেষ রাস, যাত্রী সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। স্বনাম ধন্য ৺কীর্ত্তিচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদিগের আফিষের জন্য বহির্বাটির একটি কক্ষ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, আমরা ছাদের উপর দুই দিকে "Scout Relief Committee, এখানে অনুসন্ধান করুন" "হাঁস-পাতাল" ইত্যাদি লিখিয়া টাঙ্গাইয়া দিই। আফিষ ঘরে রুগির জন্য বিছানা, ও প্রয়োজনীয় ঔষধ ছিল। Bally Municipalityর Chairman Mr. S. N. Bagchi ১০০ হাত মোটা দড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, একটি Life Beltও আমাদের ছিল। মাতব্বর সতীষ বাবু প্রত্যহ নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য স্কাউটগণের জলযোগের নিমিত্ত বৈকালে কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন, স্থানিয় একটি চা ব্যবসায়ি আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে চা সরবরাহ করিতেন। Night duty কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ স্কাউটগণ করিতেন, অল্পবয়স্ক স্কাউটগণ সন্ধ্যা হইলেই ছাড় পাইতেন। সর্ব্বসমেত আমরা মোট ৪০ জন স্কাউট এইক্ষেত্রে কার্য্য করি। তন্মধ্যে আমাদের পূজনীয় সেক্রেটারী শ্রীমনিন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে আলোচ্য, কারণ তিনি বাজি পোড়ানর দিন, রাত্রি প্রায় ২টার সময় পূর্ণ সাজসজ্জা পরা অবস্থায় সাঁতরাইয়া গঙ্গা গর্ত হইতে দুইজন যাত্রীর প্রাণরক্ষা করেন, তাহাদের একজনের ক্রোড়ে একটি শিশু সন্তান ছিল, সেও জলের ভিতর পড়িয়া যায়, তাহাকেও তিনি ডুব দিয়া তোলেন, একটি নৌকা হইতে অপর একজন স্ত্রী যাত্রী অন্য নৌকায় গমন করিবার সময় হঠাৎ পদস্খলিতা হইয়া নদীগর্ভে অদৃশ্য হয়, স্কাউট শ্রীঅনাথ ক্ষিপ্র গতিতে তাহাকে উদ্ধার করে।

ইহা ব্যতীত এই চারিদিনে প্রায় ২০টি হারান বালক বালিকার অভিভাবকগণকে খুঁজিয়া বাহির করা হয়, সর্দ্দিগর্ম্মি, নাগোর দোলায় চড়িয়া গা ঘোরা, ক্রেতা বিক্রেতার বিবাদ, চোটলাগা, চুরি, সাংঘাতিক অস্ত্র সহ ভিড়ের ভিতর ভ্রমণ, অপরের লোস্‌কান, স্ত্রীলোকের অপমান, প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের যথাযথ মিমাংসা করা হয়। যে সকল স্কাউট বালি R. T. School ও M. E. স্কুলে পড়েন, তাঁহাদিগের কার্য্যের সুবিধার জন্য, বাগচি মহাশয় Municipality হইতে পত্র পাঠাইয়া ছুটি করিয়া দিয়াছিলেন, স্থানীয় সঙ্ঘের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ নবগোপাল বাবু স্কাউটদের চায়ের খরচ দিয়াছিলেন, এইজন্য ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। আশা করি স্বদেশবাসী সকলেই ইঁহাদের মহৎ উদাহরণ অনুকরণ করিবেন।

রাসবাড়ির সরকার মহাশয় (পরিক্ষিৎ বাবু) স্কাউটগণকে রাত্রের আহার ও প্রত্যহ একটি দুইটি করিয়া Acetyline light প্রদান করিতেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। রাসের শেষ দিন একটি ধুচুনি কুলো ওয়ালার কলেরা রোগ দেখা দেয়, স্কাউটগণ তৎ-ক্ষণাৎ তাহাকে দূরে একটি বাগান বাড়িতে লইয়া যায় এবং বেলুড় মঠের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার পূঃ শ্রীগিরিজা মহারাজের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয় রোগীটি ইহলীলা সম্বরণ করে। Municipalityর স্বাস্থ্য রক্ষকগণ আসিয়া উক্ত বাগান বাটি ঔষধাদি দ্বারা বিশুদ্ধ করেন।

রাসের এই কয়দিন বেলুড় মঠের এলোপ্যাথিক ডাক্তার পূঃ শ্রীনগেন মহারাজ প্রত্যহ আসিয়া আমাদের কোন প্রয়োজন আছে কিনা জানিয়া যাইতেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। ইহা ব্যতীত স্থানিয় বিখ্যাত ব্যক্তিগণ, শিক্ষকগণ, দারোগা বাবু প্রভৃতি আমাদের অফিষ ঘরে আসিতেন ও স্কাউটগণের এই প্রকার নিস্বার্থ কর্ম্ম দেখিয়া ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন।

স্কাউট নন্দ মোদক সর্ব্বপ্রথমে এই রাস বাড়িতে Relief works খোলার বুদ্ধি আমাদের স্কাউটমাষ্টার শ্রীভৈরব মহারাজকে প্রদান করে তজ্জন্য আমরা সকলে তাহার প্রশংসা করিতেছি।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন গাঙ্গুলি,—১ম বেলুর ট্রুপ।

1st. KARIMGANJ GOVT. SCHOOL TROOP (Sylhet).

President Local Association.—S. L. Mehta Esq., B. A. Bom. & Cantab., I. C. S.
Vice-President.—Rai R. M. Dass Bahadur.
Scoutmaster.—Kshirode Ch. Purkayasth.
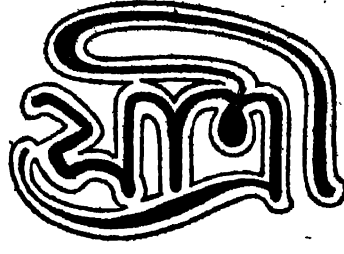
বঙ্গীয় বয়স্কাউট
সঙ্ঘের মুখপত্র ও

বাংলা ও আসাম
গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ
কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

১ম বর্ষ মাঘ—১৩৩১ ৮-ম সংখ্যা

বিশ্বতান

সাতকোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ করনি।
রবীন্দ্রনাথ

কোন্ সুপ্ত, সুদূর বাণী হৃদয়ে জাগেরে আজ,
কোন্ আধ-ফোটা কথা সম,
ভুলে যাওয়া ভার কত,
থেকে থেকে কেমনে যে মনে পড়ে রে।
কোন্ বহু পুরাতন নীতি কথা সম
গোধূলী সময় লুকোচুরি করা
কালো-সাদা-মেশা, আলো-আঁধার মত
উঁকি ঝুঁকি মেরে মনে, সরে পড়ে রে।

বলে এতদিন সংস্কারেতে, সঙ্কুচিত হ'য়ে সবে,
গণ্ডীর ভেতরে থেকে
বাঙ্গালী আছিলে সবে,
শুধু বঙ্গেরই নও, জগতেরও, ভুলে ছিলে রে।
বিশ্বজগৎ সকলেরে ডাকিয়াছে আজ
সকলে মিলিতে হবে
সকলে চিনিবি তবে
যন্ত্রে, যন্ত্রে, কণ্ঠে, কণ্ঠে, এক হবে রে।

'স্কাউটিং' ভ্রাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তান সবে,
আত্মপর ভুলে গে,
ভেদাভেদ তুলে দে
দেশ শুধু বঙ্গ নহে, জগৎ জোড়া রে।

মহীমোহন বসু,
১১-২য় ট্রুপ কলিকাতা।

গত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক বয়স্কাউট মন্ত্রণা সভার যে অধিবেশন হয়েছিল সেই সভায় যাত্রীকে প্রাদেশিক সঙ্ঘের মুখপত্র বলে স্বীকার করা হয়েছে। সভার সভ্যদের আমরা সে জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ যারা সে সভায় উপস্থিত ছিলেন তাহারা সকলেই আর বিশেষতঃ মফস্বলের স্থানীয় সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা একবাক্যে যাত্রীর প্রশংসা করেছিলেন; আমরা তাঁদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমাদের এই চেষ্টা যে সকলের কাছে সম্যক সমাদর পেয়েছে এতে আমরা বড়ই আনন্দ উপভোগ করেছি। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা যে চিরকাল যাত্রী যেন তাঁদের প্রশংসার পাত্র হয়ে থাকতে পারে।

* * * *

গত ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী কাবমাষ্টারদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কলিকাতায় যে ক্যাম্প করা হয়েছিল সে ক্যাম্পে আসানসোল, ইছাপুর, খড়্গপুর, চুঁচুড়া, বাঁকুড়া, বেলুড় ও রাণীগঞ্জ প্রভৃতি অনেকগুলি স্থানীয় সঙ্ঘ থেকে স্কাউটমাষ্টাররা যোগদান করেছিলেন এবং তাঁদের এই উৎসাহ দেখে আমাদের প্রাণে অনেক আশা জেগেছে। সমগ্র জগত জুড়ে স্কাউটিংএর প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ দেখা গেছে যে ছেলেদের স্কাউট হবার আগের বয়স থেকেই যদি স্কাউটিংএর শিক্ষার প্রভাবের ভিতর আনতে পারা যায় তা হলে অপেক্ষাকৃত সুফল পাওয়া যায়। স্যার রবার্ট বেডেন পাওয়েল স্কাউটিংএর সৃষ্টির অনেক বৎসর পরে এই কাবিং শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এ জিনিষটি তাঁর বহুদিনের চর্চ্চার পরিণত অভিজ্ঞতার ফল। সে জন্য আমাদের ইচ্ছা যে সকল স্কাউটমাষ্টারই যেন এই কাবিংএর শিক্ষা প্রণালীটিও জানেন আর তাঁদের ট্রুপের সঙ্গে একটি করে প্যাক রাখবার চেষ্টা করেন। অবশ্য এতে তাঁদের দায়িত্বের মাত্রা আরও বাড়বে আর পরিশ্রমও বেশী হবে কিন্তু তা জেনে শুনেও যে এতগুলি স্কাউটমাষ্টার ক্যাম্পে কাবিং শিক্ষার জন্য এসেছিলেন এতে মনে হয় যে তাঁদেরও সেই ইচ্ছা; কাজেই আমরা বড় আশা পেয়েছি যে অচিরেই বাঙ্গালা দেশে কাবিংএর আরও উন্নতি হবে।

* * * *

এই শিক্ষার ক্যাম্পের কথায় একটি বিষয় মনে হল। অনেক দিন থেকে সেটা খুলে বলবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি, কেন তা জানি না। মনে হয় এটা আগেই প্রকাশ করা উচিৎ ছিল। আমরা দেখি যে এই ক্যাম্পে স্কাউটিং শিক্ষার জন্য যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ খাওয়া সম্বন্ধে জাতের বিচার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ওখানে নিরামিষাশী আর মাংসাশীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু এঁরা শূদ্র, ব্রাহ্মণ, হিন্দু, মুষলমান, খৃষ্টান এসব বিচার এনে উপস্থিত করেন, ভুলে যান যে স্কাউটিংএ তার স্থান নাই এবং ওটা স্কাউটিংএর বিশ্বপ্রেম মন্ত্রের বিরুদ্ধে। স্বীকার করি যে অনেক স্থলে এ মানতে হলে সমাজ বন্ধনের বিরুদ্ধে যেতে হয় আর অনেকের পক্ষে তা সম্ভবপর

হয় না, কিন্তু তাঁদের আমাদের এই বলবার আছে যে তা যদি হয়, তাঁরা যেন এ পথে অগ্রসর না হন, তাঁদের সংস্পর্শে স্কাউটিংএর ক্ষতি বই লাভ নাই। মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করাই আমাদের চেষ্টা; যেখানে মানুষের গঠিত এই আচার ব্যবহার, জাত বিচার দূরে থাকে, যেখানে আমরা ভগবানের সৃষ্টির কোলে এসে পড়ি, দেখা যায় সেখানে আর এ সব তর্ক মনে থাকে না। তখন এ সব ভুলে গিয়ে সকলকে আপনার মনে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা এই ক্যাম্পেই দেখেছি যে অনেকে এই রকম ভ্রান্ত সংস্কার নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু ক্যাম্প ফুরাবার আগেই নিজেরা স্বইচ্ছায় তা পরিত্যাগ করে মনের আনন্দে ঘরে ফিরে গেছেন, কিন্তু আবার এও দেখা গেছে যে আরও কেউ কেউ সেই সংস্কার বজায় রেখে অসন্তুষ্ট মনে চলে গেছে। স্কাউটিং সম্বন্ধে পরে এঁরা কতদূর সুফল পেয়েছেন জানি না কিন্তু আমাদের স্থির বিশ্বাস যে সে আশা করা অসম্ভব। তাই বলছিলাম যে ভবিষ্যতে যারা যোগদান করবেন তাঁরা যেন এই কথাটি বিচার করে আসেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। ১২টা বাজ্‌তে ৬৬ সেকেণ্ড লাগবে। প্রথম ঘা আর ছয়ের ঘার মধ্যে পাঁচটা সময়ের ব্যবধান ছিল আর ওই প্রত্যেক ব্যাবধানটি ছয় সেকেণ্ড করে। প্রথম আর বারর ঘার মধ্যে ১১টি সময়ের ব্যবধান ছিল, প্রত্যেকটি ৬ সেকেণ্ড করে, তাহলে ঘড়িটা ১২টা বাজতে ৬৬ সেকেণ্ড নেবে, কাজেই অনিলের উত্তর ঠিক হয়নি।

* * * *

২। শেষ যে নিলে সে ঝুড়ি শুদ্ধই নিয়েছিল।

* * * *

৩। প্রথমে হরিশ তিন পো বিলিটা তেল-ওয়ালার কাছথেকে তেল নিয়ে ভর্ত্তি করলে, করে পাঁচ-পো বিলিতে ঢাললে। আবার সে ওই তিন পো বিলিটা ওর কাছে থেকে তেলনিয়ে ভর্ত্তি করলে, করে পাঁচপো বিলিতে ঢাললে, একপো তেল ওই তিনপো বিলিতে রয়ে গেল। তখন সে পাঁচপো বিলির সব তেল ওই তেলওয়ালার কলসিতে ঢাললে আর তিনপো-বিলির একপো তেল পাঁচপো বিলিতে ঢাললে। তারপর আবার তেল ওয়ালার কাছে থেকে তেল নিয়ে তিন-পো বিলিটা ভর্ত্তি করলে, করে পাঁচপো বিলিতে ঢাললে। তাহলে ওতে একসের পেলে। গঙ্গা হার স্বীকার করেছিল।

ধাঁধা

১। নির্ব্বিকার, ডিম্বাকার, নিরাশা সাবার,
কর্ত্তনেও মৃত্যু নাই। কি নাম আমার?

শৈলেন্দ্র দত্ত
১ম-কবিমগঞ্জ টুপ।

২। দুইটি আকার সহ মোরে সবে চিনে,
অম্লরস ধরি আমি আকার বিহীনে।
অন্ত্যাকার ছেড়ে দেখহ ভেবে অন্তরে,
মসৃণ রূপেতে থাকি নব শিব পরে।
দেখিতে আমার ঠিক শুভ্র চক্রাকার,
আমায় না চিনে, বলে হনে সাধ্য কার।

গ্রে ব্রাদার,
৪র্থ-২য় প্যাক, কলিকাতা।

৩। নারীগণ যাদে মোরে,
মোরে ব্যবহার করে।
নামটী তিন অক্ষরে
আছি সকলের ঘরে।
ছাড় প্রথম অক্ষর
যাব গাছের ভিতর।
ছাড় দ্বিতীয় অক্ষর
যাব সকলের ভিতর।
ছাড় তৃতীয় অক্ষর
যাব ক্ষেত্রের ভিতর।

দেবেন্দ্র নাথ মিত্র,
জ্যামশেদপুর হাই স্কুল টুপ।

স্কাউট নিয়মাবলী

সপ্তম নিয়ম

৭। স্কাউট পিতা-মাতার, পেট্রোল লীডার ও স্কাউটমাষ্টারের আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করেন।

অমিয়,

এস। আজকে ত সাতের নিয়মটা শিখবে, আমাদের এ পর্য্যন্ত ছটা হয়েছে।

অমিয়। হাঁ স্যার।

স্কা-মা। তোমার দ্বিতীয় নিয়মটা মনে আছে, আর সে সময় কি বলেছিলুম যে Loyalty আর Obedience এ দুটি কথার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে?

অমিয়। হাঁ স্যার, লয়্যাল্টির সঙ্গে আন্তরিক ভালবাসা মিশান আছে, ওখানে স্বেচ্ছায় নিজের কর্ত্তব্য পালন করা বুঝায়।

স্কা-মা। বেশ। আর এখানে হচ্ছে যে তোমাকে বিনা বাক্যব্যয়ে তোমার পিতামাতার পেট্রোল লীডার ও স্কাউটমাষ্টারের আজ্ঞা পালন করতে হবে। "বিনা বাক্যব্যয়ে" কেন বলা হচ্ছে বল দিকিনি? ওই কথাগুলিই মনে রাখা বিশেষ দরকার।

অমিয়। কেন স্যার?

স্কা-মা। তুমিই বলনা কেন? কি কারণে এ কথা বলা হয়েছে।

অমিয়। আপনি স্যার যদি একটা কিছু করতে বলেন আর আমি যদি দেরি করি তাহলে গোলমাল হবে।

স্কা-মা। শুধু তাই নয়, ধর যদি তোমায় এমন একটা কিছু করতে বল্লুম যেটা তোমার ঠিক মনঃপুত হলনা বা তোমার বিবেচনায় সেটা ভুল তখন তুমি আমার সঙ্গে তা নিয়ে তর্ক করবে না। তোমার কাজ হচ্ছে যে তৎক্ষণাৎ সেটি করা তারপর সেটি করাহলে তুমি আমায় তোমার যা বলবার বলতে পার কিন্তু আগে নয়, বুঝলে?

অমিয়। কিন্তু স্যার যদি ভুল করেই হয়ে গেল তখন আর সে বিষয় বলেই বা কি লাভ।

স্কা-মা। এই জন্মে যে যদিই আমার ভুল হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আমি সে বিষয় সাবধান হব। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে সুশৃঙ্খলে কোনও কাজ হতে গেলে নিয়মানুবর্ত্তিতা, ইংরাজি ভাষায় যাকে 'ডিসিপ্লিন' বলা হয়, তার বিশেষ আবশ্যক। এই ডিসিপ্লিন চরিত্রগঠনের, একতাগঠনের একমাত্র উপায়। আমাদের মধ্যে কিন্তু এর অভাব খুবই বেশী। আমাদের দোষ কি জান, সকলেই আমরা কর্ত্তা হতে চাই কেউ আর নিচু হবনা, সকলেই এক একজন 'লিডার'। এই জন্যে আমাদের জাতেরও উন্নতি নাই। "He who wishes to command must learn to obey" এ একটি মহৎ শিক্ষা। স্কাউটদের মধ্যে আমরা এই শিক্ষা চাই। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে এই ডিসিপ্লিনের দরকার সামাজিক জীবনেও তার প্রয়োজন।

অমিয়। শুনেছি স্যার যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চিৎ-মৃত্যু জেনেও আজ্ঞা পালন করতে হয়।

স্কা মা। ঠিক, কিন্তু কেন তার দরকার জান? হয়ত তার প্রাণ যাবে কিন্তু যারা রইল তারা সুখে থাকবে, তার প্রাণের বিনিময়ে তার দেশের স্বাধীনতা বজায় থাকবে—এই মহৎ উদ্দেশ্যে ও বিসর্জ্জনের দরকার।

এখন বুঝলে যে ওই 'বিনা বাক্যব্যয়ে' বলবার উদ্দেশ্য কি?

অমিয়। হাঁ স্যার।

স্কা-মা। এখন কার কার আদেশ পালন করবার কথা বলা হচ্ছে? প্রথমতঃ পিতা মাতার।' কেননা না তাঁদের চাইতে তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নাই। দ্বিতীয় নিয়মটা বুঝাবার সময় বলেছি যে কেন তুমি তাদের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ হবে, সেই মনে রেখে তোমাকে তাঁদের আজ্ঞাপালন করতে হবে। আমাদের রামায়ণের শিক্ষাই তাই আর 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম' এ আমাদের জাতীয় শিক্ষা, কিন্তু আজ কাল ছেলেদের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব একটু বেশী মাত্রায় দেখা যায়, কতটা যে এ আমাদের উন্নতির চিহ্ন আমার সে বিষয় বিশেষ সন্দেহ আছে। ছেলেরা অবাধ্য হলে বাপ মার প্রাণে যে কতটা কষ্ট হয়, তুমি ছেলে মানুষ বুঝতে পারবে না, আর কোন তুলনা দিয়েও তোমায় তা বোঝাতে পারব না, এইটুকু মনে রেখো যে বাপ মাকে কষ্ট দিয়ে কখনও নিজের উন্নতি হবে না, ভগবানের তা নিয়ম নয়।

অমিয়। তারপর স্যার পেট্রোল লীডার।

স্কা-মা। হাঁ। আচ্ছা পেট্রোল লীডারকে এর ভিতর আনা হল কেন?

অমিয়। আমি জানি না স্যার, বোধ হয় আমাদের সব শেখান বলে।

স্কা-মা। হাঁ কতকটা তাই বটে। স্কাউটিংএ এই পেট্রোল বিভাগটাই একটা বিশেষত্ব, আর এই নিয়মটির ওপর ওর শিক্ষার ভিত্তি বলেই অল্প সময়ের মধ্যেই এর এই এত উন্নতি; সেজন্য পেট্রোল লীডারকে বিশেষ করে বলা হয়েছে। যেমন পেট্রোল লীডারের দায়িত্ব তোমাদের শেখান আর তোমাদের আদর্শ-স্বরূপ হওয়া, তার কাছে তোমাদেরও দায়িত্ব, কর্ত্তব্য তার বাধ্য হয়ে থাকা, তা না হ'লে তার পক্ষে তোমাদের কিছু করা সম্ভব হয় না। তারপর তোমাকে তোমার স্কাউট মাষ্টারের বাধ্য হতে হবে, কেন তা আর বলব না, কি বল?

অমিয়। আমি ত স্যার আপনার সব কথা শুনি।

স্কা-মা। সে জানি, আমি কিন্তু তা বলছিলাম না। তুমি কেন আমার কথা শুনবে, কি কারণে, সেটা তোমায় বোঝাতে হবে কি না জিজ্ঞেস করছিলুম।

অমিয়। না স্যার ও আর আপনি কি বলবেন।

স্কা-মা। তোমার ব্যবহারেই ত তাই মনে হয় যে তার দরকার নাই আজ তাহ'লে সাতের নিয়মটা শেষ করা গেল, আজ আর এই পর্য্যন্ত থাক্।

স্কাউট মাষ্টার—নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

শান্তি স্কাউট

আমার বিশ্বাস সমস্ত বালকই কোনো না কোনো উপায়ে দেশকে সেবা করতে চায়। একটা পথ আছে যে পথ অবলম্বন করলে এই দেশ সেবা সহজ হয়ে ওঠে। তারা যদি স্কাউট হয়, দেশ সেবার পথ তাহ'লে তাদের কাছে যে ঢের সুগম হয়ে যায় তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

তোমরা সকলেই জান, সৈন্যদলেও স্কাউট আছে, সেখানে সৈন্যদের ভেতর যে খুব চালাক চতুর তাকেই স্কাউট করে নেওয়া হয়। সে সৈন্যদলের আগে আগে চলে, তার ওপর ভার থাকে শত্রু সৈন্যের অবস্থান সম্বন্ধে সব খবর সংগ্রহ করিয়া সেনাপতিকে জানাবার।

কিন্তু যুদ্ধের এই স্কাউট ছাড়া শান্তির সময়ের স্কাউটও আছে। শান্তির সময়ে যারা এই ধরণের শক্তি ও কৃতিত্বের পরিচয় দেয় তারাই শান্তি স্কাউট। সীমান্তের লোক আমাদের সাম্রাজ্যের সব অংশেই আছে। উত্তর আমেরিকার trappers, মধ্য আফ্রিকার ও ভারতবর্ষের জঙ্গলের শীকারী, পথ প্রদর্শক, আবিষ্কারক, এশিয়া এবং পৃথিবীর সর্বত্র যে সব মিশনারী আছে তারা, অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গলের অধিবাসী, উত্তর পশ্চিম ক্যানাডা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার রক্ষীদল এরা সকলেই শান্তি স্কাউট, মানুষ বলতে সত্যিকার যা বুঝায় এরা তাই। স্কাউটের যে সব কৃতিত্ব থাকা দরকার এদের তার কোনোটারই অভাব নেই। জঙ্গলে বাঁচতে হ'লে যে কিরূপ ভাবে চলা দরকার তা তারা বোঝে, দুনিয়ার যে কোনো প্রান্ত থেকে তারা তাদের গন্তব্য পথ বেছে নিতে পারে, ইঙ্গিত যত ছোটই হোক্ না কেন তার অর্থ তারা বোঝে, পায়ের চিহ্ন দেখে তারা চিনতে পারে, ডাক্তারের সাহায্য না পেয়েও শরীর যে কি করে সুস্থ রাখতে হয় তা তারা জানে। শরীর তাদের সবল অথচ লঘু, যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হ'তে তারা ডরায় না, পরস্পর সাহায্য করতে সব সময় তারা প্রস্তুত থাকে। তারা জীবনটাকে হাতের মুঠোর ভেতর নিয়েই চলাফেরা করে, এবং যে কোনো মুহূর্তে ছেলের খেলনার মত তা ছুড়ে ফেলতে পারে যদি তাতে দেশের এতটুকু উপকার হয়। নিজেদের কর্ত্তব্য সাধনের সময় তারা ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার দিকে কখনো তাকায় না, আপনাদের আমোদ প্রমোদের জন্য নয়, রাজা, দেশবাসী, মণিব এদের প্রতি কর্ত্তব্যের জন্যেই তারা ত্যাগের এই অসাধারণ দুঃখ বরণ করে নেয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস যুগযুগান্তর ধরে এইসব দুঃসাহসী বেপরোয়া লোকদের দ্বারাই গড়ে উঠেছে—এরাই জাতির স্কাউট।

ব্রিটেনের রাজা আর্থারের "নাইট" দের মত ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়দেরও জীবনে বীরত্বের একটা উচ্চ আদর্শ ছিল। সম্রাট অশোকের ধর্ম্ম প্রচারকেরা তাঁদের ওপর যে কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত ছিল তা পালন করবার জন্যে অজ্ঞাত প্রদেশের অজ্ঞাত বিপদ অম্লান বদনে মাথায় তুলে নিয়েছেন, রাজপুতেরা শত্রুর হাতের জানা বিপদকেও বরণ করে নিয়েছেন দেশ এবং জাতির স্বাধীনতার জন্যে।

বেকার এবং লিভিংষ্টোন আফ্রিকার বন মরু এবং অসভ্যদের মধ্যেও ঢুকে পড়েছিলেন, ডেভিস, ফ্রাঙ্কলিন এবং রস উত্তর মেরুর বরফস্তূপ ভেদ করে অগ্রসর হতেও দ্বিধা করেন নি, স্কট এবং শ্যাকেলটন দক্ষিণ মেরুর আবিষ্কারে প্রাণ দিয়াছেন। সাম্রাজ্যের হাজার হাজার স্কাউটের ভেতর এ কেবল কয়েক জনের নাম মাত্র। সেই সে কাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত দুনিয়ার দরবারে এঁরাই জাতির মুখ উজ্জ্বল করে রেখেছেন।

ভারতবর্ষে পান্না রাণা উদয় সিংহের জীবন

রক্ষার জন্যে নিজের শিশুপুত্রকে রাজপরিচ্ছদে সাজিয়ে মৃত্যুর মুখে ডালি দিয়ে গিয়েছিলেন। রাণাকে টুকরীর ভেতর পুরে বন্য প্রদেশ দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে অসহ্য দুঃখ কষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এত দুঃখ কষ্ট তিনি সহ্য করেছিলেন প্রভুর প্রতি তাঁর কর্ত্তব্যের ঋণ শোধ করবার জন্যে।

পান্না ছাড়া আরো অনেক নারী স্কাউট আছে। সীতা এবং দ্রৌপদী, স্বামীদের নির্ব্বাসনের সময় তাঁদের সঙ্গে বনবাসের দুঃখ ভোগ করেছেন। তোমরা সকলেই হয় তো গ্রেস ডার্লিং-এর নাম শুনেছ—জাহাজ ডুবিতে বিপন্ন একজন নাবিকের প্রাণ রক্ষার জন্য সে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিল ক্রিমিয়ান যুদ্ধের সময় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল পীড়িত সৈন্যদের সেবার ভার গ্রহণ করেছিলেন। আফ্রিকার বনজঙ্গলে নূতন আবিষ্কারের জয়পতাকা উড়াবার জন্য গিয়েছিলেন মিস্ কিঙসলে এবং আফ্রিকা ও আলস্কাতে লেডি লাগার্ড। সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাসেবিকা এবং মিশনারীর তো অভাবই নেই।

এ হ'তেই বোঝা যায় স্কাউটের ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করবার অধিকার যেমন বালকদের তেমনি বালিকাদেরও আছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কাজে অধিকতর যোগ্যতা লাভের জন্য সকলেরই কম বয়সে পাথেয় সংগ্রহের জন্য তৈরী হ'তে হয়। এজীবন অত্যন্ত মহৎ জীবন। ইচ্ছা করলেই এ জীবন যাপনের যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায় না। তার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা আবশ্যক। তারাই এতে সফল হয় যারা বাল্য কালেই স্কাউটের ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করে।

জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীতা আছে। তুমি সৈনিকের ব্রতই গ্রহণ কর আর সহরে ব'সে ব্যবসাই কর এর শিক্ষা ব্যর্থ হয় না। স্যার উইলিয়ম ক্রুকস্ বলেন, যে বৈজ্ঞানিকের জীবন গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে তার পক্ষেও স্কাউটের শিক্ষা দরকার। কারণ বাতাস, আলো প্রভৃতি যে সব জিনিষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপাদান তার ছোট খাট ইঙ্গিতও স্কাউটের অনুসন্ধিৎসু চোখ এড়াতে পারে না। পরলোকগত স্যার লডার ব্রানটন দেখিয়ে গিয়েছেন যে ডাক্তারদের পক্ষেও স্কাউটদের মত ছোট খাট ইঙ্গিত পর্য্যবেক্ষণ করা দরকার তার অর্থ বোঝা আবশ্যক।

সেই জন্যেই স্কাউট শিক্ষা যে কি করে নিজে নিজে শেখা যায় এবং শিখে তা কাজে খাটানো যায় তাই আমি তোমাদিগকে দেখিয়ে দিতে চাই। এ শেখা খুব সহজ এবং শিখতে পারলে তাতে আনন্দও ঢের। বয়স্কাউটে যোগ দিলে এ বিদ্যেটা অধিগত করা একটুও কঠিন হয় না।

ভারতবর্ষের ইতিহাস এর বীরদের দ্বারা—তার অতীত যুগের স্কাউটদের দ্বারা-গড়ে উঠেছে। শিবাজীর জীবনের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখ। দিল্লীতে তিনি ঔরঙ্গজেবের কৌশলে বন্দী হয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে একা সহজেই তিনি পালাতে পারতেন, কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের সম্রাটের ক্রোধের আগুনে আহুতি দিয়ে পালাতে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। তিনি প্রথমে কৌশলে তাদের মুক্তির পরোয়ানা বের করে নিলেন নিজে ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী থেকেই, তারপর যখন বুঝতে পারলেন তারা নিরাপদ স্থানে পৌঁছেচে তিনি মিঠাইয়ের টুকরীতে ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লেন। এর পরে হেঁটে যখন তাঁর পলায়নের কাজ সুরু হ'ল তাঁর সেই দুঃসাহসিকতা এবং দুঃখের ভেতর স্কাউটের অভিজ্ঞতার চরমতম পরিচয় পাওয়া যায়। সাধুর ছদ্মবেশে তাঁকে মথুরা হ'তে এলাহাবাদ, এলাহাবাদ হ'তে কাশী এবং কাশী হ'তে হায়দ্রাবাদ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করতে হয়েছে। সাহস, ধৈর্য্য উপস্থিত বুদ্ধি, শক্তি ছাড়াও তাঁর ভেতর স্কাউটের আর একটি বিশেষত্ব চমৎকার হয়ে ফুটে উঠেছে—সেটি হচ্ছে তাঁর মনের প্রফুল্লতা অক্ষুন্ন রাখবার অদ্ভুত শক্তি।

মেওয়ারের রাণা প্রতাপ আর একজন অনন্য সাধারণ বীর। মাতৃভূমির বিপদ ও প্রয়োজনের সময় রাজার বাহুল্যময় জীবন পরিহার করে তিনি আদিম মানবের মতই বন জঙ্গলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর প্রজারাও যাতে সেই জীবন গ্রহণ করতে পারে তারি আদর্শ দেখাবার জন্যে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিজয়ী সৈন্য তার রাজ্যে প্রবেশ করে যেন দেখতে পায় সেখানে মানুষ নেই—তা একটা বিরাট মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। এইরূপ জীবন তিনি বিশ বৎসর যাপন করেছেন—যত দিন না তাঁর প্রজারা শক্তি সঞ্চয় করে শত্রুর হাত থেকে স্বরাজ্য উদ্ধার করেছিল ততদিন তিনি বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করেন নি।

যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর বিখ্যাত অশ্ব চৈতকের সহিত তাঁর উজ্জ্বল বীরত্বের কাহিনিগুলি আর বিশেষতঃ হস্তীপৃষ্ঠে যুবরাজ সেলিমকে আক্রমণ করার ব্যাপারটি এক একখানি মহাকাব্য বিশেষ।

স্যার রবার্ট বেডেন পাওয়েলের "স্কাউটিং ফর বয়েস ইন্ ইণ্ডিয়া" হইতে শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক অনুদিত।

ডানপিটে

অমরেশ আর অমরেশ দুই ভাই, তাদের মা বাবা কেউই বেঁচে নাই। তারা তাদের বড়ী মাসীমার কাছে থাকে। সমরেশ হল অমরেশের চেয়ে দু' বছরের বড় আর চালাক-চতুর ডানপিটে দুষ্টু ধরণের, আর অমরেশ দুষ্টু হলেও তার মাসীমার বাধ্য—আর তার দাদার চেয়ে একটু শান্ত শিষ্ট।

সেদিন সোমবার, তখন সকাল। সমরেশের ঘুম ভাঙ্তেই—'আজ আবার স্কুল যেতে হ'বে' এই ভাবনা তার মনে ছুঁচের মত বিঁধ্তে লাগল। সে বিছানার ওপর ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল কি ক'রে আজ স্কুলে যাওয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বসে বসে সে তার সমস্ত শরীর দেখ্তে লাগ্ল যদি কোথাও কোন অসুখ থাকে ত' বাঁচা যায়। কিন্তু দেখত কি অন্যায়! আজ আর অসুখ করল না, যত কেবল করবে রবিবার আর ছুটীর দিনে। হঠাৎ সে টের পেল—তার একটা দাঁত নড়ছে ত'? কিন্তু সে ভেবে দেখ্লে—সে যদি শুধু সে জন্যে স্কুলে যাবেনা বলে, তা হলে তার মাসীমা দাঁতটা তুলিয়ে দিয়ে স্কুলে পাঠাবেন—আর তুলতে গেলে ত' লাগ্বে? "ওরে বাবারে" বলে সে অন্য কিছুর ওজর দেওয়া যায় কিনা ভাবতে লাগল। তার মনে পড়ল একদিন পাশের বাড়ীর ডাক্তার বাবু গল্প করতে করতে বলে ছিলেন—যে একজনের ভয়ানক অসুখ করেছে বোধ হয় তার একটা অঙুল পড়ে যাবে, বাস্ আর যায় কোথা, সে শুয়ে পড়ে গোঙাতে লাগল। কিন্তু অনেকক্ষণ গোঙাতেও যখন অমরেশের ঘুম ভাঙ্ল্ না; (সে আর অমরেশ তেতলায় একটা ঘরে শোয় আর পড়ে) তখন সে একটু থেমে, দম নিয়ে, একেবারে অমরেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে, খুব জোরে গোঙালে। কিন্তু তাতেও যখন ফল হ'ল না, তখন "অমরেশটার কি ঘুম বাবা, এতেও কেমন নাক ডাকাচ্ছে?" বলে সে অমরেশের গা নাড়া দিয়ে ডাকলে—"অমর, অমর"। ইবারে অমরেশ চোখ খুল্লে। তাই দেখে সমরেশ দ্বিগুণ উৎসাহে গোঙাতে লাগ্ল। অমরেশ তার দিকে বড় বড় চোখ করে বললে—"কি দাদা কি হয়েছে?" কোন উত্তর নেই সমরেশ গোঙাচ্ছেই। অমরেশ একটু ভয় পেয়ে জিগেস করলে—'কি দাদা কি হয়েছে? পেট ব্যাথা করছে?" বলে তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলে। সমরেশ আস্তে আস্তে বললে—"ওঃ ওঃ উঃ আমাকে ওরকম করে নাড়াস্ নি, আমার পেটব্যথা করেনি—উঃ—" অমরেশ আরও ভয় পেয়ে বললে—"পেটব্যাথা করেনি ত' কি হয়েছে তোমার? মাসীমাকে ডাকব?"

নাঃ আর ডাকবার দরকার নেই—আমি মরে গেলে আমার সমস্ত মারবেল গুলো তুই—"

'তুমি ত' আর এক্ষুণি মরে যাচ্ছনা দাদা। আমি মাসীমাকে ডেকে আনি গে যাই—" সমরেশ আর কিছু বল্বার আগেই অমরেশ দু' তিন্টে করে সিঁড়ি লাফাতে লাফাতে একেবারে একতলায়। গিয়েই এক চীৎকার—'মাসীমা, ওমাসীমা শিগ্গির ওপরে এস দাদা মরে যাচ্ছে।" তিনি বললেন—"মরে যাচ্ছে!"

"হ্যাঁ দেরী কোরনা শিগগির এস।" তিনি তার কথা বিশ্বাস না করলেও তার সঙ্গে উপরে চললেন্ ব্যাপারটা কি দেখতে। বিছানার কাছে গিয়ে বললেন—"সমরেশ—কি হয়েছে কি?"

"ওঃ মাসীমা, আমার, ওঃ ওঃ--"

"কি হয়েছে—এঁ্যা?"

"উঃ উঃ ওঃ আমার ওঃ পায়ের বুড়ো আঙুলটা উঃ উঃ মনে হচ্ছে অবশ হয়ে গেছে। ওঃ ওঃ"

শুনে তাদের মাসীমা বিছানায় বসে পড়ে খানিক খুব হাস্লেন—তারপর বললেন—"ওঃ শুধু শুধু আমাকে ওপরে ওঠালে।—আচ্ছা, এখন মিছি মিছি ওরকম করে না চেঁচিয়ে উঠে মুখ ধোও।"

অমরেশ এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, এইবার

বললে—"ও বুঝেছি—রাজার আঙুল ব্যাথা আর কিছু নয়, ইস্কুলে না যাবার মতলব।"

সমরেশের আঙুলের ব্যাথা উড়ে গেল, গোঙানি থেমে গেল। সে "হাঁ তুই জানিস্" বলে বিছানা থেকে গিয়ে অমরেশের উপর পড়ল—আর তারপরেই গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ লেগে গেল। তাদের মাসীমা অতিকষ্টে তাদের ছাড়িয়ে দিয়ে খুব একচোট ধমকানি দিয়ে মুখ ধুতে যেতে বললেন।

মুখ ধুয়ে ফিরে এসে সমরেশ তার মাসীমাকে বললে—"সত্যি সত্যি আমার পা ব্যাথা করছে মনে হচ্ছিল কিনা—আর দাঁতটাতেও ভয়ানক ব্যথা করছে কিনা তাই আমি ওরকম করছিলুম—অমর যে বলছে স্কুলে যাবার জন্যে তা নয় মাসীমা—উঃ উঃ বড্ড লাগছে—এরকম করে ব্যাথা করলে কি আর স্কুলে যাব মাসীমা? গেলে নিশ্চয়ই বাড়বে নয়?"

কিন্তু এততেও মাসীমা ভুললেন না; তাকে হাঁ করিয়ে সত্যিই দাঁত নড়ছে দেখে অমরেশকে দিয়ে খানিকটা সুতো আর রান্নাঘর থেকে একখানা জ্বলন্ত কাঠ আনালেন। তারপর সুতোর একমাথা সমরেশের দাঁতের সঙ্গে আর আরএকমাথা খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে কাঠখানা হঠাৎ সমরেশের মুখের দিকে এগিয়ে ধরলেন—বাস দাঁতটা এইবার খাটের পায়ার পাশে ঝুলতে লাগ্‌ল।

কোন ফন্দীতেই যখন ফল হ'ল না তখন বাধ্য হয়ে সমরেশকে স্কুলে যেতে হ'ল।

*　　*　　*　　*

সেদিন শুক্রবার। সমরেশের উপর্যি উপরি ছ'সাতটা কাপড় ছেঁড়ার পর সেদিন তার 'হকি' খেলা বারণ হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যার সময় সমরেশ বাড়ী আসতেই তার মাসীমা তাকে বললেন—"জামাটা খোল ত' দেখি, কোথাও ছিঁড়েছে কি না?" তিনি ভেবেছিলেন সে নিশ্চয়ই তাঁর বারণ না শুনে 'হকি' খেলেছে—আর যদি খেলে থাকে তা হলে জামা কাপড় একটা ছেঁড়া ত' নিশ্চিত। কিন্তু জামায় কোথাও ছেঁড়া দেখতে পেলেন না, এমনকি সেদিনকার ছেঁড়া কলারটাও তিনি যে রকম সেলাই ক'রে দিয়েছিলেন সেই জায়গায়ই সেই রকম আছে। অমরেশও তখন সেইখানে ছিল; সে বলে উঠল—'মাসীমা, তুমি ত এটা সাদা সুতো দিয়ে সেলাই করে দিয়েছিলে—কিন্তু দেখ এটা কাল সুতো দিয়ে সেলাই করা।"

তিনি বললেন—"সত্যিই ত, আমি ত' কলারটা সাদা সুতো দিয়েই সেলাই করেছিলুম—কাল সুতো এল কোথা থেকে—সমরেশ—?"

সমরেশ বাকীটা শোনবার জন্যে সেখানে না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; যাবার সময় বলে গেল—"অমর—আমার কাছ থেকে এর জন্যে রীতিমত শাস্তি পাবে কিন্তু বলে রাখছি।"

সেদিন রাত্রে সমরেশদের মাসীমা ঠিক করলেন যে বারণ না শুনে 'হকি' খেলা ও জামাছেঁড়ার জন্যে তার পর দিন (শনিবার) সমরেশকে "হাফ্‌ হলিডে" না দিয়ে স্কুল থেকে এলেই কোন কাজ দিয়ে ৪টা পর্য্যন্ত আটকে রাখতে হবে। কি কাজ করাবেন তাও ভেবে ঠিক করে রাখলেন।

সমরেশের পায়ের ব্যথার জন্যে তিনি একটা "পেন কিলার" (Pain killer) আনিয়েছিলেন। সমরেশের পায়ের ব্যথা কেমন তা ত' তোমরা জানই? কাজে কাজেই সে সহজে সেটা খেতে চাইত না। শনিবার সকালে, সে 'পেন্‌-কিলার' দিয়ে মেজের কাটল ভর্ত্তি করতে ব্যস্ত, এমন সময় তাদের পোষা বেরালটা এসে হাজির। এসেই সমরেশের হাতে 'পেন কিলার' ভরা চামচের দিকে হ্যাংলার মত চোখ করে চাইতে লাগল, আর তার সামনে বসে জিভ দিয়ে ঠোঁট গোঁফ্‌ চাটতে লাগ্‌ল। তাকে দেখেই সমরেশের মাথায় চট্‌ করে একটা দুষ্টবুদ্ধি এল। সে সেই এক চামচ 'পেন্‌-কিলার' তাকে হাঁ করিয়ে তার মুখে ঢেলে দিলে। দেওয়া মাত্রেই সে হাত দুই লাফিয়ে উঠে, 'ম্যা—মা—া—ও" বলে চেঁচিয়ে ঘরময় দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতে লাগ্‌ল।

সমরেশদের মাসীমা ঘরে ঢুকে দেখেন্‌ সে ঐ

রকম ক'রে দৌড়াদৌড়ি করছে আর সব জিনিষ পত্র ভাঙছে—নষ্ট করছে। একটু পরেই সে আগের মত আর একবার ডেকে, ধার ছুই শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে জানলা দিয়ে তীরের মত বেরিয়ে গেল। আর যাবার সময় জানালার ধারিতে বসান রজনীগন্ধার টব্‌গুলোর গোটা ছুই ফেলে দিলে। সমরেশ তখন হাসতে হাসতে মেজেয় লুটাপুটি খাচ্ছিল। তার মাসীমা তাকে জিগেস্ করলেন—"সমর—বেরালটা হঠাৎ এরকম করছে কেন বল ত' ?"

সমরেশ বললে—"বেরালদের ফূর্ত্তি হ'লে ওরকম করে।" তিনি বললেন—"বটে, তাই নাকি ?" সে বললে—"হ্যাঁ আমি ত' তাই মনে করি।" তিনি বলেন—"তুমি তাই মনে কর ?" বলে আলমারীর পাশ থেকে 'পেন্ কিলারের' চামচটা টেনে বার করে তার সামনে ধরলেন। সমরেশ বই খাতাপত্তর নিয়ে তাড়াতাড়ি স্কুলের দিকে দৌড়ল।"

তার মাসীমা তার ছুটী বন্ধ করে কাজ করান'র শাস্তিটাই ঠিক করলেন। এক বালতী রং আর একটা বুরুশ আনিয়ে রাখলেন। সমরেশ স্কুল থেকে ফিরলেই তাকে বললেন—"যাও বাড়ীর সামনের র‍্যালিংতে এই রং লাগাও গে যাও। দেখো সমস্তটা যেন হয় আর ভাল করে হয়। হয়ে গেলেই ছুটী পাবে, তা নইলে নয়, বুঝলে ?"

সমরেশ কি করে, বাধ্য হয়ে বালতী বুরুশ নিয়ে চলল। কোথায় আজ তাদের ৩ টে থেকে 'হকি' ম্যাচ, না তার বদলে রেলিংয় রং দাও; দেখত তার মাসীমার কি অন্যায়! নয় ?

* * *

নিরুপায় হয়ে সে আস্তে আস্তে রেলিংয় রং লাগাচ্ছে। এমন সময় তার একজন বন্ধু (পাশের বাড়ীর কেষ্টা) এসে সে হকি ম্যাচ খেলতে যাবে কিনা জিগেস্ করলে। তার হাতে একটা খুব বড় আর পাকা পেয়ারা, মাঝে মাঝে তাতে খুব আস্তে আস্তে কামড় দিচ্ছে পাছে শিগ্ গিরই ফুরিয়ে যায়। সমরেশ কোন জবাব না দিয়ে আস্তে আস্তে পরম যত্নে রেলিংয় দু' এক পোঁচ রং লাগাচ্ছে আর হাত ছুই' তিন করে পিছনে সরে গিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে কেমন হল দেখ্‌ছে আর আবার এসে জায়গায় জায়গায় ফের রং দিচ্ছে—ঠিক যেমন করে পেণ্টাররা ছবি এঁকে আবকি।

তার বন্ধুও পেয়ারা খাওয়া ভুলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগল। অনেকক্ষণ এইরকম চলল। তারপর তার বন্ধু বললে—"সমর—আমায় একটু রং লাগাতে দিবি ভাই ?" সমরেশ যেন এর আগে তাকে দেখতে পায়নি' এই রকম করে তাকে বললে —"ও তুই কেষ্টা, কি বলছিস ?" সে বললে— "আমাকে একটু রং লাগাতে দেনা—আমি তোকে আমার পেয়ারাটার আধখানা দোব।" সমরেশ বললে—"হ্যাঃ তোকে লাগাতে দিই, আর তুই খারাপ করে দে' ? পাছে খারাপ হয়ে যায় সেই জন্যে মাসীমা আর কাউকে লাগাতে না দিয়ে আমায় বলেছে, জানিস্ ?" সে তবুও বলে— "না খারাপ করব না, ঠিক তার মত করে করব, একটু লাগাতে দেনা ভাই,—না হয় পেয়ারাটা সবটাই নে ?"

সমরেশ একবার পেয়ারাটার দিকে একবার রেলিংর দিকে, একবার তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে, যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তাকে রংয়ের বুরুশটা দিয়ে তার হাত থেকে পেয়ারাটা নিয়ে বললে—"আচ্ছা দিলুম কিন্তু দেখিস্ খারাপ করে ফেলিস নে যেন।" বলে সে কাছেই একটা গাছতলায় বেঞ্চের উপর আরাম করে বসে পা দোলাতে দোলাতে পেয়ারাটার সদগতি করতে লাগল, আর মাঝে মাঝে তার 'পরম মনোযোগের সহিত রং লাগান কাজে ব্যাপৃত' বন্ধুর দিকে দেখতে লাগল।

ক্রমশঃ আরও ছেলে আসতে লাগ্‌ল। আর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর তারাও তাদের খেলনা বা একটা আঁব কি একটা একটুখানি-খাওয়া কলা সমরেশের হাতে সমর্পণ করে রং লাগান কাজে

লেগে গেল। এই রকম করে এক ঘণ্টার মধ্যে সাড়ে তিনটে কলা, ছয়টা আব, ২টা পেয়ারা, ২০।২৫টা লিচু সমরেশের পেটে স্থানলাভ করলে। ১৭টা নানান্ রঙের ছোট বড় মারবেল, ৬।৭টা জল ছবি, এক টুকরা সবুজ কাঁচ পকেটস্থ হ'ল। ৩টা ছোট বড় ঘুড়ী আর এক লাটাই সুতো হস্তগত হ'ল। আর সমস্ত বেড়াটা উপরি উপরি তিনবার বেশ করে রং দেওয়া হয়ে গেল। তখন বেলা ২॥০টা ঠিক তিনটার সময় 'হকি' ম্যাচ আরম্ভ হবার কথা।

সমরেশ তার মাসীমার কাছে গিয়ে বললে 'তার বেড়াটায় রং দেওয়া হয়ে গেছে।' মাসীমা তার কথা বিশ্বাস করলেন না বললেন -"ফের মিথ্যে কথা?" সমরেশ বললে—"তুমি এসে দেখে যাও।" মাসীমা যখন দেখলেন এত অল্প সময়ের মধ্যে সত্যিই সবটা হয়ে গেছে তখন তিনি ভাবলেন সমরেশ ইচ্ছা হলে কাজ করতে পারে বটে। তাই তাকে পুরস্কার স্বরূপ একটা বড় আঁব খেতে দিয়ে ছুটী দিয়ে দিলেন।

আঁবটা শেষ করে সমরেশ মনের আনন্দে তার পকেটের বহুমূল্য জিনিষ পত্তর, আলমারীর মাথায় লুকান বিস্কুটের টিনের মধ্যে পুরে বাক্সটী সযত্নে বন্ধ করে আবার তার গুপ্তস্থানে রেখে দিয়ে, লাফাতে লাফাতে 'হকি' ম্যাচের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে টেবিলের তলায় যে অমরেশ লুকিয়ে ছিল আর তার কার্য্যকলাপ সমস্ত দেখছিল—তাত' সমরেশ দেখতে পায়নি। সমরেশ চ'লে যাওয়া মাত্রই অমরেশ টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এসে ভাবতে লাগল কি ক'রে আলমারীর মাথায় পৌছান যায়। সে সমরেশের চেয়ে অনেক বেঁটে কাজেই সমরেশের মত লাফিয়ে আলমারীর মাথায় হাত পেত না।

সে লুকিয়ে ভাড়ার ঘর থেকে গোটা দুই কলা সংগ্রহ করেছিল এবং তাই উদরস্থ করতে ব্যস্ত ছিল এমন সময় সমরেশের পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি টেবিলের তলায় ঢুকে পড়েছিল। কলা দুটো সম্পূর্ণ গলাধঃকরণ করা হলে পর তার মাথায় বুদ্ধি এল, সে একটা টুল এনে আলমারীর পাশে দাঁড় করিয়ে তার উপর চড়ে তারপর আলমারীর মাথায় উঠে পড়ল। জলছবির উপর তার নজর; সে সমরেশের বাক্স খুলে দেখল—তার ভেতর মারবেল জলছবি, রঙীন্ কাঁচ, পেন্সিল ভাঙ্গা প্রভৃতি অনেক রকমের বিস্তর জিনিষপত্র ছাড়া—কাগজে মোড়া অনেকগুলো লজনচুষ রয়েছে। ব্যস্—গোটা দুই মুখে ফেলে দিয়ে সবে সে জলছবিতে হাত দিয়েছে, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ! অমরেশ তাড়াতাড়ি উপুড় হয়ে আলমারীর মাথার সঙ্গে নিজেকে যতটা সমান করতে পারে করে পড়ে রইল।

সমরেশ বাগানের গেট পর্য্যন্ত গিয়ে ভাবল গোটা কতক লজনচুস সঙ্গে নিলে মন্দ হয় না। আবার ফিরে এসে সে ঘরে ঢুকতেই আলমারীর পাশে টুল দেখে তার মনে সন্দেহ হল। সে আস্তে আস্তে সেই টুলের উপর উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেল—অমরেশের পাতা পিঠ। আর তার পাশেই তার বাক্সটা খোলা অবস্থায়। দেখেই সে সব বুঝতে পারল—তারপর তার পিঠে দমাদ্দম্ গোটাকতক কিল লাগিয়ে বাক্সটা নিয়ে নেমে এসে টুলটা সরিয়ে নিতে আর কতক্ষণ?

তারপর বাক্সটার ভেতরের জিনিষ পত্তর সব ঠিক আছে কি না দেখে নিয়ে—সেটা একটা নতুন জায়গায় লুকিয়ে ফেলে—অমরেশের আলমারীর মাথা থেকে তাকে নামিয়ে দেবার অনুনয় বিনয় না শুনে—'হকি' ফিল্ডের দিকে প্রস্থান করলে।

এদিকে বেচারা অমরেশ আলমারীর মাথায় বসে আছে। সমরেশ 'হকি' খেলে ফিরে এসে দেখল বাড়ীতে খোঁজাখুজি পড়ে গেছে—অমরেশকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। কি করেই বা যাবে? আলমারীর মাথা ত' আর কেউ খুঁজে দেখেনি।

সমরেশ তার মাসীমাকে গিয়ে বললে যে 'তাকে খুঁজে বার করতে পারলে তিনি সমরেশকে কি দেবেন।' তিনি তাকে এক টিন চকোলেটের লোভ দেখালেন। সে তাই শুনে লুকিয়ে সেই ঘরে গিয়ে অমরেশকে বললে—'সে যদি আর তাকে না বলে তার কোন জিনিষে হাত দেয়, আর সে যে এতক্ষণ আলমারীর মাথায় ছিল সে কথা কাউকে না বলে তা হলে সে তাকে নামিয়ে দেবে। আর ১০টা চকোলেট খেতে দেবে।'

অমরেশ তাতেই রাজী। সমরেশ তাকে তক্ষুণি নামিয়ে দিল।

তারপর, তারা সত্যিই একটীন চকোলেট্ পেয়েছিল।

শ্রীমান্ কৌশিককুমার মিত্র

পদব্রজে দার্জ্জিলিং হইতে শিলিগুড়ি

গত বড়দিনের ছুটীর সময় দার্জ্জিলিং হাইস্কুল ট্রুপের কয়েকজন স্কাউট লইয়া শিলিগুড়ি, কালিংপং কিম্বা অন্য কোন জায়গায় ক্যাম্পে যাইর মনস্থ করিয়াছিলাম। তখন স্কাউটদের সকলেরই পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে এবং স্কুলও শীতের ছুটীতে বন্ধ হইবে (দার্জ্জিলিং এ Summer vacation না হইয়া Winter Holidays হয়); পড়াশুনারও বিশেষ চাপ নাই। কাজেই ক্যাম্পে বেশ আনন্দে স্কাউটিং করিয়া কাটাইতে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। বড়দিনের ছুটিতে কেহ কেহ তাহাদের অভিভাবকের সঙ্গে দেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। আর সুবিধা মত বাংলো বা - টেণ্টও (Tent) পাওয়া গেল না। সুতরাং ক্যাম্পে যাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়া ছুটীর কয়েকটা দিন অবশিষ্ট ২।৩ জন স্কাউটকে লইয়াই Excursion (অভিযান) করিয়া কাটাইবার মানসে ছুটীর ৫।৭ দিন পূর্ব্বে একদিন পেট্রোল লিডার সুরেশ চন্দ্র মৈত্র এবং সেকেণ্ড গিরিজা গোবিন্দ সান্যালকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম। তাহারা ক্যাম্পে যাওয়া হইবে না শুনিয়া বড়ই মনক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। আমার এই প্রস্তাবে খুব উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "তাহা হইলে বেশ হয় স্যার (Sir); চলুন আমরা শিলিগুড়ি হাঁটিয়া যাই।" তাহাদের কথা শুনিয়া আমি কোন কোন জায়গায় রাত্রি যাপন করিয়া যাইব ভাবিতেছি, এমন সময় তাহারা বলিয়া উঠিল, "আমরা একদিনেই হেঁটে যাব"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পারবে"! তাহারা বলিল "নিশ্চয় পারবো। স্কাউটের অসাধ্য কোন কাজ নাই। আর আমাদের শরীর এত delicate (কোমল) হলে স্কাউট হবার দরকার কি?" কথাটি শুনিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। স্কাউটের উপযুক্ত কথা বটে। তাহাদের ক্ষমতা সম্বন্ধেও আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ ইতিপূর্ব্বে একবার আমরা তিনজনে একদিনে দার্জ্জিলিং হইতে কালিংপং হাঁটিয়া গিয়াছিলাম। অনেকেই "একদিনে যাইতে পারিবনা বা গেলেও কিছুদিন শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হইবে" ইত্যাদি বলিয়া নিরুৎসাহ করিতে ছাড়েন নাই। তবুও আমরা যে দিন ছুটী আরম্ভ হইবে সেই দিনই পদব্রজে শিলিগুড়ি রওনা হওয়া স্থির করিলাম। ছুটীর দিন অতি প্রত্যুষেই—প্রায় ৫টার সময়—তিনজনে সমবেত হইলাম এবং তাড়াতাড়ি এক এক পেয়ালা চা খাইয়া প্রায় ৫॥০ টার সময় রওনা হইলাম। আমরা যখন জলাপাহাড়ের শীর্ষে পৌছিলাম তখন উদয়োন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম আভা তুষার আবৃত গিরিশৃঙ্গের (Kanchanjanga) উপর প্রতিফলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। মনে মনে ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া সেই মহিমাময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলাম। রাস্তা, বৃক্ষলতাদি এবং গৃহের ছাদ সর্ব্বত্রই তুষার কণায় (Frost) আবৃত। দেখিলে মনে হয় যেন নিশাকালে কে চুণ ছড়াইয়া রাখিয়াছে। আমরা সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রায় ৮ টার সময় সোনাদা (Sonada) আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে আর একদফা চা খাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি এমন সময় ডাউন প্যাসেনজার ট্রেন আসিবার ঘণ্টা পড়িল। আমরাও পরিচিত লোকেদের মধ্যে কে কে বাড়ী যাইতেছেন এবং স্কাউটদের মধ্যেই বা কে কে বাড়ী যাইতেছে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিন চারি মিনিটের মধ্যেই গাড়ী আসিয়া পড়িল। অনেক পরিচিত ভদ্রলোক ও স্কাউট যাইতেছিল। আমাদের অভিপ্রায় শুনিয়া অনেকেই আমাদের

উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কথা বলিতে বলিতে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। গাড়ী ঝক্ ঝক্ শব্দে চলিয়া গেল। আমাদের প্রত্যেকের থলিতে (Haver sack) রুটি,বিস্কুট,ডিম এবং চা থার্ম্মো ফ্লাস্কে ছিল-- আমরা প্লাটফর্ম্মের একধারে বসিয়া তাহা খাইতে লাগিলাম। ৫।৭ মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ করিয়া পুনঃ চলিতে আরম্ভ করিলাম। ১৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় ১১॥ টার সময় কার্সিয়াং ষ্টেসনের বিশ্রামাগারে (Waiting room) বসিয়া চা-খাবার, খাইবার ব্যবস্থা করিতেছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন যে তাঁহাদের বাসায় আমাদের খাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কথাটি শুনিয়া আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পরে জানিতে পারিলাম যে গিরিজার মেজদাদার সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের বিশেষ পরিচয় আছে এবং তিনি আগের দিন আমাদের জন্য আহারের বন্দোবস্ত করিতে সেই ভদ্রলোককে লিখিয়াছেন। তখনও আমাদের অনেক দূর পথ হাঁটিতে হইবে সুতরাং আহার না করিয়া সামান্য জলযোগ করাই যুক্তি সঙ্গত মনে করিলাম এবং সেইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম। কিছু জলযোগ করিয়া এবং আমাদের ফ্লাস্কে যদিও কিছু চা ছিল, তবুও সেই-গুলি চা পূর্ণ করিয়া লইলাম। প্রায় ১২॥০ টার সময় সেই ভদ্রলোকের নিকট আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া পুনঃ শিলিগুড়ি অভিমুখে রওনা হইলাম। কার্সিয়াং হইতে কার্টরোডে ১৮।২০ মাইল দূরস্থিত রংটং ষ্টেসনে যাইবার একটি অপ্রশস্ত রাস্তা (Shortcut) আছে। এই পথে কার্সিয়াং হইতে রংটং এর দূরত্ব ৮।১০ মাইল। কার্সিয়াং হইতে ট্রেনের সঙ্গে যাত্রা করিয়া এই পথে ট্রেন পৌঁছিবার প্রায় আধঘণ্টা আগে রংটং ষ্টেসনে উপস্থিত হওয়া যায়। আমরা কার্সিয়াং হইতে কিছুদূর কার্টরোডে আসিয়া সেই অপ্রসস্ত, অসমতল প্রস্তরময় পথে (Shorcut) এভারেষ্ট অভিযানকারী এবং অন্যান্য অভিযানকারীদের বিষয় গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই পথে যদিও হাঁটিতে একটু বেশী কষ্ট তবুও এই পথে যাওয়া শ্রেয় বিবেচনা করিলাম। কারণ যদি আমরা অন্ধকার হওয়ার পূর্ব্বে শুক্নার জঙ্গল (Sukna Forest) অতিক্রম করিতে না পারি তবে সেই হিংস্রজন্তুপূর্ণ জঙ্গলে নানা প্রকার বিপদের সম্ভাবনা। যখন অমরা রংটং ষ্টেসনের প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছি এমন সময় রংটং চা বাগানের একটি লোকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। সেই লোকটি জঙ্গল মধ্যস্থিত একটি সরুপথ দেখাইয়া দিয়া বলিল যে সেই পথে গেলে আমরা ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই শুক্না ষ্টেসনে পৌঁছিতে পারিব। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বুঝিতে পারিলাম সেই পথে কাঠুরিয়া কিম্বা জঙ্গলের চৌকিদারেরা যাওয়া আসা করে। সাধারণের যাতায়াতের রাস্তা নহে। পথও সমতল নহে। তবু আমরা সেই নির্জ্জন পথেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রায় ১॥০ মাইল ২ মাইল অতিক্রম করিবার পর দেখিলাম সেখানে খুব ঢালু। অতি কষ্টে বড় বড় গাছের শিকড় এবং ছোট ছোট গাছের গুঁড়ি ধরিয়া নামিতে লাগিলাম। কিছুদূর নামিবার পর দেখি প্রায় ৭।৮ টা বড় বড় বানর আমাদের গন্তব্য পথের পার্শ্বে বসিয়া কি খাইতেছে। আমাদের দেখিয়া তাহারা নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লাফাইয়া চলিয়া গেল। আমরাও নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অবশ্য আমাদের আক্রমণ করিলে কি করিতাম তাহা এখন বলা কঠিন। বিভিন্ন পাখীর কলরব, নানাপ্রকার পোকার ঝিঁ ঝিঁ রব শুনিতে শুনিতে ৪।৫ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া প্রায় ৪॥০ টার সময় আমরা শুক্না ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। আমরা তিনজনেই খুব ক্লান্ত হইয়াছিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামাগারে ক্লান্তি দূর করিয়া চা, রুটি ইত্যাদি খাইলাম। প্রায় ৫॥০ টার সময় আবার আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলাম কিন্তু পা যেন আর

চলেনা। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। আমরা সেই অন্ধকারেই চলিতে লাগিলাম। ৭ মাইল রাস্তা চলিয়া সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটের সময় আমরা শিলিগুড়ি ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। তখন আমাদের মনে খুব স্ফূর্ত্তি হইল। আমরা একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি এবং ডাউন মেলে কে কে যাইতেছে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি এমন সময় গিরিজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও আর ২।৩ জন পরিচিত ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিজার বড়দাদা শিলিগুড়িতেই থাকেন। আমাদের যাওয়া সম্বন্ধে তাঁহাকে পূর্ব্বেই খবর দেওয়া হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন আমরা কিছুদূর হাঁটিয়া আসিয়া ডাক গাড়ীতেই আসিব। আমাদের দেখিয়া তাঁহারা খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং আমাদের বাসায় গিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন। ডাকগাড়ী পৌঁছিবার তখনও প্রায় আধঘণ্টা দেরী ছিল। আমরাও আর গাড়ী দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া বাসায় চলিয়া গেলাম।

তৎকালের জন্য অবশ্য অতিশয় ক্লান্ত হইয়া থাকিলেও আমরা কেহই শয্যাশায়ী হইয়া পড়ি নাই। পরদিন প্রত্যুষে চা পান করিয়াই আমরা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম এবং যে দুইদিন শিলিগুড়িতে ছিলাম খাওয়ার সময় ব্যতীত সর্ব্বক্ষণই চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিয়া অতিবাহিত করিতাম। ছুটির অবশিষ্ট কয়েকদিন ভুটান হিলের পাদদেশ Jalpaiguri Duars. ভ্রমণ করিয়া আমরা ১লা জানুয়ারী দার্জ্জিলিং প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ফিরিবার সময় অবশ্য শিলিগুড়ি হইতে ট্রেনেই আসিয়াছিলাম।

স্কাউটমাষ্টার—শৈলেন্দ্রকুমার চৌধুরী,
দার্জ্জিলিং হাই স্কুল ট্রুপ।

মাসিক খবর

গত ৩১শে জানুয়ারী শনিবার বেলুড় এণ্টি-ম্যালেরিয়া সমিতির "সাহায্য রজনী" মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় সহস্রাধিক দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

বর্দ্ধমানের মহারাণী, ডাঃ ও মিসেস বেণ্টলি, সপত্নিক হাওড়ার ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি. মুখার্জ্জি, কারমাইকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ এম, এন, ব্যানার্জ্জি, মিস্ ম্যাকলিউড, মিসেস্ লেগেট্, মিঃ কেনড্রি প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

অরোরা সিনেমা কোং প্রপ্রাইটর শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বসু, রসিকচূড়মণি শ্রীযুক্ত রতিবিলাস চট্টোপাধ্যায় ও ম্যাজিসিয়ান প্রফেসর জি,সি, নিঃস্বার্থভাবে তাহাদের ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছে। সাজাহানের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। বেলুড় রোভার্স ও বয়স্কাউটগণের পল্লী স্বাস্থ্য সংস্কার কার্য্য বায়স্কোপে প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল

বেলুড়
৪ঠা ফেব্রুয়ারী

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।
বেলুড় রোভার্স এসোসিয়েসন।

কথা সুর ও :— ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

স্বরলিপি :— প্রফেসর শ্রীসিতাংশু জ্যোতি মজুমদার।

+	০	+	০
সা গা গা পা	পা পা পা পা পা	পা পা নি ধা	পা পা পা মা গা গা
ধা ও ধাও	স ম র ক্ষে ত্রে	গা ও উ চ্চে	র ণ জ য় গাঁ থা

+	০	+	০
সা সা ধা ধা ধা	পা পা গা ধা পা	পা পা ধা গা সা	সা সা সা সা সা
র ক্ষা করি তে	পী ড়ি ত ধ র্ম্মে	শু ন ওই ডাকে	ভা র ত মা তা

+	০	+	০
সা রেরে রেরে রে	রে রে সা গা গা	পা পা পা ধা নি নি সা	ধা নি সা সা সা সা
কে ব ল করি বে	প্রা ণের মা য়া	য খ ন বি প ন্ন। ০	জ ন ০ নী জা য়া

(কোরাস) :—

সা রে = তারার চিহ্ন

মা = কড়ি মা

পা পা = অর্দ্ধ মাত্রা করিয়া এক মাত্রা।

যতখানি স্বরলিপি করিয়া দেওয়া হইল তাহারই মতন বাকি অন্য পদগুলির সুর, সেই জন্য সম্পূর্ণ গানের স্বরলিপি করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, তবে বিশেষের মধ্যে এই যে যেখানে গানের কথা বেশি আছে সেখানে স্বরলিপিও বেশি হইবে, যথা:—"ধাও" দুটি কথা কিন্তু "সমরে" তিনটি কথা, "ধাও"র স্বরলিপি "সা গা" হইলে আর সমরের স্বরলিপি "সা সা গা" হইবে। উক্ত গানটি "সঙ্গীত সঙ্ঘের" গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ "রাখী পূর্ণিমার" কনসার্টে ১২-২য় কলিকাতা ট্রুপের স্কাউটদের দ্বারা গীত হইয়াছিল। গানটি সময়োপযোগী করিয়া লইবার জন্য "মোগল" শব্দের পরিবর্ত্তে "শত্রু" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছিল।

শ্রীসিতাংশু।

সাজে শয়ন কি হীন বিলাসে শত্রু বিমগ্ন যখন পুর পল্লি।
শত্রুব চরণ বিচিহ্নিত বক্ষে সাজে কি প্রেয়সির ভুজবল্লি।
কোষ নিবদ্ধ কর তরবারী যখন বিলাঞ্ছিত ভারত নারী॥
(কোরাস)—সাজ সাজ সকলে রণ সাজে, শুন ঘন ঘন রণ ভেরী বাজে,
চল সমরে দিব জীবন ঢালি, জয় মা ভারত জয় মা কালী॥

সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠ শত্রু করে কভু হবনা বন্দি।
ডরি না থাকে অদৃষ্টে অধর্ম্ম সঙ্গে করিনা সন্ধি।
রবনা হবনা শত্রুর ভৃত্য সম্মুখ সমরে জয় বা মৃত্যু॥
(কোরাস) সাজ সাজ ইত্যাদি॥

ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে শত্রু সৈন্য দল করিব বিভিন্ন।
পূণ্য সনাতন আর্য্যবর্ত্তে রাখিব নাহি শত্রু পদচিহ্ন।
শত্রু রক্তে করিব স্নান করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান॥
(কোরাস)—সাজ সাজ ইত্যাদি॥

19th/II CALCUTTA TROOP.
(ST. ANDREW'S HOSTEL.
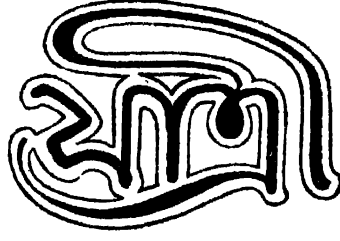
বঙ্গীয় বয়স্কাউট
সঙ্ঘের মুখপত্র ও

বাংলা ও আসাম
গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ
কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

১ম বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৩১ | ৯ম সংখ্যা

বসন্ত

১

বসন্ত এসেছে আজ।
ফুল ফলে ভরা হাসিতেছে ধরা।
পরিয়া শ্যামল সাজ।
কুল কুল কুল করি নিরবধি
শীতল অমল জলভরা নদী
চলেছে সাগর মাঝে।
বসন্ত এসেছে আজ॥

২

আসিয়াছে ঋতুরাজ
ঘুচাইয়া ব্যথা শীতের জড়তা
অঙ্গে মোহন সাজ।
এস বসন্ত হে চির নূতন
প্রতি শাখী শাখে সব আবাহন
গাহিছে বিহগ আজ।
স্বাগত হে ঋতুরাজ॥

সমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব,
১১-২য় ট্রুপ কলিকাতা।

৩০শে, ৩১শে জানুয়ারী যে কলিকাতা দ্বিতীয় সঙ্ঘের ক্রীড়া কৌতুক কারুকার্য্য ও শিল্প কার্য্যের প্রদর্শনী হয়েছিল মাঘ মাসের সংখ্যায় আমরা সে বিষয় কিছু লেখবার অবসর পাইনি। প্রদর্শনী চমৎকার হয়েছিল আর তা সর্ব্ববাদিসম্মত; কাজেই সে বিষয় আমাদের বিশেষ কিছু বলবার নেই। যাঁরা এর উদ্যোগী ছিলেন আর যাঁদের পরিশ্রমে এটি এত সুন্দর হয়েছিল তাঁদের আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের কাছে আমাদের এই অনুরোধ যে যদি সম্ভবপর হয় তাহলে তাঁরা যেন এটা বাৎসরিক উৎসবে পরিণত করেন। আমরা তাহলে অন্ততঃ একদিনও আমাদের ছেলেদের এই মানুষ হওয়ার খেলা দেখে আমোদ পাই।

* * * *

হস্ত-শিল্প কারুকার্য্য ও সখের কার্য্যের যে প্রদর্শনী করা হয়েছিল সে বিষয় আমাদের কিছু বলবার আছে। শুনেছি যে কর্ত্তৃপক্ষরাই বলেছেন যে এ বিভাগটি তাঁদের নিজেদেরই আশাতীত ফল লাভ করেছিল। এ বিষয় কেন যে তাঁরা সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন তা জানিনা; এত সফল হবেই। আমরাও বরাবর তাই বলি যে আমাদের ছেলেদের মধ্যে অনেক জিনিষ আছে যা খালি সুযোগ পায়না বলে ফুটে উঠতে পারেনা। স্কাউটিং এর ভিতর দিয়ে যে সুযোগ যুগিয়ে দেওয়া হয়, তাই ছেলেদের স্কাউটিং ভাল লাগে আর সেই জন্যেই এর ভিতর দিয়ে তাদের অজ্ঞাতসারেই তাদের মানসিক শক্তির বিস্তার আর জ্ঞানের বৃদ্ধি হওয়া এত সহজ। ছেলেদের উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস; খালি আমরাই, বুড়োরাই, তাদের মানুষ কর্ত্তে শিখিনি। আশা করি এই থেকে অনেকেই শিক্ষা লাভ করবেন।

* * * *

তারপর যা ক্রীড়া কৌতুক দেখান হয়েছিল তাতে কি না দেখান হয়েছিল; ডাঙ্গার ওপর যা কিছু হতে পারে তা প্রায় সবই ছিল। সর্ব্বপ্রথম যে তারা ভারতবাসী আমাদেরই "ছেলে-পুলে" তা বলা হয়েছিল। ব্যায়াম; অশ্বারোহণ; আমায় একজন এ বিষয় দক্ষলোক বলেছিলেন "এরকম চড়তে এরা কোথায় শিখলে?" আমি বলেছিলাম "শেখালেই শেখে"। তারপর মোটর চালনা। অবশ্য এটা আর এখন নূতন নাই; ছেলেরা আমাদের অনেকেই, আজকাল এ শিখ্ছে। এরপর অনেকে মিলে একত্রে ঠিক একসঙ্গে লাঠি নিয়ে ও বিনা লাঠিতে ব্যায়াম কর্চ্ছে তা দেখান হয়েছিল। এতে এতগুলি ছেলে একত্রে মিলে একটি চিত্তাকর্ষক দৃশ্য করাতে বিশেষ সংযম দরকার। তারপর বাইসাইকেলের খেলা; অতগুলি সাইকেল একসঙ্গে একত্রে চলাফেরা করায় বড়ই মনোরম দেখ্তে হয়েছিল। আর যখন সাইকেল ষ্ট্রেচারে করে আহত বালককে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন উপস্থিত সকলেই করতালি দিয়েছিলেন। কিন্তু এরপর যখন ছেলেরা তেতলা পর্য্যন্ত মই দিয়ে, দড়ি বেয়ে উঠে আগুন

নেবাবার ব্যবস্থা করেছিল, আর দড়ি দিয়ে লোক নামিয়ে দিয়ে নিজেরাও সেই দড়ি বেয়ে সড় সড় করে নেমে এল তখন সত্য সত্যই অনেকেই বিশেষ আশ্চর্য্য হয়েছিলেন যে আমাদের ছেলেদের এত সাহস! ছেলেদের সাহস যথেষ্টই আছে আমরা বাপমারাই তাদের ভীতু করে তুলি। এই সূত্রে বলে নিই যে ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছিল; আর অনেকেই যে উপস্থিত ছিলেন এটি বড় আনন্দ-দায়ক হয়েছিল। আমাদের বিশ্বাস যতদিন জননীরা ছেলেদের এসব কাজে উৎসাহ না দেন ততদিন ছেলেরা মানুষ হবেনা।

* * * *

ক্যাম্পে গিয়ে ছেলেরা কি করে তার কিছু কিছু দেখান হয়েছিল। খেলাধূলায় ছেলেরা কি রকম মেতে যায় অথচ তারই মধ্য দিয়ে ছেলেদের যে শিক্ষা দেওয়া যায় তারও প্রমাণ দেওয়া হয়েছিল। আফ্রিকার, সাঁওতালদেশের অসভ্য জাতিদের নানা রকম নাচ দেখান হয়েছিল। সেগুলি সত্য অসভ্য জাতির নাচ না হতে পারে, কিন্তু আমাদের ছেলেদের সে নাচ দেখে সকলে প্রাণ খুলে হেসেছিলেন, কেননা দেখে মনে হয়েছিল—হ্যাঁ এদের মধ্যে একটা স্ফূর্ত্তি সজীব প্রাণ আছে বটে। এখনও এরা মরে নি। কোঁচা লুটান, চুড়িদার পাঞ্জাবী, লপেটা জুতো পরা, লম্বা লম্বা চুল পেছনে উল্‌টান, সিগারেট মুখে, হয়ত আবার বড় বড় গোল গোল কাঁচকড়ার ফ্রেমে চশমা পরা ছেলে, আর এদের মধ্যে কত তফাৎ! তাদের চাইতে কি এরকম অসভ্য থাকাই ভাল নয়? শেষে এও দেখান হয়েছিল যে স্কাউটিংয়ে শুধু ছেলেদের নাচান হয় না, তাদের মধ্যে বীণার সুরও বাজে; আরও কত কি ছিল। মোটের উপর আমরা বড় খুসী হয়ে ফিরে এসেছিলাম।

* * * *

একটা জিনিষ আমাদের বড়ই চমৎকার লেগেছিল যে এতগুলি জিনিষ তিন ঘণ্টার ওপর হয়েছিল ঐ সময়ের এক দণ্ডও বৃথা নষ্ট হয় নি; একটির পর একটি জিনিষ যেন কলে চলেছিল আর সমস্ত ক্ষণই ছেলেদের উৎসাহের সীমা ছিলনা; দেখে মনে হয়েছিল যে ছোট্টটি থেকে বড় পর্য্যন্ত সকলেরই চেষ্টা ছিল যে যেন তাদের এ প্রদর্শনীটি সফল হয়। আমাদের মধ্যে এই শিক্ষার বড়ই অভাব দেখা যায়। স্কাউটিং শিক্ষায় এই আর একটি আদর্শ জিনিষ আছে। আমাদের সকলকে তার বিস্তারের চেষ্টা কর্ত্তে হবে।

স্কাউট নিয়মাবলী

৮। স্কাউট বিপদে পড়িয়াও তাহার মনের প্রফুল্লতা হারায় না, সে সদা হাস্যময়।

অমিয়,

কেমন সাতের নিয়মটার বিষয় যা বলেছিলাম তা বুঝেছত? কিছু জিজ্ঞেস্ করবার আছে?

অমিয়। আচ্ছা স্যার এমন হতে পারে যে আপনি একটা কাজ করতে বললেন আর বাবা তাতে মত করলেন না, তখন স্যার আমি কি করব?

স্কা-মা। প্রথমতঃ দেখ যখন তুমি এই ট্রুপে ভর্ত্তি হবার জন্য দরখাস্ত করেছিলে তখন তোমার অভিভাবকের মত নিয়ে আমরা তোমায় ভর্ত্তি করেছি আর দরখাস্ত পত্রে তাঁর কাছ থেকে লিখিয়ে লওয়া হয়েছে যে তিনি তাঁর সাধ্যমত তোমাকে তোমার কার্য্যে ও নিয়ম পালনে সহায়তা করবেন কাজেই মনে হয় যে ওরকম অবস্থা কখন হবেনা। তত্রাচ যদি কখনও কোন বিষয়ে মতের মিল না হয় তখন যদি আমাকে তুমি তোমার বাবার কি ইচ্ছা জানাও আমি সেটা নিশ্চয়ই মেনে চলতে চেষ্টা করব কিংবা তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে আমি তার মীমাংসা করে ন'ব। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোনও কাজ করব না, করতে পারিও না। এ কাজে পিতামাতার অভিভাবকের সহানুভূতি চাই তানাহলে চলে না।

অমিয়। আর একটা কথা স্যার, ধরুন আপনি আমায় কোথাও যেতে বল্লেন কিন্তু পথে যেতে যেতে আমি দেখলুম যে একজনের বিপদ হয়েছে আমি তখন তার সহায়তা করব না তাকে ছেড়ে আমায় যা করতে বলেছেন তাই করতে যাব?

স্কা-মা। ও ক্ষেত্রে আমি তোমায় কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম বলে দিতে পারিনা যে এই তোমায় করতে হবে, কারণ পরের উপকার করাই যখন আমাদের ব্রত তখন তোমার স্কাউট-মাষ্টার তোমার একটা কিছু করতে বলেছেন বলে যে আর সে সময় অন্য কিছু মোটে করবেই না আমি তা বলিনা; তবে তোমার নিজেকে সেখানে বুঝে নিতে হবে যে কোনটা বেশী দরকারি। যদি স্কাউটমাষ্টার যা বলেছেন সেটা সময়মত না করলে বেশী ক্ষতির সম্ভাবনা বিবেচনা কর তখন তাই করতে হবে কিন্তু যদি তা নাহয় তাহলে যদি তুমি সেটা করে তারপর স্কাউট-মাষ্টারের আজ্ঞা পালন কর তা শুনলে তিনি খুসিই হবেন রাগ করবেন না। তাই তোমার মনে হয় না?

অমিয়। হাঁ স্যার।

স্কা-মা। আর কিছু বলবার আছে? তাহলে এবার আটের নিয়মটা ধরা যাক্?

অমিয়। হাঁ স্যার, ওটা কি বলব?

স্কা-মা। বলনা বেশত।

অমিয়। স্কাউট বিপদে পড়িয়াও তাহার মনের প্রফুল্লতা হারায় না, সে সদা হাস্যময়।

স্কা-মা। বেশ, কি বুঝলে এখন বল? ইংরাজিতে আগে এই নিয়মটি ছিল A scout smiles and whistles at all times পরে সেটা বদলে under all difficulties করা হয়েছে। কেন জান? "Smiles and whistles" হল একটা চলিত কথা, সত্য সত্যইত আর হাসা আর শিষ দেওয়া বোঝায় না। দেখনা তুমি চেষ্টা করে একসঙ্গে হাসতে আর শিষ দিতে পার কিনা? হল? ওই দেখ তাহলে। ওর মানে হচ্ছে যে সব সময়ে তুমি তোমার কথা ঠিক রাখবে, আর হাসি মুখে বিপদকে মাথায় তুলে নেবে; কিন্তু হয়েছিল কি জান, একদিন একটি স্কাউট গির্জ্জেয় গিয়ে যখন পাদরি সাহেব

ধর্ম্মোপদেশ দিচ্ছেন তখন শিষ দিচ্ছিল, সকলে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এই অসভ্য ব্যবহারে খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজন সেই স্কাউটকে জিজ্ঞেস্ করাতে সে বলেছিল যে কেন আমি স্কাউট; আমাদের আটের নিয়ম হচ্ছে যে সব সময়ে আমরা হাসব আর শিষ দিব। চীফ স্কাউট তারপর থেকেই এই নিয়মটি বদলে দিয়েছেন। বুঝলে তাহলে এর ভাবার্থ কি?

অমিয়। সত্যি সত্যি স্যার ওরকম হয়েছিল?

স্কা-মা। হাঁ, ওই একটা ঘটনা না আরও ওই রকম ব্যাপার ঘটেছিল।

অমিয়। এতে স্যার আর কিছু আছে?

স্কা-মা। আরও কয়েকটা জিনিষ এর ভেতর আছে। ধর যদি একজন লোক তোমার কাছে মুখ শিঁটকে বিশ্রী করে আসে তোমার তাকে মোটেই ভাল লাগেনা কিন্তু যদি একজন হাসি মুখে আসে তোমার দুদণ্ড তার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে যায় আর তাকে দেখেও একটা মনে আনন্দ হয়, হয় না?

অমিয়। হাঁ স্যার।

স্কা-মা। ছেলেদের "হাসিখুসির" মতন সব বইতে, যে সব হাসিমুখের ছবি থাকে তা দেখলেও একটা আনন্দ হয়, আপনা থেকে মনে প্রফুল্লতা এনে দেয়। "হাসি মুখটি দেখতে বেশ" ও কথা খুব সত্য। তাই আমাদের অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য যে আমরা হাসি মুখটি তাদের কাছে নিয়ে যাই তাতে নিজের শরীর ভাল থাকে আর অপরেরও উপকার করা হয়।

অমিয়। এক একজন লোক আছেন স্যার যাঁরা মোটে হাসেন না তাঁদের বড় ভয় করে।

স্কা-মা। ঠিকত, তোমার কি আমারও ভয় করে, মনে হয় যেন তাঁরা এ জগতের লোক নন। আর একটা দেখ কোনও যদি কষ্টকর কাজ করতে হয় সেটা যদি অনিচ্ছায় বিরক্ত হয়ে কর তাহলে সেটা আরও ভারী বোধ হবে কিন্তু হাসতে হাসতে সেটা করলে তা হবে না। বোধহয় লক্ষ্য করে দেখেছ যে যখন কোনও ভারী জিনিষ টেনে নিয়ে যেতে হয় তখন কুলিরা গান গাইতে থাকে, ওতে কষ্টের লাঘব হয়। ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে সবই করলে কিছু কষ্ট মনে হয় না। স্কাউটদের তাই নিয়ম হচ্ছে যে যখনই কিছু করবার আজ্ঞা পাবে সেটা তৎক্ষণাৎ হাসতে হাসতে করবে, গম্‌গচ্ছ করে 'করতে হবে তাই' এ ভাব থাকবে না।

তারপর ওই যা বলছিলুম যে বিপদের সময় ধৈর্য্য চাই। ধর বাড়ীতে তোমার কারুর বিশেষ ব্যারাম হয়েছে তুমি যদি খালি ভাবতেই থাক আর অধীর হও তাহলে তোমার দ্বারা কিছু উপকার হবেনা অথচ তুমি কত কাজে লাগতে পার, তুমি যদি হাসি মুখে রুগীর সেবা কর; রুগীরও মন ভাল থাকে। কিংবা ধর হঠাৎ আগুন লেগে গেছে তুমি যদি খালি চ্যাঁচাও আর হাঁকু পাকু কর তাহলে কিছুই করতে পারবেনা, এই রকম।

অমিয়। ওই রকম করেইত স্যার সব পুড়ে যায়।

স্কা-মা। আর একটা কথা আমার মনে হয় কি জান যে আমরা ছোট ছোট জিনিষ নিয়ে বড় মনকে উতলা করি। জীবনটা কদিনই বা; যদি ওই নিয়েই ব্যস্ত থাকা যায় তাহলে বেঁচে থেকে সুখ নাই। অনেক সময় যে সব কথা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় তাই নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই আর অনর্থক মন খারাপ করি। অনেকে বলেন যে আমরা পরাধীন জাতি বলেই আমাদের এই অবস্থা, কিন্তু তা হবে কেন? আমাদের মনকে আমরা নিজেরা গড়ে তুলতে পারি, সেটাত নিজেদেরই হাতে। মানুষের মধ্যে রসিকতা আর তা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা থাকা চাই, তবেত মানুষ। প্রাণ খুলে হাসতে পারা চাই তাহলে দেখবে জীবনে অনেক আনন্দ পাবে।

অমিয়। আজ তাহলে স্যার এই পর্য্যন্ত থাক?

স্কা-মা। হাঁ, এস।

স্কাউটমাষ্টার নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

কাজের ছেলে

(১)

বয়স তার বছর পনের—নামটী ছিল 'সত্য'। ফতেপুর গ্রামটী থেকে সত্যর বাড়ী প্রায় এক মাইল দুরে ছিল; পাশের বাড়ীতে থাকত 'শান্তি'। এরা দু'জনেই প্রায় সমান বয়সী—এদু'টী প্রাণ সসীমের মধ্যে এক নূতন ভাবে গড়ে উঠছিল। বাহিরে তাদের চরিত্র কোন দিন ফুটে উঠবার অবকাশ পায়নি। তাহারা পরস্পরে কেবল পরস্পরের সমস্ত ইতিহাসের সহিত অনুলিপ্ত ছিল। সত্যি কথা বলতে গেলে এদের মধ্যেই কোনই প্রভেদ ছিল না—একসঙ্গে থাকত, বেড়াত, ও এমন কি এক ক্লাসে পড়ত পর্য্যন্ত; শুধু স্কাউটিং এর সময় দু'জনকে দু'টী বিভিন্ন পেট্রলে দেখা যেত। কিন্তু সে বিভিন্নতা আর কতটুকু!

সেদিনটা তত ভাল ছিলনা; সকাল থেকে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, আবার মাঝে মাঝে একটা ঝাপটা রোদ এসে, কোন এক নবজগতের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য গ্রামটীর উপর ছড়িয়ে ফেলছিল। আকাশের মেঘের অবস্থার কোন স্থিরতা ছিলনা—এই আছে এই নেই—ঠিক যেন শরতকালের মেঘ। তাই সেদিন তাদের ড্রিল্ করতে মাঠে আসতে হ'ল না। এরা খুব বেড়াতে ভালবাসত, তাদের বেড়ানর ঘটা দেখলে মনে হত যেন প্রকৃতির কোন বিঘ্নই তাদের এ আনন্দে বাধা দিতে পারে না। চারিদিকে জলে জলে থৈ থৈ, নদীর দু'কুলই জলে টাপুর টুপুর, তাহারই ধার দিয়ে সেদিন বিকালে তারা বেড়াতে বেড়িয়ে গেল। আকাশ খুব পরিষ্কার ছিলনা, তবে তখনও সূর্য্য তার শেষ কিরণটুকু পৃথিবীকে প্রদান করে প্রকৃতির আনন্দ বর্দ্ধন করছিল।

(২)

সেটা ষ্টেসন বলা যায় না। তবে "River Steam Navigation company"র একখানা সাইন্ বোর্ড একটা চালা ঘরের বেড়ার পাশে লাগান ছিল; এবং বিকালে একখানি বড় ষ্টিমার আসতে দেখা যেত; সুতরাং ইহাকে ষ্টেসন বলা হত। তারা দু'জনে সেদিন এইখানে এল। ঠিক ষ্টেসনের উপর একটী ঝড়ে পড়া পিটুলি গাছ; ইহার উপর বসে তারা আবেগে গা ঢেলে দিয়ে দিনের কত প্রহর কাটিয়ে দিত। আজও সেখানেই বসল। ষ্টিমার আসার আর বেশী দেরী ছিল না;

অদূরে ধুঁয়া দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু আকাশ তখন কাল মেঘে ঢেকে আসছিল, পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্যের হাসি মাখা শেষ কিরণটুকু ক্রমশঃ মাঠের গাছ-পালার উপর লীন হয়ে গেল। বাতাসের গতি এবার পূর্ব্বের থেকে অধিক, ক্রমে ঝড়ে পরিণত হ'ল। নদীর ঢেউগুলো পারে এসে আছাড় খেতে লাগল। মুশলধারায় বৃষ্টিতে চারিদিক সাদা হয়ে গেল—প্রায় ধুঁয়ার মত; কিছু দেখা যায় না।

শান্তি আর সেখানে এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারছিলনা, বৃষ্টি যেন সবলে এসে তার সমস্ত শরীর জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। সত্যের ও সেদিকে খেয়াল ছিল, তবু তার ভাবটা একটু উদাস; শান্তির দেখা দেখি সেও ক্ষুদ্র চালাটীর তলে আশ্রয় নিল। এদিকে ষ্টিমারখানা ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তি হ'ল। ঠিক সেই সময় বিদ্যুতের অস্পষ্ট আলোকে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ষ্টিমারের সম্মুখে দেখা গেল—প্রায় ধাক্কা লাগে লাগে: পরক্ষণেই একটা বিকট চীৎকার তাদের কানে ভেসে এল। সন্ সন্ করে সত্য বায়ুবেগে বাহিরে বেরিয়ে পড়ল। একবার বিদ্যুৎ আলোকে সে জলের উপর কয়েকটা দেহ ও একখানা নৌকার ছই ভাসতে দেখল; তখনই আর একটা ঢেউ এসে সব অদৃশ্য করে দিল। একটা শক্তির ঝঙ্কার তার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। আর তারা দেরি করল না, দুজনেই জলের উপর ঝাঁপিয়ে পরে সাঁতার কেটে ডুবা নৌকাখানায় দিকে অগ্রসর হল। দু'জনেই আজ এক নূতন বলে বলীয়ান্।

(৩)

ষ্টিমার তখন ঘাটে লেগেছে; তারা ডুবা নৌকাখানার সামনে গিয়ে যা দেখল তাতে তাদের মুখ শুকিয়ে গেল। একটা মাঝির মাথা দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে, নৌকায় একটা পাশ ধরে প্রায় অচেতন অবস্থায় সে জলে ভাসছে। আর একটা ভদ্রমহিলা নৌকায় আর একপাশ ধরে ইতস্ততঃ তাকিয়ে অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলছিলেন। সে স্বর প্রকৃতই ভয়াবহ।

শান্তি ফস্ করে নৌকাখানা ধরে, মধ্যে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে পারের দিকে ঠেলতে লাগল। সত্য ইতিমধ্যে হাত চারেক দূরে একটী ভদ্রলোককে জলে হাবু ডুবু খেতে দেখে তাঁর কাছে আগিয়ে গেল ও আশ্বাস দিয়ে যখন তাঁর কোমরটা ধরে পারের দিকে আসছিল, ঠিক সেই সময় ভদ্রলোকটী একবার সত্যকে জরিয়ে ধরবার চেষ্টা করছিলেন। সে খুব চালাকি করে তাঁর হাত এড়িয়ে নিয়েই তাঁর গালে সজোরে একটা চড় মারিল। এ বিপদের মধ্যেও সত্য একটু হেসে নিল। তিনি চড় খেয়ে বেশ একটু বোকা হয়ে গেলেন আর জড়িয়ে ধরার চেষ্টা না করে, বরং ডোবার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার চেষ্টায় হাত দিয়ে জল কাটতে লাগলেন। সত্য বুঝল তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। যখন তারা সকলে পারে এসে পৌঁছিয়েছে তখন সেখানে খুব ভীড়। তবে দর্শকবৃন্দের সংখ্যাই সাহায্যকারীর থেকে বেশী।

(৪)

সত্য ও শান্তি ধরা ধরি করে ভদ্রমহিলাটীকে ষ্টেসান মাষ্টারের বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল, তখনও তিনি অচেতন। দু'জনে পরামর্শ করে ঠিক জলে ডুবা লোকদের যেরকম চিকিৎসা করতে হয় সেইরকম করতে লাগল। আজ তাদের একটী সুখের দিন। রাত তখন অনেক হয়েছে তাদের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিলনা।

সত্য যে ভদ্রলোকটীকে জলথেকে উদ্ধার করেছিল। তিনি এই মহিলাটীর স্বামী; তিনি পাশে বসে এই দুইটী অপরিচিত ছেলের অপূর্ব্ব প্রথা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তারা ভাবল—এত তাদের কর্ত্তব্য, নূতন কিছুই নয়।

শান্তি যে মাঝিটার মাথা ফেটে গিয়েছিল

তাকে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ্ করে দিল। সত্য যাওয়ার সময় ভদ্রলোকটীর কাছে নদীবক্ষে চপটাঘাত দেওয়ার কারণ বুঝিয়ে দিল ও তাহার জন্য ক্ষমা চাইতেও ভুল করেনি।

(৫)

সেই বাদল রাতে ভিজতে ভিজতে তারা মাঠ দিয়ে বাড়ীর দিকে চলে যাচ্ছিল তখন সত্য ভাবল না জানি আজ তাকে মার কাছে কত বকুনি সহ্য করতে হবে। শান্তি Goodnight বলে তার বাড়ী চলে গেল। সত্যর প্রাণে ঝড় বচ্ছিল। তার মা ভিজা কাপড় দেখে অবাক হয়ে গেলেন। সে ভয়ে ভয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল; মা কিন্তু শুধু একটু হেসে শুকন কাপড় ঘরথেকে বের করে দিলেন। মার সেই হাসিটুকুই তাকে সকল কার্য্যে উৎসাহিত করত।

স্কাউট—অমিয় কুমার মৈত্র
গোপালগঞ্জ ট্রুপ।

ত্যাগের জয়

(ফরাসী গল্প অবলম্বনে)

এক

"মা, তোমার কি বড় কষ্ট হচ্ছে? আমি কি তোমার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দোব মা?"

ফ্রান্স দেশে মার্সেলিস সহরের নিকটবর্ত্তী একটী কৃষক পল্লীতে এক কুটীরের মধ্যে মৃত্যুশয্যাশায়ী কোন বর্ষীয়সী রমণীকে তাহার একমাত্র কন্যা লিসেট্ উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছিল।

মুমূর্ষু রমণী ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল, লিসেট, তোর দয়াতেই আমি মারা গেলুম। না শো'না, এখন আর আমাকে কিছু করতে হবে না।"

তুমি যে কি মাথা মুণ্ড বল মা তার কোন মানে নেই। আমি আবার তোমাকে দয়া করতে গেলুম কখন। তা বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে কিনা সেটাও জিগেস্ করব না? মা তুমি যদি নিজে মনে মনে ভাব যে আমি দিনকে দিন ভাল হয়ে উঠছি তা হলে কিন্তু আমি ঠিক বলে দিচ্ছি যে তুমি খুব শীগগীর ভাল হয়ে উঠবে।

ডেম মার্গারেট পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "সে আর এ জন্মে নয়রে। আমি বেশ বুঝ্তে পাচ্ছি যে এবারে আমার আর এ বিছানা ছেড়ে উঠ্তে হবে না। তুই যদি এত ভাল, শান্ত আর মিষ্টস্বভাবা না হতিস্ তবে আমি বোধ হয় এর চেয়ে সহজে মর্তে পারতুম। তুই যদি আমাকে ঘেন্না কর্ত্তিস তা হলেও আমি মনে শান্তি পেতুম কিন্তু আমার উপর তোর এই ভালবাসাই আমার পক্ষে যম যন্ত্রণার মত কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছে। ওঃ যাদের প্রতি নৃশংস নারকীয় আচরণ করা হয়েছে তাদের কাছথেকে তার প্রতিদানে ভাল ব্যবহার বা ভালবাসা সহ্য করা কি কষ্টকর, কি নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক" বৃদ্ধা আর বলিতে পারিল না, উত্তেজনার আবেগে তাহার জীর্ণ বুকটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

লিসেট্ ভাবিল বুঝি তাহার মাতা প্রলাপ বকিতেছে। সে প্রাণপণে তাহাকে সান্ত্বনা দান করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু অবশেষে বিফল হইয়া মার মুখের কাছে নিজের সুন্দর মুখখানি লইয়া গিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, মা, মাগো, তোমার

মুখে এসব কথা শুনলে আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি ত মা আমার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার, কোন অবিচার কর নি। তুমি ত' মা আমাকে মায়ের চেয়েও বেশী ভালবাস তোমার মুখে মা আমি ত একদিনের জন্যে একটু বকুনি অবধি শুনিনি তবে কেন এসব বলছ মা"—লিসেটের আয়ত নয়ন-দুটীতে শোকাশ্রু উথলিয়া উঠিল অবশেষে তাহা তাহার অনিন্দ্য সুন্দর কপোলদেশ বহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। তথাপি ডেম মার্গারেট উন্মত্তার ন্যায় বলিয়া উঠিলেন "না, না, আমাকে মা বলিস্ নি আমি তোর মা নই।"

লিসেট্ মাতার এই অস্বাভাবিক উক্তির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ও মাতার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বিবেচনা করিয়া আপনার নয়ন মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিল, মা তোমার কষ্ট কি বেড়েছে ?

বৃদ্ধা ভগ্নস্বরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ আমার কষ্ট আরও বাড়ছে। আমার আর দেরী নেই। হা ঈশ্বর, আমি এই মহাপাপের বোঝা নিয়ে কেমন করে তোমার কাছে দাঁড়াব।"

"মা, যদি তুমি জীবনে কোন পাপই করে থাক তবে ধর্ম্মযাজকের কাছে তা বল্‌তে পার্‌লে তিনি তোমায় সান্ত্বনা দিতে পারেন। আমি কি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে খবর দিয়ে আস্‌ব ?"

"তাই যা বাছা দৌড়ে যা, দেরি করিস্‌নি—এক্ষুণি ফিরে আসিস্ নয়ত ফিরে এসে আমাকে নাও দেখতে পেতে পারিস্।" লিসেট নীরবে প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পরে যখন লিসেট্ ধর্ম্মযাজকের সহিত প্রত্যাগমন করিল তখন মাতার মুখে আসন্ন মৃত্যুর ও একটা আতঙ্কের ছায়া দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কি যেন অশুভ হইয়াছে বা ঘটিবে ইহা ভাবিয়া সে নিজেও যুগপৎ আতঙ্কে ভয়ে ও শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

ধর্ম্মযাজক বেশ স্নিগ্ধস্বরেই ডেম মার্গারেটকে বলিলেন, "মা তোমাকে অসুস্থ দেখ্‌ছি কিন্তু আশা করি তোমার মনে কোন অশান্তি নেই।"

"না না, আমার মনে একটুও শান্তি নেই প্রভু। আমি এই ফুলের মত শুভ্র নিষ্পাপ মেয়েটির প্রতি অন্যায়, ঘোরতর অন্যায় করেছি—ওঃ এই যন্ত্রণা থেকে কি ক'রে আমি মুক্তি পাব তাই আপনি আমায় বলে দিন।"

"তুমি কি করেছ মা তা আমাকে সব খুলে বল তা হলেই তোমার মন থেকে অর্দ্ধেক ভার নেমে যাবে। আর এই বলে তোমার মনকে প্রবোধ দাও মা যে আমরা, মানুষেরা পাপীদের ঘৃণা করি বটে কিন্তু ঈশ্বর তাদের আগে তাঁর অমৃতময় কোলে তুলে নেন। ছেলের কাদা মাটী মাখাই স্বভাব তাই বলে মা কি কখনও তাকে ফেলে দিতে পারে ?"

"তবে শুনুন প্রভু, আমি মহাপরাধী, আমি এই মেয়েটীর মা নই, লিসেট, শোন, আমি তোর মা নয়।" বৃদ্ধার কণ্ঠ পুনর্ব্বার রুদ্ধ হইল তাহা শোকের আতিশয্যে বা উত্তেজনার আবেগে তাহা ঠিক বলা যায় না কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের পর লোকে যেরূপ ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে তাহাকে ঠিক সেইরূপ দেখাইতে লাগিল।

ধর্ম্মযাজক পুনরায় কহিলেন, "বল মা, বলে যাও, না বল্‌লে তোমার কষ্ট বাড়্‌বে বই কমবে না," এই বলিয়া তিনি নিকটস্থ একটা চেয়ার টানিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন এবং লিসেটের ভয়-ব্যাকুল নয়নদুটী যেন তাহার মাতার এই রহস্যময়ী উক্তির অর্থ বুঝিবার জন্য তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

ডেম মার্গারেট কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, "ষোল বছর আগে আমার একটী ফুটফুটে মেয়ে হবার পরই আমি বিধবা হই আর তার পরেই মার্সেলিস সহরবাসিনী ব্যারনেস ডুপন তাঁর এক মেয়ের জন্য আমাকে ধাত্রী নিযুক্ত করেন। শুনেছি এখন তিনি প্যারীতে আছেন। তখনকার প্রথামত আমার এই বাড়ীতেই সেই মেয়েটিকে এনে রাখা হল তার মা তাকে আমার

হাতে সঁপে দিয়ে আবার সহরে ফিরে গেলেন। দুঃখের বিষয় তিন হপ্তা যেতে না যেতেই সেই মেয়েটির কঠিন ব্যারাম হল। আমি তখন গরীব বিধবা, আমি ভাবলুম যে, যদি মেয়েটা মারা যায় তা হলে আমার এই দাইয়ের কাজটা যাবে আর আমাকে ও আমার মেয়েকে উপোস করে মর্ত্তে হবে।"

বৃদ্ধা এইটুকু বলিয়া হাঁপাইয়া পড়িল তারপর পুনরায় দম লইয়া আবার মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "তারপর একদিন মেয়েটির অসুখ ভয়ানক বেড়ে উঠল আমি ভীতা হয়ে সারারাত্রি তার শিয়রে বসে ভগবানকে ডাক্‌তে লাগলুম; তার পরদিন সকালে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ক্রহাম আমার এই ছোট বাড়ীর সামনে দাঁড়াল, হর্ষোৎফুল্ল মুখে ব্যারনেস দুপন নাবলেন, নেবেই চেঁচিয়ে বল্লেন, ডেম মার্গারেট শীগ্‌গীর আমার ক্লোতিলদাকে এনে দাও তাকে মার্সেলিসের বড় বড় কাউন্টরা দেখতে চেয়েচে আমি এই গাড়ীতেই তাকে নিয়ে যাব যাও দেরী কোর না, শীগ্‌গীরই তাকে নিয়ে এস, আমি তখন দাঁড়িয়ে মুহূর্ত্ত ভাবলুম হা ভগবান তারপর আমি যা কল্লুম তার প্রায়শ্চিত্ত এজগতে আর হবে না। কিন্তু সে দোষটা কি পুরোই আমার? আমি তখন ভাবলুম যে রোগা মেয়েকে ব্যারনেসের হাতে দিই কি করে? সত্যি সত্যি তিনি যে আনন্দ কর্‌তে কর্‌তে এসেছিলেন, আমার তখন তাঁকে নিরাশ করতে ইচ্ছা করছিল না। তার উপর সয়তান আমার কানে কানে বলছিল মেয়েটা ত আজই মর্‌বে। এইবেলা তোর নিজের একটু সুবিধা করে নে না।

আমার মেয়েটা, আগেই বলেছি, যে খুব সুস্থ ও সুন্দর ছিল অবিশ্যি ব্যারনেসের মেয়ের বড় কম সুন্দর ছিল না আর মেয়ে দুটি অনেকটা একরকম দেখ্‌ত বলে লোকে বল্‌ত যে ডেম মার্গারেটের বুড়ো বয়সে বেশ যমজ মেয়ে দুটি জুটেছে।

"হ্যাঁ তারপর আমি আর বেশী ভাব্‌লুম না··· পাপ কর্‌বার একটা পৈশাচিক আনন্দেই আমি তখন মত্ত···আমি তখন আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে আমার মেয়ে, আমার নিজের মেয়ে আমার চির আদরের ধন লিসেট্‌কে নিয়ে গিয়ে অম্লানবদনে ব্যারনেস্ দুপণের কোলে ফেলে দিলুম্।"

লিসেট্ পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া এই বিবরণ শুনিতে ছিল। বাহ্যিক জগতের সহিত তাহার কোন সম্পর্কই ছিলনা—তাহার বোধ হইতেছিল যে যেন তার সারা জীবনটাই গোড়া থেকে ওলোট্ পালোটে, একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

মুমূর্ষু রমণী বুঝিতে পারিতেছিল যে তাহার শক্তি শেষ হইয়া যাইতেছে। সেইজন্য সে ক্ষীণ অথচ অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে বলিয়া যাইতে লাগিল, "ব্যারণেস মেয়েকে পেয়ে আনন্দে আত্ম-হারা হয়ে তাহার মুখখানি অজস্র চুমায় ভর্ত্তি করে দিলেন দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'ডেম্ মার্গারেট্ ছেলেপিলে মানুষ করতে জানে বটে আমার এই দেড়মাসের মেয়ে একে দেখ্‌তে হয়েছে যেন দু' মাসের কি তারও বড় মেয়ের মত।" এই রকম আরও কত কি বলে তিনি আনন্দ প্রকাশ কর্‌লেন তারপর হঠাৎ তিনি মেয়ের বগলের কাছে একটা লাল দাগ ছিল সেইটে দেখ্‌বার জন্যে তার জামা খুল্‌তে লাগ্‌লেন।"

লিসেট আর থাকিতে পারিলনা আপনার জামা খুলিয়া সে বলিয়া উঠিল "এই যে সেই দাগ"। ধর্ম্মযাজক লিসেটের হাত ধরিয়া বলিলেন, "আঃ এখন কি ছেলেমানুষী কর্‌বার সময় মা?"

"ব্যারণেস জামা খোলাতে আমার সত্যিই উৎকণ্ঠা উপস্থিত হ'ল; কিন্তু সেই মুস্কিল থেকে ব্যারণেসের একজন সহচারিণী সেই সময় আমায় রক্ষা কর্‌লে। সে বল্‌লে 'মা আমি ত' তখনই বলেছিলুম যে ওটা গরমের জন্য হয়েছিল, তা তুমি বল্লে যে 'যাঃ ওটা জড়ুল' এখন দেখছ ত' কার

কথা খাট্‌ল'—ব্যারণেস্ কিন্তু তখন মেয়েকে নিয়েই মত্ত। আমায় তিনি অনেক পুরস্কার দিলেন তারপর আমার মেয়েকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন। প্রভু, এই রকম ক'রে আমি মেয়ে বদল কর্‌লুম, এই আমার পাপ।"

কিছুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; এত নিস্তব্ধ যে বোধ হয় সূচীপাত হইলেও শোনা যাইত। কিয়ৎক্ষণ পরে লিসেট্‌ই প্রথম বলিয়া উঠিল "তাহলে সত্যই তুমি আমার মা নও?"

"কিন্তু প্রাণের লিসেট্, তোকে আমি মায়ের চেয়েও বেশী ভালবেসে এসেছি আর এখনও বাসি। মনে কর্ আমি যদি তোকে বুকে তুলে নিয়ে মানুষ না কর্ত্তুম, তাহলে তুই এত বড় হতে পার্ত্তিস্ নে। লিসেট্; লিসেট্, তুই আমাকে ও কথা বলিস্‌নে, বল্ তুই আমায় ক্ষমা করেছিস্-তাহলেও আমি শান্তিতে মর্ত্তে পার্‌ব।"

"মা, মা" এই বলিয়া লিসেট্ ছোট শিশুর মত তাহার ধাত্রীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বৃদ্ধা তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিল "আঃ লিসেট্, তুই বড় ভাল মেয়ে আমার কেবল এখন এই টুকু খেদ রইল যে মর্‌বার আগে আমি আমার নিজের মেয়েকে একবার দেখে যেতে পার্‌লুম না।"

"কিন্তু আমিও ত' মা তোমার নিজের মেয়ে।"

"হ্যাঁরে তুই তাই, কি তার চেয়েও বেশী. পরমেশ্বর তোকে চিরজীবী আর চিরসুখী করুণ"—বৃদ্ধার কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ হইল; তাহার শ্বাস আরম্ভ হইল এবং ধর্ম্মযাজকের প্রার্থনার সহিত অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার আত্মা-বিহগ তাহার নশ্বর দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া কোন্ অমর লোকের উদ্দেশে উড়িয়া গেল। লিসেটের আর্ত্তনাদে সেই ক্ষুদ্র কৃষক পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মিত্র

১২—২য় কলিকাতা টি.প।

দেশ মাতৃচরণে

(১)

লহ দেশমাতা বরিয়া সাদরে তনয় তোমার স্কাউট আজ ;
দেখ গো চাহিয়া পরের তরেতে পরেছে তাহারা কেমন সাজ
অহিংস তারা হিংসা না জানে,
মিথ্যা যা তাহা শোনেই না কাণে,
মিথ্যা বলে না বলিতে জানে না, পরেছে তাহারা সত্য—তাজ
লহগো জননী বরিয়া সাদরে তনয় তোমার স্কাউট আজ ॥

(২)

শিখেছে তাহারা মানিতে রাজারে, শিখেছে তাহারা বলিতে সবে
"দাঁড়াইয়া মোরা তোমাদের দ্বারে, উঠ ঘুমঘোর ত্যাজিয়ে তবে।"
বলে সমস্বরে বলে তারস্বরে
"বাঁধিব সকলে ভ্রাতৃস্নেহ ডোরে
করিব সকলে পর উপকার করিব সকলে দেশের কাজ
ঘৃণা করিব না দেখিয়া নিঃস্ব, সেবিতে আতুরে পাব না লাজ ॥

(৩)

ব্রতী তারা সদা পর উপকারে পর-হিত তরে স'পেছে প্রাণ
পরের তরেতে মরিতেও পারে চাহে না অর্থ চাহে না মান।
করে না কখন আত্ম গরিমা
চাহে না বিলাতে আপন মহিমা
চাহে না গো তারা করিতে জাহির নিজের সুনাম কীর্তি গান
চাহে শুধু তারা ধন্য হইতে দেশের কার্য্যে স'পিয়া প্রাণ ॥

(৪)

অপমান যদি করে কেহ তারে, সে সকল কথা রাখে না মনে,
প্রতিশোধ-প্রিয় নহে গো তাহারা, করে না কলহ কাহারও সনে।
বিপদে তাহারা বরে হাসি মুখে
নহেক কাতর কভু কোন দুখে
পশুপাখী কীট বন্ধু সবারই, অরি নাহি তার অবনী মাঝে
সদা আগুয়ান বায়ুর সমান নির্ম্মল সদা সকল কাজে ॥

স্কাউট শ্রীপতিকুমার দাস।
১ম—চুঁচুড়া ট্রুপ।

মুগলির কথা

কা'র শীকার

যাত্রীর ছোট পাঠকগণ মুগলি গ্রামে ফিরে গিয়ে কি কর্ল না কর্ল সে সব কথা বলবার আগে তোমাদের জঙ্গলের আর একটি প্রাণীর কথা বলিব। মুগলিকে জঙ্গল থেকে তাড়িয়ে দেবার কিছুদিন আগেই তাকে নিয়ে এক ভীষণ কাণ্ড হয়ে যায়, সেই গল্পটাই তোমাদের বলছি।

মুগলি তখন বালুর কাছে নিয়মমত আইন শিখত। বালু ভারী খুসী, কারণ তার অন্য কোনও ছাত্রই এত তাড়াতাড়ি আর এত বেশী আইন শিখত না। তারা শিখ্‌ত "যে পায়ের আওয়াজ হবেনা, চোখ এমন হবে যে অন্ধকারেও দেখ্‌তে পাবে, কাণ যেন অনেক দূরের হাওয়ার আওয়াজও শুনতে পায়, দাঁত সব ধারাল আর পরিষ্কার হবে; যাদেরই এসব গুণ থাকবে তারাই জঙ্গলে পরস্পর ভাইয়ের মত থাকবে কেবল ট্যাবকী আর হায়নার দল ছাড়া, কারণ এদের সকলে ঘৃণা করে।" এই অবধি শেখা হলেই তারা পালাত আর বড় একটা আইন কানুণের ধার ধারত না। কিন্তু মুগলি এর ঢের ঢের বেশী শিখেছিল। বাঘেরা মাঝে মাঝে গাছের ডাল বেয়ে এসে শুনত—তার আদরের মুগলি বালুর কাছে সারাদিন যা শিখেছে সে সমস্ত ফের বলছে। গাছে ওঠা দৌড়ান সাঁতার এসব বিষয়েও সে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। বালু জঙ্গলের নিয়মত শেখাতই এমন কি জলের আইন কানুনও তাকে শিখিয়ে ছিল। বালু তাকে শেখাত—কোন ডালটা ভাল বা পচা কি করে জানতে হয়; মৌচাকের কাছে গিয়ে পড়লে সেই বুনো মৌমাছিদের কি ক'রে মিষ্টি কথায় ঠাণ্ডা কর্ত্তে হয়; বাদুড় ম্যাং যখন দুপুরে এসে তাকে বিরক্ত করে তখন তাকে কি বলা উচিৎ; জলে ঝপাং করে গিয়ে পড়বার আগে কি বলে জলের সাপদের সাবধান করে দিতে হয়। এসব ছাড়া মুগলিকে অচেনাদের শীকারের ডাকও শেখান হয়েছিল। কোনও নতুন বনে শীকার কর্ত্তে গেলে উত্তর না পাওয়া অবধি ঐ ডাকটা দিতে হয়। মানুষদের ভাষায় ঐ ডাকের অর্থ হচ্ছে "আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমায় এখানে শীকার কর্বার হুকুম দেওয়া হোক"। আর তার উত্তর হচ্ছে "বেশ খাবার জন্য শীকার কর্ত্তে পার কিন্তু আমোদের জন্য নয়"।

এই রকম কত জিনিষ মুগলিকে যে শিখ্‌তে হত তার ঠিক নেই। বালুও আবার প্রত্যেকটা জিনিষ তাকে একশ বার করে জিগেস কর্ত্ত; এতে তার ভয়ানক বিরক্ত বোধ হত, তাই এক দিন সে রেগে—বালুর কাছ থেকে পালিয়ে গেল। বালু গিয়ে বাঘেরাকে বল্ল "দেখ নেকড়েদের কথা আলাদা কিন্তু মানুষের বাচ্ছা যখন ও, তখন ওকে জঙ্গলের বিষয় সব শিখ্‌তে হবে"।

বাঘেরা বল্ল "কিন্তু ও কত ছোট তাও বিবেচনা কর। ওর ওইটুকু মাথায় ও কত জিনিষ মনে রাখবে?"

বালু বল্ল "জঙ্গলে এমন কোনও কিছু আছে কি যা ও ছোট বলে অবহেলা কর্ত্তে পারে? নেই। কেমন? সেই জন্যেই আমি ওকে এত সব শেখাই। আর যদি ও কখনও ভুলে যায় তখন দু' এক ঘা মারি, তাও খুব আস্তে।"

বিরক্ত হয়ে বাঘেরা বল্ল "হ্যাঁ! আস্তে!

লোহার মত হাত পা তোমার আস্তের তুমি কি জান? তোমার ঐ আস্তে মারার চোটেই ওর মুখ চোখ আজ কেটে কুটে রক্তারক্তি হয়ে গেছে আবার বলচ আস্তে!"

নরম হয়ে বালু বল্লে "আমি ওকে এত ভালবাসি বলেইত মারি। কিছু না জেনে বেঘোরে প্রাণটা হারাণর চেয়ে আমার কাছে এসব শিখ্‌তে গিয়ে যদি ওর, শুধু মুখ কেন, পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা অবধি মার খেয়ে কেটে কুটে যায়ত তাও ভাল। আমি এখন ওকে জঙ্গলের "সেরা কথা (Master Words) শেখাচ্ছি, যা জানা থাক্‌লে পশু পক্ষী সাপ বা কোনও রকম জন্তু হতেই ওর কোনও অনিষ্ট হবেনা। ঐ কথাগুলো বলতে পারলে জঙ্গলের কেউই ওকে কিছু বলবেনা। একটু মার খেয়ে যদি ও এসব শেখে সেটা কি ভাল নয়?"

বাঘেরা একটা থাবা সামনের দিকে বাড়িয়ে এক দৃষ্টে সেই থাবার দিকে চেয়ে বল্লে "বেশ ভাল কথা, কিন্তু সে দিকেও একটু নজর রেখ যে তোমার অল্প মারের চোটেই ও মরে না যায়। ওযে তোমার ভোঁতা নখ ধার করবার গাছের গুঁড়ি নয় সে কথাটাও যেনভুলে যেওনা। যাক্‌ তোমার "সেরা কথাগুলি" কি আমি জানতে চাই।

"বেশ আমি মুগলিকেই ডাক্‌ছি তার ইচ্ছে হয় ত সেই তোমায় বলবে" এই বলে বালু ডাকলে "কই আমাদের ছোট্ট ভাইটি এস।"

ঠিক তাদের মাথার উপরেই একটা গম্ভীর বিরক্তিপূর্ণ স্বর তারা শুনতে পেল—"ওঃ মাথাটা আমার যেন মৌচাকের মতন ভোঁ ভোঁ করছে!" গাছ বেয়ে সড় সড় করে মুগলি নেমে এল। মাটিতে নেমেই রাগতভাবে তাচ্ছিল্যের স্বরে সে বল্ল "আমি বাঘেরার জন্যই এলুম বালুর জন্যে মোটেই নয়।"

দুঃখিত হয়ে ব্যাথিত স্বরে বালু বল্লে "যাক্‌ সে একই কথা। এখন বাঘেরাকে জঙ্গলের সেরা কথা যা—আজ তোমায় শেখালুম, শুনিয়ে দাও।"

একটু মজা করবার জন্য মুগলি বল্ল "কাদের সেরা কথা বলব? জঙ্গলের ভাষা ত অনেক রকমই। আমি ত তার সব গুলোই জানি।"

চটে গিয় বালু বল্লে "কিছুই তুমি জান না। দেখ বাঘেরা, এরা কখন শিক্ষককে ধন্যবাদ দেয় না। আজ অবধি একটা বাচ্ছা নেকড়েও কখনও এসে বালুকে তাদের শেখানর জন্য ধন্যবাদ দেয় নি।" যাক্‌ এখন পণ্ডিত মশাই, শিকারী পশুদের সেরা কথাটাই আগে বলুন।"

মুগলি ঠিক বালুর মতন করে বল্ল "তুমি ও আমি একই রক্তের।"

বালু বল্লে "বেশ পাখীদের?"

মুগলি আগের কথা গুলোই ফের বলে শেষে চিলের ডাক দিলে।

বাঘেরা জিজ্ঞেস কল্লে "বেশ সাপেদের বেলায় কি হবে?"

মুগলি একেবারে ঠিক সাপেদের মত হিস্‌ হিস্‌ আওয়াজ কল্ল। তারপরেই মুগলি এক লাফে একেবারে বাঘেরার পিঠের ওপর উঠে কাৎ হয়ে শুয়ে বালুর দিকে কটমট্‌ করে চেয়ে রইল।

নরম স্বরে বালু বল্লে "এইত বেশ শিখেছে; তা এইটে শেখবার জন্য যদি একটু মারই খেয়ে থাকে তা আর এমনই বা কি! একদিন এর মর্ম্ম ও বুঝ্‌তে পারবে।" তারপর বালু বাঘেরাকে বলতে লাগল কি করে সে একটা জঙ্গলী হাতীর কাছ থেকে এই জঙ্গলের সেরা কথাগুলি শিখে নিয়েছে। তার পর সে নিজে সাপেদের কথাগুলো উচ্চারণ কর্ত্তে পারত না বলে হাতী কি করে মুগলিকে একটা জলঢোঁড়া সাপের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে সাপেদের কথা গুলো শিখিয়ে এনেছে। বালু আরও বল্ল, যে এসব কথা শেখে জঙ্গলের কোনও প্রাণীই তাকে কোন রকম আঘাত করে না। খুব গর্ব্বিত ভাবে নিজের প্রকাণ্ড ভুঁড়িতে হাত বুলতে বুলতে বল্লে "যাক্‌ এখন আর ওর কাউকেই ভয় করবার রইলনা।"

"হ্যাঁ এক ওর নিজের দলের লোক ছাড়া" বলে বাঘেরা মুগলিকে বল্ল "আস্তে খুদে ভাইটি আমার; আমার পাঁজরা গুলো যেন গুঁড়িয়ে দিওনা।" মুগলি তখনও বাঘেরার পিঠের ওপর শুয়ে পা দুলিয়ে দুলিয়ে বাঘেরার পাঁজরার কাছে গুঁতো মারছিল।

হঠাৎ নিজের দলের লোকের কথা শুনে সে বলে উঠল 'হ্যাঁ আমার নিজের একটা দল হবে আর আমি তাদের গাছের ডালে ডালে চালিয়ে নিয়ে বেড়াব।"

বাঘেরা বল্লে "আমাদের খেয়ালী ভাইটির এ আবার কিসের খেয়াল হল?"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে মুগলি বলে যেতে লাগল "হ্যাঁ বেশ মজা হবে। ডালে ডালে ঘুরে বেড়াব আর ওপর থেকে বালুর গায়ে ধুলো দ'ব। আর তারাও বলেছে, আমায় দলের সর্দ্দার করবে।"

হঠাৎ বালু "ওঃ" করে চেঁচিয়ে উঠল আর বড় বড় থাবা দু'টো দিয়ে মুগলিকে বাঘেরার পিঠ থেকে টেনে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে।

মুগলি বুঝল বালু ভয়ানক রেগেছে। বালু বল্লে "মুগলি, নিশ্চয়ই বাঁদরদের সঙ্গে তোমার এসব কথা হয়েছে?"

মুগলি বাঘেরাও চটেছে কি না দেখবার জন্যে ভয়ে ভয়ে তার দিকে ফিরে তাকাল—দেখলে বাঘেরার চোখও যেন খেজুরের বীচির মত কঠিন।

জলদগম্ভীর স্বরে বাঘেরা বল্ল 'বাঁদরের কাছে তুমি গিছলে, সেই কটা রংয়ের জানোয়ার গুলো যাদের কোন নিয়ম কানুন নেই, যা তা খেয়ে বেড়ায়, তাদের কাছে তুমি গিছলে! ছিঃ কি লজ্জার বিষয়!

আস্তে আস্তে মুগলি বল্লে "যখন বালু আমায় মার্লে, আমি চলে গেলুম তখন গাছের ওপর থেকে একটা ধেড়ে বাঁদর নেমে এসে আমায় শান্ত কর্ত্তে লাগল। কই আরত কেউই আমায় এরকম সহানুভূতি দেখালে না।"

"হুঁঃ বাঁদরদের আবার সহানুভূতি!" অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে বালু বলতে লাগল "ঠিক যেন পাহাড়ী নদীর স্থিরতা আর, গরমের দিনের দুপুর রদ্দুরের ঠাণ্ডা হাওয়ার মত কল্পনা। যাক তারপর কি হল গো মরদ বাচ্চা?"

"তারপর? তারপর তারা আমায় কত মিষ্টি খেজুর খেতে দিলে। তোমরা কেন বাঁদরের সঙ্গে আমায় এতদিন খেলা কর্ত্তে দিতে না? তারাও আবার আমারই মত দুপায়ে দাঁড়াতে পারে। শক্ত থাবার বাড়ি তারা আমায় মারেওনা। কেমন সারাদিন খেলা করে। আমায় ছেড়ে দাও বালু, আমি যাই খেলা করিগে তাদের সঙ্গে।"

খেলা কর্ব্বার কল্পনার স্ফূর্ত্তিতে ও উত্তেজনায় সে বালুর ও বাঘেরার রাগ ও চটবার কথা একেবারে ভুলেই গিছল।

খুব গরম রাত্তিরে বাজ পড়বার আওয়াজের মত স্বরে বালু বল্লে "শোন মুগলি, জঙ্গলের সব প্রাণীদের বিষয়ই তোমায় বলেছি ও তাদের নিয়ম কানুনও তোমাকে শিখিয়েছি কিন্তু এই বাঁদরদের বিষয় তোমায় কখনও কিছু বলিনি কারণ তাদের কোনও নিয়ম নেই কোন আইন নেই। জঙ্গলের অন্য প্রাণীদের কাছে তারা 'একঘরে'। তাদের নিজেদের কোনও ভাষা নেই। চুরী করে গাছের ডালের উপর থেকে লুকিয়ে অন্যের কথা শুনে সেই গুলোই অনুকরণ করে। তাদের মত চললে আমাদের হবেনা। ওদের কোনও সর্দ্দার নেই। তাদের কোনও কথা মনে রাখবার ক্ষমতা নেই। জঙ্গলের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্কই নেই। ওরা যে জল খায় আমরা তা ছুঁইও না। ওরা যেখানে শীকার করে আমরা সেদিকে যাইইনা। এমন কি ওরা যেখানে মরে সেখানে আমরা মর্ত্তেও ঘৃণা করি। আজ অবধি কখনও তুমি এই বানরদের কথা আমায় বলতে শুনেছ?"

প্রায় ফিস্ ফিস্ করে মুগলি বল্লে, "না"

বালুর এতক্ষণ গম্ভীরস্বরের কথার পর জঙ্গলের নিস্তব্ধতা যেন তার কাণে গম্ গম্ করে বাজছিল।

"জঙ্গলের প্রাণীরা ওদের কথা তাদের মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে; এমন কি ওদের খেতে ও আমরা ঘৃণা করি। ওরা একটা বদমাইস, অসভ্য, নির্লজ্জের দল। ওরা প্রায়ই ইচ্ছা করে অবশ্য যদিও কখনও ওদের ইচ্ছার কোনও ঠিক থাকেনা—যে আমরা ওদের দিকে দেখি কিন্তু ওপর থেকে ধুলো বালি ইত্যাদি ফেলে দিলেও আমরা ওদের দিকে তাকিয়ে দেখিনা।"

বালুর কথা শেষ হতে না হতে ওপর থেকে ছড়ছড় করে কতকগুলো বাদাম আর শুকনো ডাল পড়ল আর তারা গাছের উপর লাফালাফির আওয়াজ আর কিচির কিচির শব্দ শুনতে গেল।

বালু ফের বল্লে "এই বানররা একঘরে; সারা জঙ্গলের মধ্যে একঘরে, মনে রেখ।"

বাঘেরা বল্ল "এরা একঘরে বটে; তবুও আমার মনে হয় বালুর তোমাকে এর আগে এদের বিষয় সাবধান করে দেওয়া উচিৎ ছিল।"

ঘৃণার স্বরে বালু উত্তর দিল "আমি! আমি কি করে জানব যে ও এরকম নোংরা কাজ কর্ব্বে; বানরদের সঙ্গে মিশতে যাবে! আরে ছোঃ!"

(ক্রমশঃ)

অমর দেব
বাঘেরা—৪র্থ ২য় প্যাক
কলিকাতা।

ভোলারামের সুখ দুঃখের কথা

স্কাউটে ভর্ত্তি।

আমাদের স্কুলে থার্ড ক্লাসে মেধো বলে একটা ছেলে পড়ত। মেধো পড়া শুনায় যদিও খুব রপ্ত নয় কিন্তু তার গায়ে বেশ জোর ছিল ও সে স্কুলের মধ্যে একজন সর্দ্দার ছেলে ছিল। নীচে ক্লাসের ছেলের ত কথাই নাই উঁচু ক্লাসের অনেক ছেলেও তাকে ভয় করত। স্কুলের মাষ্টার পণ্ডিতরাও মেধোকে একটু খাতির করত আমাদের স্কুলে আসতে দুচার মিনিট দেরী হলেই প্রাণ গুর্ গুর্ করে। কিন্তু আমি শুনেচি, মেধো দশ মিনিট দেরী করে ক্লাসে এলেও পণ্ডিত মহাশয় মিষ্টিস্বরে বলেন "কি মাধব আজ এত দেরী যে" আর মেধো যে কোন উত্তর হোক দিলেই সন্তুষ্ট। আমি একদিন স্কুলে আসবার সময় আর একটা ছেলের সঙ্গে লাট্টু নিয়ে কাড়াকাড়ি কর্ত্তে গিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়ে সমস্ত গায়ে কাদা লেগে গেছল। বাড়ী গিয়ে কাপড় বদলে আসতে পাচ মিনিট দেরী হোয়েছেল, তাতে বাড়ীতে এক দফা মার কাছ থেকে বকুনি খেলুম আবার ক্লাসে আসতেই পণ্ডিত মহাশয় বল্লেন, "কি গো ভোলারাম আজ বুঝি বাড়ীতে ভোজ ছিল তাই দেরী হয়েছে"। আমি যত বল্লুম "না পণ্ডিত মশাই পিচ্‌লে পড়ে কাপড়ে কাদা লেগেছিল, বদলাতে গিয়ে দেরী হয়েছে" কিন্তু সে কথা শোনে কে। সেদিন আধ ঘন্টা বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হয়েছিল।

আমি ফোর্থ ক্লাসে পড়ি। আমাদের ক্লাসের যোগেন আর রমেশ স্কাউট। তারা রবিবারে স্কাউটিং করে ও স্কুলে এসে স্কাউটিং সম্বন্ধে গল্প করে। আমার তাদের কথা শুনে স্কাউট হতে একটু একটু ইচ্ছে হত। মেধো কিন্তু স্কাউটিংয়ের উপর চটা ছিল। সে বলত "স্কাউটিংএ ছেলেগুলোকে খালি সং

সাজিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়। একেত সারা হপ্তা মাষ্টার পণ্ডিতের জ্বালায় অস্থির রবিবারেও স্কাউট মাষ্টার হলেইত প্রাণ টেকা দায়। ছেলেগুল হয় ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে নয়ত কচি পোকার মত যত আজগুবি খেলা খেলছে এতে আবার বাহাদুরী কি"। শুনেচি মেধো একদিন কোন ট্রুপের খেলা দেখতে গিয়ে তাদের খুব ঠাট্টা আরম্ভ করে দিয়ে ছিল, স্কাউটমাষ্টার বারণ করাতেও মেধো থামেনি। তখন স্কাউট মাষ্টার এসে মেধোর হাতটি ধরলেন। মেধো জোর করে হাত ছিঁনিয়ে নিতে চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। স্কাউট-মাষ্টার তখন বললেন "কি করে আমরা স্কাউটদের চুপ করে থাকতে শেখাই তা তোমাকে দেখিয়ে দিচ্চি, তোমাকেও দুই মিনিট ঐ রকম করে থাকতে হবে" মেধো বল্লে "ভাল হচ্ছে না বলচি, ছেড়ে দিন" বলে টানা টানি করতে লাগল কিন্তু হাত ছাড়াতে পারলে না। স্কাউট মাষ্টার তখন একটা whistle দিতেই স্কাউটেরা যে যেখানে ছিল স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর তিনি অর্ডার দিলেন 'Lie down still, অমনি সব স্কাউট মাটীতে মড়ার মতন শুয়ে পড়ল। স্কাউট মাষ্টার তখন মেধোকে বললেন "তোমাকে দুমিনিট ঐরকম করে পড়ে থাকতে হবে, ইচ্ছা করলে কান, নাক ও চুল নাড়াতে পার, কিন্তু শরীরের যদি অপর কোন অংশ নড়ে অমনি স্কাউটরা তোমাকে পাকান স্কার্ফের বাড়ী মারবে"। তার পর তিনি অর্ডার দিলেন 'up' অমনি স্কাউটরা সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়াল। স্কাউট মাষ্টার ট্রুপের চারজন বড়ছেলেকে তাদের স্কার্ফ খুলে পাকিয়ে নিতে বললেন। তারপর মেধোকে বললেন 'Lie down still' মেধো বল্লে "ছাড়ুন বলচি ও সব চালাকি হবে না" স্কাউটমাষ্টার বল্লেন "না শুনে এখনি স্কার্ফের অস্বাদন হবে। দেখলে ত, খালি চুপ করে পড়ে থাকা, দুমিনিট থাকতে পারলেই ছুটি।" মেধো তখন উপায় না দেখে শুয়ে পড়ল, অমনি চারজন স্কাউট স্কার্ফ হাতে তার চারদিকে দাঁড়াল। একটু পরেই মেধো তার একটা পা একটু টেনেচে অমনি চারজন স্কাউট পটাপট স্কার্ফের বাড়ী আরম্ভ করলে। মেধো রেগে উঠে পড়তে চায় কিন্তু তত ঘন ঘন তার ঘাড়ে স্কার্ফের বাড়ী পড়ে। স্কাউট মাষ্টার বল্লেন "দুমিনিট না হলে ওরা থামবে না যদি মার বাঁচাতে চাও চুপ করে পড়ে থাক"। মেধো আবার শুয়ে পড়ল কিন্তু দুমিনিটের মধ্যে শরীর নড়াবার জন্য আরও চার পাচবার মার পেলে। দুমিনিট হবার পর স্কাউটমাষ্টার বললেন "এইবার উঠতে পার এখন বোধ হয় স্থির হয়ে থাকবার মত কতকটা হয়েছে"। মেধো তখন উঠে গায়ের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে যে স্কাউটরা মেরে ছিল তাদের দিকে চেয়ে "আচ্ছা একবার দেখে নেব" ইত্যাদি বলতে বলতে চলে গেল। সেই থেকে সে স্কাউটদের উপর বড় চটা। আমাকে এক দিন যোগেন ঐ ঘটনার কথা চুপি চুপি বলে ছিল। কিন্তু মেধোর সামনে ঐ কথার ইঙ্গিত করতে কেউ সাহস করত না। মেধো আমাকে একটু ভালবাসত। স্কুলে স্বরস্বতী পূজা ইত্যাদি উৎসবে মেধোই প্রধান উদ্যোগী ছিল ও মাঝে মাঝে আমাকেও দুই একটা কাজের ভার দিত। কিন্তু স্কাউট এর নাম শুনলেই জলে উঠত। সেইজন্য মনে মনে স্কাউট হবার ইচ্ছা থাকলেও মেধোকে চটাবার ভয়ে স্কাউটে যোগ দিতে পারিনি।

এক দিন স্কুলে গিয়েই শুনলুম কোন বড়লোক মরাতে তাঁর সম্মানের জন্যে সে দিন স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। ছেলেরা খুব গোলমাল লাগিয়েচে, এমন সময় হেড মাষ্টার এসে বললেন "যাও সকলে বাড়ী যাও স্কুলের ফটক এখনি বন্ধ করা হবে।" বড় লোক ত রোজ মরেনা, যদিও বা এক দিন ভাগ্যে ছুটি পাওয়া গেল ও খেলবার যোগাড় হতে লাগল, হেড মাষ্টার এসে স্কুল থেকে বার করে দিতে বললেন। মেধো তখন এসে বল্লে "চল মাণিক তলার দিকে বেড়িয়ে আসি" আমার বাড়ীর কথা ভেবে যদিও একটু ভয় হোল কিন্তু মেধোর কথার উপর কথা কইবার সাহস হলনা। দলে, যোগেন, রমেন ও আরও দুটা ছেলে জুটল। প্রথমে

মেধো যোগেন রমেণকে স্কাউট বলে দলে নিতে চায়নি কিন্তু আমি অনেক বলা ক'য়ায় নিতে রাজি হল। যোগেন রমেণ বেশ ছেলে আমার সঙ্গে তাদের খুব ভাব ছিল।

মাণিক তলার পুল পেরিয়ে মাইল খানেক যাবার পর, একটা পড়ো বাগান দেখতে পেয়ে মেধো বললে "চল বাগনে আম টাম কিছু পাওয়া যায় কি না দেখা যাক।" আমরা একটু মুখ চাওয়া চায়ি করাতে বল্লে "আচ্ছা ভীতু কতক গুণকে আনা গেছে, তবে তোরা থাক আমি যাই—যদি আম পাই তখন যেন ভাগ চেওনা।" আমের জন্য মত না হোক ভীতু বলাটা আমরা পছন্দ করলুম না, তাছাড়া মেধোর উপর আমার খুব একটা বিশ্বাস ছিল, ভাবলুম সে যখন আছে তখন ভয়ের বিশেষ কারণ নেই। বাগানের পেছুনের ভাঙ্গা বেড়ার ভিতর দিয়ে বন জঙ্গল ঠেলে আমরা বাগানে ঢুকলুম। বাগানে জন প্রাণী আছে বলে বোধ হলনা, চারি দিকেই বন জঙ্গল। খানিক দূর যাবার পর একটা বড় পুকুর দেখতে পেলুম। পুকুরের ঠিক ধারেই একটা বড় আম গাছ, সেই গাছের একটা বড় ডাল পুকুরের উপর খানিক দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছে, আর সেই ডালের আগায় একটা ছোট ডালে গোটা সাত আটটা পাকা আম এক গোছায় ঝুলচে। মেধো ত দেখেই বললে "দেখেচিস্ একবার কেয়া পাকা আম, ও গুলি হস্তগত করতে হবে।" তার পর যোগেন ও রমেনের দিকে চেয়ে বললে "তোরা ত মস্ত মস্ত স্কাউট, গাছে চড়তে খুব মজবুদ, আমগুণ পাড় দিকি দেখি।" রমেণ ডালটার দিকে ভাল করে বললে দেখে "যে ডালে আম রয়েচে সেটা বড় সরু ভর সইবে কিনা সন্দেহ, আর ডাল ভাঙ্গলেই গভীর জলে পড়তে হবে, পুকুরটাও বেশ গভীর বলে বোধ হচ্চে, ও গুল ছেড়ে অন্য আমের চেষ্টা দেখাই ভাল।" মেধো ঘৃণার সঙ্গে বল্লে "বোঝা গেছে স্কাউটিংএ কত সাহস ও বিদ্যে হয়, তোমরা অন্য আম দেখগে। চলত ভোলা আমরা আমগুল পাড়ি।" তারপর রমেণের দিকে চেয়ে বললে "কিন্তু পরে যেন এ আমে ভাগ বসাতে এসনা।" রমেন ওযোগেন অন্য গাছে আমের খোঁজ করতে করতে কিছু দূরে চল গেল। মেধো ত আমাকে ঠেলে ঠুলে সেই আম গাছটায় চড়িয়ে দিলে ও নিজেও উঠল। কেলো ও হরে নীচে দাঁড়িয়ে রইল। মেধো সেই বড় ডালটার উপর দিয়ে আমগুলার দিকে এগুতে লাগল আমিও পিছন পিছন এগুতে লাগলুম। যে ছোট ডালটার আমগুণ ছেল মেধো যখন তার কাছা কাছি গেছে তখন আমরা যে ডাল দিয়ে যাচ্ছিলুম সেটা কতকটা পুকুরের দিকে নুয়ে পড়ল। মেধো তখন বললে "দুজন গেলে হবেনা তুই এই খানে দাঁড়া আমি এগিয়ে যাই।" কিন্তু মেধো আরও দু তিন পা এগুতে ডালটা আরও নুয়ে পুকুরের দিকে নামতে লাগল। মেধো তখন ফিরে এসে আমাকে বল্লে "তুই আমার চেয়ে হালকা আছিস্ তুই যা, আমার ভারে ডালটা বড় নুয়ে পড়চে।" আমার ত তখন ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে এসেচে বল্লুম "রমেণ ঠিক বলেচে ও ডালটা বড় সরু, চল নীচে নেমে ঠেঙ্গিয়ে আম গুল পাড়া যাক।" মেধো বল্লে তুই এত ভীতু তা জানতামনা, ঠেঙ্গিয়ে আম গুলকে জলে ফেলে কি লাভ হবে।" তার পর একটু রেগে বল্লে "তোকে আমার দলে আর নিয়ে আসবনা।" আমার তখন উভয় সঙ্কট উপস্থিত, এগুলে পুকুরের গর্ভে যাবার ভয়, পেছুলে মেধোর ক্রোধে পড়ব, আর তা হলে স্কুলে টেঁকা ভার হবে। আমি চুপ করে আছি দেখে মেধো বললে "যা তুই গাছ থেকে নেমে পড়।" তার পর কেলোর দিকে চেয়ে বল্লে "এই কেলো তুই আয়ত, এই ভীতু ছেলেটাকে দিয়ে কোন কাজ হবেনা, ওকে আমের ভাগ ও দেওয়া হবেনা।" আমি আরসহ্য করতে পারলুম না, আস্তে আস্তে ডালটি ধরে এগিয়ে সরু ডালটির কাছে এলুম, কিন্তু সে খান থেকে হাত বাড়িয়ে আমের নাগাল পেলুম না। মেধো তখন বললে

"ঐ ছোট ডালটায় একটু ওঠনা তা না হলে পাবি কি করে।" আমি যেন তখন মরিয়া হয়ে গেছি। আস্তে আস্তে ছোট ডালটির উপর উঠে যেই দু পা এগিয়েছি, কি অমনি মড় মড় করে ডালটি ভেঙ্গে আমি ও ডাল পুকুরে পড়লুম। পড়বার সময় আমি এক ভীষণ আর্ত্তনাদ করেছিলুম এই পর্য্যন্ত মনে আছে। তারপর যা লিখছি রমেশের কাছে শুনা।

আমার চীৎকার ও ডাল ভাঙ্গার শব্দ শুনে রমেশ ও যোগেন ফিরে দেখ্‌তে পেলে যে ডাল শুদ্ধ একজন পুকুরে পড়ে গেল। তারা দৌড়ে পুকুর ধারে আসতে দেখতে পেলে যে কেলো আর হরে চোঁচা ছুট্ দিয়ে পালাচ্চে ও একটু পরেই মেধো গাছ থেকে একলাফ দিয়ে মাটিতে পড়েই তাদের পেছু পেছু দৌড়ল ও বলে গেল 'ভোলা ডুবেচে পালা পালা। রমেশ ও যোগেন পুকুর ধারে এসে দেখে প্রায় ডেঙ্গা থেকে কুড়ি হাত দূরে আমি একটি ডাল আঁকড়ে ধরে একবার ডুবচি আবার উঠচি, আর যখন উঠচি তখন সার্কাসের যে ক্লাউন সব চেয়ে বেশী মুখভঙ্গি করতে পারে তার চেয়েও আমার মুখ ভঙ্গিমা সুন্দর দেখাচ্ছে। যাহোক তারা আর বেশীক্ষণ আমার মুখ ভঙ্গিমা না দেখে দুজনেই কাপড় জামা ও জুতা খুলে ফেলে দিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল। দুজনেই স্কাউটিং এ সুইমার ও রেস্‌কিউয়ারের ব্যাজ্ পেয়েছিল। আমি যখন শেষ বার মুখ ভঙ্গি করে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় আমের ডাল্‌টিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে মাছেদের সঙ্গে বাস করবার ইচ্ছায় পুকুরের তলার দিকে যাচ্ছিলুম, তখন রমেশ এক ডুব মেরে আমার দুই বগলের মধ্যে দুই হাত দিয়ে আমাকে জলের উপর টেনে তুললে ও আমাকে বুকের উপর নিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। আমি তখনও ডালটির মায়া ছাড়তে পারিনি দেখে যোগেনকে বললে "ডালটা ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে দে"। যোগেন ডালটা ধরে ৪।৫ ঝাঁকানি দেবার পর তবে আমার হাত থেকে ছাড়াতে পারলে। যোগেন তখন আগে আগে সাঁতার দিয়ে গিয়ে ঝাঁজি পাটা গুলি সরিয়ে দিতে লাগল, আর রমেশ সেইরকম আমায় বুকে করে সাঁতার দিতে দিতে কিনারায় এল। তারপর তারা দুজনে আমায় ধরে উপরে তুললে ও এ পাড়ের উপর খানিকটা সমান জমিতে একটা গাছের ছাওয়ার আমায় শুইয়ে তাদের কাপড়গুল পরে নিলে। তারপর রমেশ যোগেনকে বললে "আসবার সময় পথে একটা ডাক্তারের নামলেখা বাড়ী দেখে এসেচি, এখান থেকে বেশী দূর নয়, তুই দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ডেকে আন"। যোগেন বললে "আমিও দেখেছি, এল্ এম্ মিত্র, এম. বি, লেখাছিল, আমি যাচ্চি তুই ততক্ষণ সেফার্স্‌স্ মেথডে আর্টিফিসাল ব্রিদিং কর।" বলে সে জুতা জামা পরে দৌড়ে ডাক্তারকে ডাকতে গেল। রমেশ আমার কাছে এসে আগে আমার নাড়ীটা দেখলে। সেটা চলচে দেখে সে আমাকে আস্তে আস্তে উপুড় করবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি সেই সময় "আঃ কি করচিস্ বলে চোক চাইলুম।" রমেন বল্লে "কেমন আছিস্" আমি "কি হয়েচে" বলে উঠবার চেষ্টা করলুম, রমেশ আমাকে উঠতে বাধা দিয়ে বল্লে "আর খানিক্ষণ শুয়ে থাক তারপর বলচি কি হয়েচে"। আমারও মাথাটা ঘুরে উঠল ও বড় গা বমি করতে লাগল ও একটু পরেই খুব খানিকটা বমি করে ফেল্‌লুম, তাতে জলই বেশী উঠল। রমেশ আমার মুখটা পুঁছিয়ে দিয়ে আমাকে খানিকটা সরিয়ে শুইয়ে দিলে; তারপর আমার ভিজে জামা ও কাপড় খুলে তার জামাটা আমার উপর ঢাকা দিলে, তারপর নিজে আমার ভিজে কাপড়টা পরে তার শুখ্‌ন কাপড়টা দিয়ে আমার সব গা বেশ করে ঢেকে দিলে ও আমায় বল্লে "চোকবুজে চুপ্ করে একটু শুয়ে থাক"।

খানিক চোখবুজে শুয়ে থাকতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। তার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যোগেন ডাক্তার বাবুকে নিয়ে উপস্থিত হল। তখনও আমি ঘুমাচ্ছি। তিনি রমেণের কাছথেকে সব শুনে ও আমার নাড়ী দেখে বল্লেন "আর বিশেষ ভয় নেই, এখন ওকে ঘুমুতে দাও, উঠলে গাড়ী করে বাড়ী নিয়ে যেও"। যোগেনকে বল্লেন "তুমি আমার সঙ্গে এস আমি কিছু গরম দুধ বোতলে করে দেব উঠলে খানিক খাইয়ে দিও"। যোগেন ডাক্তার বাবুর সঙ্গে চলে গেল রমেন আমার মাথাটা কোলে নিয়ে মাছি তাড়াতে লাগল। তার কিছুক্ষণ পরে রমেন দেখলে মেধো, কেলো আর হরে আস্তে আস্তে তার দিকে আসচে। ভয়েতে তাদের মুখ শুখিয়ে গেছে। কাছে এসে মেধো আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস কল্লে "মরে গেছে নাকি"। রমেন হাতনেড়ে না বলে মুখে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করতে বললে। তারা তিন জন চুপ করে খানিক দূরে বসে রইল। প্রায় তিন কোয়াটার পরে যোগেন একটা বোতলে খানিক দুধ নিয়ে এল। তার একটু পরেই আমি জেগে উঠলুম। রমেণ বল্লে "কেমন আছিস্"। আমার তখন মাথা পরিষ্কার হয়ে গেছল বল্লুম "ভাল আছি"। রমেণ আমাকে বোতলের দুধ খানিকটা খাইয়ে দিলে। তখন আমি উঠে বসে বল্লুম "আমগুল কি হল"। যোগেন আমের ডালটা টেনে কিনারায় এনে ছিল কিন্তু সেটা জলেই পড়েছিল, সে বল্লে "কেন আবার গাছে উঠবি নাকি"। মেধো তখন বল্লে "না ভাই আর আমে কাজ নেই চল এখন ওকে নিয়ে বাড়ী যাই"। যোগেন তখন বল্লে "তাও কি হয় এত কষ্টে আম পাড়া হয়েচে নিতেই হবে তবে তোকে ভাগ দেওয়া হবে কিনা তা ভোলাই বলবে"। এই বলে সে আম শুদ্ধু ডালটা উপরে নিয়ে এল। তাতে প্রায় আটটা বেশ পাকা বোম্বাই আম ছেল। মেধো আর কোন কথাই বল্লেনা। যোগেন বল্লে আর দেরী নয় ভাড়া গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে চল বাড়ী যাওয়া যাক, গাড়ীতে বসে আম খাওয়া যাবে। কাপড় জামা ইত্যবসরে শুকিয়ে গেছল তখন যে যার কাপড় পরে আমগুলি নিয়ে গাড়ীতে চড়া গেল। আমার মেধো কেলো ও হরেকে আম দেবার আদবেই ইচ্ছা ছেল না কিন্তু রমেন বলাতে সকলকেই এক একটা দিলুম, কেবল রমেন ও যোগেনকে দুট করে দিলুম। মেধো গাড়াতে বেশী কথা কইলেনা, তার মুখ যেন একেবারে বন্ধ হয়ে গেছল। সে খালি রমেণকে জিজ্ঞেস কল্লে "ভাই আমাকে সাঁতার শেখাবি"। রমেণ বল্লে তুই আমাদের ট্রূপে আসিস তাহলে সাঁতার শিখতে পারবি"। আমি তখন বল্লুম "ভাই কালই বাবাকে বলে আমি স্কাউটিং-এ যোগ দেব"। রমেণ বল্লে "বেশ ত আমাদের ট্রূপে আসিস্"। তার পরের রবিবার থেকে আমি রমেণদের ট্রূপে ভর্ত্তি হয়েচি।

ক্রমশঃ—

স্কাউটমাষ্টার—দ্বিজেন্দ্র নাথ বসু।

খেলা ধুলা।

শ্বাস হ্যায় (jack's alive)

স্বা-মা। (টুপকে সম্বোধন করিয়া) এস আজ বসে বসে কিছু খেলা যাক্ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা গেছে।

সকলে। হাঁ স্যার পা ব্যাথা হয়ে গেছে। কি খেলবেন স্যার নয়নের সেই শ্বাস হ্যায় খেলবেন?

স্বা-মা। বেশ, তাই তোমাদের যখন ইচ্ছে। তা হলে একটা সোলার ছিপি টিপি জোগাড় কর আর মালীর কাছ থেকে একটা দেশলাই আন। দেখ এক কাজ কর ওই মালী রাঁধছে ওই উনন থেকে একটা ছোট একটুখানি কাঠ চেয়ে নিয়ে এস তা হলেই হবে।

শীতল। আমি যাচ্ছি স্যার (দৌড় তার পর) এই নিন স্যার।

স্বা-মা। তাহলে নামটা ওই রহিল ত "শ্বাস হ্যায়"।

সকলে। হাঁ স্যার, ওই বেশ শুনতে স্যার।

স্বা-মা। আচ্ছা তা হলে সকলকেই ওই বলে একবার করে আগুনে ফুঁ দিয়ে পাসের লোককে দিতে হবে। এখন গোল হয়ে বস। ভয় নেই বেশ শুরু আছে। আমার থেকে আরম্ভ ত?

সকলে। তাই সই স্যার।

ফুঁ দেওয়া আর শ্বাস হ্যায় বলতে বলতে ঘুরতে লাগল আর তারপর দেখা গেল যে রবিনের হাতে এসেই সেটি নিবে গেছে আর তখন সকলের চীৎকার আমি স্যার ওর গালে মাখাব আমি স্যার দ'ব।

স্বা-মা। না ওটা আমায় দেও আমি ওর বেশ সুন্দর গোঁফ করে দ'ব। আমি কিন্তু বড় বেঁচে গেছি, আর একটু হলেই আমার হাতে এসেছিল।

সকলে। তাহলে বেশ মজা হত স্যার

খেলাটী এইরকম ছেলেরা খুব আমোদ পায়।

*　　*　　*　　*

পয়সা চ'লান।

স্বা-মা। আচ্ছা আর থাক। এবার আর একটা খেলা হ'ক। কার কাছে দুটো পয়সা আছে বল?

অনেকেই। এই নিন স্যার।

স্বা-মা। (হোসেনের কাছ থেকে দুটো পয়সা নিলেন) ভয় নেই হোসেন এ কোন ভোজ বাজি নয়, আবার তুমি ফিরে পাবে। তোমরা ২৪ জন আছ, ১২ করে দুইদল ভাগ করে নাও। এ, এস, এম ওই মাঝখানে বসুন আর আমি এইধারে রইলুম। খেলাটা এই রকম হবে আমি এধার থেকে দুহাতে এই দুটো পয়সা নিয়ে দুদলের আমার পাশের দুজনের ১নং দের হাতে যাও বলে দ'ব, তারপর পর পর সকলের হাত দিয়ে এ, এস, এমের হাতে যাবে। উনি দুহাত দুদিকে বার করে রাখবেন, ১২নং রা পয়সা ওঁর হাতে দিয়ে আবার তুলে নিয়ে ওই রকম পর পর হাতে দিয়ে আমার হাতে ফিরিয়ে দিবে। যে দল আগে পৌছে দিতে পারবে তাদের জিৎ, ঠিক বুঝে নিয়েছ?

সকলে। হাঁ স্যার।

স্বা-মা। এবার প্রস্তুত, যাও। যা বঙ্কিম বেশী তাড়াতাড়ি করলে ওই হয়, কত সময় নষ্ট হল দেখ। ডানদিকের লাইনের জিৎ। (তাদের সকলের চীৎকার 'হুররে')।

মাসিক খবর

১। ভারতীয় বয়স্কাউট সঙ্ঘের সাধারণ সেক্রেটারী সার জিওফ্রে দে মন্ট মরেন্সী কিছুকালের জন্য অবসর লইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে মিঃ এইচ, জি হেগ সি আই ই. আই সি এস সাধারণ সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন।

২। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে একটি প্রাদেশিক স্কাউট সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। ভারতও বর্ম্মার চীফ স্কাউট অনারেবল এইচ্ এন বোলটনকে (সি এস আই, সি আই ই,) উক্ত নূতন সঙ্ঘের প্রাদেশিক চীফ স্কাউট নিযুক্ত করিয়াছেন।

৩। ক্যাপটেন ডবলিউ এফ পাওনার মধ্য ভারতের প্রাদেশিক কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪। ভারত ও বর্ম্মার চীফ স্কাউট কোচিনষ্টেট বয়স্কাউট সঙ্ঘের মিঃ ভি কে. কৃষ্ণমেননকে তাঁহার ঐকান্তিক ও প্রশংসনীয় কার্য্যের জন্য মেডেল অফ্ মেরিট প্রদান করিয়াছেন।

আসাম স্কাউট সঙ্ঘের বি ডবলিউ জে এইচ বেলানটাইনকেও 'মেডেল অফ মেরিট' দেওয়া হইয়াছে।

৫। সম্প্রতি যে নিখিল ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্স প্রতিযোগীতা হইয়া গিয়াছে। ১২শ।২য় কলিকাতা ট্রূপ তাহাতে প্রথম হইয়া জাডিন চ্যালেঞ্জ শিল্ড পাইয়াছে। কলিকাতা এলাহাবাদ পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে মোট ৮টী ট্রূপ প্রাথমিক প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। তন্মধ্যে এলাহাবাদসিটি ট্রূপ ১২শ।২য় কলিকাতা ট্রূপ ও ১ম।১ম কলিকাতা ট্রূপ শেষ প্রতিযোগীতার জন্য অনুমোদিত হয়। বিজয়ী দলকে আমরা আন্তরিক সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

৬। যে সকল রেলওয়ে কোম্পানী ভারতীয় রেলওয়ে কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা ভারতীয় বয়স্কাউট সঙ্ঘকে নিম্নলিখিত কনসেশন প্রদান করিয়াছেন। চার অথবা তদূর্দ্ধ সংখ্যক স্কাউট্ বা স্কাউটমাষ্টার এক পিঠের ভাড়া দিয়া যাতায়াত করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত স্কাউট দিগকে উক্ত কন্সেশন পাইতে হইলে ইউনিফরম পরিয়া ভ্রমণ করিতে হইবে ও তাহাদের ট্রূপের স্কাউট মাষ্টার লিখিত সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে।

৯। গত ২১শে ফেব্রুয়ারীর র‍্যালীতে ঘোষণা করা হয় যে কালকাতা ২য় সঙ্ঘের ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনার মিঃ জে এ কার্কহাম্ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানাইতেছি।

৯। আগামী ২১শে মার্চ্চ কলিকাতা ২য় সঙ্ঘের কাবেদের একটী স্পোর্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। তবে সবিশেষ বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

১০। আগামী ২৭শে মার্চ্চ হইতে টালিগঞ্জে স্কাউট-মাষ্টারদের শিক্ষার্থে ১টী ক্যাম্প হইবে। যাহারা এই ক্যাম্পে যোগদান করিতে চান, তাঁহারা অবিলম্বে প্রভিন্সিয়াল অরগ্যানাইজিং সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিবেন।

১০। আগমী ১৪ই মার্চ্চ স্কাউটদের জন্য ডালাণ্ডা হাউসে, নরম্যানরস স্পোর্টস হইবে।

God Save The King

স্বরলিপি— অমর দেব।

সা	সা	রে	নি সা	রে
III	III	III	II I	III
গড্	সেভ্	আওয়ার	গ্রে সাস	কিং
God	Save	Our	Gra Cious	King

গা	গা	মা	গা রে	সা
III	III	III	II I	III
লঙ্	লিভ্	আওয়ার	নো বল্	কিং
Long	Live	Our	No Ble	King

রে	সা	নি	সা
III	III	III	III
গড্	সেভ্	দি	কিং
God	Save	The	King

পা	পা	পা	পা	মা	গা
॥।	॥।	॥।	॥।	।	॥
সেণ্ড্	হিম্	ভিক্	টো	রি	য়াস
Send	Him	Vic	to	ri	aus

মা	মা	মা	মা	গা	রে
॥।	॥।	॥।	॥।	।	॥
হ্যা	পি	এণ্ড	গ্লো	রি	য়াস
Ha	ppy	and	Glo	ri	ous

গা	মা	গা	রে	সা	গা	মা	পা
॥।	॥।	।	।	।	॥।	।	॥
লঙ্	টু	রে	এ	ন	ও	ভার্	আস
Long	to	Re	i	gn	O	ver	us

ধা	মা	গা	রে	সা
॥	।	॥।	॥।	॥।
গ	ড	সেভ	দি	কিং
Go	od	Save	The	King

যাত্রা।
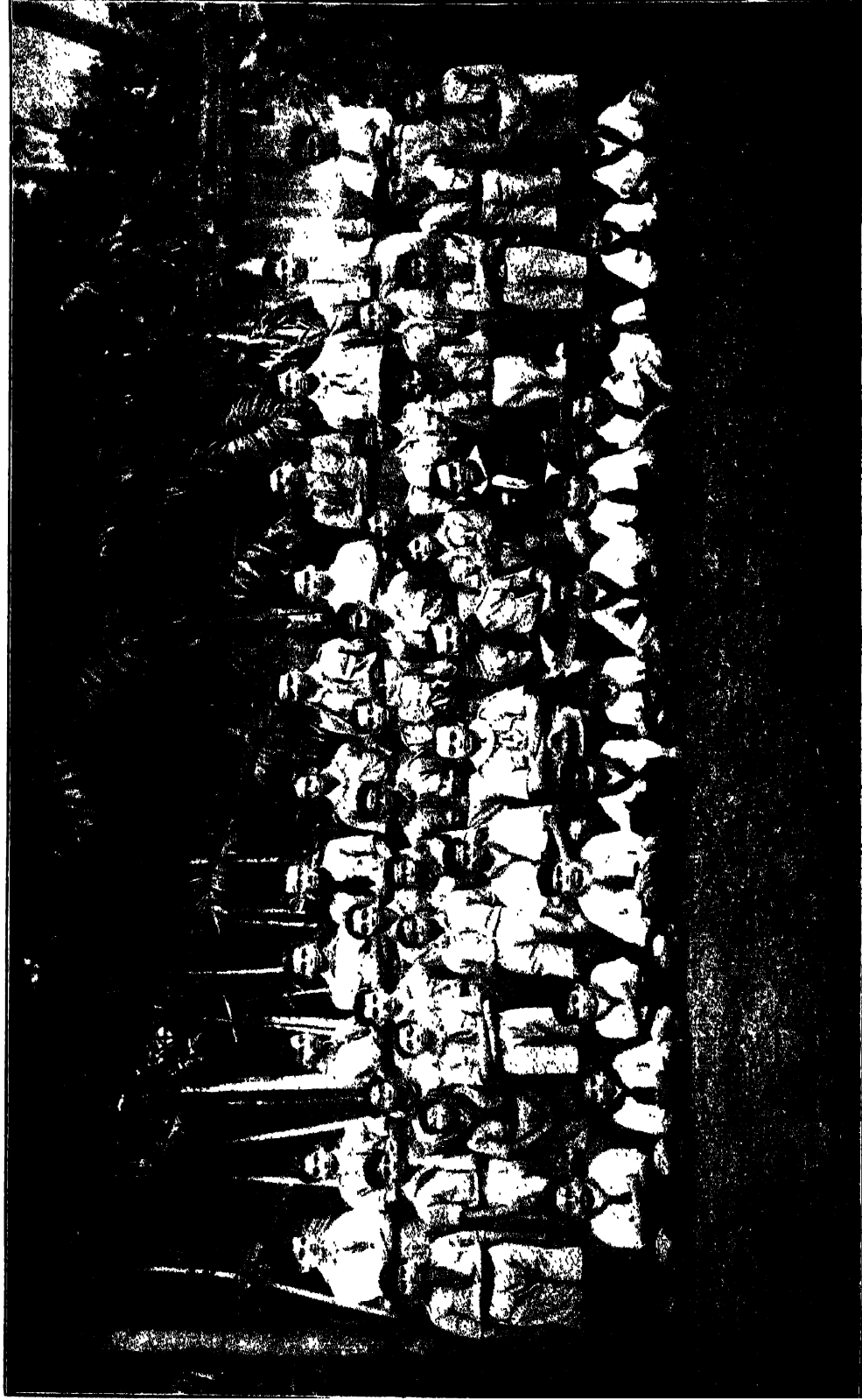
2nd II CALCUTTA TROOP.
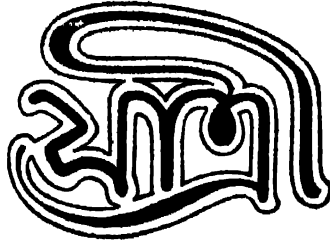
বঙ্গীয় বয়স্কাউট
সঙ্ঘের মুখপত্র ও

বাংলা ও আসাম
গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ
কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

১ম বর্ষ | চৈত্র—১৩৩১ | ১০ম সংখ্যা

আবাহন

ভারত জুড়িয়া উঠিতেছে আজ মিলন স্বরের মধুর গান
মায়ের অশ্রু মুছাতে ব্যস্ত জাগিয়া উঠেছে শতেক প্রাণ
ছুটিয়া চলেছে করমের ডাকে
যুবা ও বৃদ্ধ লাখে-লাখে-লাখে
অকাতরে দেয় স্বার্থ-আহুতি তুচ্ছ করিয়া অর্থ মান
স্বদেশ সেবার এ মহাযজ্ঞে সবচেয়ে সেরা আত্মদান॥
বালক আমরা শুধুই কি সেই অভিযান পানে রহিব চাহিয়ে
হাসিয়া খেলিয়া কাটাইব কাল ঘুমাইব মার স্তনধারা পিয়ে।
তাত নয়, কাজ আমাদেরো আছে
দেখিতে হইবে মাতা কিসে বাঁচে
আমরা যে মার প্রিয়তম শিশু আশা ও ভরসা সবার চেয়ে
আমাদের পরে, তাইত আমরা সকলের আগে চলিব ধেয়ে॥
নবীন জীবনে নবীন করমে নবীন পথের যাত্রী তাই
মায়ের সেবার আবাহন গীতি যেনগো দিবস রাত্রি গাই।
আতুরে পীড়িতে তুলি ল'ব কোলে
সেবিব সাদরে নিজ ভাই বলে
ভায়ের দুঃখে ভগিনীর শোকে মা যে আমাদের কাঁদিছে ভাই
সে শোকে মাতার নয়নের ধার শিশু মোরা, তবু মুছাতে চাই॥

অজিতকুমার বসু,—১৫-২য় ট্রুপ, কলিকাতা।

মিঃ জে, এ, কারখাম

জিনিসের আকৃতি সর্ব্বদাই বদ্‌লাচ্ছে। কোন জিনিসই বেশীক্ষণ একরূপ ধারণ ক'রে থাকতে পারে না, কিন্তু আকৃতির শত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও, জিনিসের উদ্দেশ্য ও কার্য্য একই থাকে। আকৃতি পরিবর্ত্তনশীল, উদ্দেশ্য স্থির। তবে আকৃতিরও প্রয়োজন আছে। উদ্দেশ্য আকৃতির মধ্যে দিয়েই বিকাশ লাভ করে, ও বহির্জগতের দৃষ্টিগোচর হয়, ইহা যদি সত্য, তা হ'লে বলা যেতে পারে যে উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্যে, আকৃতির যে কেবল প্রয়োজন আছে তাহাই নয়, আকৃতি-দ্বারাই উদ্দেশ্য অগ্রসর হয়। স্কাউটিং এ, এই আকৃতি-পরিবর্ত্তনের এক বিশিষ্ট উদাহরণ আমরা বর্ত্তমান সময়ে পাচ্চি। মিঃ জে, এ, কারখাম্ ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯১৯ সালে কলিকাতার দ্বিতীয় সঙ্ঘের District Commissionerএর পদে নিযুক্ত হন, তবে স্কাউটিং এর সঙ্গে পরিচয় তার আরও অনেক দিন আগে হ'তে। তিনি ২৭ এ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ সালে, গবর্ণমেণ্ট হাউস্ র‍্যালীতে Sworn in হন্। এই ছয় ব'ছর বঙ্গে স্কাউটিং এর উন্নতির জন্যে কাজ ক'রে মিঃ কারখাম্ এখন আমাদের কাছথেকে চ'লে যাচ্ছেন্। District Commissioner হবার পূর্ব্বেও তিনি স্কাউটিং এ খুব উৎসাহ দেখান্। ১৯১৮ সালে, Mr Ross বিলাতে যাওয়ায় তিনি সেই বছর তাঁর হ'য়ে District Commissioner এর কাজ করেন। ১৯১৮ সালে, চাঁদপুরের ক্যাম্পের ভার তাঁর ওপর দেওয়া হয়েছিল, এবং মিঃ বসু বাৎসরিক Report এ লিখেছিলেন "এই ক্যাম্প সংক্রান্তে, ছেলেদের সুবিধা ও উন্নতির জন্যে মিঃ কারখামের চেষ্টা ও চিন্তার বিষয় উল্লেখ না ক'রে, আমি থাক'তে পারি না। তিনি ছেলেদের সঙ্গে সরল ভাবে মিশে, তাদের সব খেলায় যোগ দিয়ে ও গল্প ব'লে, তাদের সকলেরই প্রীতিভাজন হয়েছিলেন।" সে অবধি মিঃ কারখাম একটি ব্যতিত কোনও Association Camp এ অনুপস্থিত থাকেন নি। স্যার এলফ্রেড্ পিকফর্ড্ ১৯১৯ সালের Report এ লিখেচেন—আমরা বুঝ'চি যে স্কাউটিং সংক্রান্ত মিঃ কারখাম্ নিজের কাজের কোন উল্লেখ করেন নি। বঙ্গে স্কাউটিং এর কৃতকার্য্যতার জন্যে তিনি অনেক অংশে দায়ী, কারণ তাঁরই সহানুভূতির ও চালনার দ্বারা তা' সম্ভব হয়েছিল। তাঁর প্রতি সমস্ত বাঙ্গালী স্কাউটদের স্নেহ ও শ্রদ্ধা, District Commissioner এর মত শক্ত ও দায়ীত্বপূর্ণ পদের জন্যে তাঁর উপযুক্ততা প্রমাণ করে। স্যার রবার্ট বেডেন্ পাওএল্ স্কাউটিং সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য তাকে Medal of Merit প্রদান করেচেন। আমাদের বিশ্বাস যে বাঙ্গালী স্কাউট্ ও কলিকাতা সঙ্ঘের অন্যান্য স্কাউটদের মধ্যে যে সদ্ভাব আছে তা মিঃ কারখামের চেষ্টার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

যখন এখানে স্কাউটিংএর সূচনা মাত্র হয়েচে তখন মিঃ কারখাম তা'তে যোগ দেন এবং স্কাউটিং এর বর্ত্তমান অবস্থা দেখে তিনি যে স্কাউটিংএর জন্যে কত করেচেন তা বোঝা যায়, কারণ স্কাউটিং তাঁরই চেষ্টা ও সতর্ক পোষণে অসাধারণ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে বর্ত্তমান বর্দ্ধিত অবস্থায় দাঁড়িয়েচে। এত বৎসর পরিশ্রমের পর মিঃ কারখাম অবসর গ্রহণ করচেন। তাঁহার কার্য্যের আদর্শ অত্যন্ত উঁচু এবং স্কাউটিংএ যতটা মনোযোগ District Commissioner এর দেওয়া উচিত তাঁহার মতে স্কাউটিং এর অসাধারণ বিস্তারে তাঁর পক্ষে এখন সেরূপ মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েচে তাই তিনি আমাদের ছেড়ে যাচ্চেন; কিন্তু তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, দৃষ্টির অগোচর হ'লেও তিনি

আমাদের চিন্তার সীমা অতিক্রম কর'তে পারবেন না, এবং মানসচক্ষে আমরা ঔৎসক্যের সহিত, ভবিষ্যতের মধ্যে তাঁহারই অনুসরণ ক'রব। আকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, কাজ একই থেকে যায়। মিঃ কারথাম চলে গেলেও স্কাউটিং চলবে সত্য, তবে আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর সহানুভূতি ও স্বার্থহীন কার্য্যের প্রভাব, তাঁর যাবার পরও স্কাউটিং এর ভবিষ্যত পরিচালনার সাহায্য ক'রবে, এবং সেই প্রভাবে, তিনি স্কাউটিং এর পূর্ণবিকাশ উদ্দেশ্যে যে কাজ করেছিলেন, তিনি যেমনটী চেয়েছিলেন, আমরা ঠিক সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে স্কাউটিংকে দাঁড় করাতে পা'রব, আর সেই চেষ্টাকেই বোধ হয় মিঃ কারথাম্ তাঁর বিদায় স্মৃতির সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয় মনে ক'রবেন। বিদায়কালে আমরা ভবিষ্যতে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ও সাফল্য কামনা করি।

* * * * *

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

মিঃ কারথাম অবসর গ্রহণ করাতে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার জায়গায় District Commissioner নির্ব্বাচিত হয়েছেন, এবং তিনি নানা কাজে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও, সকলের অনুরোধে সে পদ গ্রহণ ক'রতে স্বীকৃত হয়েছেন। এই কাজ গ্রহণ করায় তাঁহাকে যে কত পরিশ্রম, ও কষ্ট স্বীকার ক'রতে হচ্চে, যাঁহারা মিঃ বসুকে জানেন তাঁহারা তা' বেশ বু'ঝতে পারবেন। স্কাউটিং এর সঙ্গে মিঃ বসুর পরিচয় আরম্ভ থাকে। তিনি ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে স্কাউটিংএ যোগ দেন। মিঃ এস্ সি মিত্র ১৯১৭ সালের Report এ লিখিয়াছিলেন "গত নভেম্বর মাসে আমার বন্ধু মিঃ ডি, এন্, বসু যিনি অকাতরে বঙ্গে স্কাউটিংএর জন্যে পরিশ্রম করেন, 2nd troop এর ভার গ্রহণ করেন। অদম্য উৎসাহ ও সদয়তা গুণে তিনি খুব উপযুক্ত স্কাউট-মাষ্টার হ'তে পেরেছেন। তিনি এক মুহূর্ত্তেই যথার্থ অবস্থা ঠিক করে নিয়ে বুঝেছিলেন যে তিনি যে কার্য্যে স্বেচ্ছায় ব্রতী হয়েছেন তা একজনের দ্বারা অথবা কয়েক বৎসরে সাধিত হ'তে পারে না। তিনি কেবল কাজের সূচনা ক'রছেন, পরে অন্যেরা এসে সেই কাজ সম্পূর্ণ ক'রবে।" Chief Scout ডালাণ্ডা হাউস্ ব্যালিতে, ফেব্রুয়ারী ১৯২১ সালে মিঃ বসুকে Medal ot Merit প্রদান করেন। স্বয়ং Chief Scoutএর বিশেষ অনুরোধে তিনি Boy Scouts Association, India আর General Secretary র ভার গ্রহণ করেন। তাঁহাকে, তাঁর মূল্যবান্ সময়ের অনেকটা এই কাজে নিযুক্ত ক'তে হ'ত, কারণ তখনও স্কাউটিং এর ভালো ক'রে পরিচালনা সবেমাত্র আরম্ভ হয়েচে। আগাষ্ট ১৯২০ সালে কলিকাতায় বিভিন্ন স্কাউট-নেতাদের যে সভা হয়েছিল মিঃ বসু তার Secretary ছিলেন। ১৯২৩ সালে অন্য কাজের দরুণ General Secretary র পদ, তাঁকে ছাড়তে হয়।

এত বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁর ট্রুপের প্রায় কোনও সাপ্তাহিক Parade এ অনুপস্থিত থাকেন নি, এবং সমস্ত খেলা ও ট্রুপের অন্যান্য কাজে যোগ দিয়েচেন।

যাঁরা ক্যাম্পে মিঃ বসুর সঙ্গে থেকেচেন, তাঁরা জানেন যে তিনি আদর্শ "ক্যাম্পার"। তিনি সকলের সঙ্গে সমভাবে ক্যাম্পের অসুবিধা ও কষ্টের ভাগ নিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, এবং তাঁর উৎসাহ সবচেয়ে ছোট স্কাউট চেয়েও বেশী, অথচ তাঁর বয়স এখন ৪৫এর ওপারে। গত বৎসর চাঁদিপুর ক্যাম্পে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের বোধ হয় মনে আছে যে ক্যাম্পের শেষ রাতে মিঃ বসু, আমাদের জন্যে, ও আমাদের বিশেষ অনুরোধে বীর, হাস্য ও করুণ রসে "আলুর" ব্যাখ্যা দিয়ে নিজের গলা ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।

মিঃ বসু যে পদে নিযুক্ত হয়েচেন, তিনি তার জন্যে সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। তিনি নিজে বাঙ্গালী সেই জন্যে বোধ হয় নিজের দেশের ছেলেদের মধ্যে স্কাউটিং এর বিস্তারের পথে কি বিশেষ অন্তরায় তিনি তা ভালো ক'রে বুঝ'তে পেরে সেগুলি আরও ভাল ক'রে অপসারিত ক'তে পারবেন।

আমরা তাঁকে, আমাদের District Commissioner রূপে সাদরে অভ্যর্থনা করচি।

কলিকাতা দ্বিতীয় সঙ্ঘের স্কাউটবৃন্দ।

প্রেরিত পত্র

ডি, ও, ১০২৮ "গভর্ণরস ক্যাম্প"
"বেঙ্গল"।
১১ই মার্চ্চ, ১৯২৫।

প্রিয় বোস,

বাঙ্গালার স্কাউটার এবং স্কাউটরা মাননীয় গভর্ণরকে যে অভিবাদন পত্র প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছানুসারে আমি সে জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি আশা করেন যে ভারত বর্ষের প্রধান স্কাউট রূপে তিনি বঙ্গে ও সাধারণতঃ ভারতবর্ষে স্কাউটিংয়ের প্রসার বৃদ্ধি সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবেন।

ভবদীয়
(স্বাক্ষর) এইচ, আর, উইলকিনসন্।

হুগলি—৫ই মার্চ্চ, ১৯২৫।

চুঁচুড়া, ইউ, এফ, সি বিদ্যালয়ের
প্রধান শিক্ষক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

গত বেবী উইকের সময়, আমাদের স্কুল ট্রুপের স্কাউটরা, যে প্রকার সাহায্য করিয়াছিল, তজ্জন্য আমাদের কমিটির ইচ্ছানুসারে, আমি তাহাদের স্কাউটমাষ্টারকে কৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার ট্রুপের নিকট তাঁহাদের কার্য্য সম্বন্ধে আমার গুণ-গ্রাহীতার কথা উল্লেখ করেন, তাহা হইলে, আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইব।

ভবদীয়
(স্বাক্ষর) এস্, এন্, রায়।
ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট—হুগলী।

গত ১৫ই মার্চ্চ ২।২য় কলিকাতা ট্রুপের বাৎসরিক স্পোর্টস্ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নানা রকম কৌতুকজনক ও উত্তেজক ক্রীড়ার মধ্যে ছেলেরা বেশ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল। বিজয়ী দল (সিন্ধু ও পেট্রোল) কঠোর প্রতিযোগিতায় মাত্র ১ নম্বরে দ্বিতীয় দলকে হারাইয়াছিল।

খেলার শেষে ট্রুপ তাহাদের পুরাতন স্কাউটমাষ্টার দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুকে বিদায় অভিনন্দন প্রকাশ করে। মিঃ বসু এই ট্রুপের পত্তন হইতে আজ অবধি প্রায় নয় বৎসরকাল স্কাউটমাষ্টার ছিলেন। এসিষ্ট্যাণ্ট স্কাউটমাষ্টার মিঃ অনিল দত্ত ট্রুপের প্রতিনিধি স্বরূপ মিঃ বসুর নিকট ট্রুপ কতদূর কৃতজ্ঞ তাহা জানাইবার পর ট্রুপ লীডার মিঃ বসুকে একটা Thumb Stick উপহার প্রদান করে। ট্রুপের সর্ব্বপ্রথম স্কাউট মিঃ রণেন ঘোষ (এখন ৯।২য় ট্রুপের এসিষ্ট্যাণ্ট স্কাউটমাষ্টার) সংক্ষেপে ট্রুপের ইতিহাস ও গৌরবময় জীবন বিবৃত করিয়া বলেন যে এই ট্রুপের উন্নতির মুখ্য কারণ মিঃ বসু। তিনি একজন আদর্শ স্কাউটমাষ্টার ছিলেন। আমরা আশা করি এই ট্রুপ মিঃ বসুর শিক্ষায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল করিবে।

অনিল দত্ত।

'কাবিং' এর মনস্তত্ত্ব

"Ye are better than all the ballads
That ever were sung or said ;
For ye are living poems
And all the rest are dead."

—*Longfellow's "Children."*

"The stag at eve had drunk his fill,
When danced the moon on Monan's rill
And deep his midnight lair had made
In lone Glenartney's hazel shade."

—*Scott's "Lady of the Lake."*

শৈশবের ধর্ম্ম এক—তাতে দেশ বা কালের কোন ব্যবধান বা প্রভেদ নাই। ছোট ছেলে জগতে সর্ব্বত্রই এক। তাদের সকলের মুখে প্রভাতের আলো, উজ্জ্বল কিরণ মাখা, তাদের মনে আশা সর্ব্বজয়ী, দেহে শক্তি চাঞ্চল্যময় নতুন ঘটনায় ঔৎসুক্য তাদের অদম্য। এইরূপে, তাদের জীবনের সুরু থেকে বাড়তে দ্যাখা যায়,—অস্পষ্ট উষা হ'তে প্রভাতের স্পষ্ট অথচ স্নিগ্ধ আলোয়, তারা এরূপ ভাবে আসে। ছোট ছেলের চলা-ফেরা, খেলা-ধূলো, খেয়াল তামসা, ফুলের ফোটার মত সুন্দর ও সহজ। ফুলের ক্রমবিকাশ যে রকম সহজ ও স্বাভাবিক, শিশুর বড় হওয়াও তেম্‌নি। কিন্তু দ্যাখা যায়, যে সব জিনিস ওপরে সহজ ও সরল ব'লে মনে হয়, তার ভেতর নিগূঢ় অর্থ থা'কতে পারে; তার কারণ, মূলগত যা কিছু, তা সর্ব্বদাই সরল। ফুলের ফোটা খুব সাধারণ মনে হয়—এত সাধারণ যে আমরা তার দিকে একবার চেয়ে, অনেক সময় আর দুবার দেখি না; কিন্তু আমরা জানি যে কুঁড়ি অবস্থা থেকে, ফোটা পর্য্যন্ত, ফুলের ভেতরে অনেক অশ্চর্য্য প্রণালীর সূচনা ও পরিণতি হয়ে যায়। শিশুর জীবনও ফুলের মত সহজ অথচ আশ্চর্য্য। প্রকৃতির নিয়মে ফুলই পরিণতির চরম নয়, তার পরেও বিকাশের কাজ চ'লতে থাকে। ফুলের ফোটা কিন্তু সেই চরম উদ্দেশ্যের এক অবস্থা, ফুলকে বাদ দেয়া যায় না—তার স্বার্থকতা আছে। এমন কি বলা যেতে পারে যে বিকাশের প্রথম অবস্থাতে যে সব আকৃতি পাওয়া যায়, সেই গুলিই শেষ পর্য্যন্ত আরও স্পষ্ট ভাবে বদ্ধমূল হ'য়ে, শেষে বিশিষ্ট আকার ধারণ করে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাছে ফুল ছিল বিশ্বের আধ্যাত্মিক জীবনের এক অংশ ও সেই বিশ্ব জীবনের আনন্দের ভাগি; সেলির কাছে, প্রাণের ও প্রেমের জিনিষ, প্রবল আকাঙ্খায় উজ্জ্বল, গভীর টানে শাদা; রবীন্দ্রনাথের কাছে ফুল, নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব ও তার সব-পাওয়া বৃহৎ বিশ্বজীবনে হারিয়ে ফেলার অনন্ত প্রয়াস স্বরূপ; কিট্‌সের কাছে সত্য ও সৌন্দর্য্যের ঐক্যের চিহ্ন। এদের কাছে ফুল যে শুধু সুন্দর তাই নয়, সৌন্দর্য্যের চেয়েও আর অন্য কোন স্বার্থকতার মর্ম্ম এই মহাপুরুষেরা পেয়েছেন্। তা না হ'লে জগতের কাব্যে :—

"To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears"

অথবা,—

The poem hangs on the cherry bush
When falls the poet's eye."

থা'কত না।

ছোট-ছেলে সম্বন্ধেও এ সত্য। শৈশব জীবন অত্যন্ত সুন্দর। এত সুন্দর যে তা দেখে, আমাদের আনন্দ, কষ্টের মত তীব্র। কিন্তু শৈশবের সৌন্দর্য্যই সব নয়। তা পেরিয়ে আরও গভীর স্বার্থকতা আছে। যেমন আমরা গাছের চরম বিকাশে, ফুলের অবস্থাকে উপেক্ষা ক'তে পারি না, এমন কি অবস্থা-পরম্পরা-মধ্যে ঐ টিকেই খুব প্রয়োজনীয় মনে করি, সেইরূপ মনুষ্য-জীবনের পূর্ণ বিকাশে শৈশব অবস্থা; গাছের তুলনায় ফুলের অবস্থা-মত।

মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পরিণতির পক্ষে, শৈশবের প্রয়োজন ও স্বার্থকতাই কাবিং এর ভিত্তি।

এইখানে ব'লে রাখা ভালো যে কাবিংএর পরিভাষা ও সূক্ষ্ম প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আমরা করবো না, কারণ প্রথমতঃ তা' আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের বাইরে, ও দ্বিতীয়তঃ এক কাব্ প্যাকের নেতা "যাত্রী" তে সুন্দর ভাবে ঐ সব বিষয়ে লিখচেন্।

শৈশবের ধর্ম্ম নিয়ে এই প্রবন্ধ আরম্ভ হয়েচে। শিশুকে বুঝ'তে হ'লে প্রথমে তার এ ধর্ম্ম বোঝা চাই। আমরা প্রথমেই বলেচি যে শিশু সর্ব্বত্রই এক। তাদের সকলের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রভেদ নেই। তা যদি হয়, তা হ'লে তাদের ধর্ম্মও এক। আমরা বড় হ'য়ে সকলেই গুটি কয়েক নিয়ম, সংস্কার, ও অনুষ্ঠানের অনুমোদন করি ও অন্ততঃ মুখে বলি সেগুলি মানি। এইটী আমাদের "ধর্ম্ম"। প্রায় সকলেরই এরূপ একটা না একটা "ধর্ম্ম" আছে। কিন্তু দ্যাখা যায় যে অনেক সময়, এই "ধর্ম্মের" সঙ্গে আর মনুষ্য হৃদয়ের নিভৃত কোনে যা বিশ্বাস করে, এই দুয়ের মাঝে একেবারেই মিল নেই। আমরা পরিণত বয়স্কদের এরূপ "ধর্ম্মের" বিষয় বলচি না। শৈশবের ধর্ম্ম বল'তে বোঝায় শিশুর মনের সেই ভাবগুলি যার ভেতর দিয়ে সে জিনিস দেখে ও বোঝে, ও যা দিয়ে সে সব জিনিসের মানে করতে চেষ্টা করে। এই ধর্ম্ম তার একেবারে ভুল হ'তে পারে, কি তার পক্ষে তা সমস্তটাই সত্য কারণ সেটা তার নিজের ভেতর থেকে উদ্ভূত; বাইরের কোন-কিছু-দ্বারা চাপান নয়—একেবারে তার নিজের। সে তাই ধারণ ক'রে, তার ভেতর দিয়েই সমস্ত জিনিসের মানে বোঝে সেইটেই তার যাদুকরের কাঠি যা দিয়ে চারিদিকের রত্ন-ভাণ্ডারে দরজা তার কাছে খুলে যায়। সে মনে ক'রতে পারে যে সে ঘুমিয়ে প'ড়লে পরীরা এসে তার খাটের চারধারে খেলা করে, অথবা তারাগুলি আছে আকাশ সাজাবার জন্যে—এ সবই ভুল হ'তে পারে, কিন্তু শিশুর কাছে তা প্রকৃত।

শিশুর ধর্ম্মের এক বিশেষ অংশ হচ্চে মানুষের ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে যে মৌলিক ঐক্য তার উপলব্ধি।

মানুষ বড় হ'য়ে অনেক সময় এই ঐক্যবোধ হারিয়ে ফেলে। সে হারাণ তার কাছে খুব বড় হারাণ। এই প্রকৃতির জীবন ও মানুষের জীবনের ভেতরে ঐক্য বোধের ওপর স্থাপন করে ছোট ছেলেকে শেখান সহজ ও উচিত। শিশু, প্রকৃতির ভেতর দিয়ে অনেক জিনিষ সহজে বুঝতে পারে কারণ এই ভাব ওত-প্রোতভাবে তার অস্তিত্বের ও কল্পনার সঙ্গে মিশিয়ে থাকে, সুতরাং এই পন্থায় তাকে যা কিছু শেখান যায় তাতে তার খুব মন লাগে। শৈশবের ধর্ম্ম প্রকৃতির ধর্ম্ম,—প্রশস্ত ও উদার। আরও, এই প্রকৃতি ধর্ম্মের সংঘর্ষণে ছোট ছেলের সরলতা বা সংস্কার-বিহীনতা নষ্ট হয় না। সে যে সব জিনিষের ভেতরে মানুষ হ'য়ে ওঠার জন্যে তৈরী, তারই ভেতরে মানুষ হয়। প্রকৃতি-ধর্ম্ম তার স্বাভাবিক বেষ্টন (natural environment) এবং এটা সম্পূর্ণ সত্য যে প্রত্যেক জিনিষ স্বাভাবিক বেষ্টনের ভেতরে যেমন বিকাশ পায়, অন্য কোনও কৃত্রিম বেষ্টনে সেরকম হ'তে পারে না।

প্রকৃতি ও তার অধিবাসীদের জীবনপ্রণালীর ভেতর দিয়ে ছোটছেলেকে শিক্ষা দেওয়া হচ্চে কাবিংএর উদ্দেশ্য।

ছোট ছেলেদের মধ্যে প্রকৃতি-ধর্ম্মের বিস্তার-সন্ধানে প্রথম রাডয়াড কিপ্‌লিং। স্যার রবার্ট বেডেন্ পাওল্ 'উলফ্ কাবস্‌হ্যাণ্ড্ বুকের' প্রারম্ভে এই কাজের জন্যে তাঁর কাছে জগতের ঋণ স্বীকার করেছেন। যে এখনও 'জান্‌গল বুক্' ও 'মেনি ইন্‌ভেন্‌সনস্' পড়ে নি, জীবনে তার আনন্দ পাবার একটী পন্থা এখনও বাকী। ইংরাজ কবি গাইতে পারেন যে প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকবে প্রতীচ্য প্রতীচ্যই থাকবে, দু'য়ের মিলন কখন হবে না তথাপি কিপ্‌লিং প্রকৃতি-জীবনের যে এক অংশের ছবি প্রাচ্য থেকে নিয়েচেন, সে এখন প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয়েরই আনন্দের ও আদরের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েচে। জংলি জীবদের জীবনকেও কিপ্‌লিং মানুষের জীবনের মত উদ্দেশ্য দিয়ে দেখিয়েচেন। তাদের গুণ স্পষ্টভাবে বার করে আমাদের সাম্‌নে ধরেছেন্—পড়ে মনে হয় যেন মানুষের চেয়েও এই জীবেরা উঁচু। এই গল্পগুলি ছোট ছেলের মন-ভোলান মায়ের গল্পের মত সুন্দর, অথচ প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লেখা। 'জান্‌গল্ বুক' এ শাসন প্রণালী কৌশল উদারতা, বাধ্যতা, কর্ত্তব্য ও বন্ধুত্বের দাবী, সবই গল্পচ্ছলে সুন্দর করে বোঝান আছে। কিন্তু এই শিক্ষাগুলি এরূপ ভাবে সাধারণ স্বাভাবিক ভাব ও জিনিষের ভেতর দিয়ে বলা হয়েচে, যে ছোট ছেলে একবারও ভাবে না যে তাকে শিক্ষা দেওয়া হচ্চে, অথচ সে নিজের অজ্ঞাতে, শেখবার যা কিছু সবই শিখচে। ছোট ছেলের মনস্তত্ত্বই এই যে শুক্‌নো, সারগর্ভ নীতি কথা তাদের মোটেই ভালো লাগে না; জোর ক'রে তাদের ওপরে এই গুলো চাপাতে গেলে, তারা তার দ্বারা একগুঁয়ে হ'য়ে যায়, অথবা তাদের স্বাধীন ভাব ও তেজ নষ্ট হয়। ছোট ছেলের স্বাভাবিক স্বাধীনতা, চাঞ্চল্য ও সজীবতা নষ্ট করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, সে সবগুলিকে ঠিক দিকে চালানই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য।

কাবিংএ শিশুর এই মনোবৃত্তি স্বাভাবিক ও মনোহর ভাবে ঠিক পথে চালিত করা হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য,ওপর থেকে গোটাকতক জিনিষ চাপিয়ে দেওয়া নয়, কিন্তু নিহিত গুণগুলিকে টেনে বের ক'রে সেগুলির বিকাশ করা।

কাবিং ছোটছেলের মনে ঔৎসুক্য জাগিয়ে দিয়ে, সেগুলির বিকাশে সাহায্য করে। সে বিকাশ একবার সুরু হ'লে নিজেই চল্‌তে থাকে।

কোন্ জিনিসগুলি সব ছোট ছেলের ভাল লাগতে পারে, আর তার ভেতর দিয়ে ছোটছেলের সর্ব্বতোভাবে বিকাশ কি রকম করে সাধিত হতে পারে, কাবিং তাই আবিষ্কার করেচে।

যেমন ছোট ছেলে মাত্রেই ধুলো-কাদা ঘাঁটতে ভালবাসে, সে রকম তাদের সকলেরই জঙ্গল ও বাঘ ভাল্লুকের গল্প ভালো লাগে। কাবিংএ এই সব জন্তুদের বিষয় বলা হয়। কাবিং আরও বাস্তব ক'রে তুলবার জন্যে ছোট ছেলেদের (অন্ততঃ কাবিংএর সময়) ভিন্ন ভিন্ন জন্তু হিসেবেই ধরা হয়। অবশ্য যাঁরা শেখান তাঁরাও তখন এক একটী সর্দ্দার জন্তুর রূপ নেন কারণ ছোট ছেলেদের কিছু শেখাতে হ'লে, তারা যে ভাবে জিনিষ দেখে, ও যে ভাবে তার বিষয় ভাবে সেরকম ভাবে না দেখালে কাবিং প্রাণহীন ও কৃত্রিম হ'য়ে দাঁড়ায়। শিক্ষককেও শেখাবার সময় ছোট ছেলের মত হ'তে হয়।

ছোট ছেলের কেন, আমাদেরও 'জান্‌গল্ বুকের' গল্প খুবই ভালো লাগে। মোগ্‌লীর প্রতি আকেলা বাঘেরা ও বালুর স্নেহ, বালু বেচারার মোটা শরীর নিয়ে কষ্ট ক'রে মোগ্‌লীকে জঙ্গলের নিয়ম শেখান, অপর দিকে জঙ্গলের সাথীদের জন্যে মোগ্‌লীর সরল প্রাণ ভরা টান; চাঁদের আলোয় আকেলাকে ঘিরে নেক্‌ড়েদের জঙ্গলী সভা, এসব আমাদের কাছে শুধু গল্প নয়, কারণ ছোট

ছেলেদের সঙ্গে এসব খেলা খেলতে গিয়ে আমরাও যে সে সময়ে তাদের মত হ'য়ে যাই। তাদের মতই এ সব বিশ্বাস করি এরূপ হ'লেই কাবিংএর সম্পূর্ণ স্বার্থকতা।

শিক্ষার দু'দিক, এক অনুমানিক আর এক কার্য্য বিষয়ক। দুটীরই অভ্যাস ও শিক্ষা দরকার, তা' না হ'লে চরিত্র সর্ব্বতোভাবে গঠিত হ'তে পারে না। কার্য্য অনুমানে না পৌছতে পারে; কিন্তু কার্য্য নির্ব্বাহের জন্যে অনুমান আদর্শরূপে থাকা দরকার। মানুষ যেমন সম্পূর্ণরূপে শরীরি নয় অথচ একেবারে আধ্যাত্মিক ও নয় সেরূপ প্রকৃত মানব জীবনও অনুমান ও কার্য্যের সংমিশ্রণে গঠিত। যদি ঠিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তা হ'লে অনুমানের অংশের বিকাশের সঙ্গে কাজের দিকটাও প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠা উচিত। তা যদি না হয় তা হ'লে নিশ্চয়ই কোথাও দোষ আছে।

কাবিংএ ছোট ছেলের মধ্যে বিকাশের এই এই দুইদিকই সমভাবে ফোটাবার চেষ্টা করা হয়। বাঘেরা মোগ্‌লীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিকারের কৌশলাদি শেখাতে ত্রুটী করে না কিন্তু সেখানেই শেষ নয়—বালু ও বাঘেরার মত যত্ন করে মোগ্‌লীকে জঙ্গলের নিয়ম শেখায় এবং যে যত ভালো করে জঙ্গলের নিয়ম মানে, দ্যাখা যায় সে কার্য্যক্ষেত্রেও সেই তুলনায় নিপুন হ'য়ে ওঠে। বস্তুতঃ কাবিং শিশুর সমস্ত ক্ষমতাগুলির সমবিকাশের চেষ্টা করে।

শৈশব অবস্থা থেকে ছোট ছেলেরা এমন কিছু নিয়ে যেতে পারে যাতে তাদের মুখে প্রভাতের উজ্জল আলো আরও কিছু দিন থাকে। কাবিংএর চেষ্টাও এই-ই। এবং যাঁরা এই কাজে সাহায্য করছেন তাঁরা শিশুশিক্ষায় এক নতুন যুগ আনবার পথ দেখিয়ে দিচ্চেন্। জনসাধারণ জগতের সর্ব্বত্রই এখন বুঝ্‌তে পারচে যে আমাদের শিশুশিক্ষা প্রণালীর কত দোষ ও ত্রুটী। লোকে এও বুঝচে যে কোন জাতির উন্নতি কর্‌তে হ'লে জাতির লোক সমষ্টিকে অল্প বয়স থেকেই শিক্ষা দেওয়া দরকার। আজ যারা শিশু কাল তাদের নিয়েই জাতি গঠিত হবে সুতরাং তাদের উন্নতি কল্পে আমরা যতই বেশী মনোযোগ, বিদ্যা, সময় ও শক্তি নিয়োগ করি না কেন সে সব নষ্ট হবে না এমন কি বলা যেতে পারে যে এর চেয়ে মহৎ কাজে এসব জিনিসকে লাগান যেতে পারে না।

ছোট ছেলের মুখে প্রভাতের উজ্জল হাসি যদি আরও কিছু দিন রাখা যায় তা হ'লে সে হাসি তাদের মনেও খেল্‌বে; কেবল তাদের নিজেদের ভেতরেই নয় চারিদিকে জগতের মাঝেও সে হাসি অন্যান্য মুখগুলির ওপরে ও সহস্র হৃদয় মধ্যে প্রতিবিম্বিত ও আরও উজ্জল হয়ে জগৎকে আর একটু সুন্দর আর একটু সুখময় ক'রে তুল্‌বে এবং জগৎকে যে অবস্থায় আনবার জন্যে নানা যুগে নানা দেশে নানা জাতিতে মহাপুরুষেরা কাজ করেছেন ও প্রাণ দিয়েছেন হয়ত জগৎকে এই শিশুরাই সেই আদর্শ অবস্থার আর একটু কাছে নিয়ে আস্‌বে।

সেই ভবিষ্যৎ অবস্থাই আমাদের আদর্শ; এই বর্ত্তমান সময় তার উপকরণ। শিশুর মধ্য দিয়েই বর্ত্তমানে ভবিষ্যতের প্রকাশ ও দুয়ের আলোকনে আদর্শের উপলব্ধি।

মহীমোহন বসু

১১—২য় ট্রুপ্, কলিকাতা।

মুগলির কথা

কা'র শীকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাঘেরা ও বালু সেখান থেকে 'চলে যাবামাত্রই হঠাৎ আর এক ঝাঁক বাদাম ওপর থেকে পড়ল। সড় সড় করে হু'টো বাঁদর নেমে এসে মুগলিকে ধরে নিয়ে লাফাতে লাফাতে চল্‌ল।

বালু এই বাঁদরদের সম্বন্ধে যা বলেছিল তা একেবারে খাঁটি সত্যি। তারা গাছের ডালে ডালেই থাকত, কাজেই জঙ্গলের কোনও প্রাণীর সঙ্গেই এদের কোনও সংস্রব ছিল না। কিন্তু এই বাঁদররা সর্ব্বদাই কোনও অসুস্থ নেকড়ে কিংবা আহত বাঘ বা ভালুক দেখ্‌লেই ওপর থেকে ঢিল, বাদাম প্রভৃতি ছুড়ে তাদের বিরক্ত করত। হয়ত হঠাৎ তারা যা তা চীৎকার কর্ত্তে আরম্ভ করত—এটী হচ্ছে এদের গান। প্রায়ই নিজেদের ভেতর এরা ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়ে দিত আর মৃত বানর গুলিকে বনের অন্য পশুদের সাম্‌নে ফেলে দিত। তারা সর্ব্বদাই মনে করত তাদের দলের একজন সর্দ্দার ঠিক করে নিয়ম কানুন, আদব কায়দা ইত্যাদি সব তৈরী করবে, কিন্তু কোন কালেই তা হয়ে উঠ্‌ত না, কারণ কোনও মৎলবই তাদের মগজে বেশীক্ষণ থাকত না। আর এর জন্য তারা এই বলে গুমর কর্ত্ত যে "ওঃ জঙ্গলের প্রাণীরা যা সব করে ওসব আমরা আগেই ভেবে রেখেছি।" কোনও প্রাণী তাদের লক্ষ্যও কর্ত্ত না তাই মুগ্‌লি যখন প্রথম তাদের সঙ্গে খেল্‌তে গিছল তখন তাদের ভারী স্ফূর্ত্তি হয়েছিল এবং এজন্য বালু কিরকম চটে গিছ্‌ল তাও তারা শুনেছিল।

তারা ঠিক কর্‌লে যে মুগলিকে তাদের দলের সর্দ্দার করা হোক, কারণ মুগলি অনেক জিনিষ জানত যা অনেক কাজে আসে এবং তা'হলে মুগলি এসব তাদের শেখাতে পারবে। মুগলি, আপনা আপনিই ডাল পাতা ইত্যাদি দিয়ে ঘর তৈরী কর্ত্তে শিখেছিল। এসব দেখেই বানরের দল ঠিক করলে যে মুগলিকে দিয়ে তারা নিজেদের বাড়ী ঘর তৈরী করাতে পারবে আর কি করে কর্ত্তে হয় তাও শিখে নিতে পার্ব্বে।

এই ভাবা অবধি তারা বাঘেরা বালু ও মুগলির পেছন পেছন ঘুরতে লাগল। তারপর দুপুর বেলায় যখন বাঘেরা ও বালু ঘুমুতে গেল আর মুগ্‌লিও বকুনি খেয়ে দুঃখিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তখন দু'টো ধেড়ে বানর এসে তাকে ধরে তুলে নিয়ে গেল।

মুগলির যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন সে টের পেল যে চারটে শক্ত হাত তাকে জড়িয়ে ধরে আছে আর তার মুখের ওপর ডাল পালার ঝাপটা এসে পড়্‌ছে। সে গাছের নীচে বালুর ভীষণ চীৎকার আর বাঘেরার গম্ভীর গর্জ্জন শুনতে পেল। বাঘেরা গাছ বেয়ে অনেকটা ওপরে উঠে এসে ছিল কিন্তু বানররা যখন তাকে নিয়ে গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালে গিয়ে উঠল তখন আর সে তাদের তাড়া কর্ত্তে সাহস কর্‌লে না। বানররা তখন আনন্দে চীৎকার করছিল "দেখ দেখ বাঘেরা আমাদের দেখ্‌ছে ; এবার জঙ্গলের সমস্ত প্রাণী আমাদের চালাকী আর অদ্ভুত ক্ষমতা তাকিয়ে দেখ্‌বে।" তারপর তারা পালাতে শুরু করলে। গাছের ডাল বেয়ে বানরদের পালান যে দেখেছে সেই কেবল জানে যে সে কি ব্যাপার। তার বর্ণনা অসম্ভব। সেই গাছের ওপরেই তাদের দস্তুর মত বড় রাস্তা, ছোট রাস্তা, মোড়, উঁচু নীচু ইত্যাদি সবই আছে। দুজন ধেড়ে আর সব চেয়ে জোয়ান

বানর মুগলিকে দুই হাত ধরে তাকে একরকম শূন্যে ঝুলিয়েই নিয়ে চল্ল। তারা একলা হয়ত এর চেয়ে ঢের বেশী তাড়াতাড়ি যেতে পারত কিন্তু মুগ্‌লির ভারে তাদের আস্তে যেতে হচ্ছিল। মুগলির মন ও শরীর একেই ভাল ছিলনা, তার ওপর এরকম করে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে যাওয়ার ও চলবার ঝাঁকানিতে আর হাওয়ার চাপে তার প্রাণ যেন কণ্ঠাগত হয়েছে বলে তার মনে হচ্ছিল। তার বাহক দুজন তাকে নিয়ে যেতে যেতে যখন কোনও খুব উঁচু ডালে গিয়ে পড়ছিল তখনই তারা সে ডাল থেকে শূন্যে লাফিয়ে পড়ে আবার নীচের কোনও ডাল ধরে নিচ্ছিল।—এক একবার মুগলি চেয়ে দেখতে লাগল—গাছ, গাছ, চার ধারে কেবল গাছ। আবার এক এক সময় দেখত যে হয়ত তারা প্রায় মাটির ওপর দিয়েই যাচ্ছে। এই রকম লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দৌড়ে বানররা মুগলিকে ধরে নিয়ে চল্ল।

প্রথমে মুগলির ভয়ানক ভয় হয়েছিল পাছে পড়ে যায়। সে এদের সঙ্গে একা যুদ্ধ করা অসম্ভব ভেবে আর কি করা যেতে পারে তাই ভাবতে লাগল। সে ভাবতে লাগল কি করে বালু ও বাঘেরাকে খবরটা দেওয়া যেতে পারে তারা হয় ত এখন তার কাছে থেকে অনেক দূরে। নীচের দিকে তাকিয়ে ঘন গাছের জন্যে সে কিছুই দেখতে পেল না; কাজেই সে ওপর দিকেই তাকিয়ে রইল। হঠাৎ সে অনেক উঁচুতে নীল আকাশের মাঝখানে দেখতে পেল চীলের রাজা র‍্যানকে। সে দিন ও সে রোজকার মত খাদ্যের চেষ্টায় নীচের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে একটানা ঘুরে ঘুরে উড়ছিল। হঠাৎ র‍্যাণ এই রকম একটা দলের মাঝখানে মুগলিকে দেখে অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল তারপর যখন সে মুগলিকে পাখীদের "সেরা কথা" বলে চীৎকার কর্ত্তে শুনলে তখন সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল।

মুগলি চেঁচিয়ে বল্লে "আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা লক্ষ্য রাখ আর নেকড়ে সভার বালু ও বাঘেরা কে এই খবরটা দাও।"

র‍্যাণ এর আগে মুগলিকে কখনও দেখেনি, তার নাম শুনেছিল মাত্র; তাই সে জিজ্ঞাসা কল্লে "কার নাম করব?"

মুগলি বল "মুগলি! ব্যাং মুগ্‌লি! মানুষের বাচ্ছাও তারা বলে আমায়। এরা কোথায় নিয়ে যায় লক্ষ্য রাখ।" মুগলির কথা শেষ হতে না হতেই একটা ঝাঁকনি লাগল। মুহূর্ত্তের মধ্যে র‍্যাণও এত উঁচুতে উঠে গেল যে তাকে ছোট্ট একটুকরো ধোঁয়ার মত দেখা যেতে লাগল। সেখান থেকে র‍্যাণ তার দূরবীনের মত চোখ দিয়ে এদের গতি বিধি দেখতে লাগল।

র‍্যাণ ভাবতে লাগল "এরা কখনই বেশীদূর যাবেনা কারণ এদের নিয়মই হচ্ছে কখনও একটা কাজে বেশীক্ষণ মন রাখতে পারে না। বালু বিশেষ কিছু কর্ত্তে না পারলেও বাঘেরা কে খবরটা দিলে সে নিশ্চয়ই কিছু কর্ব্বে।"

এদিকে বাঘেরা ও বালু রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে পড়ল। বাঘেরা তাড়াতাড়ি গাছে উঠে গেল কিন্তু বেশী উঁচু যেতে না যেতেই তার ভারে ডাল পালা ভেঙ্গে গেল। বাঘেরা কে বাধ্য হয়ে নেমে আসতে হল। বেচারা বালুর উপরই তার যত রাগ গিয়ে পড়ল; "কেন তুমি ওকে এই বানরদের বিষয় আগে সাবধান করে দাওনি!" এই বলে বাঘেরা গর্জ্জন কর্ত্তে লাগল "তাকে এবিষয় যখন বলই নি তখন তাকে তোমার লোহার মত থাবার আঘাতে আধমরা করে দেবার কি দরকার ছিল?"

হাঁফাতে হাঁফাতে বালু বল্লে "ওঃ তাড়াতাড়ি চল তাড়াতাড়ি চল এখনও আমরা হয়ত তাদের ধরতে পারব।"

ধমক দিয়ে বাঘেরা বল্লে "হ্যাঃ ওইরকম করে হেঁটেই তুমি তাদের ধরেছ। ওহে মারকুটে শিক্ষকম'শাই ওরকম করে আধমাইল হাঁটলেই তুমি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। বসে ভাব, একটা মৎলব স্থির কর ও সেই মত কাজ কর।" আর তাদের

এখন তাড়া করে গেলে হয়ত তারা মুগলিকে ওপর থেকে ফেলেও দিতে পারে।”

বালু কাহার স্বরে চীৎকার করে উঠল “হ্যাঁ—উ—! হ—উ—উ! হয়ত এতক্ষণে ভারী বোধ হওয়াতে তারা তাকে ফেলেই দিয়েছে। বানরদের কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না! ওহোঃ আমার মাথায় মরা বাদুড় ফেলে দাও! আমাকে বুনো মৌমাছিদের চাকে ফেলে দাও যেন তারা আমায় কামড়ে মেরে ফেলে। আর মরে গেলেও আমায় ঐ অপদার্থ হায়না গুলোর সঙ্গে পুঁতে ফেল। ওঃ আমার মত হতভাগা আর কে আছে গো! ওঃ হো হো হো! ও মুগলি! মুগলিরে কেন তোকে আমি না মেরে এই বানরদের বিষয় সাবধান করে দিলুমনা রে! আমার মারের চোটে হয়ত যা সারাদিন ধরে শিখেছিলি তা সব এতক্ষণ ভুলে গেছিস রে! সেই সব সেরা কথা ভুলে গিয়ে এই জঙ্গলের মাঝখানে একলা তুই কি করে বাঁচিবিরে! ওরে বাবারে; মুগলিরে!” এই রকম সব চীৎকার করে করে বালু মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

অধীর ভাবে বাঘেরা বল্লে “অন্ততঃ কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে ঐ সেরা কথা সব মুগলি ঠিকই বলতে পেরেছিল। তোমার না আছে একটু স্মরণ শক্তি না আছে একটু সম্মান জ্ঞান এরকম ভাবে এখানে আমাদের চীৎকার করে গড়াগড়ি দিতে দেখলে জঙ্গলের অন্য প্রাণীরা সব কি বলবে?”

“জঙ্গলের প্রাণীরা কি বল্‌বে না বল্‌বে তাতে ত আমার বড় বয়েই গেল। মুগলি আমাদের হয়ত এতক্ষণে মরেই গেছে গো!” এই বলে বালু আরও চীৎকার করে গড়গড়ি দিতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

অমর দেব

বাঘেরা ৪র্থ ২য় প্যাক, কলিকাতা।

ত্যাগের জয়।

দুই

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ডেম মার্গারেটের মৃত্যু হইবার কিছুদিন পরে ফ্রান্স দেশের সৌন্দর্য্য, বিলাসীর লীলভূমি, সুন্দর প্যারী নগরীর সুসজ্জিত একটি ষ্টেশনে এক সুন্দর প্রভাতে একটি সুবেশ পরিহিতা কিশোরী গাড়ী হইতে নামিল। তাহার পরিচ্ছদ খুব মহামূল্য না হইলেও তাহাতে পারিপাট্য ছিল ও তাহা পরিচ্ছন্ন ছিল এই জন্যই সেই কিশোরী রত্নালঙ্কারভূষিতা না হইলেও তাহাকে সুন্দর দেখাইতে ছিল।

বালিকা গার্ডের গাড়ী হইতে তাহার ছোট ট্রাঙ্কটি উদ্ধার করিয়া লইয়া তাহার পর কি করিবে তাহাই ভাবিতেছিল কারণ সে প্যারীতে সম্পূর্ণ নবাগতা। অবশেষে একটি ভদ্রলোকের সাহায্যে বালিকা একটি মুটে ডাকিয়া তাহাকে বলিল, অমি নং রুদে রিভো-লিতে মাদাম ছুপণের নিকট যাইব এবং ঠিকানাটি ঠিক বলিয়াছে কিনা মিলাইবার জন্য সে পকেট হইতে একটি পত্র বাহির করিল। এই কিশোরী যে আমাদের পূর্ব্ব পবিচিতা লিসেট্ তাহা বলা বাহুল্য।

লিসেট্ কখনও ইতি পূর্ব্বে সহরে পদার্পণ করে নাই। সে মানব-সভ্যতার এই বিরাট লীলাভূমি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। কি বিরাট কর্ম্মকোলা-হল, রাজপথে কি বিরাট জনস্রোত, কত রকমের

বিচিত্র সব যান শকট রাজপথ মুখরিত করিয়া গন্তব্য স্থানে ছুটিয়া চলিয়াছে। বড় বড় অট্টালিকা দেখিয়া লিসেটের মনে হইল যেন ইহারা মেঘ ছুঁইয়া রহিয়াছে। রাজপথের দুইধারে অজস্র বিপণি তাহাদের সাজ সজ্জাই বা কি জমকাল—স্থানে স্থানে কাফেতে বিচিত্রবেশ পরিহিত কত নরনারী পান-ভোজন করিতে করিতে আনন্দ ও কলহাস্তের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে।

লিসেট্ দুইচোখ ভরিয়া এই সকল মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পথ চলিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল 'হায় আমি আজ বিধির বিড়ম্বনায় কি অবস্থায় এসে পড়েছি—আর আমার স্থায্য প্রাপ্য যা, আমার সৌভাগ্য সম্পদ, আমার নাম এমন কি আমার আপন মায়ের ভালবাসা অন্যের ভোগ্য হয়েছে—উঃ—ভাগ্যদেবতার কি কঠোর পরিহাস! হয়ত আর কিছুক্ষণ পরেই আমি ব্যারনেসের এই নকল মেয়েটাকে দেখ্‌ব, আর না জানি সে কি রকম চালের সঙ্গে আমায় অভ্যর্থনা করে নেবে কিন্তু যখন ধর্ম্মযাজকের এই চিঠিখানা তার হাতে দোব—ওঃ তখন কি মজা হবে—তখন ঠিক জোঁকের মুখে নুন পড়্‌বে।

এই সময়ে লিসেট্ মুটের সহিত 'প্যালেরয়াল' এর পাশ দিয়া 'রু সেণ্ট হনোর' নামক রাস্তায় পড়িল এবং আর একটু দূর যাইয়াই 'সণ্ট রকি'র প্রসিদ্ধ গির্জ্জা তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই পবিত্র স্থান দেখিবামাত্রই লিসেটের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল—সত্যিই আমি কি নীচমনা! আমি কোথায় একটি মেয়েকে তার সব সুখ আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি আর তাই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে। এই ভাবিতেই সে আর অশ্রুরোধ করিতে পারিল না ভগবানের উদ্দেশ্যে পুনর্ব্বার মনে মনে বলিতে লাগিল, ভগবান, আমাকে তুমি [illegible] যাচ্ছে তা অন্যা[illegible]? কি ক'রে আমি এতদিনের অপরিচিতা [illegible]র যার কাছে আদর ভালবাসা পায়। কি করে আমি আমার ছোট বোনটির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব। সে যে আমার সব নিয়ে ভোগ করছে 'এত' তার দোষ নয় এ আমার নিজের অদৃষ্টের দোষ। ওঃ আমি তাকে কি ভয়ানক কষ্ট দিতে যাচ্ছি—তাকে আমি এক মা থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি কিন্তু তাকে তার নিজের মাকে আর ফিরিয়ে দিতে পারবনা—পার্ত্তুম যদি ডেম্ মার্গারেট্ বেঁচে থাকত! অথচ আমার নজের এক স্নেহময়ী মা মারা গেছেন আর অমি আবার মা ফিরে পেতে যাচ্ছি। ভগবান, আমার মনটাকে তুমি হিংসা-বর্জ্জিত, সদয় ও কোমল করে দাও যেন আমি এই মা-হারা মেয়েটির বোন্ হয়ে থাক্‌তে পারি, যেন ভালবেসে তার এই দুঃখ ঘোচাতে চেষ্টা কর্‌তে পারি। এইরূপ চিন্তা ও অশ্রুধারা শীঘ্রই তাহার মনের সকল চিন্তা, গ্লানি ও অবসাদ দূর হইয়া গেল, লিসেট্ শান্ত ভাবে পথাতিবাহন করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই সে ও তাহার মুটে রুবেরি ভেলিতে আসিয়া পৌছিল ও তাহার পর মুহূর্ত্তে তাহারা ব্যারনেস্ দুপনের বিখ্যাত অট্টালিকার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

লিসেট তাহার পিতৃ গৃহের দিকে চাহিয়া আর একবার হতাশহৃদয় হইয়া পড়িল কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সে দ্রুতপদে সেই বিশাল সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল এবং অনভিজ্ঞতা-প্রসূত উত্তেজনার আবেগে সজোরে দ্বার বিলম্বিত ঘণ্টারজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিল।

অনতিবিলম্বে একজন সুবেশ পরিহিত ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিল ও তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত জোরে ঘণ্টা বাজাচ্ছ কেন তুমি? কি চাও?" লিসেট্ নম্রভাবে বলিল, "আমি মাদাম দুপণের সঙ্গে দেখা করতে এসেচি।"

"এরকম করে কে ঘণ্টা বাজাচ্ছে? আচ্ছা জালাতন দেখ্‌ছি! বোধ হয় গোমালে এতক্ষণ দিদিমণির ঘুম ভেঙ্গে গেল" বলিতে বলিতে দ্বার পথে একটি বিশালকায়া দাসীমূর্ত্তি দেখা দিল, কিন্তু

লিসেটের দিকে চাহিতে তাহার মুখভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং সে অপেক্ষা-কৃত শান্ত স্বরে কহিল, "তুমি ডেম্ মার্গারেটের মেয়ে বুঝি? মার্সেলিশ্ থেকে আসচ?"

'ডেম মার্গরেটের মেয়ে' এই কথা শুনিবামাত্র লিসেট এতক্ষণ যে আবেগ রোধ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল তাহা পুনর্ব্বার নবীন ভাবে দেখা দিল এবং সেও উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিল. "তোমরা যাঁকে মাদামোজেল দুপণ বল, আমি তাঁরই একরকম বোন হই।"

দাসী এই উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলনা, সে প্রথমটা একটু হতভম্ব হইয়া গেল কিন্তু পরক্ষণেই একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, "তাই নাকি? আচ্ছা। তুমি না হয় এই খানে একটু দাঁড়াও আমি দিদিমণিকে খবর দিয়ে আসি।"

সেই ভৃত্য তৎক্ষণাৎ তাহাকে বলিল, "দেখ দিদিমণিকে খবর দেবে দাও কিন্তু একটু সাবধান হয়ে দিও। তুমি ত' জান দিদিমণি কি রকম সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন আব কিরকম ভয় তরাসে? দাসীও তখনি ঝঙ্কারেব সহিত তর্জ্জন করিয়া উঠিল "মর—মিন্‌সে, তুই আবার আমাকে দিদিমণির সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আসিস্, আমি বলে দিনরাত দিদিমণির পাশে পাশে ঘুরচি—তুই নিজের চরকায় তেল দিগে যা—(লিসেটের দিকে ফিরিয়া) মা, তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি দৌড়ে দিদি-মণিকে বলে আ'সি এই বলিঃ। দাসী প্রস্থান করিল।

মিনিট পাঁচেক পবে ঘরের ভিতর রেশ্‌মী কাপড়ের একটু খস্ খস্ শব্দ শোনা গেল এবং পর মুহূর্ত্তে মহার্ঘ বস্ত্র পরিহিতা রত্নালঙ্কার বিভূষিতা এক সুন্দরী কিশরী বাহিব হইয়া আসিয়া ঝর্ণার মত কলহাস্যের সহিত বলিল "লিসেট্‌ লিসেট্‌, তুমি? ওঃ তোমাকে কতদিন আগে দেখেছিলুম আর এখন তুমি কত বড় হয়ে গেছ! আমাকে তোমার মনে পড়ে? আমাদের কি সৌভাগ্য যে ভগবান এতদিন পরে আমাদের দেখ্‌তে আস্‌বার বুদ্ধিটা তোমার মাথায় ঢুকিযে দিয়েছেন। শীগ্‌গির বল ধাইমা কেমন আছে? ওকি! কি হয়েছে ভাই তুমি একটাও কথা বল্‌চনা কেন? কোন খারাপ খবর নেই ত? সীগ্‌গির্ বল।

বস্তুতঃ লিসেট্‌ একেবারে, কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। সে এইরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিবে ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ক্লোতিল্‌দার এই স্নেহ ও ভালবাসা পূর্ণ ব্যবহারে তাহার প্রতি লিসেটেব যে টুকুও বিদ্বেষ ও ঈর্ষার রেশ ছিল তাহাও তাহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া গেল এবং সে প্রাণ পণে নিজেকে সংযত করিয়া ধীরভাবে কহিল, "ডেম মার্গারেট্‌ মারা গিয়াছে।"

"মারা গিয়াছে? ধাই মা মারা গিয়াছে—ওঃ" ক্লোতিল্‌দা অশ্রু সংবরণ করিতে পাবিল না। পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহপূর্ণকণ্ঠে অথচ অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিল, "সেই জন্যই বুঝি ভাই সেই মুহূর্ত্তে আমাদের কাছে চলে এসেছ, কারণ তুমি জান্‌তে যে এখানে এলে তুমি তোমাব সমদুঃখ ভাগিনী একটী বোন আর একটী মা পাবে। সত্যি লিসেট্‌ তোমার এই ব্যবহারে আমি যে কি পর্য্যন্ত খুসি হয়েছি তা আর বল্‌তে পারি না। মাও তোমায় দেখে খুব খুসী হবেন, আর তুমিও আজ থেকে মাদামোজেল দুপণ হলে (দ্বারপ্রান্তে সমাগত ভৃত্যবৃন্দের প্রতি চাহিয়া) শুন্‌ছিস আমাকে তোরা সবাই যেমন ভালবাসিস আর ভক্তি শ্রদ্ধা করিস্ এঁকেও ঠিক সেই রকম করবি—আর তোমাকে লিসেট্‌, আমিও আমার যা কিছু আছে তার অর্দ্ধেক অধিকার দিলুম কেবল একটি জিনিষ ছাড়া—মার ভালবাসাটা কিন্তু অর্দ্ধেক তোমায় আমি কিছুতেই দিতে পারিব না।; - কিন্তু তুমি দুঃখ কোব না, তারও একটু অংশ তুমি নেবে।"

ক্লোতিলদার এই শেষের কথাগুলি লিসেট্‌কে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া তুলিল এবং সে অস্থিরভাবে কহিল, "তাঁর সঙ্গে কি এখন একবার দেখা হবে না?"

"কার সঙ্গে দেখা? আমার মার সঙ্গে? সে ত

এখন হবে না, কিন্তু তুমি এখন ভেতরে ত এস আগে” এই বলিয়া ক্লোতিল্ দা লিসেট্‌কে লইয়া গমনোন্মুখী হইল এমন সময়ে লিসেটের ট্রাঙ্কবাহী সেই মুটেকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাপ্য চুকাইয়া তাহাকে বিদায় করিতে আদেশ দিয়া সে লিসেটের সহিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

ঐশ্বর্য্যের বলে মানুষ পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য কতদূর পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারে তাহা লিসেট এই প্রথম তাহার পিতৃগৃহে পদার্পণ করিয়া বুঝিল। বহু সুসজ্জিত বিলাসোপকরণপূর্ণ কক্ষ অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাহারা একটি নাতিবৃহৎ কক্ষে উপস্থিত হইল। তাহার সজ্জা ও আড়ম্বর এত অধিক যে বুঝি গৃহসজ্জায় ইন্দ্রভবনও তাহার নিকট পরাস্ত হয়। তথায় পৌঁছিয়া ক্লোতিলদা কহিল, “এতক্ষণে লিসেট তুমি আমার ঘরে এলে এটা হল আমার বসবার ঘর, ডানদিকের ঐ যে ঘরটা দেখছ ওটা আমার শোবার ঘর আর বাঁদিকেরটা পড়বার বাইরে বারণ্ডার শেষদিকে একটা বেশ ভাল ঘর আছে সেটা জারট্রুডের (ক্লোতিলদার সখী) ঘর। তুমি ঐ ঘরটা নিও, জারট্রুড না হয় অন্য কোথাও শোবে। তা হলে আমরা ভাই বেশ দুজনে দিনরাত একসঙ্গেই থাকতে পারব; কিন্তু তাতে তোমার বোধ হয় একটু কষ্ট হবে কারণ আমার রাত্তিরে প্রায়ই ঘুম হয় না আর আমার স্বাস্থ্য এত খারাপ যে একটু পরিশ্রম করলেই আমার জ্বর হয়। আমার হাতে হাত দিয়ে দেখত একবার—কি? আগুণের মত খুব গরম না? এ হয়েছে বেশী আনন্দের উত্তেজনায় শুধু তোমাকে দেখে।”

“সেই জন্য ডাক্তার...বাবু বলেছেন যে যাতে কোন রকম উত্তেজনা না হয় আমাকে সেই রকমভাবে থাকতে আর সেইজন্য বাড়ীশুদ্ধ সবাই কেবল আমাকে খুসী রাখতে চেষ্টা করে। কাজেই দেখছ ত আমি কি রকম আদুরে হয়ে গিয়েছি। কিন্তু আমার যে এই রকম রোগ প্রবণতা এ আমি মার কাছ থেকে পেয়েছি। বাবার শরীর খব ভাল ছিল শুনেছি কিন্তু আমার জন্মের বছর দুই পরে তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যান; কিন্তু তোমার শরীর কি রকম ভাল! সত্যি লিসেট্ তুমি নিশ্চয়ই খুব সুখী। কিন্তু তুমি যদি এরকম করে চুপ করে থাক আর আমার কথার উত্তর না দাও তাহলে কিন্তু ভাই আমি তোমায় দুষ্টু বলব।”

লিসেট্ মৃদুস্বরে উত্তর দিল, “আমি সবে এখানে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে এখনও আমার তেমন ঘনিষ্টতা হয়নি।”

“আবার আপনি কেন? আমাকে ভাই তোমাকে ‘তুমি’ বলতে হবে আর ‘সবে এসেছি বললে ভাই আমি ভুলবোনা যারা ছোট বেলায় এক বিছানায় ঘুমিয়েছে উপরন্তু এক মায়ের দুধ খেয়েছে তাদের বুঝি আবার ঘনিষ্টতা করতে এক যুগ লাগে—সত্যি ভাই লিসেট্ তুমি ভারি দুষ্টু।”

তিন।

বাস্তবিকই লিসেট্ ক্লোতিল্দার এই অপূর্ব্ব ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল যে মৃত্যুশয্যায় সেই সকল কথা ডেম মার্গারেট্ যদি না বলিতেন তাহা হইলে ইহা কত সুখের বিষয় হইত আর ক্লোতিল্দা প্রকৃতপক্ষে ডেম মার্গারেটের সন্তান হইলেও তাহার মন কত উচ্চ তাহার নিজের মনের সহিত ক্লোতিল্দার মনের কত পার্থক্য সে যতই এই সকল ভাবিতেছিল ততই ক্লোতিল্দার প্রতি তাহার মন করুণায় সহানুভূতিতে ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল; এবং এই চিন্তার জন্যই সে মন খুলিয়া ক্লোতিল্দার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে পারে নাই।

ক্লোতিল্দাও এতক্ষণ কি একটা কথা ভাবিতেছিল, হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া লিসেট্‌কেও ভিত্তিগাত্র হইতে বিলম্বিত একটা সুবৃহৎ আয়নার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিল, “দেখেছ লিসেট,

তুমি ঠিক আমার মতন লম্বা, কাজেই আমার জামা কাপড় সব তোমার ঠিক হবে। তুমি যা পরে আছ তা দেখ্‌তে মন্দ নয় বটে কিন্তু আমার তাই ও ভাল লাগ্‌চেনা—আমি চাই যে তুমি ঠিক আমার মতন সব পোষাক পর্‌বে। কি বল পর্‌বেত ?"

"আপনার যা ইচ্ছা তাই কর্‌ব।"

"আবার 'আপনার' ? বল 'তোমার' নয়ত আমিও এবার চুপ্‌ করে থাক্‌ব।" লিসেট্‌ হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা তোমার যা ইচ্ছা তাই কর্‌ব।"

"এই ত ঠিক লক্ষ্মীর মতন কথা। আচ্ছা ভাই তোমার পথে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে না ? আর আমি কি রকম লোক দেখছ কোথায় তোমার যত্ন টত্ন কর্‌ব না কেবল বকর্‌ বকর্‌ কর্‌ছি। তুমি কি কাপড় চোপড় ছেড়ে এখন কিছু খাবে ? না আগে একটু বিশ্রাম ক'রে তারপর কাপড় চোপড় ছাড়বে ?"

লিসেট্‌ ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "আমি একবার আগে মাদাম দুপণের সঙ্গে দেখা কর্‌ব।"

"মার সঙ্গে ত এখন দেখা হবে না। তুমি বোধ হয় ধাইমার কাছ থেকে কোন জরুরী খবর এনেছ। ঐ চিঠিটা বোধ হয় ধাইমা দিয়ে গেছে মাকে দিতে—না ?"

কিন্তু লিসেট তখন দৃঢ় মুষ্টিতে চিঠিখানা ধরিয়াছিল পাছে তাহা ক্লোতিলদার হস্তগত হয়। লিসেটের মুখে একটা আশঙ্কা ও উদ্বেগের ভাব দেখিয়া ক্লোতিল্‌দা কহিল, "তা আমি ওটা দেখ্‌তে চাই না। তুমি মাকে ওটা দিতে চাও নিজেই দিও। আচ্ছা তুমি না হয় ততক্ষণ এখানে এই সোফার উপর একটু বস আমি দেখে আসি মা উঠেছেন কি না। তুমি ততক্ষণ একলা থাক্‌বে না ? আচ্ছা তুমি এই বইখানা পড় আমি এক্ষুণি আসছি।"

এতক্ষণ পরে লিসেট্‌ জীবনে লজ্জা কাহাকে বলে তাহা প্রথম জানিল। সে আসিয়াছিল তাহার জীবনের নব রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য, সে আসিয়াছিল যে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য কড়া ক্রান্তিতে বুঝিয়া লইবার জন্য, সে আসিয়াছিল যে তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল তাহাকে দূরীভূত করিয়া নিজে সেই স্থান অধিকার করিবার জন্য; কিন্তু অকস্মাৎ এক্ষণে সে বুঝিল যে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সে কত হীন, তাহার আকাঙ্খিত বস্তুর সে কত অনুপযুক্ত। তাহার গণ্ডস্থল কর্ণ পর্য্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠিল এবং লজ্জাবনতমুখী হইয়া সে কহিল, "আমি ত পড়্‌তে জানি না। আমি কি ক'রে এই বই পড়ব ?"

এই উত্তর পাইয়া ক্লোতিল্‌দার মনের ভাব যে কিরূপ হইয়াছিল তাহা ব'না শক্ত কিন্তু বাহিরে তাহার কিছুই বোঝা গেল না। সে সম্পূর্ণ সপ্রতিভের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "ক্ষমা কর আমায় ভাই, আমি সত্যি সত্যি জান্‌তাম না যে তুমি পড়তে জান না। তা হলে কখনই আমি তোমাকে এ রকম লজ্জা দিতুম না। কিন্তু তোমার ভাই এতে লজ্জার কি আছে ? পড়তে শেখনি সে ত তোমার দোষ নয়—তোমাকে পড়তে শেখান হয়নি তুমি শিখতে পারনি। কিন্তু একটা কথা ভাই—তুমি এই পড়তে না জানার কথা আর কাউকে বলো না। কারণ এমন অনেক লোক আছে যারা তোমার কথা শুনে তোমায় ঠাট্টা করবে আর তা হলে আমার কিন্তু বড় কষ্ট হবে ভাই। আমি নিজে তোমায় পড়তে শেখাব—শুধু পড়তে নয়, লিখতে, ছবি আঁকতে, গান গাইতে, আরও আমি যা যা জানি সব তোমায় শেখাব কি বল ভাই। শিখবে ত।"

এবার লিসেট পরাস্ত হইল। ক্লোতিল্‌দার এই স্বর্গীয় ভালবাসার উচ্ছ্বাসে তাহার মনে তখন পর্য্যন্ত যে সকল দুশ্চিন্তা উকি ঝুকি মারিতেছিল তাহারা জল বুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। ডেম্‌ মার্গারেটের মৃত্যুশয্যায় তাহার সেই স্বীকারোক্তির

পর হইতে লিসেটের মনে আর সুখ শান্তি ছিল না —তখন হইতে সেখানে সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। কখনও কুমতি জয়ের উপক্রম করিতেছিল এবং তাহার পরক্ষণেই কখনও সুমতির প্রাধান্য দেখা যাইতেছিল; কিন্তু মোটের উপর সুমতিই বরাবর প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে ক্লোতিল্‌দার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার সুমতিকে আরও নব বলে বলীয়ান করিয়া তুলিল। ক্লোতিল্‌দা যদি তাহার প্রতি অবজ্ঞা করিত, যদি তাহার সহিত অশ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিত তাহা হইলে সে কি করিত তাহা ঠিক বলা যায় না কিন্তু যাহাকে সে সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত করিতে আসিয়াছে অথচ সে তাহার সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা বিন্দুমাত্র জানে না তাহার নিকট হইতে এই রূপ ভালবাসা পাইয়া লিসেটের মনের ভিতর যে যুদ্ধ চলিতেছিল তাহাতে সুমতি আজ জয়লাভ করিল—কুমতি পরাস্ত হইল।

যে ছাগ শিশুকে তুমি বলিদানের উদ্দেশে লইয়া যাইতেছ সে যদি তাহার প্রাণান্তের কথা বিন্দুমাত্র না জানিয়া তোমার সহিত ধীরে ধীরে চলে এবং তোমারই হাত হইতে নির্ভয়ে খাদ্য গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহাকে কাটিতে তোমার মায়া হয় না?—লিসেটের এই সকল কথা মনে হওয়াতে সে আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না। তাই যখন ক্লোতিল্‌দা নিজে তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ক্লোতিল্‌দাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল "আমি ভাই কিছুই চাই না—তুমি আমার চেয়ে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ—এ সব তোমারই যোগ্য এ সব তোমারই থাক ভাই"—

"কি সব আমার থাক্‌বে ভাই?"

সিলেট দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিল,—"আমি পাগলের মত যা তা কি বলিচি ভাই কিছু মনে কর না।"

এই সময়ে ধীরে ধীরে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাসী জারট্রুড প্রবেশ করিয়া কহিল, "দিদিমণি, মা উঠেছেন। ডেম্ মার্গারেটের মেয়ে এসেছে শুনে তিনি তাকে দেখতে চাইচেন।"

দাসী প্রস্থান করিলে লিসেট ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। মনকে সংযত করিবার সহস্র চেষ্টা করিলেও যেন কিসের একটা আবেগে তাহার বুকের রক্ত দুলিয়া নাচিয়া উঠিল এবং সে তাহা বেশ উপলব্ধি করিল। সে শুধু মনে মনে কহিল, "ভগবান্, তুমি শুধু আমায় দেখ।"

মাদাম দুপণের শয্যাগৃহের দ্বারের নিকট আসিয়া ক্লোতিল্‌দা লিসেটকে কহিল, "তুমি এখানে একটু দাঁড়াও ভাই। মা আমায় প্রথম দেখে ওঠেন কি না। আর মার আদরও সব চেয়ে আগে আমি পাই—এই বলিয়া সে কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং লিসেট সেই দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। ক্লোতিল্‌দার ঘরে ঢুকিবার কিছুক্ষণ পরে লিসেট বাহির হইতে শুনিল মাদাম দুপণ বলিতেছেন, "ডেম মার্গারেটের মেয়ে লিসেট এসেছে না। তাকে কোথায় রেখে এলি?"

লিসেট তৎক্ষণাৎ কক্ষে প্রবেশ করিল। মাদাম দুপণের প্রতি চাহিয়াই সে একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। শৈশবের কোন্ এক ক্ষীণ অতি ক্ষীণ স্মৃতি যেন তাহাকে আঘাত করিয়া বলিতেছিল, এই তোর মা, 'এই তোর আপন মা'।

লিসেটের প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই মাদাম দুপণেরও যেন ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি অপ্রকৃতিস্থের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "একি? ঠিক সেই রকম চোখ। তাঁহার নকল একি হল?"

ক্লোতিল্‌দা একবার মাতার মুখের প্রতি একবার লিসেটের বড় বড় আয়ত নয়ন দুইটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি মা? ওকে কার মতন দেখতে?"

"লিসেটের চোখ দুটি ঠিক তোমার বাবার মতন, ক্লো। কি আশ্চর্য্য, আমাদের ক্লোতির চোখ

তার মত না হয়ে পরের মেয়ের চোখ হুবহু সেই রকম হল কি করে? লিসেট আমার আরও কাছে এস ত। চোখ নাবিও না—আমার দিকে আবার চাও—উঃ এ আর কোন ভুল নেই—ঠিক সেই রকম চাউনি। ওকি ওরকম ক'রে আবার কাঁদচে কে? ওকি ক্লো তুই আবার কাঁদচিস কেন?"

"আমার চোখ মা, আমার বাবার চোখের মতন না হয়ে লিসেটের চোখ আবার সে রকম হ'ল কেন? আর ওর চোখ বাবার মতন ব'লে এইবার থেকে ওকে মা তুমি আমার চেয়েও বেশী ভালবাসবে।"

কি যে ছেলেমানষী করিস্ ক্লো যে তার কিছু মানে নেই। শুধু শুধু ওরকম করে কাঁদিসনে। ডাক্তার বাবু এই সেদিন কি বলে গেলেন তা তোর মনে নেই? তিনি বলেচেন যে তোকে একেবারে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে থাক্‌তে হবে। তুই আমাকে খুসী রাখতে চাস আর নিজে তুই যদি কেঁদে কেঁদে অসুখ বাড়াস তা হলে আমি কি করে খুসী থাকতে পারব?"

লিসেট এতক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল এত আত্মহারা সে হইয়া গিয়াছিল। মাদাম্ তুপনের কথা শেষ হইলে যেন তাহার চমক ভাঙ্গিল এবং প্রথমেই সে তাহার হাতের চিঠিখানি লুকাইতে চেষ্টা করিল।

মাদাম তুপন তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওটা কি আমার চিঠি। ডেম্ মর্গারেট দিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ—না—না মা—মাদাম এটা আপনার না।" —এইটুকু বলিতেই লিসেটের সকল সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল এবং ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় চীৎকার করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, "আমার মা নেই আমি মাকে হারিয়েছি।"

মানুষের কথা কত সময় ভুল শোনায় ও ভুল বোঝায়। প্রকৃত ব্যাপার কেহ জানিতে বা বুঝিতে পারিল না এবং সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কেবল বালিকা লিসেটই একা বুঝিল যে কতদূর আত্মবিসর্জ্জন সে করিয়াছে। সুমতি পুনর্ব্বার জয় লাভ করিল। ক্রমশঃ—

পেট্রোল লীডার—প্রতাপ মিত্র,
১২-২য় কলিকাতা ট্রুপ।

—*—

দুষ্টু

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উঃ—ঠাকুমার কাছ থেকে পয়সা বার কর্‌তে হলে কাবলিওলার মতন তাগদা দিতে হয়—তার চেয়ে বরং না নেওয়া ভাল কিন্তু তাহ'লে যে চকোলেট্‌ খাওয়া হয় না। রতনের দোকানে কাল নতুন জাপানী ক্যারামেল এসেছে,—চার পয়সা করে দাম, এখনও অবধি একবার চোখে দেখাই হয়নি, অনেক কষ্টে ত বুড়ির কাছ থেকে একটা দু'আনি বার করা গেল, তাও স্যাতলা ধরা আর আওয়াজ কম। মাখমটা গোয়াল ঘরের কাছে চাকরদের ঘরে বাবার গড়গড়া থেকে খুলে এনে কলকেটায় টান দিতে সুরু কোরেছে—আমি গিয়ে পাকড়াও কল্লুম, সে একমনে তামাক টানতে টানতে বল্লে এদুয়ানি চলবে না। আমি বল্লুম খুব চলবে এই দ্যাখ বলে মেঝেতে গড়িয়ে দিলুম। সে আর কথাই কইলে না—খানিকপরে তামাকের সাধ মিটলে, তখন দুয়ানিটা নিয়ে কলকের আগুনে সেটা পুড়িয়ে বলে উঠল এইবার চলবে। বেটা যখন ফিরল তখন বল্লে যে দুয়ানিটা ভয়ানক অচল ভাঙ্গিয়ে চার পয়সা হয়েছে, তাই এক প্যাকেট ক্যারামেল আনা হয়েছে। কি আর করা যায়, মাখমের ভাগটা বাদ বাকীটা আমার পেটেই গেল। কিন্তু মাখমটার উপর আমার সন্দেহ হল, বেটা ঠিক নিজে একটা গোটা প্যাকেট গোড়া থেকেই উদরস্থ করেছে—আচ্ছা এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

সেদিন আমাদের স্কুলের স্পোর্টস্‌—বাবারও নেমন্তন্ন ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি বাবা একটা কাল মোটা একরকমের কিম্ভূত-কিমাকার বাঙ্গালী সাহেবের সঙ্গে কথা কইছেন—আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই বাবা তাঁকে বল্লেন যে এটি আমার ছেলে, ভারি দুষ্টু এর জ্বালায় বাড়ীর কারুর সোয়াস্তি নেই। বাবার বন্ধু বল্লেন "কই sports এ নামে নি সে সবে বুঝি আসে না।" বাবা বল্লেন "না পড়া শুনায় মন্দ নহে—আর দুষ্টুমি করে সময় থাকলে তবে ত sports এর চেষ্টা হবে, দিনরাত তাই নিয়েই ব্যতিব্যস্ত যে।" বন্ধুমশায় তার উত্তর দিলেন "—অমন দুষ্টুমির জন্যে কিছু যায় আসে না—কুনো আর ভালমানুষ ছেলে হয়েই আজ আমাদের দেশের এত দুর্গতি।" বাবাও দেশহিতৈষী মহাশয়ের মতে মত দিয়ে বল্লেন সে বিষয়ে আর সন্দেহই হতে পারে না—মেয়েরা জ্বালাতন করে, নইলে আমি কতকটা এই ছেলেটার দুষ্টুমি পচ্ছন্দই করি, সময়ে সময়ে তা encourageও করে থাকি।

বাবার কথা শুনে কিন্তু আমার ভয়ানক ফূর্ত্তি হল বাবা ত আমার সপক্ষে, তবে আর কি এবার আর কাউকে ভয় নেই। তারপর আমি বাড়ী ফিরলুম, বাবা আর তার বন্ধু দেশের ছেলেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গবেষণা কর্‌তে লাগলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে দেখি যে মাখনটা আবার লুকিয়ে সেই জায়গায় তামাক খাচ্ছে। সকালের প্রতিহিংসাটা জেগে উঠল আর তাকে শিক্ষা দেবার মতলবটাও চেপে ধরল, তাই তার পেটে মেরে দিলুম এক লাথি—এমা জোরসে মেরে দিলুম যে বেটা দাঁত ছরকুটে পড়ে রইল, তার পেটে ত একেই কলিক্‌ পেন হত। এদিকে কলকের আগুন পড়ল একেবারে কেরোসিনের টিনের উপরে যে ন্যাকড়া ছিল তাতে—দাউ দাউ কোরে আগুন জ্বলে উঠল, সমস্ত ঘরটা একটা ভয়ানক রকমের রঙ্গীন আভায় ভরে উঠল। আমার ত ভয়ে ভ্যাবাচাকা লেগে গেছে—সেখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে একেবারে পাশের ঘরে চাকরদের

তক্তাপোষের নীচে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচালুম। ততক্ষণ আগুণ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ কোরেছে, বাবা খেতে খেতেই উঠে এসেছেন। গোয়ালে আগুন লাগে লাগে হয়েছে—আমি তক্তাপোষের নীচে থেকে সবই বুঝতে পারছি। বাবা এসেই আগুণ লাগল কি কোরে তারই জিজ্ঞাসাবাদ সুরু কোরে দিলেন। চাকরগুলো চেচাচ্ছে—আবি গোয়াল পুড়েগা। বাবা চেঁচিয়ে মেচিয়ে বলছেন "মর মুখপোড়া কি কোরে আগুন লাগল তাই আগে বল, না গোয়াল পুড়েগা, বেটারা ছাতুখোর কি না তাই মোটা বুদ্ধি।" কাকা আর পাড়ার দুই একজন খালি খালি বলছে আগে ফায়াবব্রিগেড ডেকে পাঠান পরে এসব কথাব জবানবন্দী নেবেন ইত্যাদি। বাবা তাদের কথা কানে না পুবে আমাব উদ্দেশ্যে খোকা বাঁদব, গেল কোথায়, কি সর্ব্বনেশে ছেলে—এরকম ছেলে না থাকাই ভাল ইত্যাদি রকম মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলেন। ছোটকাকা আব পাডাব লোকেরা ইতিমধ্যে চৌবাচ্ছার জল নিয়ে ঢালতে সুরু কোরেছেন। এদিকে আগুনও গোয়াল ঘরে উঠেছে—বাড়ীব মেয়েবা বিকট স্ববে চীৎকার সুরু কোরেছে—গোয়াল থেকে গরুগুলো চেঁচাচ্ছে। আমাব বড় ভয় হোল, আমি আর লুকিয়ে থাকতে পাল্লুম না, আসতে আসতে বেরুচ্ছি সামনেই বাবা—ও সে দিন কি প্রচণ্ড মারটাই খেলুম, পিঠ যেন ভেঙ্গে গেল, বাবাকে আমি অত ভীষণ হতে কখনও দেখিনি।

* * * * *

ততক্ষণে ফায়াব ব্রিগেড এসে আগুণ নিবিয়েছে, পাড়ার লোকের ভীড়ও কমতে সুরু হল অনেকে আবার সহানুভূতি প্রকাশ করতেও ভুললেন না এবং আমার সম্বন্ধেও অনেক তিক্ত গবেষণাও বাদ পড়ল না।

আমি বাবার কাছ থেকে প্রহারের কিঞ্চিৎ আস্বাদন হবার পরই আস্তানা নিলুম একেবারে তেতলার লেপ রাখার মাচায়—সেখানে ঘুমিয়ে পড়িছিলুম—ঘুম ভাঙল হঠাৎ ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে ফিরতে যখন মাচা থেকে পড়ে গেলুম। বাঁ হাতটাতে বড় ব্যাথা পেলুম, নীচে তখন আগুণ নেবান সম্বন্ধে একটা কমিটি বসে গেছে। কানে এল ঠাকুমা বলছেন—ধন্যি সাহস ঐ সৎগোপেদের নীলমণি ছোঁড়ার, সেই আগুনের মধ্যে গিয়ে গরুগুলোকে বের কোরে নিয়ে এল, পুড়ে যাচ্ছে তবু খেয়াল নেই, আমি বারণ করতেই বল্লে—আমি বয়স্কাউট প্রাণ থাকতেত গরুগুলোকে রক্ষা করবো। যা কথা তাই কাজ, ধন্যি ছেলে! বাবা বল্লেন, "হ্যা, ঐ নীলমণি ছোকরাকে আমার বড্ড ভাল লাগে, বেচাবিব বাপ রেল আফিসের কেরাণী সামান্য মাইনে পায়, নীলে পাডার একটা ছোট মেয়েকে পডায় আর তাই থেকেই সে নিজের পড়াব খবচ তোলে। ঠাকুমা জিজ্ঞাসা কল্লেন—সে যে বল্লে সে বয়স্কাউট, সে আবার কি রকম চাকরি কত মাইনে। বাবা উত্তর দিলেন—বয়স্কাউট মানে চাকরি না—ও একটা সম্প্রদায় এক কথায় এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে খেলা ধূলার মধ্যে দিয়ে ছেলেদের সর্ব্বতোভাবে মানুষ কবা।

-কখন নিজের অজ্ঞাত সারেই হাতের যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠেছি। সবাই এসে আমার হাত নিয়ে টানাটানি সুরু করে দিলেন, পাড়ার নগেন ডাক্তারকে রাত্রেই ডাকা হল কারণ আমার ব্যাথাও ক্রমে বাড়তেই লাগল। ডাক্তারও চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসেই বল্লে ফ্রাক্চার, উপস্থিত Splint দিয়ে দিচ্ছি—কাল সকালেই 'এক্সরে' একজামিন করতে হবে। সেই অবধি আমার হাতটার এই রকম দুর্দশা। এই সঙ্গে বলে রাখি যে আগুণ লাগার দরুণ মোট ক্ষতি হয়েছিল আঃ ৭৫০৲ টাকা, মাথমটা পেটের ব্যাথায় দিন দশেক ভুগে ছিল, আর আমার হাতটা ত জন্মের মতন গেল। বাবার বিকেলে এনকারেজ করার ফলটা যে একদিনের ব্যাপারে এতটা হয়ে দাঁড়াবে তা বোধ হয় বাবা

নিজেও বুঝতে পারেন নি। ইতিমধ্যেই আমার সম্বন্ধে কতকগুলো ধরা বাঁধা নিয়ম জারি হয়ে গেছল, তার সার মর্ম্ম এই যে যাতে আমি আর দুষ্টুমি করতে না পারি।

পরের দিন ছাতে দাঁড়িয়ে আছি, রাস্তাদিয়ে চেনাচুর ওয়ালা যাচ্ছে। ব্যাটাকে ডাকলুম—এই চেনাচুর, কত করে মন? কথাটা কানেই সে তুলল না। আবার ডাকলুম, আস্পর্দ্ধা দেখ, বললে কিনা "কিনেগা নেহি,কাহে হামকো হয়রান করতা হায়।" আমি জবাব কল্লুম "আচ্ছা সবুর করতে পারতা হায়, আমি নীচে গিয়ে কিনতা হায়।" সেও সেইমত মাথায় বারকোষ শুদ্ধ দাঁড়িয়ে রইল। তার কিন্তু এটা ভাবা অন্যায় যে আমি কিনতে নাও পারি—এটা অসহ্য, তাই এর শোধ তোলা নিতান্ত দরকার মনে কল্লুম—আর সঙ্গে সঙ্গে ছাতে যে চুণ বালী গাদা করা ছিল, তারই এক খাবলা তার বারকোষে ধপাস কোরে পড়ল। বেটা চেঁচামেচি করে একটা ভিড় জমা কোরেছে—মুস্কিল! বাবু যে এদিকে এসে হাজির; গাড়ির দরজা থেকে নামতেই বেটা হাউমাউ কোরে কেঁদে তাঁকে যা নালিশ করল, তার ভাবার্থ এই যে আমার জন্যে তার আড়াই রূপেয়া লোকসান হুয়া, সে গরিব আদমি ইত্যাদি। বাবা তৎক্ষণাৎ তাকে আড়াই টাকা দিয়ে বিদায় করলেন। কিন্তু তাঁর স্ফূর্ত্তিহীন মুখখানি দেখে এটুকু আমার বুঝতে বাকী রইল না যে আজকের দিনের বাকী ভাগটা আমার স্ফূর্ত্তিতে না কাটাই সম্ভব। ফলে হলও তাই।

তার পরের দিনের ব্যাপারটা আমার চিরদিন মনে থাকবে। বাইরের চলন পথের রকে বসে ছিলাম, চীনেম্যানটা কাপড় বেচতে যাচ্ছিল, আমি তাকে বল্লুম "এই চুংচাঙ ফুঙ ফাঙ, একটা আরশো-লাং খাবিং" সেও হেসে একটা "টিং সিং, ফুঙ চুঙ গোছের কি একটা জবাব দিলে। আমিও হটবার ছেলে না—চীনেটাকে বুঝিয়ে দিলুম যে বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের সব জুতোর দোকানের নাম আমার মুখস্থ, সুতরাং চীনে ভাষায় আমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। তারপর ব্যাটাকে আমি কত আঙুল দেখিয়ে কলা খাবার নিমন্ত্রণ করতে লাগলুম, সেও ও হাসতে হাসতে আমায় "ঘোঁরার ডিম" খাবার ব্যবস্থা করল। এটা আমার কিন্তু অসহ্য বোধহল, কি বেটা আমার বলে কিনা 'ঘোঁরার ডিম' দাড়াও মজা বুঝিয়ে দিচ্ছি। তাই ব্যাটাকে বল্লুম "দাঁড়াও বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করে আসি, আমার কাপড় কিনবে কিনা। সেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল—তার পর তেতলায় গিয়েই রাগের প্রতিশোধ একেবারে একখানা এগার ইঞ্চি ইট বেটা চণ্ডুখোরের মাথায়। তারপর সে কি গলগল্ কোরে তার মাথার রক্ত—বাবা নিজে তাকে হাঁসপাতালে নিয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য, আমি আমার পূর্ব্ব পরিচিত তক্তাপোষের নীচে ঢুকে নির্ভয়ে অবস্থান করতে লাগলুম। বাবা ফিরে এলেন, সঙ্গে দুটো খাকী পোষাক পরা পুলিসের লোক—আমায় ডেকে কত কথা তারা জিজ্ঞাসা করল—আমি কিন্তু নির্ব্বাক শুনলুম সেবার ৭৫৲ টাকা নিয়ে চীনেম্যানটা আপোষে মিটিয়ে নিল। আমার বরাতে কি হল, তা আর বোধ হয় খুলে বলতে হবে না।

বিকেলে আর এক ব্যাপার। স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত আমায় বাড়ীতে পড়ায়। পণ্ডিত মশায়কে আমরা কেউই দেখতে পার্ত্তুম না কারণ তার কথার মাত্রাই হচ্ছে 'Stand up on the bench' আজই স্কুলে আমায় ১ ঘণ্টা নীল ডাউন করে দিয়ে ছিলেন। অপরাধ—আমি ত্যাগী কথার প্রত্যয় জিজ্ঞাসা করেছিলুম—পণ্ডিত মশায় ত প্রথমে খুব সন্তুষ্ট হয়েই ঘাড়মাথা নেড়ে বল্লেন, ত্যাজ ব্যতুং ঘিণুণ প্রত্যয়, প্রত্যয়ের সব লোপ হয়, ঈ আদেশ হয়। পণ্ডিত মশায়ের কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল, পণ্ডিত মশায় আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন রহস্য হচ্ছে। আমার সঙ্গে তখনকার মত নীল ডাউনের হুকুম হল এবং বাড়ীতে এসে উপযুক্ত পারিতোষিক দিবেন এরূপ আশ্বাসও

দিলেন। তাই আমারও নেশা চাপল পণ্ডিত মশাইকে আজ জব্দ করতে হবে। বলা আর কাজ—সুবিধেই হল, পণ্ডিত মশাই কালই বলছিলেন বেতের চেয়ারটায় বড় ছারপোকা, তাই তাড়াতাড়ি একটা গদির চেয়ার সেই জায়গায় রেখে দিলুম আর তাতে গোটা কতক ছুঁচও ফুটিয়ে রেখে দিলুম। তারপর ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল যে পণ্ডিত মশাই চেয়ারে বসতেই ইলেকট্রিক সক খাওয়ার মত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন আর সেই সঙ্গে আমায় ফিক্ করে হাসতে দেখেই তেলে বেগুনে জলে উঠলেন এবং পাশের ঘরে গিয়ে একেবারে বাবার কাছে সব বিবৃত করলেন। বাবার কাছে সেইদিনকার সেই sports এর কিস্তুত কিমাকার চেহারাওয়ালা বন্ধু বসে ছিলেন তখন তাদের দায়বায় আমার সমন হল। বাবা তাঁর বন্ধুকে এ কয়দিনের আমার ইতিহাসটা সবিস্তারে বল্লেন, সেই চাকর ঠেঙান, আগুন লাগা, নিজের হাত ভাঙা, তারপর চেনাচুরের কাহিনী, চীনেম্যানের ব্যাপার এবং সর্ব্বশেষে এই পণ্ডিত হয়রাণের বিষয়। সে দিন সত্যি সত্যি বড় দুঃখু হল, বড় লজ্জা পেলুম বাবা কত বোঝালেন, কত বকলেন। প্রায় আধঘণ্টাটাক পরে Lecture শেষ করে বল্লেন, তোমার দৌরাত্ম্য অসহ্য হয়েছে, আমি তোমায় নিয়ে যে কি করব ভেবে পাই না। তারপর আমায় বিদায় দিলে আমি পণ্ডিত মশায়ের কাছে পড়তে পড়তে শুনতে পেলুম বাবার বন্ধু বলছেন দেখ ওটা তোমার মস্ত ভুল, ছেলেদের Natural Tendency একটু চঞ্চল হওয়া আমোদ প্রিয় আর ছটফটে হবে—এই রকমটা এই বয়সের স্বভাব আর প্রত্যেক Guardian কে তার ছেলেদের জন্যে এই স্বভাবের খোরাক যোগড় করতে হবে, হয় ছেলেদের খেলাধুলার ব্যবস্থা কর নয় তাদের বিকেলে বেড়াবার বন্দোবস্ত কর ইত্যাদি। তিনি এবিষয়ে আরও অনেকক্ষণ নানান কথার পরে বল্লেন আমি তোমার ছেলের কোন দোষ দেখি না। ওটা ওর বয়সের Natural Tendency বড় হলেই সেরে যাবে, বরং ওকে তুমি Boy scoutএ দাও সেখানের সংসর্গে আর ভাল উদাহরণে ওর দুষ্টুমি কমে যাবে, এই বলে বাবাকে তিনি বয়স্কাউট কি বোঝাতে লাগলেন। পণ্ডিত মশায়ের কড়া পাহারার জন্যে ভাল করে বুঝতে না পারলেও এটা বুঝলুম যে, বয়-স্কাউট ঠিক একটা চতুষ্পদ গোছের কোন জীব নয়, অনুমান হল এটা একটা দ্বিপদ ছেলেদের ব্যাপার। বাবা তার কথার উত্তরে জিজ্ঞাসা কল্লেন যে বয়স্কাউটে আমার মতন দুষ্টু ছেলেদের স্থান হবে কি না এবং তাহারা যদি আমায় সায়েস্তা করিয়া দিতে পারে ত তিনি সওয়া পাঁচ আনার পূজা দিবেন ইত্যাদি। ফল কথা ঠিক হল যে কাল সকালেই মিষ্টার কিস্তুত কিমাকার বাবাকে আর আমাকে নিয়ে গিয়ে স্কাউট কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ করে দেবেন—স্কাউটদের কর্ত্তা তার বন্ধু কিনা। সেইমত কার্য্যও হল—স্কাউটমাষ্টারের সঙ্গে ভাব হল আমিও ট্রুপে ভর্ত্তি হলুম বেশ ভাল লাগতে লাগল।

* * * * *

প্রায় একবৎসরের পরের কথা আমি এখন নং ট্রুপের পেট্রোললীডার, ফুরসুতের সময়টা এখন আমি Scouting এর Badge এর সব শিখি। বাড়ীতে সবাইকার আমার সম্বন্ধে মত বদলে গেছে আমায় আর কেউ ভুলেও দুষ্টু বলে না। সত্যি-মিথ্যে জানি না শুনে থাকি তারা বলে যে এই স্কাউটিং আমায় লক্ষ্মী ছেলে বানিয়ে দিয়েছে। আর এটাও সত্যি কথা যে পাড়ার পাঁচজনে যখন ঠাকুমার কাছে তাদের ছেলেদের দুষ্টুমির বিশদ ব্যাখ্যা করেন, তখন ঠাকুমা বিচক্ষণের মতন পরামর্শ দেন ওগো তোমাদের ছেলেকে স্কাউটে দাও ঢিট বানিয়ে দেবে ঐ দেখগে আমাদের—কে।

শ্রীশিবানিপ্রসাদ চৌধুরী
সহকারী স্কাউট-মাষ্টার।

স্কাউটের অভিবাদন

কি প্রতুল, কি খবর। তোমার প্রতিজ্ঞাটি তো শেখা হয়ে গেছে? কৈ আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাটি বল দেখি। বেশ ঠিক হয়েছে। এতে দেখ্‌ছ যে তিনটি বিষয় প্রতিপালন কর্ত্তে চেষ্টা করবার কথা রয়েছে। এখন বলতে পার প্রতিজ্ঞা করবার সময় ওর সম্মানার্থ যে অভিবাদন কর্লে তা তিন আঙুলে কেন? হঁ্যা ক'রবটা হয়েছে, ঐ প্রতিজ্ঞা তিনটির বিষয় মনে করিয়ে দেওয়াই হচ্ছে তিন আঙুলে অভিবাদন করবার অর্থ। তুমি হয়ত এতদিন এও নজর করেছ যে স্কাউটরা সকলেই পরস্পরকে ঐ রকম তিন আঙুলে অভিবাদন করে।

কি বলছ? যে কোন তিন আঙুলে অভিবাদন কর্‌লেই হবে কি না? না তা কি করে হবে। এক একজন এক রকম করে করলে সেটা যে অত্যন্ত বিশ্রী দেখ্‌তে হবে। সেই জন্য অভিবাদন করবার একটা পদ্ধতি ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক প্রথানুযায়ী অভিবাদন করবার নিয়ম হচ্ছে যে আগে তোমার ডান হাতের কড়ে আঙুলটাকে সেই হাতেরই বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে বাকি আঙুল গুলো খাড়া করে দেবে।

এবার কনুইটা ঠিক কাঁধের সমান উঁচু করে তুলে হাতটা কপালের কাছে তোল আর আঙুল তিনটে টুপির কানায় ছোঁয়াও। এ সময় দুটো জিনিষ বড় ভুল হয়ে যায় কনুইটা কাঁধের চেয়ে নিচে নেমে যায় আর হাতের পাতাটা কব্জি থেকে ভেঙ্গে পেছন দিকে বেঁকে যায়—হাতের সঙ্গে এক লাইনে থাকে না। ও রকম যাতে না হয় সে বিষয় লক্ষ্য রেখ।

কি বলছ? লাঠী থাকলে কি করে অভিবাদন কর্বে? তুমিই একটু বুদ্ধি খাটিয়ে বল দেখি। না হল না। লাঠীটাকে বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে আগের মত করে অভিবাদন করবে বলছ? না তা নিয়ম নয়। লাঠীটাকে তাড়াতাড়ি হাত বদল কর্ত্তে গিয়ে হয় নিজের নাক থেঁতো কর্বে নয় পাশের ছেলের মাথা ভাঙ্গবে ত। লাঠি নিয়ে অভিবাদন করবার বেলায়, কনুই থেকে হাতটা কোমর অবধি তুলে তিনটে আঙুল লাঠিতে ছোঁয়াবে। এবারে কিন্তু বাঁ হাত ব্যবহার কর্ত্তে হবে কারণ ডান হাতে তোমার লাঠি থাকবে। আর মনে রাখবে যে যখন এ রকম কর্বে তখন কনুই থেকে আঙুল

অবধি হাতটা যেন মাটির সঙ্গে এক রেখায় (Parallel) থাকে আর কব্জি থেকে হাতের পাতাটা যেন বেঁকে না যায়।

আর এক রকম অভিবাদন আছে যা তুমি প্রতিজ্ঞা নেবার সময় কর্ল্লে। তাকে বলে Half Salute। এর বেলায় কেবল ঐ রকম তিন আঙুল করে হাতটাকে কাঁধের কাছ অবধি তুলে ধরতে হয়।

এবার কখন বা কাকে তোমার অভিবাদন করা উচিত শোন।

১। যখন তোমার কোন স্কাউটের সঙ্গে প্রথম দেখা হবে তখন সে পরিচিতই হউক আর অপরিচিতই হউক তাকে অভিবাদন করবে। তোমার অপরিচিত হলেও সে যদি তোমায় স্কাউটদের প্রথানুযায়ী অভিবাদন করে বা তার পোষাকে কোন স্কাউটের চিহ্ন দেখতে পাও তখন তোমারও তাকে অভিবাদন করে তোমার আন্তরীক শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করা উচিত।

২। সামরিক অর্ণবপোত এবং বোমযান বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের অভিবাদন করবে।

৩। Union Jack বা অন্য কোনও সামরিক বা স্কাউট দলের পতাকাকে অভিবাদন করবে।

৪। প্রত্যেক দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সময় উঠে স্থিরভাবে দাঁড়াবে। এর বেলায় উঠে দাঁড়ালেই হবে, কারণ এতে খালি স্কাউটমাষ্টারদের অভিবাদন করবার কথা।

৫। কোন শব লইয়া যাইতে দেখিলেই তাহা অভিবাদন করবে কারণ এটা মৃতের প্রতি সম্মান দেখান এতে ধর্ম্ম বা জাতির ভেদাভেদ নাই।

৬। এ ছাড়া স্কাউটমাষ্টার, পেট্রোল লীডার ও স্কাউটিং সংক্রান্ত সকল ব্যক্তিকেই অভিবাদন করবে।

ভাল কথা, চলতে চলতে কি রকম করে অভিবাদন কর্ত্তে হয় সেটা তোমায় বলা হয়নি। যখন হাঁট তখন লাঠীটা কি করম করে নাও। হাঁ ঠিক হয়েছে লাঠির মাঝখানটা ধরে সেটা মাটির সঙ্গে সমরেখায় (Parallel) ঝুলিয়ে নিয়ে যাও কেমন? এতে লাঠীর ভারটা টেরই পাওয়া যায় না। কারণ হাতের ওপর সেটা balanced থাকে।

লাঠী নিয়ে চলতে চলতে অভিবাদন কর্ত্তে হলে লাঠীটাকে খাড়া করে নিয়ে আগের মতনই অভিবাদন কর্ব্বে, কিন্তু এবারে লাঠিটাকে মাটি থেকে ছ'ইঞ্চি আন্দাজ উচু করে তুলে অভিবাদন করবে কারণ লাঠীটা মাটিতে ঠেকালে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে পার।
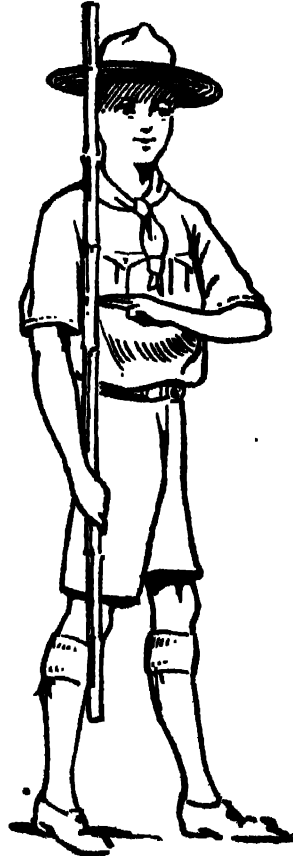
তোমার দু'হাতে যদি কোন জিনিষ থাকে তখন অভিবাদনের নিয়ম হচ্ছে যাকে অভিবাদন কর্ব্বে সেই দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে চাইবে। এতেই সে বুঝবে যে তুমি তাকে অভিবাদন করছ. জিনিষ রয়েছে বলে হাতটা ব্যবহার করতে পারলে না। সাইকেল চড়ে যাবার সময় ঐ নিয়ম কারণ সাইকেলের হ্যাণ্ডেল থেকে হাত ছাড়লে পড়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

ট্রুপের সঙ্গে যেতে যেতে যদি অভিবাদন কর্ত্তে হয় তখন প্রত্যেকে অভিবাদন করে না। খালি স্কাউটমাষ্টার করেন অন্য সকলে তাঁর আজ্ঞামত Eyes Right বা Eyes Left করে।

দেখছ ত এই সামান্য অভিবাদনের ভেতরই কত খুটিনাটি। ছোটখাট হলেও তোমায় এ গুলো সব মনে রেখে মেনে চলতে হবে।

বলতে পার এ রকম সেলাম করবার দরকারটা কি? আজকাল স্বাধীনতার যুগে অভিবাদন করাটা আমাদের কাছে গোলামী বলে মনে হয় বটে। কিন্তু অভিবাদনের অর্থ কি ঠিক তাই?

আজকালকার হাওয়ায় পড়ে আমাদের মনগুলি এত রূঢ় ও অবিনয়ী হয়ে গেছে যে আমরা নিজেদের গুরুজনদেরও অভিবাদন কর্ত্তে লজ্জিত হই। কিন্তু মনে রেখ প্রতুল যে অভিবাদন করা হীনতা বা লজ্জার বিষয় নয় বরং নম্রতা বিনয় ও সৌজন্যের পরিচায়ক। আমাদের চীফ স্কাউটও-তাঁর স্কাউটিং ফর বয়েস বই তে—ঠিক সেই কথাই বলেছেন। অভিবাদন করবারও একটা অধিকার থাকা চাই, আর মনে রেখ সে অধিকার থাকাটা গৌরবের, লজ্জার বিষয় নয়। যাক আশা করি এর পরে আর তুমি অভিবাদন কর্ত্তে লজ্জিত হবে না বরং এই অভিবাদন ব্যাপারটা যদি নেহাৎ কলের মত না করে আন্তরিকতা ও প্রাণের সঙ্গে কর ত দেখবে তাতে কত সন্তোষ ও প্রসন্নতা লাভ করবে।

পেট্রোল লীডার—কালী ঘোষ,
১১।২য় ট প, কলিকাতা।

মাসিক খবর

১। মিঃ কার্কহাম পদত্যাগ করায় ২য়-২য় কলিকাতা ট্রুপের স্কাউটমাষ্টার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় কলিকাতা দ্বিতীয় স্কাউট সঙ্ঘের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনরের পদগ্রহণ করিয়াছেন। বসু মহাশয় সর্ব্বাংশে ঐ পদের উপযুক্ত আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

২। গত ২৮শে মার্চ্চ সেণ্ট পলস্ স্কুলের মাঠে কলিকাতা দ্বিতীয় সঙ্ঘের কাবেদের স্পোর্টস হইয়া গিয়াছে। স্পোর্টশে নূতনত্ব ছিল। হার্ডল রেসের বদলে লিপ ফ্রগ, কাবেদের মাথায় বই বওয়া ও বাক্স রেস-এই রকম কাবেদের শিক্ষা উপযোগী ঘটনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল আর সেগুলি খুবই আমোদজনক হইয়াছিল। ৩য় প্যাক সকল প্যাককে পরাজিত করিয়া একটি ব্রোঞ্জের টোটেম পোল লাভ করিয়াছে। ৩য় প্যাকের মোট পয়েণ্ট ৩৮; ২য় ও ৪র্থ প্যাক প্রত্যেকে ১৮ পয়েণ্ট করিয়া পাইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ডিঃ কমিশনর মিঃ বসু, মিঃ কার্কহাম প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। স্পোর্টসের সমস্ত ব্যবস্থার জন্য সেণ্ট পলস্ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের ধন্যবাদার্হ। স্পোর্টস বেশ ভালই হইয়াছিল।

৩। বঙ্গের প্রধান স্কাউট অস্থায়ীভাবে ভারতের প্রধান স্কাউট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন. আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

৪। এখন যিনি বঙ্গের প্রধান স্কাউট হইয়া আসিতেছেন তাঁহাকেও আমরা আমাদের মধ্যে আহ্বান করিয়া লইতেছি। আশা করি পূর্ব্ববর্ত্তীদের ন্যায় ইনিও বঙ্গীয় স্কাউট সঙ্ঘের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন।

৫। চুঁচড়া স্কুলের স্কাউটরা গত বেবী উইকে যথেষ্ট সাহায্য করায় হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে একখানি উৎসাহ সূচকপত্র লেখেন। অন্যত্র তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

৬। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব প্রধান স্কাউটকে ভারতের প্রধান স্কাউট হওয়ার জন্য অভিনন্দিত করায় বাংলার অর্গ্যানাইজিং সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে উত্তর প্রাপ্ত হন তাহাও অন্যত্র প্রদত্ত হইল।

৭। গত ২৭শে মার্চ্চ হইতে ৬ই এপ্রেল অবধি টালিগঞ্জে স্কাউটমাষ্টারদিগের একটি Training Camp হইয়াছিল। ৩৬ জন ঐ ক্যাম্পে ছিলেন। বঙ্গের অর্গ্যানাইজিং সেক্রেটারীই স্কাউটমাষ্টার রূপে ক্যাম্প পরিচালনা করেন। স্কাউটিংএর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বটে।

যাত্রা।

SCOUTERS' TRAINING CAMP. TOLLYGUNGE
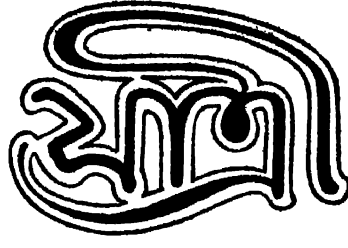
বঙ্গীয় বয়স্কাউট সঙ্ঘের মুখপত্র ও

বাংলা ও আসাম গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

১ম বর্ষ বৈশাখ—১৩৩২ ১১শ সংখ্যা

নববর্ষ

কান্না হাসি মেশামিশি
দুঃখ সুখের মেলা,
কোথা দিয়ে ফুরিয়ে গেল
এক বছরের খেলা।
বিশ্ব বীণা নূতন সুরে
উঠল বেজে হৃদয় পুরে
প্রাণের মাঝে নূতন আশা
নূতন ভাবের মেলা,
অসাড় প্রাণে, উৎসাহ আজ
দিচ্ছে জোরে ঠেলা॥

আনন্দেতে ওঠরে মেতে,
সরিয়ে দে বিষাদ,
কাজের নেশায় বুঁদ হয়ে যা
ঘুচুক অবসাদ।
ঝড়ের মত প্রবল বেগে
তন্দ্রা ভেঙ্গে ওঠরে জেগে,
পার হয়ে যা কালের স্রোতে
ভাসিয়ে কাজের ভেলা।
জীবন যে ভাই ক্ষণিক মোদের
ফুরিয়ে এল বেলা॥

শ্রীসমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব,
১১-২য় কলিকাতা ট্রুপ।

এবার সমস্ত চৈত্র মাসটাই প্রায় আমাদের ক্যাম্পে কেটেছে। প্রথমতঃ খড়্গপুরে তারপর টালিগঞ্জে আর শেষ বাঁকুড়ায়। যদিও এতে শারিরিক পরিশ্রম ও ক্লান্তি যথেষ্ট হইয়াছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনেও বড় আনন্দ পেয়েছি, তার প্রধান কারণ যে আমাদের আজ এই ৬-৭ বৎসর অবিরাম চেষ্টার ফল, এতদিন যা একরকম কল্পনাতেই ছিল, তা এখন রূপ ধারণ করে চখের সমনে ফুটে উঠেছে দেখছি। এতে যে কি আনন্দ তা যিনিই নানা রকম বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়ে কাজ করে শেষে বাঞ্ছিত ফল লাভ করেছেন তিনিই বুঝতে পারবেন।

প্রথমে খড়্গপুরের কথা বলি। সেখানে স্বেচ্ছায় নিমন্ত্রিত হয়ে স্কাউটমাষ্টার ও স্কাউটদের ক্যাম্প চালাবার ভার গ্রহণ করি। নিজ খড়্গপুরে দুটি ট্রুপ আছে, প্রথমটি ইংরাজদের স্কুলের ট্রুপ আর দ্বিতীয়টি ভারতবাসীদের স্কুলের ট্রুপ। দুইটি স্কুলই কিন্তু বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত। সেজন্য ওদের ছাত্ররাও রেল কোম্পানির কর্ম্মচারীদের ছেলেপুলে, আর সেজন্যই প্রথম ট্রুপটিতে যাদের এ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান বলা হয় তাঁদেরই ছেলেরা আর দ্বিতীয়টিতে ভারতবর্ষের নানাজাতির ছেলেরা. সে অদ্ভুত ব্যাপার তারমধ্যে বাঙ্গালী আছে, পাঞ্জাবী আছে, গুজরাটি আছে আর মুসলমান হিন্দু কোনও বাদ নাই। এই দুই ট্রুপ ছাড়া এই ক্যাম্পের জন্যে রেল কোম্পানির কর্তৃপক্ষেরা তাদের অন্য কেন্দ্রস্থল, যেমন আরা, নয়নপুর, এসব জায়গা থেকেও স্কাউটদের আনিয়েছিলেন। সর্ব্বসমেত হিজলি ক্যাম্পে আমরা ৮ জন স্কাউটার ও ৪০ জন স্কাউট জড় হই।

মেদিনিপুর জেলা বিচ্ছেদের ব্যবস্থা হওয়ায় এই হিজলি গ্রামেই তার সদর গঠনের ব্যবস্থা হয়েছিল আর সেইমত সেখানে আদালত আফিষের জন্যে বড় বড় ইমারতের বাড়ি তৈরি হয়ে আজ পতিত অবস্থায় রয়েছে, সে অবস্থা দেখলে দুঃখ

হয়। সে যাই হোক আমাদের বরাত ক্রমে তারই এক ক্ষুদ্রাংশে আমরা বসবাস করে এসেছি।

খড়গপুর স্থানীয় সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষেরা খাওয়া দাওয়ার খুবই সুবন্দবস্ত করেছিলেন। এসব স্কাউটদের এই প্রথম ক্যাম্পে আসা সে জন্যে, আর বিশেষতঃ তাদের অভিভাবকদের ভয়ে, তাঁদের সকল বিষয়ে কিছু বেশী সতর্ক হতে হয়েছিল। ১ম ট্রুপের ছেলেদের আর অন্যান্য ট্রুপের ছেলেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের পাকের ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্যাম্পে এসে, এক নিয়মের অধীনে, এরকম ভাবে থাকবার সুযোগ আগে এ ছেলেদের কখনও হয়নি, কাজেই প্রথমটা সকলেরই নূতন নূতন ঠেকছিল, ভাল লাগছে অথচ ঠিক যেন খাপ খাচ্ছেনা এই ভাব। ছেলেবেলা থেকে ভিন্ন ভাবে শিক্ষা আর সামাজিক আচার ব্যবহার ভিন্ন রকম হওয়ায় দু দলের মধ্যে একটু রেশা রেশি ভাব আর তার মধ্যে একটু অবজ্ঞা, বিদ্রূপ ও দেখা দিচ্ছিল। সেজন্য আমাদের সতর্ক হয়ে এ বিষয় দৃষ্টি রাখতে হয়।

প্রথম দিনটা একরকম এই ভাবেই কাটে, রাত্রে ক্যাম্প ফায়ারেও অনেকটা এই ভাবেরই প্রকাশ পাওয়া যায়। পরদিন প্রাতঃকাল থেকেই কিন্তু দেখা গেল যে এ ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, দু দলই পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে পারছে আর সে পার্থক্য ভাব নাই। ভগবানের রাজত্বে যে মানুষ আমরা সকলেই এক আর সকলেরই মধ্যে যে কম বেশী তাঁরই বিভূতি আছে, নিজেদের অজানিতেই তার উপলব্ধি দেখা দিয়েছে। তারপর সন্ধ্যাবেলা খেলা ধুলার সময় ইংরাজিতে যাকে বলে healthy rivalry তাই ফুটে ওঠে, আর রাত্রে ক্যাম্প ফায়ারে তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু স্কাউটিং শিক্ষার যে বিশেষত্ব, আর এর ভিতর দিয়ে জগতের ভবিষ্যৎ শান্তি যে কত সম্ভবপর তার চাক্ষুস প্রমাণ তৃতীয় দিনেই পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমতঃ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী সেই দিন সকালে প্রথম ট্রুপের স্কুলে ফিরে যাবার কথা কিন্তু হঠাৎ শুনা গেল যে অন্য ছেলেরা তাদের প্রাতঃভোজনে নিমন্ত্রণ করেছে, এটি আমাদের অজানিতেই, আমাদেরও নিমন্ত্রণ ছিল, কাজেই যখন খেতে বসা গেল তখন আমরা দেখি যে ক্যাম্পের সকলেই একসঙ্গে খেতে বসেছি, কি সুন্দর দৃশ্য! হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সব এক পংক্তিতে বসে, আর তাতে কারুরই দ্বিধা নাই। কৃত্রিম অবস্থা ছেড়ে প্রকৃতির সঙ্গে মিসে দু দিন বস বাসেই কি অদ্ভুত মানসিক পরিবর্ত্তন। তারপর সেদিনকার রাত্রে ক্যাম্প

ক্যাম্পে প্রাণ খুলে সব আমোদ আহ্লাদ হয়েছিল। পরদিন প্রাতে আমরা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে আসি, সঙ্গে এক অপূর্ব্ব আনন্দের স্মৃতি গাঁথা।

তারপর টালিগঞ্জের স্কাউটদের শিক্ষার ক্যাম্প। এই ক্যাম্পগুলি প্রায় এক ভাবেই হয় কিন্তু এবার-কার ক্যাম্পে কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। প্রথমতঃ যাঁরা নাম পাঠিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই এসেছিলেন অধিকন্তু দু একজন না জানিয়েই এসেছিলেন আর যাঁরা আসতে পারেন নি তাঁরা কি কারণ আসতে পারেনি তা জানিয়েছিলেন। তারপর স্কুলের শিক্ষক ছাড়া কলেজের ছাত্র অনেকে যোগ দিয়েছিলেন, একজন প্লিডারও ছিলেন। আর এতদিনের পর এই ক্যাম্পেই সর্ব্বপ্রথম জাতিভেদের কোনও গোলমাল হয় নাই। প্রত্যেক পেট্রোলই যে যার নিজেরা রন্ধনের ভার নিয়েছিল।

মাঘ মাসের সম্পাদকীয়ের মধ্যে আমরা এবিষয় লিখি তখন আমাদের অনেকে বলেছিলেন "Aren't you knocking your fist against a wall". অনেক জোর করে বলেছিলাম যে না অতটা অসম্ভব নয়, আশা করি এ ভ্রান্তি তাড়াতে পারব। আমাদের বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয় নাই অল্পেই তা সম্ভব হয়েছে, বিদ্যাভূষণ, স্যামুয়েল বিশ্বাষ আর রহমন এক সঙ্গেই এই ক্যাম্পে রন্ধন করে খেয়েছেন! এখন ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে এই রকম ক্যাম্প ছড়াতে যদি পারা যায় তাহলেই ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গল।

আর একটা জিনিস দেখা গেল যে এখন অনেকেই স্কাউটিংটি কি তা জানছেন আর জানবার চেষ্টা করছেন। নিজের ইচ্ছাতেই অনেকে এই ক্যাম্পে এসেছিলেন এ বড় আশাপ্রদ।

শেষে কলিকাতা দ্বিতীয় সঙ্ঘের ছেলেদের বাঁকুড়ায় ক্যাম্প। এই ক্যাম্পের বিস্তৃত বর্ণনা অন্যত্র দেওয়া হবে কাজেই সে বিষয় আমরা এখানে বলতে চাই না, তবে এখানে আমাদের দু একটি বিষয় বলবার আছে যা হয়ত ওখানে থাকবে না। প্রথমতঃ দেখা গেল যে আমাদের পরিচিতেরা আর আমা-দেরই হাতে তৈরি ছেলেরাই সেখানে এই স্কাউটিংএর প্রসারের ভার নিয়েছেন। এরপর মনে হয় আমাদের মতন বুড়োরা এখন সরে গেলেও স্কাউটিংএর ভবিষ্যৎ উন্নতির আর চিন্তা নাই, এই যে সুখময় ফল এ বড় আনন্দের। আর একটি জিনিষ এই ক্যাম্পে আমরা নজর করেছিলাম —বাঁকুড়ার ট্রুপের স্কাউটরা কত সহজেই কলিকাতার স্কাউটদের সঙ্গে মিশে গিছল, তাদের ভাব দেখে মনে হ'ত না যে তাদের সঙ্গে এদের দু দিনের আলাপ। তারপর সারেঙ্গা থেকে যে ট্রুপ এসেছিল, তার স্কাউমাষ্টারদের মুখে আমরা শুনি যে তাঁর সেই ছেলেরা এর আগে কখন রেলগাড়িতে চড়ে নাই; অথচ এই ক্যাম্পে এসে তারা বেশ সহজ ভাবে সকলের সঙ্গে মিশে আমোদ প্রমোদে যোগদান করেছিল। স্কাউটিংএর যে উচ্চ আদর্শ্য যে "স্কাউট জাতি, কুল, ধন, মান নির্ব্বিশেষে সকলেরই বন্ধু আর স্কাউট মাত্রেই স্কাউটের ভাই" কার্য্য ক্ষেত্রে তার এর চাইত উজ্জল প্রমাণ পাওয়া শক্ত। আমাদের এই আন্তরিক অনুরোধ যে কলিকাতা দ্বিতীয় সঙ্ঘের ছেলেরা যেন বৎসর বৎসরান্তর স্কাউটিং ধর্ম্ম প্রচারক হয়ে তাঁদের এই রকম ক্যাম্প ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় করেন।

স্কাউট নিয়মাবলী

৯। স্কাউট মিতব্যয়ী।

অমিয়,

এবার নয়ের নিয়মটা।

অমিয়—আমি বলি স্তার—"স্কাউট মিতব্যয়ী।"

স্কা-মা—তা বেশ, এখন কি বুঝলে বল ?

অমিয়—স্কাউট বাজে খরচা করে না, সে পয়সা বাঁচাতে চেষ্টা করে।

স্কা-মা—ঠিক, কিন্তু তার উদ্দেশ্য কি ? কেন তা করবে বল ?

অমিয়—বাবুয়ানা করে কি লাভ স্তার, পয়সা থাকলেপর দরকারের সময় খরচ করতে পারব।

স্কা-মা—হাঁ তা পারবে আর তা ছাড়া পরেরও উপকার করতে পারবে। কত সময় লোকে বিপদে পড়ে ভিক্ষা চায়, তাদের কষ্ট দেখে প্রাণ কেঁদে ওঠে, হাতে কিছু জমান থাকলে তুমি তাকে দিয়ে তার কষ্টের অনেক লাঘব করতে পারবে আর তাতে দেখবে মনে কত আনন্দ পাবে।

অমিয়—স্তার, আমাদের ক্লাসে একটি ছেলে আছে—তারা বড় গরীব ক্লাসে ওঠবার সময় সে সব বই কিনতে পারেনি—

স্কা-মা—তার পর কি হয়েছিল না বলেই যে থেমে গেলে ? বুঝেছি কি হয়েছিল, তুমি নিশ্চয়ই তাকে বই কেনবার পয়সা দিয়েছিলে।

অমিয়—না স্তার,আমি মাকে বাড়ী গিয়ে বলি আর মা তার বই কিনে দিয়েছিলেন। আমার অত পয়সা তখন জমান ছিল না,কতক খরচ হয়ে গিছল।

স্কা-মা—তা যাই হোক তুমি যে এই উপকার টুকু তার করতে পেরেছিলে তাতে মনে কত আনন্দ হয়েছিল বল দিকিনি ? তোমার কথাতেই আমি তার আভাস পাচ্ছি। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন। আমি শুনে বড় সন্তুষ্ট হলুম। এই আবার যদি তুমি নিজের খরচা থেকে বাঁচিয়ে জমান পয়সা থেকে দিতে পারতে তাহলে দেখতে আরও আনন্দ পেতে।

অমিয়—আমি স্তার কতক খরচ করে ফেলে-ছিলুম তাই।

স্কা-মা—একটা জিনিস মনে রাখবে যে আমা-দের নিয়ম হচ্ছে, যে বাঁচিয়ে জমাতে হবে। মা কি দিদিমার কাছ থেকে আদায় করে নিলে আর সে জমান হল না; এই থেকে আমরা সংযম শেখাতে চাই, ছেলে বেলা থেকে চেষ্টা করলে এটা অভ্যাসে পরিণত হয়। পয়সা রোজকার করা শক্ত বটে কিন্তু তার চাইতে সেটা রক্ষা করা আরও শক্ত। ছোটটি থেকে তা শিখ্তে হয়।

অমিয়—আপনি স্তার বলে দিন কি করে পয়সা জমাব।

স্কা-মা—কেন তুমিত জমাও বললে। দুপুর বেলা স্কুলে চেনাচুর খেও না, ওতে পয়সাও বাঁচবে আর শরীরটাও ভাল থাকবে; তারপর খাতা পেনসিলের যত্ন করবে, কাগজ নষ্ট কম ক'রো আর রোজ রোজ পেনসিল হারিও না। এই ত হ'ল, আর ঝোঁকের ওপর যা তা কিনো না, দরকার বুঝে কিনবে।

অমিয়—আমি স্তার এক একদিন চেনাচুর খাই রোজ খাই না।

স্কা-মা—আর একটা কথা নিজের অবস্থা বুঝে কম বেশী দামের জিনিস কিনবে। বাবুয়ানা জিনিসটা ভাল নয়, তুমিও ত তাই বলছিলে, ওর সীমা নাই। ওটা কমিয়ে রাখতে পারলেই ভাল কারণ মাত্রা বাড়ালে আর কমান যায় না। এই গেল, তারপর জিনিস পত্রের যত্ন করতে শেখা

চাই। যত্ন করে রাখলে একটা জিনিষ কতদিন চলে, বার বার কিনতে পয়সা খরচ করতে হয় না। ধরনা তোমার এই ট্রুপেই শুনবে যে কত লাঠি হারাচ্ছে, তার কারণ আর কি যে যত্ন নাই, আবার কিনতে হচ্ছে, ওটা আর মিতব্যয়িতা হল না। কিংবা বই হারান, স্কুল থেকে গিয়েই ফুটবল খেলতে যেতে হবে, বইগুলো যে কোথায় রইল তার ঠিক নাই, তার পর পড়তে বসে সে খবর পাওয়া যায় না, আবার কেন। স্কাউটরা এরকম করবে না, এই নিয়মটায় তাই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

অমিয়—জুতো ছিঁড়ে গেলে সময় মত মেরামত করালে আরও কতদিন চলে।

স্কা-মা—সেই কথাইত আমি বলছি যে জিনিসের যত্ন করতে শিখতে হবে তবে এই নিয়ম পালন হবে, শুধু টাকা পয়সা জমান এ নিয়মের উদ্দেশ্য নয়। তোমাদের এটা অভ্যাসে পরিণত করবার জন্য সেকেণ্ড ক্লাস আর ফার্ষ্ট ক্লাস ব্যাজে সেভিংস ব্যাঙ্কের টেষ্ট রাখা হয়েছে।

অমিয়—আর একটা নিয়ম বাকি রইল।

স্কা-মা—সেটা ফিরে দিন নেওয়া যাবে।

স্কাউমাষ্টার—নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

ভগবানের বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির প্রতি সামান্য প্রকারেও মনঃসংযোগ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। প্রিয়তম পাঠক পাঠিকা তোমরা নিশ্চয়ই আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের কীটভূক উদ্ভিদের কথা শুনিয়াছ। সেগুলি গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, পাতার মধ্যভাগ নিম্ন তাহাতে মশা ডাঁস মাছি প্রভৃতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ পতিত হইলে আপনা আপনি বদ্ধ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে উদ্ভিদের ঘণ্টা শরীর ধারণোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে দেড় ঘণ্টার ভিতর পাতাটী পুনরায় খুলিয়া যায়। তোমরা শুনিলে আনন্দিত হইবে যে আমাদের দেশেও এই প্রকারের তৃণজাতীয় উদ্ভিদ আছে। গত বড়দিনের ছুটিতে যখন বাড়ী যাই তখন বিকাল বেলা ধানের ক্ষেতগুলির উপর বেড়াইতে বেড়াইতে মাটীর গায় এক ইঞ্চি, জোর দেড় ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু একপ্রকার লালরঙ্গের ফুলের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একটু অনুসন্ধানের পরই দেখা গেল সে গুলি ফুল নয় এক প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ। পাতাগুলি লাল, মধ্যভাগ নিম্ন এবং উহাদের চারিদিকে লালরঙ্গের এক প্রকার কেশর আছে বাতাসে সর্ব্বদাই ঐ গুলি আন্দোলিত হয়। আমরা পাতার মধ্যভাগে কয়েকটা মৃত মশা-মাছি দেখিতে পাইয়া কয়দিন রোজ পরীক্ষার পর দেখিলাম এইগুলি অন্য প্রকারের কীটভূক্। পাতাগুলির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কীট সমূহ উহাদের উপর পতিত হইলে কেশর গুলির ভিতর হইতে গদের ন্যায় আঠা সংযুক্ত তরল পদার্থ নির্গত হয় এবং সমুদায় কেশরগুলি পাতার বুকের উপর ঝুঁকিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে সেই জন্য কীটটী জন্মের মত সে পাতার মধ্যভাগস্থ গহ্বরে বাঁধা পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টার ভিতর কেশগুলির পূর্ব্বাবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয় তখন পাতার মধ্যভাগস্থ বিবরে হতভাগ্য কীটের শুধু ডানা প্রভৃতি রক্তমাংস হীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাওয়া যায়। গ্রামে ঐ সকল উদ্ভিদ ভূঁই চাঁপা নামে পরিচিত।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বিশ্বাস,
করিমগঞ্জ।

পরোপকার

"আগুন! আগুন"—হঠাৎ ভয়ঙ্কর কোলাহল আরম্ভ হ'ল। দলে দলে লোক এসে জমতে লাগল। খনির সুড়ঙ্গ পথের ইঞ্জিন-ঘরে আগুন লেগেছে!

হাওয়ার জোর থাকাতে শিগ্‌গিরই আগুন বেড়ে উঠল। সুড়ঙ্গপথের কাঠের কড়ি পুড়ে পুড়ে জ্বলন্ত কাঠের টুকুরা খনির মধ্যে পড়তে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত ইঞ্জিন ঘরটা ধরে উঠল—আর তার একটু পরেই পাম্প অচল হ'ল।

তখন লোকেরা এ'ওর মুখ চাইতে লাগল—কারণ খনির ভেতরে তখনও যে দু'জন লোক রয়েছে! এখন পাম্প্ অচল, কাজেই নীচে জল জমতে থাকবে—মিনিটে চার ইঞ্চি—ছ'ইঞ্চি ক'রে—আর তা হলে মহামূল্য বাতাসের জায়গা যে শিগ্‌গিরই জলে ভরে উঠবে। কিছুক্ষণ তারা নীচের লোক দুটীর কথাবার্ত্তার আওয়াজ পেল, তারপর সব চুপ্‌চাপ। এখন আর কেউ মুখ চাওয়া চাওয়ি করছিল না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে দুজন মূর্চ্ছা গেল।

হঠাৎ রামচরণ বলে উঠল—"আমি নীচে যাব।" তাড়াতাড়ি একটা ভিজে গামছা নাক মুখের ওপর বেঁধে নিয়ে সে একটা দড়ীতে নিজেকে ঝুলিয়ে নিয়ে নীচে নে'বে গেল—ওপরে জনকতক দড়ীটা ধ'রে রইল। চল্লিশ ফিট্ যেতে না যেতে সেখানকার বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ গরম বাতাসে সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল। সবাই তা'কে টেনে তুলল। সে ঘাসের ওপর আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল।

তখন আর একজন তার দড়ীটা ধরে নেবে গেল; কোন রকমে সে ১০০ ফিট্ নীচে খনির মেজেতে পৌঁছুল। খোলা বাতাসে এতক্ষণ থেকে রামচরণ অনেকটা সুস্থ হয়েছিল; সে জোর ক'রে আবার নীচে নাবল। এবার সেও নীচে পর্য্যন্ত যেতে পারল কিন্তু তারা কোন্‌দিকে যাবে? নীচে সেই জায়গাটা থেকে দশ বারটা গলি বেরিয়েছে—কোন গলিতে লোক দুটীকে পাওয়া যাবে? অথচ তাদের যত শিগ্‌গীর সম্ভব কাজ সারতে হবে, নইলে নিজেদের বিপদাশঙ্কা খুব বেশী। হঠাৎ রামচরণ তার সঙ্গীর হাত ধরে একটা গলির দিকে দেখিয়ে দিল। তারা দৌড়ে গিয়ে দেখল একজন লোক আর একজনের ওপর ঝুঁকে পড়ে রয়েছে। দু'জনকেই পাওয়া গেল।

একজন একেবারে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল; অন্য জনও প্রায় তথৈবচ। অজ্ঞান লোকটাকে দুজনে ধরাধরি করে সুড়ঙ্গের মোড়ে নিয়ে এল। তারপরে একটা দড়ীতে তাকে শক্ত ক'রে বেঁধে তারা ওপরের লোকদের টেনে তোলবার সঙ্কেত করলে। তাকে ৫০ ফিটও তুলেছে কিনা সন্দেহ—এমন সময় রামচরণের সঙ্গী, হঠাৎ "তুমি একলাই ভাই ওকে বাঁচাও আমি আর পাচ্ছি না"—বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

এতক্ষণে খনির ভেতর এক হাঁটুর ওপর জল দাঁড়িয়ে গেছে আর তাও ক্রমশঃই বাড়ছে। রামচরণের একার হাতে দু'জন লোকের প্রাণ নির্ভর করছে—আর সে বেশ বুঝতে পারছিল যে তার শক্তিও আর বেশীক্ষণ নেই। কোন রকমে টানতে টানতে গলির ভেতর থেকে আর একজন লোককে নিয়ে এসে সে তাকেও দড়ী বেঁধে ওপরে পাঠিয়ে দিল। তার সঙ্গীকেও সে বাঁধতে লাগল। ওঃ দড়ীটা কি গরম হয়ে গেছে! তার কপালের ভেতর হাতুড়ী পেটার মত শব্দ হচ্ছিল। সে কি তার সঙ্গীকেও নিরাপদে ওপরে পৌঁছে দিতে পারবে না? নিশ্চয়ই, তাকে যে তার বাঁচাতেই হবে।

লোকগুলো দড়ীটা কি আস্তে আস্তে টেনে

তুল্‌ছে—তার মনে হচ্ছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। নিজের কাঁধ গলিয়ে দড়ীর ফাঁসটা পরিয়ে দিয়েই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

যখন তার জ্ঞান হল তখন সে দেখল, সে তার নিজের বাড়ীতে শুয়ে আছে—পাশে তার স্ত্রী বসে আছে। সে বলে উঠল—সে—তারা ? তার স্ত্রী হেসে বল্‌লে সব্বাই নিরাপদে যে যার বাড়ী পৌঁছে গেছে। রামচরণের মনে হ'ল—তার স্ত্রীর চোখেও বোধ হয় ধোঁয়া লেগেছে নইলে সে মুখে হাসলেও তার চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে কেন ?

শ্রীকৌশিককুমার মিত্র।

অর্ঘ্য

প্রাণের অর্ঘ্য লইয়া তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে আজ
রয়েছি বিশ্বরাজ ॥
নিতে হয় প্রভু নিও তাহা তুলি
অথবা দলিয়া চলে যেও ভুলি,
ঘৃণা কর কিবা কর সমাদর
তাহে নাহি মম লাজ
আমি শুধু তব দুয়ার ধরিয়া দাঁড়ায়ে রহিব আজ ॥
পথপানে তব ব্যাকুল নয়নে থাকিব চাহিয়া আজি
ওগো অন্তর্য্যামী ॥
যথা যাবে তুমি যাব শুধু পিছু,
অন্য ভিক্ষা নাহি আর কিছু,
পাই যদি তাহে পাব অপমান
ওগো নিখিলের স্বামী !
শুধু যেন তব চরণ চাহিয়া কাটে মোর দিব যামী ॥

বাঘেরা ৭ম-২য় প্যাক, কলিকাতা।

ত্যাগের জয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চার

কিছুদিনের মধ্যেই লিসেট্ ডুপণ পরিবারের একজন হইয়া উঠিল এবং রুগ্ন ক্লোতিল্দারও সে একমাত্র সহচারিণী হইয়া উঠিল। 'পাওনাগণ্ডা' বুঝিয়া লইবার অধিকার সে তখন ত্যাগ করিয়াছিল এবং নিজেকে সে সম্পূর্ণরূপে ভবিতব্যের হাতে ফেলিয়া দিয়াছিল। সেদিন সেই মহান ত্যাগ স্বীকারের পর হইতেই সে খুব সাবধান হইয়া গিয়াছিল—তাহার কোন বাক্যে বা কোনরূপ ইঙ্গিতেও সে প্রকাশ হইতে দেয় নাই—বুকের ভিতর কি দারুণ যন্ত্রণা সে পোষণ করিতেছে। ক্লোতিল্দা তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল এবং সেও উপযুক্ত ছাত্রী ছিল সেই জন্যে সকল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে তাহার বেশী দিন লাগিল না। মাদাম ডুপণও তাহাকে সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন। অবশ্য ক্লোতিল্দার অপেক্ষা বেশী নয় এবং তাহার এই উন্নতিতে তিনি পরম সুখ অনুভব করিতেন। এইরূপ হর্ষে বিষাদে ডুপণ গৃহে লিসেটের দিন কাটিতে লাগিল।

কিন্তু এক বিষয়ে লিসেট্ একেবারেই সুখী হইতে পারিল না। ক্লোতিল্দার সহিত সে বেশ সহজভাবে কথাবার্ত্তা কহিত বটে কিন্তু মাদাম ডুপণের সহিত কথা বলিতে হইলেই তাহার মনে গোল বাধিত। সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও মাদাম ডুপণের সহিত দিন রাত শ্রদ্ধা ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কথাবার্ত্তা বলিতে তাহার যন্ত্রণার অবধি রহিত না। নিজের মার প্রতি সর্ব্বদা শিষ্টাচার ও সভ্যতা রক্ষা করিয়া চলিতে লিসেটের কোমল বক্ষে শেল বাজিত।

এই শেল বুকে করিয়া লিসেট বেশী দিন আর রহিতে পারিল না। ক্রমেই এই শেলের আঘাতে তাহার স্বাস্থ্য ক্ষীণ—অবশেষে ভগ্ন হইয়া পড়িল। ক্রমে সেই স্বাস্থ্যপূর্ণ রূপলাবণ্যবতী লিসেট ক্ষীণ ও শুষ্ক কুসুমের ন্যায় ম্লান হইয়া পড়িল ও এই ভাবে দীর্ঘ দুই বৎসর কাটিয়া গেল। লিসেটের এই মানসিক যন্ত্রণার কথা আর কেহই জানিতে পারিল না কেবল একজন ছাড়া এবং সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্বসন্তাপহারী বিধাতার চক্ষু হইতে

লিসেটের এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের ও তৎপ্রসূত এই স্বাস্থ্যভঙ্গের ও মনের যন্ত্রণার এক বিন্দুও এড়াইতে পারিল না এবং তিনি আদেশ দিলেন যে এই কঠোর যন্ত্রণার শীঘ্রই অবসান হইবে।

১৮৩০ সালের জুলাইমাসের তিনদিনের ঘটনা ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি স্মরণীয় পৃষ্ঠা। এই সময়ে ফরাসী দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয় ও তাহার ফলে বহু গৃহস্থ পরিবারও বিপন্ন হয়। এই সময়ে একদিন প্যারিস্ নগরীর এক রাজপথ দিয়া একটি বহুমূল্য ভিক্টোরিয়া দুইটি সবল অশ্ববাহিত হইয়া দ্রুত-বেগে যাইতেছিল। তাহার অভ্যন্তরে এক সুসজ্জিতা রমণী উপবিষ্টা ছিলেন।

হঠাৎ রাজপথে কোলাহল ও বন্দুক নির্ঘোষ শুনিয়া তিনি মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন যে এক বিরাট জনতা সেই দিকে আসিতেছে, সেই সঙ্গে বহুতর পুলিশও দেখা যাইতেছে। ইহাতে সেই রমণী কথঞ্চিৎ শঙ্কিতা হইয়া শকটচালককে তাঁহার রু দে রিভোলিস্থিত ভবনে অন্য কোন পথ দিয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

ইনি যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা ব্যারনেস্ দুপণ ভিন্ন আর কেহই নহেন তাহা ঠিক বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

শকটচালক আদেশানুযায়ী অশ্ব দুইটিকে অপর দিকে ঘুরাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু অশ্বদ্বয় সেই জনতা দেখিয়া ও বন্দুকের শব্দ শুনিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা শকটচালকের ইচ্ছানুরূপ না ঘুরিয়া সবেগে পার্শ্বস্থিত ফুটপাতের দিকে ছুটিল। মুহূর্ত্তমধ্যে ফুটপাথের ও তদুপরিস্থিত ল্যাম্পপোষ্টের সংঘর্ষে শকটখানি উল্টাইয়া পড়িল। শকটচালক ও দুইজন সহিস্ লাফাইয়া প্রাণরক্ষা করিল অশ্ব দুইটিও অল্পাধিক আহত হইল।

জনতার অনেকেই এই দুর্ঘটনা সন্দর্শনে ঘটনা-স্থলে ছুটিয়া আসিল এবং কয়েকজনে মিলিয়া ভগ্ন শকট হইতে মাদাম দুপনকে টানিয়া বাহির করিয়া নিকটেই এক কাফের ভিতর লইয়া গেল। প্রথমে বোধ হইল তিনি মারা গিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মস্তকে আঘাত লাগায় তিনি কেবলমাত্র জ্ঞানহারা হইয়া গিয়াছিলেন। সকলে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এদিকে মাদাম দুপণের গৃহে প্রত্যাগমণের বিলম্ব দেখিয়া ও অদূরে বিরাট কোলাহল ও বন্দুক নির্ঘোষ শুনিয়া লিসেট্ ও ক্লোতিল্দা উভয়েই অত্যন্ত ভীতা হইয়া বিপদাশঙ্কা করিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে উভয়েই বাহিরে গিয়া মাতার সংবাদ লইতেছিল এবং অবশেষে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া ক্লোতিল্দা কহিল, "লিসেট্ ভাই, আমার মার জন্ম বড়ই ভাবনা হচ্ছে। তাঁর কোন রকম বিপদ ঘটেনি ত! আজ কেনই বা তিনি বুল্‌ভার্ডে গেলেন। উঃ আবার বন্দুকের শব্দ হচ্ছে। মা এখন ভালয় ভালয় ফিরে এলে বাঁচি।"

লিসেট্ ও ক্লোতিল্দার ন্যায়, কিম্বা ততোধিক তাহার মায়ের মঙ্গলের জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিল কিন্তু পাছে সে উৎকণ্ঠা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে সে প্রাণপণে তাহা চাপিয়া শান্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিল এবং ক্লোতিল্দাকে আশ্বাস দিতেছিল, "এখনও ত বেশী বেলা হয়নি। আমরা আর একটু দেখিনা কেন মাদাম নিশ্চয়ই অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরবেন। অত ব্যস্ত হলে কি চলে ভাই।"

ক্লোতিল্দা ইহাতে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, তোমার পক্ষে ত এরকম বলা খুব সোজা। নিজের মা হলে দেখ্‌তে কি রকম লাগে।"

এই শ্লেষের খোঁচায় লিসেট্ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। মা? নিজের মা? সে কি একবার ক্লোতিল্দাকে এখনি দেখাইয়া দিবে যে মাদাম দুপণ কাহার নিজের মা? তাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য ভাবিবার কাহার ন্যায্য অধিকার অধিক?

ক্ষণেকের জন্য সেই পত্রখানি ক্লোতিল্দার সম্মুখে ধরিবার একটা উৎকট প্রলোভন লিসেটের

মনে উপস্থিত হইল কিন্তু তাহা ক্ষণেকেরই জন্য। সে তৎক্ষণাৎ তাহা দমন করিল এবং অদূরে নীচে রাস্তার দিক চাহিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "কেমন ক্লোতিল্, তোমাকে আমি বলিনি যে মা—মাদাম খানিকক্ষণের মধ্যেই ফিরবেন ঐ দেখ মাদামের গাড়ী দেখা যাচ্ছে।"

বাস্তবিকই উহা মাদাম দুপণের ভিক্টোরিয়াই ছিল কিন্তু উহা অত্যন্ত ধীরে ধীরে আসিতেছিল। লিসেট্ ও ক্লোতিল্দা উভয়েই আশায়, উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া বাহিরে ছুটিল এবং দেখিল যে মাদাম দুপণের অসাড়, নিস্পন্দ, দেহ লোকজনেরা বহিয়া শকটের বাহিরে আনিল।

এই দৃশ্য দেখিয়া লিসেট স্থান, কাল, পাত্র সব ভুলিল, ভুলিয়া শিশুর ন্যায় ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মাগো, মা আমার তুমি কোথায় গেলে মা" হঠাৎ ক্লোতিল্দাও তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং পর-ক্ষণেই মূর্চ্ছিতা হইয়া লিসেটের বক্ষে ঢলিয়া পড়িল।

*　　*　　*　　*

মস্তকে আঘাত ভিন্ন মাদাম দুপণের অন্য কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই; এবং তিনি সেই দুর্ঘটনা হইবার সময়ে একবার ও দ্বিতীয়বার গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। একজন চিকিৎসক ও দাসদাসীদিগের সমবেত চেষ্টায় তিনি অবিলম্বেই জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন ও তাঁহার কন্যাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে একজন দাসী কহিল, "মা, ক্লোতিল দিদিমণি এত ভয় পেয়েছেন আর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যে তাঁকে এখন না দেখাই ভাল। তিনি একটু ভাল হলে আর আপনিও একটু সেরে উঠলে তাঁর সঙ্গে দেখা করা ভাল হবে।"

মাদাম দুপণ কহিলেন, "হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেচ। ক্লোতিলদা কি খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েচে? ডাক্তারবাবু আপনি একবার তাকে দেখুন আগে। আমার বোধ হয় আমার চেয়ে তার শুশ্রূষার বেশী দরকার হয়ে পড়েচে।"

লিসেটের স্নেহ ও সযত্ন শুশ্রূষায় এবং মাদাম দুপণ ভাল আছেন শুনিয়া ক্লোতিল্দা অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ করিতেছিল। ডাক্তার আসিয়া তাহাকে একটু বলকারক ঔষধ সেবনের আজ্ঞা দিয়া চলিয়া গেলে ক্লোতিল্দা ক্ষীণ স্বরে কহিল, "লিসেট্, ভাই —আমি চল্লুম। আমার কিন্তু ভাই এখুনি মরতে ইচ্ছে করছেনা বিশেষতঃ আমার মাকে আর তোমার মত বোনকে ছেড়ে। কিন্তু আমার মাথা সত্যি একেবারে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। আমি কি সত্যিই তোমাকে "মা মা" বলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে দেখেছিলুম, না সব স্বপ্ন? ওঃ—তারপর কত কথা আমার মনে হয়েছে। তুমি আমার মাকে কত সময় ভুলে মা বলে ফেলেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে কেন? তারপর আবার বাবার মতন চোখ—হুবহু নকল এসব আবার কি? উঃ— আমি কি পাগল হয়ে যাব? লিসেট্ আমি কত সময় শুনেছি যে ধাইরা ছেলেপিলে বদলে দেয়। এও কি তাই! আমায় আর কষ্ট দিওনা ভাই বল কি হয়েছে, বল ভাই।"

লিসেট্ নীরবে কাঁদিতেছিল, একটু পরে কহিল, "শান্ত হয়ে একটু ঘুমোও ভাই ক্লো—তুমি একটু ভাল হয়ে উঠলে আমি নিজেই তোমায় সব খুলে বলব।"

ক্লোতিল্দা অত্যন্ত উত্তেজিত অথচ বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "আমি জানি, সব জানি—সেই চিঠিটা তার মধ্যে সব কথা আছে—কিন্তু ভাই যা হয় সব ভালর জন্যেই। আমি যদি মরি তাও ভালর জন্যে হবে। তুমি ভাই এক বছর ধরে যে কষ্ট, যে ত্যাগ স্বীকার করে এসেছ তা অন্ধ আমি এতদিন বুঝিনি।

তোমায় লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে দেখেও বুঝিনি —কিন্তু তবু তুমি আমাদের একদিনের জন্যে, একবিন্দুমাত্রও জানতে দাওনি যে এ সবই তোমারি —কিন্তু ভাই মা ত এ সব জানেন না—এ সব শুনলে না জানি তাঁর কত কষ্ট হবে তিনি যে আমায় বড় ভালবাসেন।"

এই সময়ে হঠাৎ মাদাম দুপণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ক্লোতিলদা হঠাৎ অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। মাদাম দুপণ কন্যার কাছে আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "তোমার কি অসুখ বড্ড বেড়েছে মা? ডাক্তার বাবুকে কি একবার আস্‌তে বল্‌ব? আমায় অজ্ঞান দেখে তোমার বড় ভয় হয়েছিল বুঝি? তা আর ভয় কি রাণী! আমি ত দেখ্‌চ কেমন ভাল হয়ে উঠেছি —এবার তুমি ভাল হয়ে উঠ্‌লেই হয়।"

ক্লোতিল্‌দা মাতার স্নেহময় ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া কহিল, "মাগো, আমি আর ভাল হব না। আমি এবার চল্লুম। আমার এইটুকু শান্তি রইল যে আমি মা তোমার কোলে মাথা রেখে যেতে পারলুম, আর জেনে যেতে পার্‌লুম যে তুমি আমায় ভালবাস, পর ভাবনা। লিসেট্, ভাই তুমি চিরসুখী হয়ে থাক"—

ক্লোতিল্‌দার কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ হইল। মাতার ক্রোড়ে থাকিয়া লিসেটের পার্শ্বে থাকিয়া সে অমর ধামে চলিয়া গেল। মাদাম দুপণ তাহার দেহ জড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। অবশেষে তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে লিসেট্ তাঁহার হস্তে ধর্ম্মযাজক লিখিত ডেম মার্গারেটের স্বীকারোক্তি সমেত সেই পত্রখানি প্রদান করিল—তাহা পাঠ করিয়া মাদাম দুপণ পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—

* * * * *

মাদাম দুপণের বিষাদে হর্ষ আসিল—শোকে আনন্দ দেখা দিল। তিনি লিসেট্‌কে আপন কন্যা জানিয়া তাহাকে লইয়া তাঁহার প্রাণাধিকা ক্লোতিল্‌দার বিয়োগ জনিত শোক ভুলিতে চেষ্টা করিলেন। আর লিসেট? সে তাহার উদার হৃদয়-তার ও অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের ফল ভোগ করিতে লাগিল। জীবন-যুদ্ধে সে জয়ী হইয়াছিল—

ত্যাগ সে জয় আনিয়া দিয়াছিল।

সমাপ্ত।

পেট্রোল লীডার—প্রতাপ মিত্র,
১২-২য় কলিকাতা ট্রুপ।

ধাঁধা

চন্দ্রেতে আছি আমি কিন্তু সূর্য্যেতে নাই,
চিত্রেতে আছি আমি কিন্তু ছবিতে নাই।
পুস্তকে মোরে তোমরা পড়েছ সবাই;
কি আছে তোমাদের বিদ্যা বলত ভাই।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র,
জ্যামশেদপুর হাইস্কুল ট্রুপ

খেলা ধুলা

স্বা-মা—(টুপকে সম্বোধন করিয়া) আজ তোমরা কি খেলবে বল? প্রথমে একটু দৌড়ে নাও, কি বল? ঘোর প্যাচটা (Spiral) করা যাক্।

সকলে—বেশ স্যার। আমি সাপের মুখ হব।

স্বা-মা—অতকগুলো মুখ হলে ত চলবে না। ধড়টা কারা হবে তাহলে। আচ্ছা শীতল অনেক দিন হয়নি ও আজকে আগে যাবে। এক লাইন হও, তারপর 'রাইট্ টার্ণ'। এবার কি করতে হবে মনে আছে শীতল, না ভুলে গেছ?

শীতল—একবার বলে দিন স্যার।

স্বা-মা—আমি এই দাঁড়ালুম এখন আমাকে কেন্দ্র (Centre) করে প্রথমে দৌড়ে একটা বৃত্ত (Circle) করে নাও। বেশী দৌড় না কারণ তা হলে ছোট ছেলেরা সঙ্গ রাখতে পারবে না আর সব ছোড়ভঙ্গ হয়ে যাবে। তারপর ভেতরে ঢুকতে আরম্ভ কর। সাপ যেমন জড়ায় সেই রকম ক্রমশঃ বৃত্তের বেড় কমিয়ে পাকাতে থাক। সকলে দেখবে লাইন যেন না ভাঙ্গে। যেমন পর পর যে যার পিছনে আছ সেই রকম থাকবে তার উল্টা পাল্টা হ'লেই সব গোলমাল হয়ে যাবে।

শীতল—কতটা জড়াব স্যার?

স্বা-মা। বেশী জড়িও না কারণ তোমাকে আবার দুটো লাইনের মধ্যে দিয়া ফিরতে হবে তার জায়গা থাকা চাই। কি করে ফিরবে জান?

শীতল—হাঁ স্যার।

স্বা-মা—রাইট টার্ণ কি এবাউট টার্ণ কিছু করবে না, যেমন দৌড়চ্ছিলে সেই রকম একটানা দৌড়ে আমাকে বেষ্টন করে তুমি দু লাইনের মাঝখান দিয়ে আবার লাইনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। বুঝলে ত? আচ্ছা এই ছবিটা দেখে ভাল করে ঠিক করে দেখে নাও আমি ওই মাঝখানে
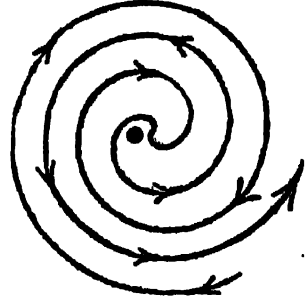
আছি আর লাইনটা এই রকম করে ঘুরে যাবে। এবার এস আরম্ভ করা যাক। মনে রেখো, যে যার ঠিক পিছনে থাকবে তাহলেই দেখবে সুন্দর হবে। এই ঘোরবার সময় হাতে মসাল নিয়ে ঘুরলে সুন্দর দেখতে হয়।

শীতল—কেন স্যার আমরা যে চাইনীস লাণ্টার্ন নিয়ে সেবার করেছিলুম সেওত বেস দেখতে হয়েছিল।

স্বা-মা—হাঁ সেও বেশ হবে। এবার আরম্ভ।

নৃ—

মুগলির কথা

কার শীকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বালুর গোঙানিতে আর চীৎকারে জঙ্গলটা গম্ গম্ কর্ত্তে লাগল। বিরক্ত হয়ে বাঘেরা বল্লে "খেয়ালের চোটে যদি বানররা মুগলিকে গাছ থেকে ফেল না দেয় বা তাদের খেলার-চ্ছলে তাকে না মেরে ফেলে ত বিশেষ ভয়ের কারণ নেই কারণ মুগলি চালাক ও বুদ্ধিমান আর তাছাড়া তার চোখের দৃষ্টি খুব প্রখর। তবে এই একটা কথা যে সে বানরদের পাল্লায় পড়েছে। এত উঁচুতে গাছের ওপর থাকে ওরা, যে ওদের নাগাল পাওয়াই মুস্কিলের ব্যাপার।"

হঠাৎ ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বালু নিজের মাথা চাপড়ে বল্‌তে লাগল "ওঃ কি বোকা আমি। সত্যি কিছু যদি আমার মনে থাকে! কিছুক্ষণ আগে সেই বুনো জানোয়ার হাতীটা বলছিল যে এই বানররা যদি কাকেও ভয় করে ত সে ঐ পাহাড়ী সাপ "কা" কে। "কা" রোজ রাত্রে গাছের সব উঁচু ডাল থেকেও ওদের ছানা চুরি করে এনে খায়। তার নাম শুনলেই বানর ভায়াদের লেজের ডগা থেকে শুকিয়ে কাঠ হতে থাকে। চল, বাঘেরা আমরা "কা"র কাছে যাই।"

তাচ্ছিল্যের স্বরে বাঘেরা বল্লে "সে আমাদের জন্য কি কর্ব্বে? সেই পা বিহীন আর কুটিল চোখো জানোয়ারের কাছ থেকে আমরা কি উপকার পেতে পারি?"

তবুও সমান আগ্রহে বালু বল্লে "না না সে অনেক প্রাচীন আর চালাক। তাছাড়া সে সর্ব্বদাই ক্ষুধার্ত্ত। চল আমরা তাকে অনেক ছাগল খেতে দেবার লোভ দেখাই।"

বাঘেরা "কা" র বিষয় বিশেষ কিছুই জানত না তাই সন্দেহ ভরে সে বল্লে "কিন্তু আমি ত জানি যে একবার খাওয়ার পর সে পুরো একটি মাস ঘুম দেয়। হয়ত সে এসময়ে ঘুমিয়েই আছে আর যদিই জেগে থাকে ত সে কি আর আমাদের দেওয়া ছাগালের ভরসায় আছে? সে হয়ত নিজেই এখন শীকার ধরে বেড়াচ্ছে।"

বালুর আর দেরী সহ্য হচ্ছিল না; বাঘেরাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সে বল্লে "সে যাই হোক তোমাতে আমাতে কি আর তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারবনা? চল।" বালু "কা"র খোঁজে এগোতে লাগল। বাঘেরাকেও তার সঙ্গে যেতে হল।

তারা পাহাড়ে গিয়ে দেখলে "কা" একজায়গায় বিকেলের পড় পড় রদ্দুরে নানারকম ভাবে পাক খাচ্ছে। তারা বুঝলে যে অল্পদিনই হল "কা" তার খোলস বদ্‌লেছে। সাপটা তখন খুব প্রশংসার চক্ষে নিজের নতুন শরীরটার দিকে দেখছিল আর থেকে থেকে মাটিতে ভোঁতা নকটা ঘস্‌ছিল।

বালু আরামের নিশ্বাস ফেলে বল্লে "যাক বাঁচা গেল ও এখনও খায়নি—দেখছ না কি রকম জিব দিয়ে ঠোঁট চাটছে ও। কিন্তু সাবধানে এগোও বাঘেরা খোলস্ বদলাবার পর প্রথম কিছুদিন ও চোখে ভাল দেখতে পায় না আর যাকে তাকে ছোবল দিয়ে বসে।"

"কা" যে খুব বিষাক্ত সাপ ছিল তা নয় বরং

সে বিষাক্ত সাপেদের ভীরু দুর্ব্বল জীব বলে ঘেন্নাই কর্ত্ত। "কা"র জোর তার শরীরের পাকে। কাউকে একবার সে যদি তার পাকের ভেতর ফেলতে পারত তা'লে তার আর বাঁচবার বিশেষ আশা থাকতনা। সাম্নের পা দুটো সাম্নের দিকে বাড়িয়ে পেছনের পায়ের উরুর ওপর ভর দিয়ে বসে চীৎকার করে বালু বল্লে "নমস্কার শীকারী-মশাই।" ঐ জাতের অন্যান্য সাপের ন্যায় "কা" ও একটু কাণে কম শুনত; সেজন্য সে বালুর এ কথাগুলো প্রথমে শুনতে পেলনা।

শরীরটাকে গুটিয়ে মাথাটা নীচু করে—কোনও বিপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে "কা" বল্লে "কে? ওঃ বালু! কি খবর, তোমার এখানে কি দরকার? এই যে বাঘেরা মশাইও যে, নমস্কার, নমস্কার। কি, কোনও শরীরের সন্ধান বলতে পার তোমরা কেউ? আপাততঃ একটা ছোট খাট ছানা হরিণ টরিণ হলেই চল্‌তে পারে। উঃ ক্ষিদেয় পেটটা আমার শুক্‌নো কুয়োর মত চড়চড় কর্চ্ছে।"

বালু একটা ভুল করলে। যদিও সে জানত যে "কা'কে কোন বিষয়েই তাড়াহুড়ো করান ঠিক নয় তবু অসাবধানতা বশতঃ সে বলে ফেল্লে "হ্যাঁ আমরা শীকারেই বেরিয়েছি।"

আগ্রহের সঙ্গে "কা" বলে উঠল "তবে আমা-কেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলনা। আমাকে এক আধটা শীকার এনে দিলে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। এ শরীর নিয়ে তাড়াহুড়ো করে শীকার ত আমি ধরতে পারি না। বনের পথের ধারে কতদিন ধরে লুকিয়ে বসে বসে যদি হঠাৎ এক আধটা জুটল, কিংবা সারারাত ধরে গাছে উঠে উঠে হয়ত একটা বানরের ছানা মিলল! আর ডালগুলোও আজকাল শুকিয়ে এত খড়খড়ে হয়ে গেছে যে উঠলেই মড়মড় কর্ত্তে থাকে।

একটু তোষামোদের ছলে বালু বল্লে "তা ত হবেই, তা ত হবেই, তোমার শরীরের ওজনটা কতখানি তাও ত দেখ্‌তে হবে।"

গর্ব্বিত হয়ে নিজের শরীরটাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে "কা" বল্লে "তা ঠিক! লম্বায় আমি বড় কম নই, এ্যাঁ কি বল? কিন্তু কাল যে আমার শীকারটা ফস্কাল সেটা কিন্তু আমার দোষে নয়। যেই ওই গাছটার প্রায় ডগায় পৌঁছে একটা বানর ছানা ধরতে যাব ওমনি ডালগুলো আমার লেজের ভারে এমন মড়মড় করে উঠ্‌ল যে বানরগুলো ত পালালই উল্টে আমায় যা নয় তাই বলে গালাগালি দিতে লাগল।"

বাঘেরা দেখলে যে এই বানরদের ওপর 'কা"রও খুব রাগ আছে। সে নীচু গলায়—যেন কিছু মনে কর্ত্তে চেষ্টা কর্চ্ছে—এমন ভাবে বল্লে "ওঃ তাই হবে! তোমাকেই তা'লে বলছিল যে একটা পা বিহীন হল্‌দে কেঁচো—"

মাথাটা চট্‌ করে খাড়া করে চোখ পাকিয়ে "কা" বলে উঠল "হি স্‌……স্‌স্‌; কি? এই কথা তারা বলেছে!"

একটুও ভয় না পেয়ে বাঘেরা নরমস্বরে আগুনে ঘি ঢালার মত বলতে লাগল "হ্যাঁ কাল রাত্রে ঐ রকমই কি একটা বলছিল বটে! তবে কি জান ওদের আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনি না তাই ওদের কথায়ও বড় একটা কান দিই না। ওরাত যা তা বলে—বলে কি না তোমার দাঁত একটাও নেই, সব পড়ে গেছে, বড় জোর একটা ছাগল ছানা গিল্‌তে পার ত যথেষ্ট—কি আর বলব ওদের মত লজ্জা হীন বেহায়া আর কে আছে —বলে ছাগল ছানাই যথেষ্ট কারণ একটা ধাড়ী ছাগলের কাছেও তুমি নাকি তার শিংএর ভয়ে এগোও না।"

'কা' বাইরে রাগ দেখাবার চেষ্টা না করলেও বালু ও বাঘেরা বেশ বুঝতে পারলে যে 'কা' খুবই চটেছে কারণ তারা দেখলে যে 'কা'র চোয়ালের দু'পাশের মাংসপেশী ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে আর কাঁপছে।

একটু থেমে ধীরভাবে বাঘেরা আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে "বানররা তাদের বাস বদলেছে;

কারণ আজ যখন আমি একটু রোদ পোয়াতে বেরিয়েছিলুম তখন তাদের খুব হুপ হাপ্ ডাক ও পালানর শব্দ শুনতে পেলুম।

বালু বল্‌তে গেল 'এই বানরদের পেছনেই আমরা এখন তাড়া কচ্ছি।' কিন্তু কথাগুলো তার গলায় বেধে গেল; কারণ জঙ্গলের কোনও শীকারী পশু যে বানরদের খোঁজে বেরিয়েছি এ কথাটা যেমন লজ্জার তেমনি নতুন।

বেশ একটু অবাক হয়ে আর কৌতুহলে ফুলতে ফুলতে 'কা' বল্লে "তবে এর ভিতর নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও ব্যাপার আছে কারণ, তোমাদের মত দুজন বড় বড় শীকারী, সারা জঙ্গলের শীকারী পশুদের একরকম সর্দ্দার তারা হঠাৎ তা নইলে বানরদের তাড়া কর্ত্তে যাবে কেন!"

ভয়ানক আপ্যায়িত হয়ে, নম্রভাবে বালু বল্লে "আমি একটা বুড়ো হাবড়া লোক; সিওনী দলের বাচ্চা নেকড়েদের আইন শেখাই; আর বাঘেরা—

বাঘেরা, বালু এই রকম নিজেকে ছোট করে খোসামুদীভাবে কথা বলায় ভয়ানক চটছিল। এবার আর থাকতে না পেরে সে বলে উঠল "বাঘেরা—বাঘেরাই! অন্য কিছু নয়। দেখ 'কা', ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে এই যে ঐ বাদাম-চোর দুষ্ট বানরগুলো আমাদের দলে মুগ্‌লি বলে একটা মানুষের বাচ্চা আছে শুনে থাকবে বোধ হয়, সেই তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

"কা" বল্লে "হ্যাঁ সজারু "ইকি" ঐ মানুষ টানুষ গোছেরই কাকে তোমাদের দলে নেওয়া হয়েছে বলছিল বটে; কিন্তু আমি কথাটা তখন বিশ্বাস করিনি কারণ ইকি অনেক কথাই বানিয়ে বলে।"

আবেগভরে বালু বল্লে "হ্যা একথা সত্যি। এ রকম মানুষের বাচ্চা একটা আমাদের দলে কখনও ছিল না বটে। কিন্তু দলের মধ্যে সাহস, বুদ্ধি ও অন্যান্য গুণে ওই সকলের সেরা। ওই আমার একমাত্র অনুগত ছাত্র আর ও হতেই আমার নাম জঙ্গলের সকলে জানবে। তা ছাড়া আমি—আমি কেন আমরা সকলেই-ওকে ভালবাসি, কা'; বলতে বলতে বালুর গলা ভারী হয়ে এল।

মাথাটাকে বিজ্ঞের মত এদিক ওদিক দু'লিয়ে "কা" বল্লে "হ্যাঁ। ভালবাসা কি জিনিষ তা আমিও জানি। সে বিষয় বলতে গেলে এক মস্ত গল্প হয়ে পড়ে—"

তাকে থামিয়ে দিয়ে বাঘেরা বল্লে সে সব কথা পরিস্কার রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর জোৎস্নায় বসে হলেই ভাল হয়; আমাদের আদরের মুগলি এখন বানরদের পাল্লায়, আর আমরা শুনেছি যে জঙ্গলের মধ্যে তারা একমাত্র তোমাকেই ভয় করে "কা"।

গর্ব্বে ফুলে "কা" বল্লে "হ্যা এমন কথা! তারা আমাকেই সবচেয়ে বেশী ভয় করে! তা আমাকে ভয় করবার তাদের যথেষ্ট কারণও আছে। এই বানরগুলো—কি আর বলব—সব আস্ত বোকা, কেবল হুড়ের দল, দিনরাত কিচির মিচির কর্ত্তেই পারে! কিন্তু মানুষের বাচ্চাটাকে ধরে নিয়ে গেছে এত বড় ভাল কথা নয়। বাদামগুলো পেড়ে পেড়ে কিছু না কর্ত্তে পেরে শেষে তারা সেগুলো ফেলে দেয়। গাছের ডালগুলো ঘাড়ে করে বয়ে মস্ত একটা কাজ কর্ব্ব ভাবে কিন্তু শেষ অবধি ডালগুলো ভেঙ্গে নিচে ফেলে দেয়, এই ত ওদের মুরোদ! মানুষের বাচ্চাটাকে হিংসে কর্ব্বার কি পেলে ওরা! তার ওপর আমায় কি না বলেছে একটা হলদে মাছ! তাই না?"

"পোকা—পোকা, মাছ ত দূরের কথা; মাটির পোকা, কেঁচো বলেছে তোমায়, তা ছাড়া আরও কত কথা যে বলেছে তা লজ্জায় আমি মুখে আনতে পারছি না" এই বলে বাঘেরা "কা" কে বানরদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর্ত্তে লাগল।

(ক্রমশঃ)

অমর দেব,
বাঘেরা—৪র্থ-২য় প্যাক, কলিকাতা।

টেণ্ডারফুটের সাঙ্কেতিক চিহ্ন

কি প্রতুল, আজকে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি শেখবার কথা, নয়? কিন্তু ঘরে বসে শেখার চেয়েও বাহিরে গিয়ে শিখতে পারলে তোমার বেশ মজাও লাগবে আর সহজে মনে থাকবে। কোকিল পেট্রোলের ছেলেরা আজ চিহ্ন দেখে যাওয়া অভ্যাস করছে। তাদের পেট্রোল-লীডার আগে চিহ্ন দিয়ে দিয়ে চলে গেছে পরে পেট্রোলের অন্য ছেলেরা সেই চিহ্ন দেখে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে, চল আমরাও সেই চিহ্ন ধরে ধরে যাই। তোমার মনে হচ্ছে সে কি রকম করে হবে? তারা কোথায় গেছে তা তুমিও কিছু জাননা আর আমিও কিছু জানিনা তবে কি রকম করে তাদের খুঁজে বার করব? আমরা কিন্তু স্কাউট, অজানা জিনিষও জেনে নিতে আমাদের বেশী দেরী লাগে না।

যাবার আগে এ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে নিতে চাই। পর্য্যাবেক্ষণের ও অনুমান করবার ক্ষমতা প্রত্যেকের কাছে খুব প্রয়োজনীয়। ছেলেরা স্বভাবতঃ খুব অনুসান্ধিৎসু হয় আর চারিদিকেই তাদের তীক্ষ্ণ নজর। কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চর্চ্চা না করায় তারা এ গুনটি হারায়। শিক্ষার দ্বারা ছেলেদের ভেতর পর্য্যাবেক্ষণের ক্ষমতা বাড়ান বিশেষ দরকার এবং এই চিহ্ন সেই শিক্ষার একটী প্রধান সহায়। চিহ্ন দেখে তার অর্থকরবার চেষ্টায় আমাদের অনুমান শক্তি ও বাড়ে। চারিদিকে নজর রেখে সামান্য চিহ্ন থেকে প্রকৃত ঘটনার অনুমান করার অভ্যাস মানুষের চরিত্র গঠনের একটী প্রধান সহায়।

অবশ্য টেণ্ডারফুট হবার জন্য যে কটা চিহ্ন তোমায় শেখাব তা এমন কিছুই নয়। রাস্তায় যেতে যেতে চারিদিকে একটু তীক্ষ্ণ নজর রাখলেই সেগুলো দেখতে পাবে। তার ভেতর অনুমান করে অর্থ করবার বিশেষ কিছুই নেই কারণ তার প্রত্যেকটিরই একটা ধরা বাঁধা অর্থ করে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য এগুলো হয়ত তোমার খুবই সহজ ঠেকবে কিন্তু এর পরে যখন আরও অন্য চিহ্ন গুলি শিখবে ও রাস্তায় নানা প্রকার দাগ থেকে অনুমান শক্তি দিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানতে চেষ্টা করবে তখনই আর এটা তত সহজ মনে হবে না। এখন চল বেরিয়ে পড়া যাক। দেয়ালে কিছু দূরে দূরে কে তীর এঁকে দিয়ে গেছে বলছ? তোমার চখে তাহলে পড়েছে, খুব খুসী হলুম। এগুলো কোকিলদের পেট্রোল-লীডারই এঁকে দিয়ে গেছে মনে হয়। এতে সে তার গন্তব্য স্থানের পথ জানিয়ে গেছে। এ সব তীরের ফলকগুলির যেদিকে মুখ রয়েছে সেই দিকেই সে গেছে আর তার পশ্চাদানুগামী স্কাউটদেরও সেই দিকে যেতে বলেছে। এক কথায় এই চিহ্নর মানে হচ্ছে

———> "এই পথে চল"।

আচ্ছা বল এত জিনিষ থাকতে তীর আঁকে কেন? তার কারণ এ চিহ্নটা খুব সহজ আর সহজেই এর অর্থ প্রকাশ পায়। পূরাকালে প্রায় সকল দেশেরই আদিম অধিবাসীরা তীর ধনুক আর বড়শা ব্যবহার করত। তারা শিকারে কিংবা যুদ্ধে গেলে নিজের দলের লোককে তাদের গন্তব্য স্থানের পথ জানিয়ে দিতে হলে পথের মাঝে মাঝে ওই একটা তীর কিংবা বড়শা ফেলে ফেলে যেত ফলকগুলো যে দিকে যেতে হবে সেই দিকে ফিরান থাকত। ক্রমশঃ কিন্তু এভাবেও জিনিস গুলি নষ্ট করা আর সম্ভব পর হলনা তখন আসল তীরের বদলে এই আঁকা তীর ব্যাবহার প্রচলন হয়।
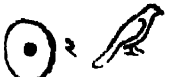
একটা জিনিষ তুমি নজর করেছ যে সব চিহ্নগুলোই রাস্তার ডানদিকে দেওয়া হয়েছে। এতে পিছনে যারা আসছে তাদের আর চারিদিকে দেখতে হয়না, একদিকে নজর রেখেই খুব শীঘ্র শীঘ্র যেতে পারে সেই সুবিধার জন্য এই নিয়মটা করা হয়েছে।

এ একটা রাস্তার মোড়ে এসে পড়লুমত দেখছি, এখন আমাদের কোনদিকে যেতে হবে সেটা ঠিক করে নিতে হবে। ডানদিকের মোড়ে যেই চিহ্নটা দেখেছ ওই দেখেই আমরা বুঝতে পারব যে আমরা কোন দিকে যাব। ╳

এই চিহ্ন থেকে বোঝায় যে সে ডান দিকের রাস্তায় যায়নি আর অন্যদেরও সেই দিকে যেতে নিষেধ করছে। ঐ দেখ সোজাসুজি আর একটা তীর রয়েছে তাহলে আমাদের এখন সোজাই যেতে হবে। মোড়ে এটা দেওয়া না থাকলে আমাদের ভারী মুস্কিলে পড়তে হত।

হ্যাঁ ঐ যে চতুষ্কোন আর তার পাশ থেকে একটা তীর বেরিয়েছে চিহ্নটা দেখছ ওটাও স্কাউটদেরই একটা চিহ্ন। তীরের দিকে তিন পা গিয়ে সেই জায়গায় খুঁজে দেখ দিকিনি কোন চিঠি খুঁজে পাও কি না? কি পেলেত?

জেনে রাখ যে এরকম চিহ্ন থাকলে চতুষ্কোণের ভেতর যত সংখ্যা লেখা থাকবে তত পা দূরে নিশ্চয় কোন চিঠি আছে, চতুষ্কোনের ভিতর কিছু না লেখা থাকলে বুঝবে যে তিন পা দূরে চিঠিটা আছে। এই ত এখনও তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে তাহলে এই পথেই তারা আরও গেছে। কি নতুন কোন চিহ্ন দেখতে পেলে নাকি? বাঃ তাহলে ত আমরা শেষ অবধিই পৌছে গেছি।

২ ১১—২য় কলি এই যে একটা গোল করে তার মাঝে একটা ফুটকী দেওয়া রয়েছে এর মানে হচ্ছে যে এখানে থেকেই বাড়ী চলে গেছে। ঐ দেখ গোলের কাছেই একটা কোকিল আঁকা রয়েছে আর তার পাশে তলাতেই আমাদের ট্রুপের সংখ্যা লেখা রয়েছে। আর ঐ কোকিলের আগে যে লেখা রয়েছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এ চিহ্নটা কোকিলদের সেকেণ্ড দিয়েছে। ঐ রকম ১, ৩ বা ৪ যাই লেখা থাকুক তা থেকে বুঝতে পারবে যে ঐ পেট্রোলের অত সংখ্যার স্কাউট ঐ চিহ্নটা দিয়েছে। তোমাকে সব সময়ে ঐ রকম করে নাম লিখতে শিখতে হবে।

টেণ্ডারফুট হতে গেলে এই ক'টা চিহ্ন শিখলেই তোমার চলবে।

সন্ধ্যা হয়ে এল চল এবার বাড়ী যাওয়া যাক্। কেমন বেশ ভাল লাগল না?

পেট্রোললীডার—কালী ঘোষ।
১১—২য় কলিকাতা ট্রুপ।

গুডফ্রাইডের—গুডটার্ণ

গুডফ্রাইডের বন্ধের মাত্র একদিন পূর্ব্বে খবর আসিল সংগ্রামপুরে Relief কার্য্যে যাইতে হইবে। তথায় চারিদিন থাকিতে হইবে বলিয়া সকলের যাওয়ার আর সুবিধা হইল না। আমরা আটজন যাইতে প্রস্তুত হইয়া অফিষে নাম দিলাম।

৯ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার ট্রেনে সকলে লিলুয়া হইতে হাওড়ায় আসিয়া ট্রামে সিয়ালদহ Station এ আগমন করিলাম। বেলেঘাটা লাইনে ১১নং Platform হইতে ট্রেণ ছাড়িবে। ট্রেণের সকল কামরা একে একে পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। আমরা এঞ্জিনের নিকটবর্ত্তী এক কামরায় যাইয়া উঠিলাম। শেষের গাড়িগুলিতে প্রায়ই ভিড় কম হয়।

সংগ্রামপুর প্রায় দুই ঘণ্টার পথ। গাড়িতে উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, আমরা সঙ্গীত আরম্ভ করিলাম, আমাদের উভয় Asst. Secretaryই বেশ সুকণ্ঠ, বহুক্ষণ ধরিয়া "জনগণ মন" "ধন ধান্য" ইত্যাদি কোরাস গীত চলিতে লাগিল। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে Word making, Thought reading, Percentage প্রভৃতি খেলা খুব উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এরূপ জমিয়া উঠিতেছিল যে কামরা শুদ্ধ লোক আমাদের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল।

উপরোক্ত খেলা তিনটির মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির সম্বন্ধে পাঠককে একটু ব্যাখ্যা করিব। মনে করুন আপনি এক আনা পয়সা লইয়া বাজারে গেলেন। তথায় কতকগুলি লেবু ক্রয় করিলেন, বাড়িতে আসিয়া প্রত্যেক লেবু হইতে তিনটি করিয়া বীজ বাহির করিয়া লইয়া বাগানে পুঁতিলেন, পরে যখন বীজ হইতে গাছ হইয়া ফল ধরিল তখন

আপনি প্রত্যেক গাছ হইতে চারিটি করিয়া লেবু তুলিয়া বাজারে যাইয়া কেনা দামে বেচিলেন, কত পয়সা পাইলেন বলিব? বার আনা। ইহাই thought reading game.

Percentage খেলার নিয়ম, কেহই দশের অধিক এক কালে হাঁকিতে পারিবেন না। যে আগে ১০০য় পৌঁছিতে পারে তারই জিৎ। ধরুন আপনি বলিলেন ১০, আমি বলিলাম ২০, আপনি বলিলেন ৩০, আমি বলিলাম ৩৪, আপনি বলিলেন ৪৪, আমি বলিলাম ৪৫, আপনি বলিলেন ৫৫, আমি বলিলাম ৫৬, আপনি বলিলেন ৬৬, আমি বলিলাম ৬৭, আপনি বলিলেন ৭৭, আমি বলিলাম ৭৮, আপনি বলিলেন ৮৮, আমি বলিলাম ৮৯, আপনি বলিলেন ৯৯, আমি বলিলাম ১০০, আমার জিৎ হইল। বড় মজার খেলা খুব হার জিৎ হয়।

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় গাড়ি সংগ্রামপুর Stationএ উপস্থিত হইল। আমরা অবতরণ করিয়া গ্রাম্য পথ ধরিলাম। চারিদিকে প্রকাণ্ড মাঠ। প্রায় ৩০ মাইলের উন্মুক্ত বায়ু সেবনে আমাদের অন্তরাত্মা যেন জুড়াইয়া গেল, যেন প্রতি নিশ্বাসে আমাদের পরমায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল,এই স্থান হইতে Diamond Harbour মাত্র তিন station দূরে। বঙ্গোপসাগরের প্রবল বাতাস এখানে পূর্ণবেগে প্রবাহীত হইতেছে।

আমাদের গন্তব্য স্থল "মন্দিরের বাজার" এ স্থান হইতে প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। তথায় চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে প্রতি বৎসর খুব বড় মেলা হয়। আমাদিগকে এই মেলায় Relief কার্য্য করিতে হইবে। পথে দুই জন ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা মেলায় সরবতের দোকান করিতে যাইতেছেন। কথা বার্ত্তায় বুঝিলাম তাঁরা এই স্থানের পথ ঘাট সম্বন্ধে সব জানেন। তাঁদের একজন মাঠের মধ্যবর্ত্তী একটি বটবৃক্ষ দেখাইয়া, কিরূপে তথায় ডাকাতেরা একজন পথিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করতঃ শিরশ্ছেদ করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, গল্প করিতে লাগিলেন। আরো বলিতে লাগিলেন এই প্রকাণ্ড মাঠে বিন্দু মাত্র জল পাইবার কোনও উপায় নাই। দিবা দ্বিপ্রহরে প্রখর মার্ত্তণ্ড তেজে যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয় তখন এই ছায়াশূন্য মাঠটি অতিক্রম করা পথিকের পক্ষে উত্তপ্ত মরুভূমি অতিক্রম করবার তুল্য হয়।

মাথার উপর গগণে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হাঁসিতেছে পদতলে জ্যোৎস্না উৎভাষিত ধরণিতল হাসিতেছে মনে হইতে লাগিল, যেন আমাদের আগমনে ব্রহ্মাণ্ড হাস্য করিতেছে। আমরা কেহ উচ্চ কণ্ঠে গীত গাহিতে গাহিতে কেহ বিউগিল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে দূর হইতে মেলার আলো দেখা যাইতে লাগিল, হৈ হৈ শব্দ কাণে আসিতে লাগিল।

দুই একটি যাত্রিকে জিজ্ঞাসা করাতে আমাদের বেলুড় মঠের relief camp দেখাইয়া দিল, আমরা campএ উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পূজনীয় মাখন মহারাজ আমাদের জন্য সাগ্রহে প্রতিক্ষা করিতেছেন। আমাদের আগমনে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমরা কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর জুতা প্রভৃতি খুলিয়া নিকবর্ত্তী পুষ্করিণীতে হস্ত মুখাদি প্রক্ষ্যালনের জন্য গমন করিলাম, তথা হইতে ফিরিলে জলপানের পর আমাদের কেহ শয়ন, কেহ উপবেশন করিয়া পথশ্রান্তি দূর করিতে লাগিল কেহ কেহ তাস খেলা জুড়িয়া দিল। আমাদের দেখিতে মেলার বহু লোক জমা হইয়া গেল, ইহারা scout কখনও দেখে নাই, আমাদিগকে কেহ "যাত্রার দল", কেহ "গান্ধি মহারাজ", কেহ "স্বদেশী আন্দোলন", কেহ "German", কেহ 'নিমৃকি" কিনা আবগারি বিভাগের কর্ম্মচারী, কেহ জমিদারের দল ইত্যাদি নানা প্রকার বলিতে লাগিল, কেহ "কিসের পালা হইবে", কেহ "কোথাকার দল", কেহ "আপনারা দলে বহু জন আছে!" কেহ "আপনারা কি উদ্দেশ্যে এসেছ?" ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমাদের secretary মহাশয় সকলকে যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন।

আমাদের রাত্রি বাসের জন্য স্থানিয় এম্, ই, স্কুল বাড়ি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল উহা মেলা হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, তথায় গমনের পথ মাঠের উপর দিয়া। আহারাদির পর আমরা তথায় গমন করিতে লাগিলাম, পূর্ণিমা রজনীতে মাঠ জ্যোৎস্না উৎভাষিত। এ দিকের যাবতীয় মাঠেই ধান্য রোপণ করা হয়। বহু দিন বৃষ্টি নাই, মাঠ ফুটি ফাটা হইয়া আছে। স্কুলে উপস্থিত হইয়া দেখি আমাদিগের শয়নের জন্য মাদুর আর মাথায় দিবার জন্য বালিশের পরিবর্ত্তে এক এক আটি বিচালির বন্দবস্ত হইয়াছে।

অতি প্রত্যূষে বিউগল্ ধ্বনিতে সকলে শয্যা পরিত্যাগ করতঃ parade এর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এক ঘণ্টাকাল কুচ কাওয়াজ হইল।

তৎপরে camp এ পুনরাগমন করিয়া জলযোগের পর সকলে স্থানটি পরিদর্শন করিতে বাহির হইলাম।

দেখিলাম চারিদিকে বিশাল মাঠ, মধ্যে এই হাটটি অবস্থিত। হাটের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, গ্রামটির নাম "বান্ চাপড়া" তথায় একটি থানা আছে, কিন্তু ডাকঘর নাই। প্রতি বুধ ও রবিবারে হাট বসে। হাটের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীন শিবমন্দির। মন্দিরটি প্রায় ১২০ ফিট উচ্চ, বহুদিনের জীর্ণ, সংস্কার অভাবে স্থানে স্থানে ইট ও প্লাস্টারিং খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, মন্দিরের ভিতরটি অন্ধকার ও ভিতরে একটি বানলিঙ্গ বিগ্রহ। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত, প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে শিবের নাম "৺ কেশবেশ্বর মহাদেব" হইয়াছে। প্রতি বৎসর গাজনের সময় এই স্থানে মেলা বসে। ইহার ৫।৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে এই স্থানে দর্শক ও গাজনের সন্ন্যাসীগণ আসিয়া থাকে। প্রায় ৩০ হাজার লোক সমাগম হয়। মেলাটি চারিদিন থাকে মেলার প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় বিপুল সন্ন্যাসী সমাগম। কাঁটা ঝাঁপ, বঁটী ঝাপ, আগুন ঝাঁপ প্রভৃতি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানে অল্প হয় কিন্তু এত অধিক সন্ন্যাসী সমাগম অন্য কোন গাজনের মেলায় প্রায় দেখা যায় না। যখন মূল-সন্ন্যাসীর অভিনায়কত্বে প্রায় পঞ্চ সহস্র সন্ন্যাসী ত্রিশূল হস্তে "হর হর কেশবেশ্বর ব্যোম্ ব্যোম্" শব্দে অগ্রসর হয় তখন ইহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, জমিদারের কাছারি বা পুলিশের থানাকে গ্রাহ্য করে না। কত বার যে এই সময়ে বড় বড় দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই জন্য Sub divisional officer মহাশয় স্বয়ং এই মেলায় উপস্থিত থাকিয়া শান্তি-স্থাপন করেন। এই অঞ্চলে দুইটি জাতীর প্রাধান্য পোদ ও ব্যাগ্র ক্ষত্রিয়। শিক্ষিত ব্যক্তির অত্যন্ত অভাব। স্থানটি খুব স্বাস্থ্যকর কিন্তু জল লবনাক্ত।

পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া আমরা Camp এ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রামের পর সকলের Duty ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। যথা—রন্ধনশালা, আফিষ, মন্দির, দূতের কার্য্য, ফাষ্ট এড, রিসার্ভ ইত্যাদি। সকালে ও সন্ধ্যার কার্য্যের জন্য লোক স্বতন্ত্র করা হইল। বেলুড় মঠের সরিসা শাখার পক্ষ হইতে ২৫ জন ছাত্র শিক্ষক ও চিকিৎসক স্বেচ্ছাসেবক রূপে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের Captain ও আমাদের secretary মহাশয় মিলিয়া সকলকে কার্য্য ভাগ করিয়া দিলেন।

আমরা চারিদিন এই স্থানে ছিলাম, এই ভাগ অনুসারেই কার্য্য করিয়াছিলাম। এই চারিদিনে ৩টি হারাণ বালক ও বালিকার অভিভাবকগণকে খুঁজিয়া দেওয়া, ৩টি সর্দ্দি গর্ম্মি রোগীর সেবা করা, ১০টি রোগীকে ঔষধ প্রদান করা, ভিড়ের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের গমন ও আগমনের জন্য স্বতন্ত্র পথ করিয়া দেওয়া, পথের উপর হইতে দোকান উঠাইয়া দিয়া যাত্রীগণের গমনের সুবিধা করিয়া দেওয়া, জলছত্র করিয়া পিপাসাতুরকে জলপ্রদান করা প্রভৃতি বহু বহু কার্য্য আমাদিগকে করিতে হইয়াছিল, ইহা ব্যতীত কত ডাব ও বেল দ্বারা আহত যাত্রীকে আমাদের চিকিৎসা করিতে হইয়াছিল, মন্দিরের উপর ডাব, বেল, আম প্রভৃতি নিক্ষেপ করা এই স্থানের দেশাচার, ঐ গুলি শত শত যাত্রীর হাত হইতে উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইয়া যাত্রীগণের উপর পতিত হইতে থাকে ও সকলকে আহত করিতে থাকে, ইহা বহুদিনের রীতি, যাহাতে এই সাংঘাতিক রীতি আগামী বৎসর হইতে তুলিয়া দেওয়া হয় তজ্জন্য আমরা স্থানীয় ব্যক্তিগণকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি।

এদিকে আমাদের বন্ধের দিনও শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, সোমবার প্রাতে মেলা পরিত্যাগ করতঃ আমরা পুনরায় বেলুড়ে ফিরিয়া আসিলাম।

এই কয় দিনে স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যথা, M. E. School এর secretary শ্রীস্মৃতিকণ্ঠ লস্কর, থানার sub-inspector, জমিদারের নায়েব মহাশয়, মূল-সন্ন্যাসী, হাটের ইজারা দার প্রভৃতি সকলেই আমাদের এই স্বার্থশূন্য কার্য্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করেন ও পুনরায় আগামী বৎসর আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীস্মৃতিকণ্ঠ লস্কর মহাশয় এক দিন আমাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক রসগোল্লা সন্দেশ ভোজন করাইলেন। পূঃ মাখনমহারাজের যত্নের অন্ত নাই, তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রতি চির-কৃতজ্ঞ, ডায়মণ্ড হার্বারের নিকট সরিষা গ্রামে তাঁহার আশ্রম, তথায় একটি Boy scout দল গঠন করিবার জন্য তিনি সাতিশয় ইচ্ছুক, আমাদের Secretary মহাশয় শীঘ্র তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে উক্ত দল গঠন কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

শ্রীজগৎ প্রসন্ন গাঙ্গুলী

১ম ট্রুপ বেলুড়, (হাওড়া)।

কথা—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন   স্বরলিপি—অমর দেব

আঃ—ধা নি ধা | নি ধা র্সা : নি ধা | ধা |
বল ব | ল ব ণ : স বে | — |

মা ধা ধা | ধা ধা নি | ধা পা | পা |
শ ত বী | ণা বে ণু | র বে | — |

পা পা পা | পা পা পা | মা মা গাপা | গা গা গা |
ভা র ত | আ বা র | জ গ ত | স ভা য় |

সা রে | গা মা ধা | গা মা | মা ||
শ্রে ষ্ঠ | আ স ন | ল বে | — ||

র্সা র্সা | র্সা র্রে র্সার্রে | নি ধা | পা |
ধ র্মে | ম হা ন | হ বে | — |

ধা ধা	ধা র্সা নি়	ধা পা	পা
ক খে	ম হা ন	হ বে	—

মা ধা ধা	ধা নি ধা	পা পা পা	পা ধা পা
ন ব দি	ন ম নি	উ দি বে	আ বা র

সা রে	গা মা ধা	গা মা	মা
পুরা ত	ন এ প্	র বে	—

অন্তরা—	গা মা ধা	নিধা পা ধা	নি র্সা নি	র্সা র্সা র্সা
(১)	আ জো গি	রি রা জ	র য়ে ছে	প্র হ রী
(২)	বি দু ষী	মৈ ত্রে য়ী	খ না লী	সা ব ত্রী
(৩)	ভো লে নি	ভা র ত	ভো লে নি	সে ক থা

	পা নি নি	র্সা নি র্সা	নির্সা নির্রে র্সা	নি ধা ধা
(১)	ঘি রি তি	ন দি ক	না চি ছে	ল হ রী
(২)	স তী সা	বি — ত্রী	সী তা অ	রু ন্ধ তী
(৩)	অ হিং সা	র বা ণী	উ ঠে ছি	ল হে থা

	পা ধা পা	মাগা রে গা	মা মা পা	পা পা পা
(১)	যা য় নি	গু . কা য়ে	গ ঙ্গা গো	দা ব রী
(২)	ব হু বী	র বা লা	বী রে ন্দ্র	প্র সূ তি
(৩)	মা ন ক	নি মা ই	ক রে ছি	ল ভা ই

	গা	মা	পা	ধা	ধা	নি ধা	পা	র্সা	নি	ধা	ধা
(১)	এ	থ	নও	অ	মৃ	ত	বা	—	হি	নী	—
(২)	আ	ম	রা	তা	দে	রি	স	—	ন্ত	তি	—
(৩)	স	ক	ল	ভা	র	ত	ন	—	ন্দ	নে	—

	ধা	ধা	র্গা	র্গা	র্গা	র্গা র্মা	র্রে	র্রে	র্রে	র্সা	র্সা
(১)	প্র	তি	প্রা	—	স্ত	র	প্র	তি	গু	হাব	ন
(২)	অ	ন	লে	দ	গ্ধি	যা	রা	খে	যা	রা মা	ন
(৩)	এ	স	হে	হি	ন্দু	এ	স	মু	স	ল মা	ন

	পা	নি	নি	র্সা	নি	র্সা	নি র্সা	নি র্রে	র্সা	নি	ধা	ধা
(১)	প্র	তি	স্ন	রো	ব	র	তী	থ	জ	গ	ণ	ন
(২)	প	তি	পু	ত্র	ভ	রে	মু	খে	তা	জে	প্রা	ণ
(৩)	এ	স	হে	পা	—	র্শী	বৌ	—	দ্ধ	খৃ	ষ্টা	ন

	পা	মা	পা	ধা	ধা	নি ধা	পা	র্সা	নি	ধা	ধা
(১)	ক	হি	ছে	গৌ	র	ব	কা	—	হি	নী	—
(২)	আ	ম	রা	তা	দে	রি	স	—	ন্ত	তি	—
(৩)	মি	লি	গে	মা	য়ে	র	চ	—	র	ণে	—

আঃ—আস্থায়ী ; অঃ—অন্তরা ; নি—কোমল নিখাদ ; র্সা র্রে র্গা—তারার ; অঃ দেঃ।

—— .

মাসিক খবর

১। বঙ্গীয় বয়স্কাউট সঙ্ঘের তরফ থেকে বঙ্গের মাননীয় নূতন লাটকে যে অভিবাদন পত্র দেওয়া হয়েছিল তার উত্তরে তিনি আমাদের সকলকে ধন্যবাদ দিয়েছেন আর জানিয়েছেন যে তিনি আশা করেন যে তাঁর কার্য্যকালীন সময়ের মধ্যে আমাদের অন্ততঃ কতককে দেখবার স্নযোগ পাবেন।

২। চুঁচড়ায় বেবী উইকের সময় স্থানীয় ২য় ট্রুপটিও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁরাও তাঁদের কাজের জন্য বিশেষ প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

৩। বাঁকুড়ায় ওয়েসলিয়ান মিশনের অধীনে দুটী কাব প্যাক গঠন্ করা হয়েছে। ভুপেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় এই দুটি প্যাকেরই চালনার ভার নিয়েছেন। বঙ্গের চিফ্ স্কাউট তাঁকে এর জন্য অনুমতি পত্র দিয়েছেন। ভুপেন্দ্রনাথ কলিকাতায় কাবারদের ও স্কাউটমাষ্টারদের দুই শিক্ষার ক্যাম্পেই যোগদান করেছিলেন।

৪। কলিকাতা দ্বিতীয় সঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ কারখাম সাহেবকে বিদায় দিবার জন্য আর শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নূতন কমিশনার হওয়ায় তাঁর সম্ভাষণের জন্য স্কটিস চার্চ স্কুলের ও দ্বাদশ ট্রুপের স্কাউট ও কাবরা ৪ঠা মে তারিখে মিলিত হয়েছিলেন। ছেলেদের অভিবাবকেরা আরও অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনেক মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন। ছেলেদের পক্ষ থেকে স্কটিসচার্চ স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয় তাঁদের আন্তরিক মনের ভাব প্রকাশ করেন, বঙ্গের কার্য্যাধ্যক্ষ নৃপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও তা'তে যোগদান করেছিলেন। কারখাম সাহেব আর বসু মহাশয় যথাযথ উত্তর দেন। ৪র্থ দলের কাবেরা "স্বপ্নপরী" বলে একটি ছোট নাটক অভিনয় করেছিল, সেটি বড় চমৎকার হয়েছিল উপস্থিত সকলেই তাতে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

৫। ১৩ই মে বুধবার ১ম ও ২য় বেঙ্গলট্রেনিং ট্রুপের সম্মিলনী হইবে। স্থান কলিকাতা বয়স্কাউট হেড কোয়াটারস্ ২৮ নং মার্কুইস ষ্ট্রীট, সময় সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭।৷০ ঘটিকা। এই দুই দলে এখন সর্ব্বসমেত ১২৫ জন সভ্য হয়েছেন।

৬। কলিকাতা ২য় সঙ্ঘের অধীনে প্রবোধ মেমোরিয়াল স্কুলে একটি ট্রুপ খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। রিপন কলেজিয়েট স্কুলেও শীঘ্র একটি স্কাউট দল হইবে।

৭। বড়দিনের সময় মান্দ্রাজে একটি জাম্বোরি করবার কথা চলিতেছে। আমাদেরও তাতে যোগদান কর্‌বার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

৮। বালির স্থানীয় সঙ্ঘের অধীনে একটি কাব প্যাক ও একটি রোভার স্কাউটদের দল গঠিত হয়েছে শ্রীমান্ জগত প্যাক চালনার ভার নিয়েছেন আর স্বামী নির্ভয়ানন্দ, সঙ্ঘের সেক্রেটারি, তিনি রোভারদের হাতে নিয়েছেন।

৯। বঙ্গের চীফ স্কাউট, শ্রীযুক্ত ভেন্‌কাটেশ ভিখালকার ও শ্রীযুক্ত কামতাপ্রসাদকে খড়্গপুরের দ্বিতীয় ট্রুপের সহকারী স্কাউটমাষ্টার হবার জন্য অনুমতি পত্র দিয়েছেন। এঁরা হিজলি ক্যাম্পে যোগদান করেছিলেন।

১০। চুঁচড়া স্থানীয় সঙ্ঘের অধীনে একটি কাব প্যাক গঠিত হয়েছে, এটি সেখানকার মিসন স্কুলের ১ম চুঁচড়া ট্রুপের সংলগ্ন থাকিবে।

১১। কলিকাতা ১ম সঙ্ঘের অধীনে আরমেনিয়ান কলেজে একটি নূতন স্কাউটদল হয়েছে। মিঃ পি, সি, আড্ডি এর চালনার ভার নিয়েছেন। তিনি গত মাসের স্কাউটমাষ্টারদের শিক্ষার ক্যাম্পে যোগদান করেছিলেন আর সেখানে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বঙ্গের চীফ স্কাউট তাঁকে এই দলের স্কাউটমাষ্টার হবার অনুমতি পত্র দিয়েছেন।

১২। কলিকাতার ১ম সঙ্ঘের কমিসনর মিঃ বি, সি, ষ্টাড বিলাতে গিয়া কাবিং শিক্ষার ক্যাম্পে যোগ দেন। সম্প্রতি তাঁকে আকেলা ব্যাজ দেওয়া হয়েছে।
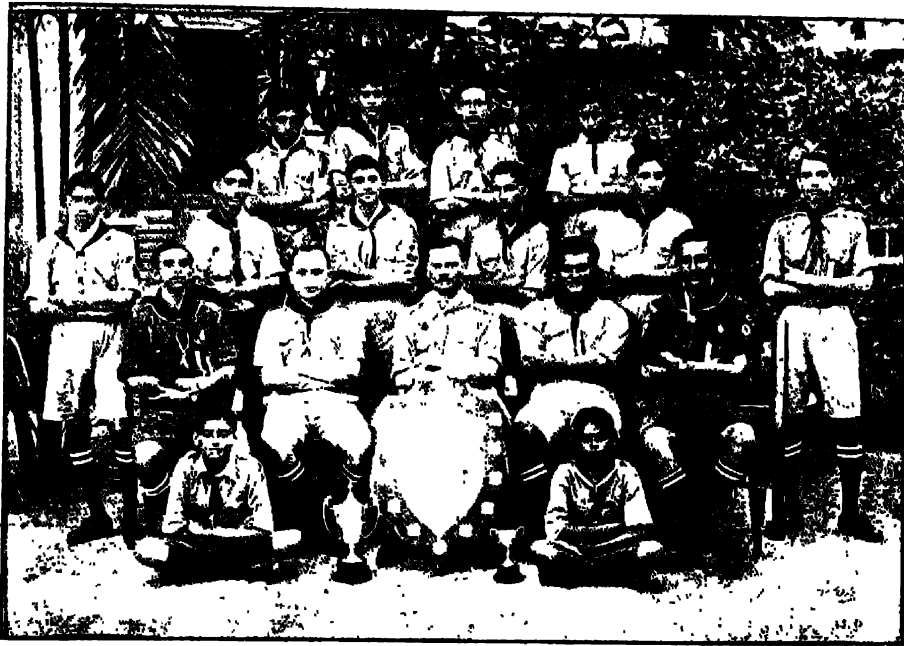
12th/II Calcutta Troop.
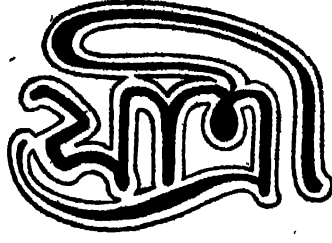
বঙ্গীয় বয়স্কাউট
সঙ্ঘের মুখপত্র ও
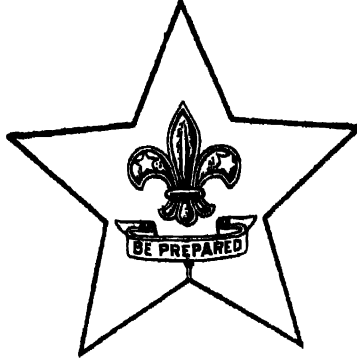
বাংলা ও আসাম
গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ
কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

১ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৩২ | ১২শ সংখ্যা

সাগরে সন্ধ্যা

সন্ধ্যা নেমে আসে ধীরে ধীরে,
বীচিক্ষুব্ধ সাগরের তীরে
রক্তবর্ণ পশ্চিম গগন ডুবিতেছে লোহিত তপন
নিশীথের নীরব তিমিরে॥

স্তব্ধ হয়ে এল চারি ধার
গরজিছে কেবল পাথার
ফেণীল তরঙ্গ, তটভুমি, বারে বারে যাইতেছে চুমি
পাখী ফিরে যায় নীড়ে তার॥

চন্দ্রমার ম্লান আলো আসি
উজল করিছে বালু রাশি
দূরে দিক চক্রবাল রেখা আর ভাল যায়নাক দেখা
নিভে গেছে দিবসের হাসি॥

আমারো এ জীবন তিমিরে
একদিন আসিবে ও ঘিরে
অস্তমিত হবে আয়ু রবি মুছে যাবে সব সুখ ছবি
মৃত্যু নেমে আসিবে রে ধীরে॥

শ্রীসমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
১১-২য় টপ, কলিকাতা।

এই সংখ্যায় যাত্রীর বয়স এক বৎসর পূর্ণ হল। যিনি আমাদের এই এক বৎসর পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন আর যাঁর অনুকম্পায় আমরা শত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আজও সেই আদর্শ সম্মুখে রেখে চলতে পেরেছি তাঁকে আমরা প্রণাম করি। আর যাঁরা আমাদের এই উদ্দেশ্যে সহায়তা করেছেন তাঁদের কাছেও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি আগামী বৎসরেও সেই জগৎ পিতার আশিস মাথায় নিয়ে আর সকলকার মঙ্গল-ইচ্ছা সম্বল করে আমরা এ পথে আরও অগ্রসর হতে পারব।

* * * * *

এই কয় মাসে আমরা স্কাউট নিয়মাবলী এক একটী করে নিয়ে পর পর ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। কি ভাবে ছেলেদের কাছে ওগুলি ধরলে তারা ওর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে এইটাই কতকটা দেখান হয়েছে কিন্তু ও নিয়মগুলির সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যেতে পারে। আমাদের ইচ্ছা যে স্কাউটমাষ্টাররা নিজেরা সে বিষয় চিন্তা করে আরও বিস্তৃতভাবে তাঁদের ছেলেদের সঙ্গে মধ্য মধ্যে চর্চ্চা করেন। এতে সুফল পাওয়া সম্ভব।

আর দেখা গেছে যে যদি এই সঙ্গে ছেলেদের কাছে এ রকম গল্প বলা যায় যার ভেতর এই নিয়ম গুলির মর্ম্ম ফুটে ওঠে তাহলে নিয়মগুলি তাদের আরও চিত্তাকর্ষক হয়। অবশ্য অনেকের আবার গল্প বলা আসে না, কতকটা তাঁহাদের সাহায্যের জন্য আর তাছাড়া ছেলেদেরও নিজেদের মধ্যে এই বিষয় চর্চ্চা এনে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা আগামী বৎসর প্রতিমাসে পর পর এক একটি নিয়মের ওপর গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করছি। এর বিস্তৃত নিয়ম আলাদা পত্রে ছাপা হয়েছে, এই সংখ্যার সঙ্গেই সেটা দেওয়া হল। আমাদের পাঠকরা আশা করি এতে আমাদের সাহায্য করবেন।

* * * * *

যাত্রী যাতে পাঠকদের আরও আদরের হয় সে বিষয় অমরা চেষ্টা করছি পাঠকরা যদি এ সম্বন্ধে আমাদের নিজ নিজ মতামত জানান যে কি হলে তাঁদের যাত্রী তাঁদের আরও প্রিয় হবে তাহ'লে আমরা বাধিত হব।

অবশ্য একবৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ করে দেখা গেল যে ব্যয়ের অংশই বেশী। যাত্রীর জীবনের পক্ষে এ অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে যাত্রী যেন নিজের পায়ে ভর দিয়ে নিজে চলতে পারে আর আমাদের এও বিশ্বাস যে যাত্রীর পাঠকরাও নিশ্চয়ই তাই চান। কাজেই একে মানুষ ক'রে তোলার ভার তাঁদের উপরও কতকটা আমরা দিতে চাই, আশা করি তাঁরা সানন্দে সেটি স্বীকার করে নেবেন। সেই উদ্দেশ্যে আগামী বৎসরে যাত্রীর বার্ষিক মূল্য আমরা ১॥০ টাকার স্থলে ২৲ টাকা করলাম, ডাক মাশুল আর স্বতন্ত্র নেওয়া হবে না।

এই সামান্য মূল্য বৃদ্ধিতে আশা করি কারুর কোনও আপত্তি হবে না।

* * * * *

ঈষ্টারের ছুটিতে অনেকগুলি স্কাউটদের ক্যাম্প হয়েছিল, গত মাসে দু'একটির কথা আমরা জানিয়ে ছিলাম তারপর আরও দু'একটির খবর আমরা পেয়েছি। এই সব ক্যাম্পের বিবরণগুলি পড়ে আমাদের দু'একটা কথা বলবার ইচ্ছা হয়েছে। আগেই আমরা বলেছি যে ক্যাম্পই স্কাউটি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ জায়গা। কৃত্রিম অবস্থা ছেড়ে স্বভাবের মধ্যে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় বসবাস করলে আমরা নিজেদের স্বার্থপরতা ভুলে যাই। তখন পরের জন্য ভাবতে শিখি আর বুঝতে পারি যে বিশ্বনিয়ন্তার কাছে আমরা সকলেই এক। অন্ধ হয়ে জোর করে খালি আমরা পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ভাবর সৃষ্টি করি। ক্যাম্পে এছাড়া ছেলেদের আরও কয়েকটী বিশেষ শিক্ষা হয়। প্রথমতঃ নিজেকে নিজে দেখতে শেখা। বাড়ীতে বাপ মার, ভাই ভগ্নীর আদর যত্নের মধ্যে থেকে ছেলেদের অভ্যাস হয়ে যায় যে অপরে তাদের দরকার মত ব্যবস্থা করে দেবে। নিজের হাতে আর বিশেষ কিছু কর্‌তে হয় না, নিজের শরীরের যত্ন অপরের হাতে ন্যস্ত থাকে তাতে ছেলেরা পরাধীন হ'য়ে পড়ে, নিজের উপর ভরসা থাকে না, সাহসও কমে যায়। এতে তাদের নিজেদের ক্ষতি দেশেরও ক্ষতি। ক্যাম্পেতে কিন্তু যে যার নিজেকে দেখতে হয় আর স্কাউটমাষ্টারদের উপরই সেই শিক্ষার ভার।

তারপর আর একটি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয় শিক্ষা হচ্ছে Discipline—নিয়মানুরাগ। আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের মধ্যে এই জিনিসটির বড়ই অভাব, আর সেই জন্যই আজ আমাদের এই দুরবস্থা। স্কুলে এর শিক্ষা হয় না। যেটুকু সেখানে শিক্ষা হয় তাও ভয়ে, কিন্তু স্বেচ্ছায় নিয়ম-মেনে চলব এইটা হওয়া চাই, তবেই তাকে Discipline বলে। ক্যাম্পে এই শিক্ষার সুযোগ খুবই বেশী কিন্তু এর সুফল ফলাতে হলে স্কাউটমাষ্টারদের কর্ত্তব্য যে তাঁরা ক্যাম্পের কার্য্যাদির তালিকা আগে থেকে যুক্তি করে যেন স্থির করেন সুতরাং এ বিষয় চিন্তার দরকার। প্রোগ্রাম স্থির হলে পর সেইমত কার্য্য করা চাই, ক্যাম্পের প্রতিদিনের সকল কার্য্যের সময় নির্দ্ধারিত থাকবে আর তা সকলকে ঠিক সমান ভাবে মেনে চলতে হবে। স্কাউট-মাষ্টারদের এ বিষয় বিশেষ নজর রাখা দরকার। তাতে সকলের স্বাস্থ্য ভাল থাকে আর কার্য্যেরও বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু যদি এর ব্যতিক্রম হয় —ক্যাম্পে পৌঁছে তারপর খেয়াল মত, পাঁচ জনের পরামর্শে,যদি কাজ করা হয় ত দেখা যায় যে তাহলে অনর্থক ছেলেদের কষ্ট হয় আর নানা রকম গোল মাল উপস্থিত হয়ে আর Discipline থাকেনা,সবের ভেতরেই বিশৃঙ্খলা এনে দেয়, তাতে যথেষ্টই ক্ষতি হয়। আমাদের এখানে এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে এরকম কোনও স্কাউট ক্যাম্প যেন না হয়।

এছাড়া ক্যাম্পে আরও একটা কাজের বড় সুবিধা হয়—ছেলেদের প্রোফিসিয়েন্সি ব্যাজের বিষয় শিক্ষা। সেখানে পড়া শুনা কি অন্য কোনও কাজ বা ভাবনা চিন্তা নাই। স্কাউট বন্ধুদের মধ্যে থেকে স্কাউট সম্পর্কের জিনিসেরই খালি চর্চ্চা হয়, আর পরস্পরের ভেতর কে কত বেশী শিখতে পারে এই রকম একটা রেষারিষি ভাব আসে তাতে শেখবার জন্য খুব আগ্রহ হয় আর সে জন্য চটপট ছেলেরা শেখেও। যদি শেখাবার লোক পাওয়া যায় তাহলে এই সুযোগটি স্কাউটমাষ্টারদের গ্রহণ করা উচিৎ। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের মনে রাখতে হবে যে শিক্ষা ভাল ও সম্পূর্ণ ভাবেই হওয়া চাই, ব্যাজ পাবার জন্য ফাঁকি দিয়ে যেন কেউনা পাস করে তাহলে ব্যাজের অপব্যবহার আর তার মর্য্যাদা নষ্ট করা হবে। ক্যাম্প সম্বন্ধে এরথাগুলি মনে রাখলে সুফল পাওয়া যাবে। মোটের উপর কিন্তু এতগুলি করে যে আজ কাল ক্যাম্প হচ্ছে তাতে আমরা বড়ই আনন্দিত হয়েছি আশা করি ভবিষ্যতে এর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

স্কাউট নিয়মাবলী

১০। কি চিন্তায়, কি কথায়, কি কার্য্যে, স্কাউট সদাই নির্ম্মল।

অমিয়,—

আজ দশের নিয়মটা; তাহলেই তোমারত সব গুলই হয়। তোমার পেট্রোল লীডার বলছিল যে টেনডারফুটের অন্যসব পরীক্ষা গুলি তোমার হয়ে-গেছে, তাহলে তুমি এবারকার র‍্যালিতেই মন্ত্র নিয়ে প্রকৃত স্কাউট হতে পারবে, তবে আর কি এবার তুমি দলে এসে গেলে, কেমন।

তোমার মনে আছে বোধহয় অমিয়, যে প্রথম নিয়মটার বিষয় বলবার সময় আমি বলি যে 'তোমার আচার ব্যবহার কথা বার্ত্তা এমন হওয়া চাই যাতে অপরেব তুমি বিশ্বাস ভাজন হতে পার তানাহলে শুধু স্কাউট হলেই তোমায় লোকে বিশ্বাস করবেনা' তার পরে তুমি তখন জিজ্ঞেসা কর যে ১ম আর এই দশের নিয়মের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, কেমন মনে আছেত?

অমিয়—হ্যাঁ স্যার, আপনি বলেন যে এই দশের নিয়ম মেনে চললে ১ম নিয়ম মেনে চলা হয়।

স্কা-মা—তাছাড়া ওই প্রথম নিয়মের উদ্দেশ্য কি তা এই দশের নিয়মেই টের পাওয়া যায়।

তুমি এ নিয়মটির বিষয় ভেবে দেখেছ ত? পালন করা কিছু শক্ত, না?

অমিয়।—সব সময় স্যার ঠিক থাকতে পারা যায় না।

স্কা মা—তা আমরা আশাও করি না; তারজন্যে তুমি কুণ্ঠিত হ'ওনা। আমরা এইটুকু চাই যে তুমি তোমার সাধ্যমত এটা পালন করবে; ভুল হয় আবার চেষ্টা করবে। সেই চেষ্টাটুকু থাকা চাই তাহলেই দেখবে যেটা কঠিন মনে হত ক্রমশঃ তা সহজ হয়ে আসবে। চীফস্কাউট সেজন্য স্কাউট প্রতিজ্ঞায় বলেছেন যে আমি সত্যে নির্ভর করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি যথাসাধ্য—

(৩) স্কাউট নিয়মাবলী পালন করিব।

এইখানেই তাঁর মহত্ব দেখা যায়। কারণ তিনি এ ব্যবস্থা করেন নি যে এ পালন করতেই হবে, ওর আর ভুল চুক হবার যো নাই। তিনি জানেন যে আমরা মানুষ, আমরা সাধারণতঃ দুর্ব্বল, নিখুঁত হতে হলে আমাদের সাধনার দরকার তার তিনি সময় দিয়েছেন। নিয়মটি হচ্ছে এই যে কি চিন্তায়, কি কথায়, কি কার্য্যে স্কাউট সদাই নির্ম্মল।

অমিয়—আমায় বলতে দিলেন না স্যার।

স্কা-মা।—তুমিত জানই। আচ্ছা তুমি সে কবিতাটি পড়েছ—

আশীর্ব্বাদ কর পিতা এ ক্ষুদ্র সন্তানে
তব ইচ্ছা নহে যাহা ভুলিয়াও কভু তাহা
কাজেতে না করি যেন ভাবি নাক মনে।

অমিয়। হাঁ স্যার ওইত আমাদের এ নিয়মটিও তাই।

স্কা-মা।—প্রথমতঃ তোমার চেষ্টা হবে যেন কোনও কু চিন্তা কখনও মনে না উদয় হয়। তারপর তোমার কথা বার্ত্তায় সভ্য হওয়া চাই আর খারাপ কাজত করবেই না। সঙ্গ দোষে অনেক দোষ ঢোকে। অসৎ সঙ্গ কোন মতেই রাখবে না; বিষ যেমন ত্যাগ করতে হয় সেইরকম খারাপ লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। কুসঙ্গ থেকেই ছেলেরা কথাবার্ত্তায় অসভ্য হয়ে যায়—শপথ করতে গালা-গালি দিতে শেখে। রাস্তার ছেলেগুলো দেখছত কি রকম কথা বার্ত্তা কয় অনেক সময় কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

অমিয়।—হ্যাঁ স্যার বড় গালাগালি দেয় আর দিব্যি গালে।

স্কা-মা—আমাদের ছেলেদের মধ্যেও ত দেখতে পাই কতকগুলো শপথ করা প্রচলন আছে। 'মাইরি" তার একটা। যেন মুখথেকে তাদের আপনা আপনি বেরিয়ে পড়ে, কতবার আমি কত ছেলেদের ধমকেছি যে ও বলাটা বড় দোষের। তোমাদের কর্ত্তব্য হবে যে যদি কাউকে বলতে শোন তাকে সাবধান করে দেবে। আজকাল আবার আর এক রকম চলন হয়েছে—অনেকে মনে করেন যে কথায় কথায় শপথ করা মস্ত সাহেবিয়ানা। তাঁদের মুখে ওরকম শুনলে কি রকম মনে হয় জান যেন এক একটি বাঁদর। সাহেবদের গুণ গুলো আমারা ন'ব না দোষগুলি কিন্তু ষোল আনা ন'ব। আর তাছাড়া ওটা ফিরিঙ্গিদের মধ্যেই চলন বেশী জানতাম, আসল ভদ্র সাহেবদের মধ্যে দেখিনি অথচ এঁরা নিজের দেশের শিষ্টাচার ভুলে তাঁদের দলে মিশতে চান এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। দেখো বাপু যেন ওরকম হ'ওনা।

অমিয়—না স্যার।

স্কা মা—এ ত গেল মানুষের সঙ্গ এছাড়া আর এক সঙ্গ আছে যেটা বাঁচিয়ে চলতে হবে—খারাপ বই পড়া কিংবা খারাপ ছবি দেখা। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়ছে। ব্যবসার লোভে ছেলেগুলোর বিষয় কেউ ভাবেনা। ওর মোহে পড়না। আজকাল বায়স্কোপও ক্রমশঃ ছেলেদের ভবিষ্যতের পক্ষে বড় বিষময় জিনিস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুরুচিপূর্ণ আর যাতে শিক্ষা হয় এ রকম ছবি আজ কাল খুবই কম দেখান হয়। পয়সার লোভে খালি মানুষের পাশবিক স্পৃহাগুলি যেগুলি আগে লোকের অগোচরেই থাকত তাই সামনে এনে সাজিয়ে ধরা হচ্ছে, এটা বড় দুঃখের বিষয়। এমন একটা ভাল জিনিস যার দ্বারায় কত উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে তার কি অপব্যবহার আজ কাল হচ্ছে। দেখে মনে হয় যে বিজ্ঞানের এ উন্নতি বোধ হয় না হলেই ভাল হত।

অমিয়।—আমি স্যার মাঝে মাঝে ভাল ছবি হলে দাদার সঙ্গে দেখতে যাই।

স্কা মা।—সেত ভাল কিন্তু আমার চোখের সামনে কতগুলি ছেলের দেখলুম নেশা চেপে গিয়ে কি ক্ষতিটাই হয়েছে। যাক্ তাই তোমাকে আগে থাকতেই সাবধান করছি।

তারপর তোমার নিজের শরীর কে পরিষ্কার রাখতে হবে। শরীরে যেন কোনও দোষ না ঢোকে। পরিমিত আহার করবে, প্রতিদিন স্নান আর নিয়মিত ব্যয়াম করবে। শরীরের দিকে দৃষ্টি থাকলে মন ভাল থাকবে দুশ্চিন্তা আসবে না আর খারাপ কাজ করতেও প্রবৃত্তি হবে না।

এই তোমার নিয়মগুলি শেষ হয়ে গেল। আশা করি তুমি এগুল মনে রাখবে আর সাধ্যমত পালন করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু দেখা যায় যে মানুষের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কখনও কখন ভুল হয়ে যায় তাই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জিনিসের দরকার —ভগবানে বিশ্বাস থাকা চাই। তাঁর উপর নির্ভর ক'রো দেখবে অনেক বল পাবে। তাই কবি তোমাকে তাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতে শেখাচ্ছেন "আশীর্ব্বাদ কর পিতা এ ক্ষুদ্র সন্তানে"।

এস অমিয় আসছে দিন তুমি সকলের সামনে তোমার স্কাউট মন্ত্রে দীক্ষা হবে আশাকরি তুমি আমাদের এই স্কাউট সম্প্রদায়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন হবে।

স্কাউটমাষ্টার—নৃপেন্দ্র নাথ বসু।

সহুরে ছেলে

তার নামটি ছিল বীরেন্দ্র, চালচলনে দেখতে যেন অনেক বড় বড় বীরকে সে সহজেই সায়েস্তা করেছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে পরে তার বীরত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছিলুম। শুনেছি যে তার ঠাকুমা তাকে প্রথমে "সুধীর না সুশীল" নামকরণ করেছিলেন কিন্তু নামের সঙ্গে তার স্বভাবের কোন সামঞ্জস্য না থাকায়, তার নামটা বাধ্য হয়েই বদলাতে হয়েছিল। আজ বীরেন্দ্র সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করব।

আমাদের গ্রামটি কলিকাতা হতে অনেক দূরে, যাওয়া আসাও বড় কষ্টকর, এই কারণে আধুনিক সভ্যতার আলোক আমরা ভাল করে পাইনি। কলিকাতার স্কুলের ট্রানস্ফার নিয়ে বীরেন্দ্র আমাদের গাঁয়ের স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে এসে ভর্ত্তি হল। পরশ্রীকাতর ছেলেরা রটিয়েছিল অবশ্য পান্নার প্ররোচনায়, যে বীরেন কলকাতায় ফোর্থ ক্লাসেই ৪ বার ফেল হয়েছিল আর শেষবারে পরীক্ষায় টুকেছিল বলে তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তার বাবা তাই তাকে আর সেখানে রাখেননি, বীরেনের মামার বাড়ী এই গাঁয়েই, তাই এখানে পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পান্না বলে যে মাস দুই আগে যখন তার পা ভেঙ্গে গেছল, তখন কলকাতার হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল সেই সময় সে বীরেনের সম্বন্ধে উক্ত প্রকার তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে। বীরেনের সম্বন্ধে এ সব কথা আমাদের বিশ্বাস করতে সাহস হয়নি, কি জানি যদি বীরেন্দ্র আমাদের উপর তার বীরত্ব প্রকাশ করে ফেলে।

পান্না আর বীরেনের মধ্যে বেশ একটা রেষারেষি হয়েছিল ঠিক এই কারণেই—বীরেনও পান্নাকে দুচোখে দেখতে পারত না, পান্নাও বীরেনকে ভালচোখে দেখত না। পান্নার গায়ে ভয়ানক জোর, পান্না ত বলে বেড়াত যে বীরেন তার ঘুঁসির ভয় ভয়ানক রাখে।

আমাদের কিন্তু বীরেনের উপর হঠাৎ ভয়ানক ভক্তি হয়ে উঠল। তার কারণও আছে—ভর্ত্তি হয়েই বীরেন লেখাপড়া সম্বন্ধে সবাইকে অবাক ক'রে দিল। থার্ড মাষ্টার আজ অবধি কাউকেই ভাল বলেন নি—তিনি অবধি বল্লেন বীরেন মেধাবী ছাত্র, কারণ বীরেন cat এর সম্বন্ধে যা essay লিখেছিল তাতে থার্ড মাষ্টারের অবধি মাথা ঘুরে গেছল, প্রত্যেক কথায় ডিক্সনারি খুলে দেখতে হয়েছিল, হুনুলুলুতে বেড়াল গুলো নাকি হিপোপটেমাসের মতন দেখতে—এ কথাও লিখতে ভোলে নি। সেদিন থেকেই বীরেনের উপর আমাদের ভক্তি বেড়ে উঠল। তারপর এক দিন ডিবেটিং ক্লাবে বক্তৃতা কোরে আমাদের সবাইকে অবাক কোরে দিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল "স্বরাজ হলে ফুটবল খেলা বিধেয় কিনা"। সে সম্বন্ধে সে যা বল্লে তার মধ্যে অনেক গভীর গবেষণা ছিল, মহাত্মা গান্ধী, সি আর দাশ এ সম্বন্ধে কি বলেছেন তাও উল্লেখ করতে ভুলল না—ফুটবল বিদেশী খেলা, যে ছেলে ফুটবল খেলে সে দেশের পরম শত্রু ইত্যাদি। পান্না তার উক্তির জোর প্রতিবাদ করল, পান্না কিছুতেই স্বীকার কর্ত্তে চায় না যে সমস্ত ফুটবলই বিলাতী, কলিকাতার চৌধুরী কোম্পানীর একটা ক্যাটালগ থেকে দেখিয়ে দিল যে দেশী চামড়ায় এখানেই ফুটবল তৈয়ারী হতে পারে। বীরেন ত হেসে উড়িয়ে দিল—"আমি সারাজীবন কলকাতায় বাস করে এলাম, আর উনি আজ আমায় জিনিষ চেনাচ্ছেন হ্যাঁ।" পান্না কি জবাব দিতে চাচ্ছিল, কিন্তু তখন আর তার কথা শোনে কে, আমরা বীরেনের বক্তৃতায়

মুখ, পান্নাকে কথা বলতেই দেওয়া হল না। আমাদের মন এই সব কারণে বীরেনের উপর ঝুয়ে পড়ল, শুধু পান্নাই এক ঘরে হয়ে রইল, এমন কি থার্ড মাষ্টার অবধি আমাদের দলে। পান্না কিন্তু সব সময় বলে বেড়াত যে বীরেনের সবটাই বুজরুকি, সে কিছুই জানে না চাল সর্ব্বস্ব, সে যে Cat এর Essay লিখেছিল তাতে Dictionary দেখে যেমন তেমন কতকগুলো বড় বড় কথা লাগিয়ে দিয়েছিল, তার কোন মানে হয় না, আর ডিবেটিং ক্লাব এর বক্তৃতায় সে গায়ের জোরে জিতেছে, মহাত্মা গান্ধী, সি আর দাশ ফুটবল খেলতে কখনও বারণ করেন নি—থার্ড মাষ্টার যেমন বোকা তাই বীরেনকে বাহাদুরি দেয়। বীরেন আর পান্নার মধ্যে এই রেষারেষির ফলে নাকি একদিন বীরেন নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে পান্নাকে একা পেয়ে শিক্ষা দেবার চেষ্টায় ছিল কিন্তু পান্না বলে যে বীরনকে এক ঘুসি লাগাতেই সে দমে গেল, বল্লে তোর সঙ্গে আমার কোন অসদ্ভাব নেই। যা হোক আমাদের কিন্তু বীরেনের উপর ভক্তি বেড়েই গেল।

বীরেনের সঙ্গে রাসের দিন মেলায় দেখা হল, আমরা সবাই তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মেলা দেখতে লাগলুম। বীরেন চার আনার তেলে ভাজা পাঁপড় কিনে আমাদের ভাগ করে দিল, আবার শেষকালে আমাদের সবাইকে নাগরদোলা চড়িয়ে দিল আমরা ক সবাই কৃতার্থ হয়ে গেলাম, বীরেনের সঙ্গলাভ ত সৌভাগ্যের কথা। বীরেন বলল দেখ্ তোরা আমার সঙ্গে মিশিশ না কেন, আমরা সবাই একসঙ্গে পড়ি আমাদের কত ভাব হওয়া উচিত—এই বলে কোন গোলস্মিথ না চ্যাপ্টাস্মিথের এক কবিতা আবৃত্তি কোরে 'বন্ধুর' মানে কি ভাল কোরে বুঝিয়ে দিল। আমরা ত অবাক বীরেনের মত মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব, তার উপর সে কলিকাতার ছেলে। শেষে বল্লে যে কাল নদীর ধারের চরে আমার সঙ্গে ৪॥০ টার সময় বেড়াতে আসিস অনেক গল্প সল্প করা যাবে আর তোদের চা তৈরী করে খাইয়ে দোব। বীরেনের এ সমস্ত শুনে ত আমাদের তাকে কোন ছদ্মবেশী ধনকুবের বলে মনে হল। আমরা পাড়াগেঁয়ের অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্র, বেশীর ভাগই নেহাৎ গরীব লোকের ছেলে, কথায় কথায় যে নাগর দোলা চাপাতে পারে, একেবারে চার আনার পাঁপড় ভাজা খাওয়াতে পারে আবার চা খাওয়াবে—তার উপর অগাধ ভক্তি হওয়ার আর বিচিত্রতা কি। বীরেনের সঙ্গে মিশতে পারা ত ভাগ্যি তার অসীম অনুগ্রহ যে আমাদের মত নগন্য লোককে এত খাতির করে। আমরা ত তারপরের দিন আসবার প্রতিশ্রুত হয়ে মেলা থেকে বিদায় হলুম, অবশ্য চায়ের লোভটাও বিলক্ষণ ছিল, আমাদের অনেকেরই চা চেখে দেখার সৌভাগ্য আজ অবধি হয় নি। বলা বাহুল্য, পান্না আমাদের দলে ছিল না, বা আমরা তাকে এবিষয়ে কিছু বলি নি।

পরের দিন ৪টা বাজতেই চরে গিয়ে পৌঁছালুম বীরেন তখনও আসে নি। চা খাওয়া সম্বন্ধে অনেক জল্পনা কল্পনা আমরা করতে লাগলুম রামা বল্ল—চা ভয়ানক নেশার জিনিষ, খেলেই অজ্ঞান হয়ে যেতে হয়। বোকা বল্ল—ফুঁ দিয়ে না খেলে তখনি মূর্চ্ছা হয়, আর যাদের হার্ট উইক তারা গরম চা খেলেই মারা যায়—একথা তাকে ডাক্তারে বলেছে। সুরেন বলল আমি ৪।৫ বার চা খেয়েছি, চিনির বদলে তাতে অবশ্য গুড় দিয়েছিলো তাতে আমি অজ্ঞান হয়েছি বলে মনে হয় না, বোধ হয় মাথা ধরেছিলো—এমন সময় বীরেনের শ্রীমূর্ত্তি দেখা গেল, শিস্ দিতে দিতে অগ্রসর হচ্ছে। কাছে এসেই বল্লে কিরে তোরা কতক্ষণ? আগেই ১৫ মিনিট কি unpunctual তোরা, এত সময় নষ্ট করিস্ সময়ের দাম কত জানিস্? তার পর আমরা চরের উপর

বেড়াতে লাগলুম নানারকম কাথাবার্ত্তা গল্প চল্‌তে লাগল অবশ্য বক্তা বীরেন্দ্রনাথ। না, পান্নাটা নেহাৎ বিশ্বনিন্দুক, তাই বীরেনের ভাল দেখতে পারে না, বীরেন দেখলুম লেখা পড়া সম্বন্ধে একটা বিদ্যাসাগর বললেও অত্যুক্তি হয় না। কত বড় বড় কবির নাম করতে লাগল, কত ভাল ভাল কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল, বল্‌লে কীটস্, গ্রে, বাইরণ, সেলী, সেক্সপিয়ার প্রভৃতি সব তার ঠোঁটস্থ—বাংলা, সংস্কৃততেও অগাধ ব্যুৎপত্তি, গীতা বেদ সবই তার ভাল করে পড়া আছে, গ্রীক আর জার্ম্মান ভাষাও ভালরকম জানে, এই সমস্ত পড়েই ত তার নিজের বই পড়ার সময় পায় না, নচেৎ সে Triple প্রমোশন পাবার ছেলে। সে বিজ্ঞানও ভাল জানে, জড়পদার্থের প্রাণ আছে একথা সে প্রমাণ করতে পারে। সুরেন জিজ্ঞাসা করল, 'বিজ্ঞান' কাকে বলে? উত্তরে বীরেন বললে তোরা দেখছি একেবারে Native, Nigger, পাড়া-গেঁয়ে ভূত কিছুই জানিস্ না, তাই তখন থেকে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে রয়েছিস (আমরা বীরেনের উপর ভক্তিমূলক বিস্ময়ে তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে ছিলুম) এতক্ষণ আমি যে সব কথা বল্লুম তার বুঝি কিছুই বুঝতে পারিস নি নেহাৎ গবেট তোরা, তা তোদের আর দোষ কি, না শেখালে তোরা শিখবি কি কোরে। এখানকার মাষ্টার-গুলোও দেখছি নেহাৎ অপদার্থ; হ্যা কি জিজ্ঞাসা করছিলি, বিজ্ঞান মানে কি, আর এর ত খুব সোজা ডেফিনেসন পড়ে রয়েছে Be মানে হওয়া Gun মানে বন্দুক অর্থাৎ এমন শাস্ত্র যার দ্বারা বন্দুক তৈয়ারী হয়, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মিল্টন এই রকম মত প্রকাশ কোরেছেন। বীরেনের একটা বিশেষত্ব ছিল যে সে প্রত্যেক কথা কোন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বা কবির উক্তির দ্বারা সমর্থন কোরে দিত।

ইতিমধ্যে বোকাটা একবার চায়ের কথাটা সম্বন্ধে মনে করিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু বীরেন এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিল, বল্লে তুই কোথাকার ইডিয়াট, নেটিভ, নিগার ভদ্রলোক কথা কইছে তার মাঝে বাধা দিতে আছে, যত সব পাড়াগেঁয়ে ভূত কবেই যে ভদ্রতা শিখবি। বীরেন আবার বক্তৃতা সুরু করল, কলকাতা সম্বন্ধে নানা কথা বল্লে, ইলেক্ট্রীকের কথা, ট্রামের কথা প্রভৃতি। তার স্কুল সম্বন্ধেও অনেক কথা বল্লে আরও বল্লে যে এখনকার স্কুল সমূহের System of Education এর উপর সে হাড়ে হাড়ে চটা—এই System খারাপ বলেই আজ আমাদের দেশের এত অন্নকষ্ট, সার আশুতোষের পলিসি সে সমর্থন করে না, সার আশুতোষ ভয়ানক অটোক্রাট। বোকাটা হাঁদা কিনা, তাই আবার গাধার মতন জিজ্ঞাসা কল্লে, অটোক্রাট কি? অবশ্য বীরেনের কাছ থেকে পূর্ব্বের ন্যায় ধমক খেল, আমরা সবাই মিলে যখন পীড়াপীড়ি করলাম অটোক্রাট মানে কি, বীরেন স্পষ্ট কোরে কিছু না বললেও এটা আভাষে জানিয়ে দিলে যে অটোক্র্যাট এক রকম সুগন্ধি দ্রব্য আতর বিশেষ। তার কথার মাঝখানে বাধা দেওয়ায় বীরেন কিন্তু আবার চটে উঠেছিল বললে, তোরা নেটিভ নিগার কথা কইতে জানিস না, যা তোদের সঙ্গে কথা কইব না, এই বলে আমাদের কাছ থেকে চলে যায় আর কি। অনেক কষ্টে অনেক খোসামুদি করে তাকে আমরা ফিরিয়ে আনি, আর বোকাটাকে বেশ করে কয়েক ঘা দিয়ে আমাদের দলে থেকে দূর করে দিলুম—সত্যিই ত কলিকাতার ছেলেদের সঙ্গে মিশতে হলে কি আর বোকাটার মতন পাড়াগেঁয়ে ভূত থাকলে চলবে। যাক্ বীরেন একটু ঠাণ্ডা হয়ে আরও কলিকাতা সম্বন্ধে নানান কথা শোনাতে লাগল, কলিকাতায় বাইসকোপ হয়—সে অনেকবার দেখেছে; থিয়েটার আছে থিয়েটার মানে তোদের native nigger পাড়াগেঁয়ে যাত্রা নয়, সেখানকার থিয়েটার সব Artএর দিক দিয়ে দেখতে হয়। বলা বাহুল্য Art মানে পূর্ব্ব পশ্চিম

কোন দিক বলেই আমবা ভেবে নিলুম। তারপব সে পর্দ্দা থাকা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে, মেয়েদেব পর্দ্দা থাকা সে মোটেই দেখতে পাবে না পর্দ্দাই হচ্চে আমাদের অধীনতার ভিত্তি, কলকাতায় একটী Lady Friendএব সঙ্গে সে সময়ে সময়ে সমাজে যেত সে কথাও বল্লে এবং আমাদেব পবামর্শ দিল যেন আমবাও চেষ্টা কবে নিজের নিজেদের বাড়ী থেকে পর্দ্দাব প্রচলন ক্রমে ক্রমে তুলে দেই। এই সঙ্গে বলা ভাল যে সুরেনটা বীরেনের কথামত কার্য্য করবাব প্রয়াশ পেয়েছিল, ফলে তার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা মোটে প্রীতিপ্রদ হয নি। সুবেনেব নির্য্যাতন দেখে আমবা এ বিষয়ে আব বেশী চেষ্টা করতে সাহস করি নি। অবশ্য বীবেনেব কাছে এর জন্ত ভয়ানক বেশী রকম Native Nigger হতে হয়েছিল আর আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন আশাই নেই এ রকম মন্তব্য ও শুনতে হয়েছিল। সেদিন বীরেনের গল্প আর খানিক শুনতে শুনতে সন্ধ্যা হয়ে গেল—বক্তৃতার মধ্যে বেশী আশ্চর্য্য হবাব কথাব বিষয় হচ্চে যে বীরেন লাটসাহেবকে দেখেছে, বীরেনেব খুব কাছ দিয়েই তাঁব মোটব চলে গেছে, বীবেনও চার পাঁচবাব মোটবে চড়েছে, মোটবে চড়লে গা বমি করে না, এটা পাড়াগেঁয়ে ভূতদেব ভ্রান্ত ধারনা, আবও সে এরোপ্লেন বলে এক বকম কলের শূন্যে উড়া পাখী দেখেছে ; একবাব একটা সাহেবকে এমনি মেরেছিল যে ব্যাটা বীরেনকে বেশী কিছু বলতে সাহস করে নি, শুধু কানটি ধরে বলেছিল "বাবু তুমি ছেলে মানুষ তাই তোমায় ছেড়ে দিলুম।" একবার মির্জ্জাপুব পার্কের দরজায় স্বয়ং গান্ধী মহারাজকে পায়ের ধুলো নিয়ে পেন্নাম কবেছে ও স্কুলে না গিয়ে সে লেজিসলেটিভ কাউনশিলেব দবজায় মন্ত্রিদেব বেতন নির্দ্ধারনের দিন "বন্দে মাতবম" বলে চেঁচানতে একটা গোরা সার্জ্জেণ্ট তাকে এমন তাড়া দেয় যে সে একেবারে ইডেন গার্ডেনে এক ছুটে পালায়। বীবেন আবও বল্লে যে ভূতে-তাব মোটে ভয় নেই, ভূত মোটেই নেই, থাকতে পাবে না।

এই রকম বীরেন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপ শুনে আমাদেব সভা ভঙ্গ হোল—অবশ্য নেটিভ নীগাব হবাব ভয়ে আমরা কেউ চায়েব কথাটা তুলতে সাহস করি নি। যাবাব সময় আবার পবের দিন আসতে প্রতিশ্রুত হয়ে গেলাম। শুধু পটলা বাস্তায় যেতে যেতে বল্লে কই ভাই, চায়ের ত কোন কথাই বললে না, মিছামিছি আর গিয়ে কি হবে। আমি সবাইকে ভরসা দিলুম যে চায়ের প্রস্তাবটা কাল আমি নিজেই তুলব।

ক্রমশঃ—

শ্রীশিবানিপ্রসাদ চৌধুবী,
সহকাবী স্কাউটমাষ্টার।

ইউনিয়ন জ্যাক

প্রতুল, তোমার ইউনিয়ান জ্যাকটা শেখা হলেই ত তুমি টেণ্ডারফুট হয়ে যাও; এস আজ ওটাই তা হলে শেষ করা যাক।

ইউনিয়ান জ্যাক সম্বন্ধে তোমায় জান্‌তে হবে যে উটির অর্থ কি অর্থাৎ ওর মধ্যে কি কি দেশের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে আর কেন ও ভাবে ওগুলি মিলিত হয়েছে। কি ভাবে ওটাকে ওড়াতে হয় তাও জানতে হবে। এ শিখতে হলে প্রথমে এ সংক্রান্ত ইংলণ্ডের ইতিহাসও তোমায় কিছু জানতে হবে। তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে যে এমন কি ইংরাজদের ভেতরেও অনেকেই কি করে, কেন বা কবে এ ইউনিয়ান জ্যাকের সৃষ্টি হল আর এর ব্যবহারই বা কি সে সম্বন্ধে সঠিক খবর রাখে না।
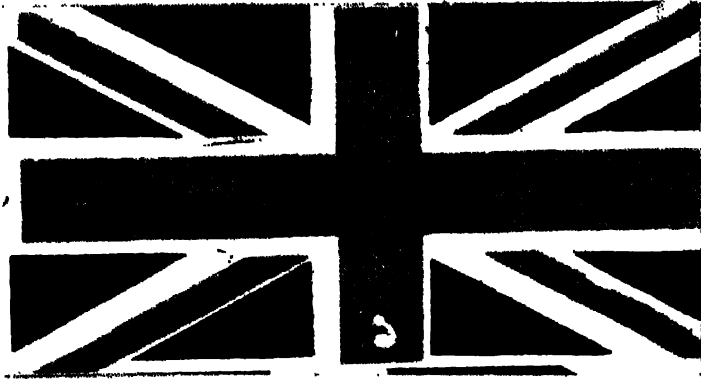
পতাকার প্রধান উদ্দেশ্য জাতি নির্দ্দেশ করা, আর সেই উদ্দেশ্যে নৌবিভাগেই এটা বেশী ব্যবহার হয়। দেখা যায় যে সব দেশেরই বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, এমন কি বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারদের ভেতরও এক একটা বিশিষ্ট পতাকার ব্যবহার প্রায় সেই পুরাকাল থেকেই চলে আসছে।

ইউনিয়ন জ্যাক এর নাম হল কেন বলছ? তার কারণ ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড এই তিন দেশের তিনটি নিশান নিয়ে এটা তৈরী, আর "জ্যাক" এর বিষয় পরে বলছি।

ইংলণ্ডের নিজস্ব নিশান হচ্ছে—সাদা জমির ওপর লাল রংএর ক্রশ; এটা সেণ্ট জর্জ্জের পতাকা বলেই পরিচিত। ১নং ছবিটা দেখলেই ঠিক বুঝতে পারবে। ইংলণ্ডের রাজা আর্থার আর তাঁর বীর সম্প্রদায়ের কথা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। সে প্রায় ১৫০০ বছর আগেকার কথা। এই বীর সম্প্রদায় আর্ত্তের প্রতি বীরের কর্ত্তব্য ও বীরের শিক্ষা ও সংযম সম্বন্ধে একটা আদর্শ নিয়ম গঠন করেন। এরাই আবার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযোদ্ধা বলে পরিচিত। ওদের ঐ নিয়মগুলির সঙ্গে স্কাউটদের নিয়মগুলি যদি মিলিয়ে দেখ ত দেখবে যে ওদেরই আদর্শে আমাদের স্কাউট নিয়মাবলী তৈরী। এই যোদ্ধাদের ইষ্টগুরু ছিলেন সেণ্ট জর্জ্জ। ভাল এক জন অশ্বারোহী ছিলেন বলে সেণ্ট জর্জ্জ এঁদের খুব প্রিয় পাত্র ছিলেন। এই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যোদ্ধারা এই লাল ক্রশ তাদের সম্প্রদায়ের চিহ্নস্বরূপ ব্যবহার কর্ত্ত। এই ধর্ম্মযুদ্ধ থেকেই সেণ্ট জর্জ্জের নিশান বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তারপর চতুর্দ্দশ

শতাব্দী থেকে এটা ইংলণ্ডের জাতীয় নিশান বলে প্রচলিত হয়। এই পতাকা নিয়েই ইংলণ্ডের যুদ্ধ জাহাজ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে বিশাল স্প্যানিশ আর্মাডাকে পরাজিত করে গৌরব লাভ করে। এবং এখনও এই নিশান যুদ্ধ জাহাজের অধিনায়কের চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

তারপর জান বোধ হয় যে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেমস্ প্রথম জেমস্ উপাধি নিয়ে উত্তরাধীকারী সূত্রে ইংলণ্ডের রাজা হওয়ায় ঐ দুই দেশ সংমিলিত হয়। তখন স্কটল্যাণ্ডের নিশান ছিল সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুস পতাকা। ঐ ৪নংএর ছবিটায় দেখলেই বুঝতে পারবে যে স্কটল্যাণ্ডের নিশান ছিল নীলজমির ওপর সাদা কোনাকুনি ক্রশ।

স্কটল্যাণ্ডের নীল পাহাড়গুলি কথা নিশ্চয়ই শুনেছ। এই পাহাড়গুলির কথা মনে রাখলেই পতাকার নীল জমিটা তোমার মনে থাকবে। আর কোণাকুণি ক্রুশের অর্থ এই যে স্কটল্যাণ্ডের ইষ্টদেব সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুজ ধর্ম্মের জন্য ঐ রকম একটা ক্রুশে জীবন দেন। ১৬০৬ সালে ইংল্যাণ্ড ও স্কট্ল্যাণ্ডের নিশান একত্র করে নৌবিভাগে ব্যবহার করা ঠিক হয়। সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুজ পতাকার ওপর সেণ্ট জর্জ্জের পতাকাটা দিয়ে নতুন একটা পতাকার সৃষ্টি হয়। এবার ঐ ২নং ছবিটা দেখ্লেই বুঝবে যে এই একত্র করার ফলে ইংল্যাণ্ডের নিশানের সাদা জমিটার প্রায় সবটাই ঢেকে দিয়ে কেবল লাল ক্রশের ধারে ধারে একটা সাদা পাড়ের মত রাখা হল।

তারপর ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে রাণী এ্যানি রাজকীয় ঘোষনা পত্রের দ্বারা এটাকে গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা বলে সাব্যস্ত করেন। এইটেই প্রথম ইউনিয়ন জ্যাক। ১৮০১ খৃষ্টাব্দ অবধি এই ইউনিয়ন জ্যাকই ব্যবহৃত হয়। তার পর ১৮০১খৃষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডের পতাকাও এর সঙ্গে সংযুক্ত করা দরকার হয়ে পড়ল।

স্কটল্যাণ্ডের মত আয়ারল্যাণ্ডের ইষ্টগুরু ছিলেন মহাত্মা প্যাট্রিক আর তাঁর পতাকা ছিল সাদা জমির ওপর লাল কোনাকুনি ক্রশ। ঐ ৩নং ছবিতে দেখ। দেখা গেল যে যদি তখনকার ইউনিয়ন জ্যাকের ওপর আয়ারল্যাণ্ডের ঐ পতাকা বসান যায় তা হলে স্কটল্যাণ্ডের সাদা ক্রশ একেবারে ঢেকে যায়; তা ছাড়া আর একটা কথা উঠল যে মহাত্মা এ্যাণ্ড্রুজের নিশান সকলের ওপরে থাকা উচিৎ না প্যাট্রিকের নিশান সকলের ওপর থাকা উচিৎ। কিন্তু এই দুটো নিশানের মধ্যে কোনটারই অপরের চেয়ে বেশী দাবী না থাকায় ওই দুই দেশেরই মান বজায় রাখবার জন্য এক চমৎকার উপায় বের করা হল। সেণ্ট প্যাট্রিকের নিশানের লাল ক্রশের চারটে হাতই মাঝখান থেকে চীরে ফেলা হল। যে হাত দুটো নিশান ওড়াবার লাঠিটার দিকে রইল তার ওপরের আধখানা আর লাঠি থেকে যে হাত দুটো দূরে রইল তার নীচের আধখানা ফেলে দেওয়া হল। আয়ারল্যাণ্ডের নিশানের সাদা জমিটা কি হল, বলত পার; সেটার প্রায় সবটাই ঢেকে গিয়ে খালি আয়ারল্যাণ্ডের নিশানের লাল ক্রশের চারধারে সাদা পাড়ের মত হয়ে রইল। এ রকম করে চীরে কি লাভ হল বলছ? লাভ হল এই যে স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড এই দুই দেশের নিশানেরই মানটা বজায় রইল। নিশানের লাঠির দিকের অর্দ্ধেকটায় স্কটল্যাণ্ডের সাদা ক্রশটা পড়ল ওপরে,আর অন্য দিকটায় আয়ারল্যাণ্ডের লাল ক্রশটা রইল ওপরে। ঐ ইউনিয়ন জ্যাকের সম্পূর্ণ ছবিটায় দেখ; এই লাঠির দিকের অর্দ্ধেকটার লাল কোনাকুনি ক্রশের ওপরে ও নীচের দুটো হাতেরই ওপরে চওড়া সাদা পাড় রয়েছে দেখছ ত? ওই চওড়া সাদা পাড়টাই হল স্কটল্যাণ্ডের সাদা ক্রশ। আবার এই দিকের অর্দ্ধেকটায় দেখ ওই রকম সাদা পাড় রয়েছে বটে কিন্তু সেটা লাল কোনাকুনি ক্রশের নীচে; কাজেই এ দিকটায় লাল ক্রশটাকে সাদা ক্রশের ওপরে দিয়ে আয়ারল্যাণ্ডের নিশানকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

নিশানের যে দিকটায় চওড়া সাদা পাড়টা ওপরে রয়েছে সেই দিকটা লাঠিতে লট্‌কান থাকে বলে তাকে বলে "হ্যোস্ট" আর অন্য দিকটা হাওয়ায় উড়তে থাকে বলে তাকে বলে "ফ্লাই"। আর নিশানটা ওড়াবার ঠিক নিয়মও হল এই-ই। কাজেই নিশান ওড়াবার সময় ঠিক দেখে নেবে যেন লাঠির দিকে সাদা চওড়া পাড়টা ওপরে থাকে। যদি তা না কর তাহলে নিশান ওড়াবার অর্থই আলাদা হয়ে যাবে। উল্টে করে ওড়ালে কোন রকম দুরবস্থা বা বিপদ হয়েছে এই বোঝায়।

এবার তোমায় "জ্যাক" নামটা কি থেকে এল তাই বলি। এ বিষয়ে নানা রকমের মত চলিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে রাজা জেমস্‌ যিনি ইংলণ্ড স্কটল্যাণ্ড এই দুই দেশের রাজা হওয়ায় এই দুই দেশের নিশান মিলিত হয়েছিল, তিনি ফরাসী ভাষায় Jaques বলে নাম সই করতেন। ওর উচ্চারণ ছিল "জ্যাক" আর তাঁর সেই নামেই এই নিশানের নাম হয়েছে "জ্যাক"। অনেকে আবার এও বলে যে সে সময় যোদ্ধারা এক রকম চামড়ার (বর্ম্মের অনুকরণে) জামা ব্যবহার কর্ত্ত আর সেই জামায় ইংলণ্ডের লাল ক্রশ আঁকা থাকাতে এই জামাগুলোকে বলত "জ্যাক" আর নিশানেও সেই রকম ক্রশ আঁকা থাকাতে তারও এই জ্যাক নাম হয়েছিল।

এবার তোমাকে ইউনিয়ন জ্যাকের মাপ সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে দিতে চাই। এর ঠিক পরিমাণ হচ্ছে যে এর লম্বাটা হবে চওড়ার ডবল। ইংলণ্ডের লাল ক্রশটা চওড়ায় হবে সমস্ত নিশানটার চওড়ার ৫ ভাগের ১ ভাগ আর তার চার পাশের সাদা পাড়ের চওড়াটা হবে ঐ লাল ক্রশের চওড়ার তিন ভাগের একভাগ। সেন্ট প্যাট্রিকে ও সেন্ট এ্যাণ্ড্রু এই দুটো কোনাকুনি ক্রশের সবশুদ্ধ চওড়াটা হবে নিশানের চওড়ার ৫ ভাগের ১ ভাগ। ওর মধ্যে আবার সাদা চওড়াটার মাপ হবে ৩ ভাগের ১ ভাগ আর বাকিটা হবে লাল আর তার আর এক ধারের সরু সাদা পাড়টা। যাক এ নিয়ে তোমায় বেশী মাথা ঘামাতে হবে না।

হ্যাঁ আর একটা কথা, নিশানটা টাঙাবার সময় যদি একেবারে লাঠির মাথায় না টাঙিয়ে তার মাঝখানে কোন যায়গায় টাঙাও তাহলে সেটা দুঃখ বা শোকের চিহ্ন হয়ে যায়। কাজেই এ বিষয়েও সাবধান হবে। মনে রেখ যে নিশানের ব্যবহার যা তা নয়, এর ব্যবহারের সঙ্গে একটা জাতির মর্য্যাদা নিহিত রয়েছে আর নিশান ওড়াবার অর্থও হচ্ছে সেই জাতির গৌরব ও সম্মান ঘোষনা করা।

যুদ্ধের সময় যদি শত্রুরা নিশান কেড়ে নিয়ে যায় তার উদ্ধারের জন্য সৈন্যরা অবহেলে প্রাণ দেয়, এ রকমত কত ঘটনা ত শুনেছ। তার কারণ যে ওই নিশানের সঙ্গে তাদের জাতের গৌরব মর্য্যাদা মিশান রয়েছে; নিশানের অপমান মানে তাদের জাতির অপমান।

ভারতবর্ষ এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত, ভারতের ইতিহাস এখন ইংরাজ ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হয়েছে। এই ইউনিয়ান জ্যাক বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিদর্শন স্বরূপ কাজেই এই নিশান এখন ভারতবর্ষেরও নিশান আর এর সম্মান করা মানে নিজের দেশকে সম্মান করা; এটাকে এই ভাবেই দেখবে।

এর পর দিন তুমি এই তিন দেশের আলাদা তিনটে নিশান, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের নিশান নিয়ে তৈরি প্রথম ইউনিয়ন জ্যাক, আর এখনকার ইউনিয়ন জ্যাক, এই ৫টা নিশান রং দিয়ে এঁকে এনে আমায় দেখাবে তাহলে বুঝব যে তুমি এর গঠন ঠিক শিখেছ।

পেট্রোল লীডার—অমর দেব।
১১-২য় ট্রুপ, কলিকাতা।

মুগলির কথা

"কা"র শিকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাগে ফুলতে ফুলতে কা বল্লে "হুঁ বটে! আচ্ছা এবার ওদের কিছু শিক্ষা দিতে হচ্ছে, যেন এর পর থেকে আমাকে ওরা ওদের প্রভুর মত দেখে ও সেই ভাবে আমার সম্বন্ধে কথা বলে। যাক চলত; মানুষের বাচ্ছাটাকে নিয়ে কোন দিকে গেছে ওরা?"

হতাশ হয়ে বালু বল্লে "কোথায় যে তাকে নিয়ে গেছে তা কেবল এই জঙ্গলের গাছপালাগুলই জানে। আমি বরং ভেবেছিলুম যে তুমি হয় ত এ বিষয় কিছু জানতে পার কা!"

কা বল্লে "আমি? আমি কি ক'রে জানব? নেহাৎ আমার সামনে এসে পড়লে ওদের ধরে আমি কিছু জলযোগ করি। এ ছাড়া ওদের পেছনে ত আর আমি তাড়া করে বেড়াই না। সে করা আর পুকুর থেকে ব্যাং ধরে খাওয়া আমি প্রায় একই মনে করি!"

'কা'র কথা শেষ হতে না হতে তারা ওপর থেকে একটা তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ শুনতে পেলে, "ওপরে, ওপরে, এই যে ওপরে আমি; খ্রি—ল্—ল্—ল্—ল; ও সিয়োনি নেকড়ে দলের বালু মশাই ওপর দিকে চেয়ে দেখুন।"

কোথা থেকে আওয়াজটা আসছে দেখ্‌বার জন্য বালু ওপরে চাইতেই চীলের রাজা র‍্যানকে দেখতে পেলে। সাঁঝের ডুবু ডুবু সূর্য্যের লাল আলোয় র‍্যানের পাখা দুটো ভরে গেছল—এ সময়টা র‍্যানের শোবার সময়; কিন্তু আজ বেচারা সারা জঙ্গলটা বালুকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে—এতক্ষণ অবধি কোথাও তার দেখা পায়নি।

বালু জিজ্ঞেস কর্লে "কি ব্যাপার হে র‍্যান?"

র‍্যাণ বল্লে "বাঁদর দলের সঙ্গে মুগলিকে দেখলুম আজ। মুগলি আমায়, তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বাঁদররা, সে খবরটা তোমায় দিতে বলেছে। তা আমি ত দেখলুম ওরা নদীর ওপারে বাঁদরদের রাজ্য—সেই ঠাণ্ডা দেশের দিকেই গেছে। কিন্তু তারা কতক্ষণ সেখানে থাকবে তাত আমি ঠিক বলতে পারিনা—১ ঘণ্টাও হতে পারে এক রাত্রিও হতে পারে, আবার হয় ত ১০ দিনও হতে পারে। তবে আমি বাদুড়দের বলে এসেছি রাত্তিরটা ওদের ওপর নজর রাখতে। যাক এই আমার বলবার ছিল, এখন আমি চল্লুম।"

এতটা খবর পেয়ে আনন্দে বাঘেরা লাফিয়ে উঠল—বল্লে "তোমার জয় হোক র‍্যাণ; আমার এর পরের শীকারে তোমায় আমি কখনই ভুলব না; শীকারের মাথাটা তোমার একলার জন্য রেখে দেব, বন্ধু।"

"না না এ আর আমি কি করেছি এত আমার কর্ত্তব্যই। আর তা ছাড়া সেই ছেলেটা জঙ্গলের "সেরা কথা" জানে। কাজেই সকলেই তাকে খাতির কর্ব্বে।" এই বলতে বলতে র‍্যাণ ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে গেল।

গর্ব্ব ও আশ্চর্য্যের সঙ্গে বালু বল্লে "দেখেছ এত বিপদে পড়েও ও বুদ্ধি হারায় নি—কথা কইতে ভোলে নি। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, যে কি করে পাখীদের শুদ্ধ সেরা কথাগুলো মনে করে রেখেছে ও।"

বাঘেরা বল্লে "যে রকম দৃঢ়ভাবে কথাগুলো

ওর মস্তিষ্কে ঢোকান হয়েছে তাতে ওর ভালবার জো কি! ওর এত গুণ আছে বলেই ত আমি গর্ব্বিত; যাক্ চল যত শীঘ্র হয় আমাদের ঠাণ্ডা দেশে পৌছান চাই-ই।"

"ঠাণ্ডা দেশ"টা কোথায় তা এরা সকলেই জানত। তবে জঙ্গলের কোন প্রাণীই কখনও সেখানে যায়নি। এই ঠাণ্ডা দেশটা হচ্ছে একটা খুব পুরান, পরিত্যক্ত সহর। জঙ্গলে ঢাকা পোড়ো বাড়িতেই ভর্ত্তি এ জায়গাটা। কোনও শীকারী পশু কখনও এ রকম জায়গায় থাকে না। কাজেই এটা ছিল কেবল কতকগুলো বুনো শুয়োর, সাপ আর বাঁদরদের ডেরা।

চিন্তিত হয়ে বাঘেরা বল্লে "খুব জোরে হেঁটে গেলেও সেখানে পৌছুতে আমার প্রায় আদ্ধেক রাত্তিরটাই কেটে যাবে—তাও আমায় যত দ্রুত পারি যেতে হবে।"

বালুর মুখটা বেজায় গম্ভীর হয়ে গেল।

বাঘেরা বলতে লাগল "তোমার জন্য অপেক্ষা করে যেতে আমার ভরসা হয় না। তুমি বরং আমাদের পরে এস বালু; আমি আর কা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যাই।"

চাপা গলায় কা বলে উঠল "পা আমার নেই বটে তবে আমি বুক দিয়েই তুমি চার পায়ে যা চলবে তার চেয়ে ঢের এগিয়ে যেতে পারি।"

তারা চল্‌তে আরম্ভ করে দিলে। বালু একবার চেষ্টা করলে ওদের নাগাল রেখে চলবার, কিন্তু একটু দূর গিয়েই বেচারা বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল। কাজেই তাকে পেছনে রেখেই তার অন্য দুজন সঙ্গীরা এগিয়ে গেল। বাঘেরা—চিতার উপযুক্ত লম্বা লম্বা লাফে এগোতে লাগল; বিশাল শরীর নিয়েও "কা" বেশ সহজেই তার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। সন্ধ্যা হবার কিছু পরেই একটা পাহাড়ী নদী পথে পড়ায় বাঘেরা এক লাফে সেটা পার হয়ে "কা"র চেয়ে এগিয়ে গেল; নদীটা সাঁতার কেটে পার হতে "কা"র একটু দেরী হলেও, সমান জমিতে উঠে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সে আবার বাঘেরাকে ধরে ফেল্লে।

অবাক হয়ে গিয়ে বাঘেরা বল্লে "আমার মুক্তি-দাতা সেই ভাঙ্গা তালাটার ওপর শপথ করে আমি বলতে পারি "কা" যে তোমার মত এত দ্রুত আমি কাউকেই যেতে দেখিনি।"

কা বল্লে "এর কারণ ক্ষিদেয় আমার পেটটা চড় চড় কর্চ্ছে, আর তা ছাড় আমায় বলে কি না ছোপওয়ালা ব্যাং!"

বাঘেরা বল্লে "আরে ব্যাং ত দূরের কথা, ব্যাং এরও খাদ্য মাটির পোকা—হল্‌দে পোকা, কেঁচো বলেছে তোমায়।"

"যাক্ সে একই কথা" বলে কা এগোতে লাগল।

ওদিকে হয়েছে কি ঠাণ্ডা দেশে গিয়ে বাঁদররা থামল। মুগলির কোনও বন্ধু যে তার উদ্ধারে আস্‌তে পারে এ কথা তাদের মাথায় একবারও আসেনি। মুগলি এর আগে কোনও সহর কখন দেখেনি—তাই চার ধারে কেবল পড়ো বাড়ি হলেও সে অবাক হয়ে তাই দেখ্‌তে লাগল। তার কাছে এ সব ভয়ানক অদ্ভুত আর চমৎকার ঠেকছিল।

সেই খানে একটা পাহাড়ের ওপর, সেই দেশের রাজার প্রাসাদ—ভগ্নাবস্থায় পড়েছিল। প্রাসাদের সভা গৃহের মার্ব্বল পাথর গুলোতে পর্য্যন্ত দাগ ধরে গিছল। দেয়ালের ফাটায় ফাটায় গাছ জন্মে গিছল। রাজপ্রাসাদ থেকে পাহাড়ের নীচে চারধারে কেবল দেখা যাচ্ছিল—পরিত্যক্ত মৌচা-কের মত ছাদবিহীন পোড়ো বাড়িব সারি। এই যায়গাটাকেই বাঁদর দল তাদের নিজেদের সহর বলে পরিচয় দিত। অন্য অন্য জানোয়ারদের চেয়ে অনেক সভ্যভাবে বাড়িতে বাস করে বলে—এরা নিজেরদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জানোয়ার বলে মনে কর্ত্ত। আসলে কিন্তু এরা ঘর দোরের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছুই জানত না। হয় ত সকলে মিলে সেই প্রাসাদের ভগ্ন মন্ত্রণা ঘরে গোল হয়ে বসে,

মানুষদের অনুকরণ কর্ব্বার চেষ্টা কর্চ্ছে—হঠাৎ একটা পোকা বা মাছি নিয়ে সকলে মিলে হুড়ো-মুড়ী মারামারি বাধিয়ে দিলে। কিন্তু এও বেশী-ক্ষণের জন্যে নয়; দু-একটা বাঁদর ঝাঁ করে চলে গিয়ে ছাদের এক কোণে কতকগুলি ইট জড়ো করে বাড়ি তৈরি কর্ব্বার চেষ্টায় লেগে গেল, পরক্ষণেই আবার তারা সে সব ফেলে দিয়ে এক লাফে গাছে উঠে ডালপালা ভাঙতে আরম্ভ করে দিলে। জল তেষ্টা পেয়েছে, পুকুরে জল খেতে গেল, কিন্তু হঠাৎ সে-সব ভুলে গিয়ে জলটাকে কাদায় ঘোলা করে দিয়ে তারা মারামারি কর্ত্তে লেগে গেল। তার পরক্ষণেই হয়ত দেখ্‌বে যে তারাই আবার হাত ধরাধরি করে লাফাচ্ছে আর চীৎকার কর্চ্ছে—

"বীর ও বিজ্ঞ শান্ত শিষ্ট বাঁদর দলের মত
জঙ্গলেতে কোন পশুই নেইক একটিও ত।"

এত কাণ্ড কর্ব্বার পর তাদের সহরে থাকার সখ হয় ত মিটে যেত। তারা দল বেঁধে আবার বনে ফিরে গিয়ে অন্য পশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ব্বার চেষ্টা কর্ত্ত।

মুগলির শিক্ষা ছিল কিন্তু একেবারে অন্য ধরণের, কাজেই বাঁদরদের এই মারামারি চীৎকার ইত্যাদি তার মোটেই ভাল লাগছিল না। তারা মুগলিকে নিয়ে যখন ওই ঠাণ্ডা দেশে পৌছায় তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। এতদূর আসবার পর বেচারা মুগলি একটু ঘুমুতে পেলে বাঁচত কিন্তু বাঁদররা তাকে সে সুবিধে না দিয়ে তাকে মাঝখানে বসিয়ে তার চারধারে লাফাতে আরম্ভ কর্লে আর তার সঙ্গে চীৎকার করে তাদের যত সব আজগুবি গান ধরলে।

তার পরেই একজন বাঁদর উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলে; সে দলের সকলকে জানিয়ে দিলে যে এই মুগলিকে চুরী করা তাদের ইতিহাসে একটা অত্যদ্ভুত কাণ্ড। আর এবার তারা মুগলির কাছ থেকে ঘর ছাওয়া প্রভৃতি অনেক জিনিষ শিখে নিতে পারবে। তাদের ইচ্ছানুযায়ী মুগলি কতক-গুলি লতানে গাছ জড় করে সে গুলো এক সঙ্গে বুনে তাদের দেখাতে লাগল। বাঁদররা তাকে অনুকরণ কর্ব্বার চেষ্টা কর্ত্তে লাগল। কিন্তু একটু ক্ষণ পরেই এতে আর তাদের উৎসাহ রইল না তারা আবার মারামারি হুড়োহুড়ী লাগিয়ে দিলে।

মুগলি তাদের জানিয়ে দিলে যে সে বড় ক্ষুধার্ত্ত, হয় তাকে কিছু খেতে দেওয়া হোক নয় তাকে খাবার জোগাড় করে নেবার হুকুম দেওয়া হোক।

তার কথা শেষ হতে না হতেই কুড়ি পঁচিশটা বাঁদর তার জন্য বাদাম, ফল মূল ইত্যাদি আনতে গেল। কিন্তু পথের মধ্যে আবার নিজেদের মধ্যে মারামারি বাধিয়ে দিলে—লাভের মধ্যে হল এই যে এক টুকরা ফলও মুগলির কাছে পৌছুল না।

(ক্রমশঃ)

অমর দেব—

বাঘেরা—৪র্থ-২য় প্যাক, কলিকাতা।

সমুদ্রের জল এত লোনা কেন ?

অনেক দিন আগেকার কথা এক দেশে এক কাঠুরে বাস করত। সে বনে কাঠ কেটে বিক্রি করে কোন রকমে ঘর সংসার চালাত। তার বড় ভাই খুব বড় লোক। কিন্তু সে তার ভায়ের দিকে একবার চেয়েও দেখত না। এক দিন সেই কাঠুরে তার কুঁড়ের পাশে কাঠ জালিয়ে আগুণ পোয়াচ্ছে, এমন সময় খুব বুড়ো একজন লোক, তার একগাল দাড়ি, আর একটা লাল জামা পরা, তার কাছে এল ও একটু আগুণ পোয়াতে চাইল। কাঠুরে বল্লে "না আমি দোব না।" আর বুড়ো বল্লে হ্যাঁ আমি বশবো। তারপর অনেক মতামতের পর সে বল্লে "আচ্ছা আমি যদি তোমায় খুব ভাল একটা জিনিস দি তাহলে আগুণ পোয়াতে দেবে ? তখন কাঠুরে জিগেস করলে "কি দেবে আগে বল, তবে দোব।" বুড়োটি তাকে বল্লে আমি তোমায় একটা যাঁতা দেব। তাকে তুমি যা বলবে সে তাই দেবে। কিন্তু থামাতে গেলে একটা মন্ত্র আছে সেইটা বলে তাকে থামাতে হয়। এই বলে বুড়ো তাকে ছোট্ট একটি যাঁতা দিয়ে ও মন্ত্রটা বলে দিয়ে আগুণ পোয়াতে লাগল।

সেই দিন রাত্রেই কাঠুরে তার স্ত্রীকে সব কথা বললে কাঠুরের ছেলেটা সব কথা শুনলে। গরীবের ছেলে সে কখনও ভাল কিছু খেতে পায় না তাই সকলে ঘুমলে সে তাড়াতাড়ি যাঁতাটাকে বলল "শীঘ্র সন্দেশ বের কর।" যাঁতাথেকে খুব সন্দেশ বেরুতে লাগল। সেও খুব পেটভরে সন্দেশ খেতে লাগল। থামাবার মন্ত্রটা কিন্তু ও লোভের চোটে শোনে নি। কি করে, ক্রমশঃ সন্দেশ কোমর পর্য্যন্ত ভরে উঠল, তারপর বুকে উঠল ও শেষকালে যখন নাক ছাড়িয়ে যাবার যোগাড় হল, দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল তখন সে চেঁচিয়ে উঠল। কাঠুরে আর কাঠুরের স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল। কাঠুরে তখন মন্ত্র বলে যাঁতাকে থামাল।

তারপর দিন কাঠুরে একটি সন্দেশের দোকান খুলে। কিছু দিন পরেই রাজার ছেলের বিয়ে। সহরময় ধুমধাম পড়ে গেছে। রাজার চাকরেরা সব দোকানে দোকানে বলে দিয়ে এল যে রাজবাড়ীতে সন্দেশ দিতে হবে। যার সন্দেশ সব চাইতে ভাল হবে সেই পুরস্কার সরূপ রাজার কাছে বকসিস ১০ হাজার টাকা পাবে। কাঠুরের কলের সন্দেশ সকলের চাইতে ভাল হল। রাজা তাকে ১০০০০ টাকা পুরস্কার দিলেন।

কাঠুরে ঠিক করলে বাণিজ্য করতে যেতে হবে। অনেক মাল পত্র, লোক জন নিয়ে বাণিজ্য করতে গেল, কাঠুরের খুব লাভ হল। এখন কাঠুরে আর সে কাঠুরে নেই। কাঠুরের কোঠা বাড়ি হয়েছে। রোজ জুড়ি গাড়ী করে বেড়াতে যায়। তার ধন দৌলত দেখে কাঠুরের ভায়ের ভয়ানক হিংসা হতে লাগল। একদিন কাঠুরে তার বড় ভাইকে তার যাঁতায় তৈয়ারী পায়েশ পাঠিয়ে দিলে। তাই খেয়ে তার বড় লোভ হল। কি করে, চাইতে পারে না। একদিন তার ভাই তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বল্লে "ভাই তুমি এমন সুন্দর পায়েস কোথায় পেলে"। ছোট ভাই বললে তুমি আমার বড় ভাই তোমায় আমার কোন কথা বলতে আপত্য নাই। বলে বল্লে যে আমি একদিন আগুণ পোয়াচ্ছিলুম এমন সময় একজন বুড়ো এসে একটু আগুণ পোয়াতে চাইল, আমি বল্লুম তুমি আমাকে তাহলে কি দেবে, সে বল্লে এমন একটা যাঁতা দেব যে তাকে তুমি যা বলবে সে তাই বের করবে। কাঠুরের বড় ভাই তখন তার কাছ থেকে যাঁতাটা চেয়েনিল। সে যাঁতাটা চেয়েই ভেবেছিল যে আর ফেরত দেবনা। তাই সে তার ছোট ভায়ের সঙ্গে

ঝগড়া করে চলেগেল। একদিন সে গ্রামের সব লোককে তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে। সকলে খেতে বসেছে, খুব খাচ্ছে। সকলেব যাঁতাব পায়েস এত ভাল লাগল যে গোড়াথেকেই পায়েস খেতে আরম্ভ করলে। এদিকে হয়েছে কি বড় ভাই যাঁতাটা আন্‌বার সময় মন্ত্রটা শিখে আস্‌তে ভুলে গেছে। এবাবে আবাব তাই হল যাঁতা থেকে পায়েস বেরুণ আব থামচে না। পায়েস বেরুতে বেরুতে ঘব টর সব আস্তে আস্তে ডুবতে লাগল। কত রকমেই যে সে থামাবাব জন্যে চেষ্টা কবতে লাগল। শেষকালে আব কিছু কবতে না পেবে থাম্ থাম্ বলে চেঁচাতে লাগল কিন্তু যাঁতা আব কিছুতে থাম্‌ল না। থামাতে না পেবে সে তাব ছোট ভাযেব কাছেই ছুটল। সে এসে মন্ত্র পড়ে যাঁতাটা থামাল। তখন বড ভাই এসে তাব কাছ থেকে ক্ষমা চাইল, আব তাব যাঁতা ফিরিয়ে দিল। কাঠুরে যখন গবীব তখন তাব একজন খুব গরীব বন্ধু ছিল। সে কাঠুরে বড়লোক হয়েছে শুনে তাব কাছ থেকে যাঁতাটা চাইতে এল যদি তাই দিয়ে ব্যবসাকবে বড় লোক হতে পাবে। কাঠুবে ভাল লোক, সে যে বড়লোক হয়েছে বলে তাব একটুই দেমাক ছিল না। বন্ধু যাঁতাটা চাইতেই সে যাঁতা তাকে দিয়ে মন্ত্র শিখিয়ে দিলে। তাব সেই বন্ধু নাবিকেব কাজ করত। একদিন সে জাহাজে করে যাচ্ছে এমন সময় জাহাজের কয়লা ফুবিযে গেল। জাহাজে ভয়ানক হৈ চৈ পড়ে গেছে হঠাৎ তার যাঁতাটাব কথা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে যাঁতা থেকে কয়লা বের করে নিল আব মন্ত্র পড়ে থামাল।

আব একদিন যেতে যেতে জাহাজের নাবিকদের রান্না কববাব নুণ ফুবিয়ে গেল। আবার তাব চটকরে যাঁতাব কথা মনে পড়েগেল আর নুণ বের করে নিল। কিন্তু সে মন্ত্রেব শেষেব একটা অক্ষব ভুলে গিয়েছিল বলে আব কিছুতেই থামাতে পাবে না। ক্রমশঃ এত নুণ বেরুতে লাগল যে ডেক টেক সব ভরে গিয়ে জাহাজ চাই ডোববার যোগাড়। কিছুতেই থামেনা দেখে সে তাড়াতাড়ি যাঁতাটা ছুঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দিলে। এখন ও সেই যাঁতাটা সমুদ্রেব তলায় ঘুবে নুন বেব কচ্চে আর তাই সমুদ্রেব জল এত লোনা।

গ্রে ব্রাদার,
৪র্থ-২য় প্যাক, কলিকাতা।

খেলা ধুলা

স্কাউটমাষ্টাব (ট্রুপকে)—এস্ আজ একটা নতুন খেলা তোমাদেব শেখাই। এটা তোমবা বোধহয় কখন খেলনি। তোমাদেব ৩টে পুরো পেট্রোলই ত আছে দেখছি। বেশ হবে এ খেলাটা থেকে কোন পেট্রোল কত চালাক তা টেব পাওয়া যাবে আর তা ছাড়া এতে পয়েন্ট দিয়ে ট্রুপ ফ্ল্যাগের জন্ম বিভিন্ন পেট্রোলেব প্রতিযোগীতায় সেগুনো ধরা হতে পারে। খেলাটা বোঝাবাব আগে এর সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলি শোন।

আমেরিকায় জান বোধহয় অনেক অসভ্য জাতীর দল আছে। এদের পরস্পরের মধ্যে ভয়ানক ঝগড়া বিবাদ, সর্ব্বদাই একদল অন্য দলেব ক্ষতি কববাব চেষ্টায আছে। কাজেই প্রত্যেকে আলাদা আলাদা লুকনো জায়গায় মিলিত হোত। আর প্রত্যেক দলই চেষ্টা করত অন্য দলেব এই লুকোন জায়গাটা খুঁজে বের কর্ত্তে। এব ফলে তোমাদের ভেতব যে সব কতকগুলি গুণ আমরা ঢোকাবার চেষ্টা করি সে সব গুণ আপনা হতেই তাদের ভেতব এসেছিল।

১জন স্কাউট—কি রকম গুণ স্যার?

স্কা-মা—এ ধরনা যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি, পায়েব দাগ দেখে অনুসরণ করা ও সে সব দাগ থেকে নানা

রকম ঘটনা ঠিক ভাবে অনুমান করে নেওয়া, শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে লুকোন এরকম কত বেলা যায়।

সকলে—হ্যাঁ স্যার, তারপর গল্পটা বলুন না স্যার।

স্কা-মা—হ্যাঁ তাড়াতাড়ি বলে নিচ্ছি; খেলাটা বোঝাতে ও একটু সময় যাবে। তোমাদের যা বলছিলুম এত হল বিভিন্ন দলের ভেতরকার ব্যাপার। কিন্তু এদের নিজের নিজের দলের ভেতরও একজন অন্য জনের থাকবার জায়গা জানতনা। এমন কায়দা করে এরা লুকিয়ে বাস করত যে কেউই সহজে এদের বাসস্থান খুঁজে পেতনা।

সকলে—তারপর কি হয়েছিল বলুন না।

স্কা-মা—ঘটনা হল এই যে একবার একটা দলের শত্রুদল কিরকম করে ঐ দলের একত্রে মিলিত হবার লুকোন জায়গাটা জেনে গেছল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে ঐ দলের কয়েকজন লোক শত্রুরা যে তাদের লুকোন জায়গাটার সন্ধান পেয়েছে তা জানতে পারে। তারা পরামর্শ কর্লে যে যেকরেই হোক দলের অন্য লোকেদের এ খবরটা দিতে হবে তা নইলে এর পর যখন সকলে ঐ জায়গাটায় একত্রিত হবে তখন শত্রুরা নিশ্চয়ই আচম্কা তাদের ওপর এসে পড়বে। কিন্তু মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল এই যে কেউই কারও ঘর বাড়ি জানেনা। কিন্তু তা সত্বেও তারা অনেককেই খবর দিয়ে উঠতে পেরেছিল। বলতে পার কি করে তারা খবরটা দিলে?

একজন—এ আর শক্ত কি! একটু চেষ্টা করে খুঁজলেই ত টের পাবে।

স্কা-মা—হ্যাঁ শক্ত নয় বটে কিন্তু চোখ কান খুলে নিজের বুদ্ধিটার ব্যবহার করা দরকার, ওরা তাইকরেই এ কাজটা করে উঠতে পেরেছিল। যাক্ এখন খেলাটা বুঝিয়ে দিই। প্রথমে তিনটে দল্ করতে হবে। একদল হবে "লুকোন দল" একদল হবে "শত্রুদল" আর আর একটা হবে "মিত্র দল"। খেলার জায়গার একটা সীমানা ঠিক করে দিই আগে।

একজন স্কাউট—এই আমাদের মাঠের চার-পাশের রাস্তাটাঅবধি খালি, থাক স্যার।

স্কা-মা—বেশ, সে মন্দ হবেনা। এবার প্রথমে লুকোন দলের ছেলেদের আলাদা আলাদা গিয়ে লুকোতে হবে। তার পর আমি "মিত্রদলের"-প্রত্যেকের হাতে কটা করে (কিছু লেখা) কাগজ দব। তাদের কাজ হবে লুকোনদলের ছেলেদের খুঁজে বের করে, সেই কাগজটা তাদের দেওয়া (একজনকে একটার বেশী কাগজ দেওয়া নিয়ম নেই) কিন্তু এ কাজটা যথা সম্ভব "শত্রুদলকে" লুকিয়ে কর্ত্তে হবে। অন্ততঃ কাজটা এমন করে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতে হবে যে শত্রুদলের কাছে ধরা পড়লেও সে তোমার কাগজটা না খুঁজে পায়। কিন্তু যতক্ষণ না এই দুদল একেবারে চোখের আড়াল হয় ততক্ষণ শত্রুদলকে চোখ বুজেথাকতে হবে। তারপর শত্রুদল "লুকোনদলকে" খুঁজতে চেষ্টা কর্ব্বে। আর মিত্রদলের কাউকে দেখতে পেলেও তাকে ধরে কাগজটা খুঁজে বের করে নেবার চেষ্টা করবে। কিন্তু যদি কাগজটা না পায় তাহলে ওরা তাকে ছেড়ে দেবে। আর "লুকোন দলের" কেউ এরকম কাগজ পেলে আমার কাছে চলে আসবে। এই যে চলে আসবে এও শত্রুকে লুকিয়ে কর্ত্তে পারলেই ভাল হয়। কারণ খেলায় দুরকম পয়েন্ট দেওয়া হবে

লুকোন দলই দুরকম পয়েন্ট পাবে এই—

১। লুকোন দলের কেউ যদি শত্রুকে লুকিয়ে কাগজ নিয়ে আমার কাছে আসতে পারে তবে ২ পয়েন্ট পাবে

২। কিন্তু ঐ কাগজ আনবার সময় শত্রুদলের কেউ তার সঙ্গে এলে সে—১ পয়েন্ট পাবে।

মিত্র দল দু'রকম পয়েন্ট পাবে এই যে—

১। যদি কেউ একবারও শত্রুর কাছে না ধরা পড়ে লুকোন দলের কাউকে কাগজটা দিতে পারে ত সে ২ পয়েন্ট পাবে,

২। কিন্তু কেউ যদি ধরা পড়েও কাগজটা ঠিক নিজের কাছে রেখে লুকোন দলকে দিতে পারে ত সে—১পয়েন্ট পাবে।

আর শত্রু দল দুরকম পয়েন্ট পাবে এই যে—

১। যদি কেউ লুকোন দলের কাউকে খুঁজে বের কর্ত্তে পারে ত সে—২পয়েন্ট পাবে।

২। আর যদি কেউ "মিত্র দলের" কারুর কাছ থেকে কাগজ কেড়ে নিয়ে, কাগজটা আমায় এনেদিতে পারে ত সে—১পয়েন্ট পাবে।

এখন বুঝেছ? এবার খেলা আরম্ভ করে দেওয়া যাক; কিন্তু একটা কথা, শত্রু দলের কেউ যদি লুকোন দলের কাউকে ধরে আনতে পারে ত সে (শত্রু) আর খেলতে পাবেনা। তা নইলে শত্রুর পুরো দলই যদি বরাবর থেকে যায় ত ওদেরই জেতবার সম্ভাবনা বেশী হবে। "খেলার সাথী"

বেলুড় বয়স্কাউট সমিতি

গত রবিবার ১৭ই মে অপরাহ্নে বেলুড় স্কুল গৃহে বেলুড়ের বয়স্কাউট সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন, হাবড়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস সি মুখার্জ্জি মহোদয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভায় বালি মিউনিসিপাল্‌টির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাগচি, লেলুয়া ওয়ার্কসপের ম্যানেজার, মিঃ কেন্‌ড্রিক্‌, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শেঠ (অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট বালি) উকিল শ্রীযুক্ত নলীনচন্দ্র সরকার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ভদ্রলোক এবং বাঙ্গালা প্রাদেশিক বয়স্কাউট সঙ্ঘের সেক্রেটারী মিঃ এন্‌ এন্‌ বোস মহাশয়, শ্রীরামকৃষ্ণ বেলুড় মঠের স্বামী শঙ্করানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। সমিতির সেক্রেটারী স্বামী নির্ভয়ানন্দ সমিতির রিপোর্ট পাঠ করেন। তাহাতে এক বৎসরের কার্য্য বিবরণী প্রদত্ত হয়। রিপোর্ট পাঠে দেখা যায় যে স্কাউট বৃন্দ বেলুড় গ্রামের বহু পুস্করিণী কেরোসিন তৈল দ্বারা শোধন, জঙ্গল পরিস্কার, আতুরের সাহায্য, জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার, শ্রমজিবীদের জন্য অবৈতনীক নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাদি বহু সৎকার্য্য করিয়াছেন ও তাঁহাদের যত্ন অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে গ্রামের বহু উন্নতি সাধন করিয়াছেন। মিস্‌ ম্যাকলিওড এ বিষয়ে অগ্রনী। মিঃ কেণ্ড্রিক গ্রামবাসীকে বিশুদ্ধ পানীয় জল দানে গ্রামবাসীর যে উপকার করিতেছেন এবং স্বামি নির্ভয়ানন্দ যে ভাবে সমিতির কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, তাহা অতিব প্রসংশনীয়। মিঃ মুখার্জ্জী প্রকাশ করেন যে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এবম্বিধ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সকলকে উৎসাহিত ও সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার হস্তে কিছু টাকার বরাদ্দ করিয়াছেন এবং তিনি ঐ অর্থ হইতে এই সমিতিকে কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন এরূপ আশা দিয়াছেন। বক্তৃতা কালে শ্রীসুরেন্দ্র বাবু বলেন এই রূপ যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সকলের কার্য্য বিবরণী বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিলে সাধরনের অধিকতর সহানুভূতি পাইবার সুযোগ ঘটে। সভায় স্কাউটগণের রচিত একটি প্রার্থনা ও একটি সঙ্গীত হয়। সভাপতিকে ধন্যবাদান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

বেলুড় বয়স্কাউট সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে রোভার্স স্কাউটগণের দ্বারা

গীত (সুর—ডি, এল, রায়)

১। কে আছ কোথায় ছুটে এস ভাই, বেলুড়ে হিন্দু মুসলমান।
ত্যজি হিংসা দ্বেশ জাতি অভিমান, জন্মভূমির সুসন্তান॥
এস হে কর্ম্মী এস হে মহান এস হে প্রেমিক ধন বীর্য্যবান্‌।
অতীতের কথা গৌরব গাথা, পথে পথে আজি করিতে গান॥
উঠ জাগ সবে ছুটে এস ভাই, রক্ষা করিতে বেলুড়ে আজ।
এখনও সময় আছে নাহি ভয় ক্ষীণ নাশা মৃদু বহিছে শ্বাস॥

২। উদিল যেথানে ভক্ত লালা বাবু গাহিতে বঙ্গে ত্যাগের গান।
কীর্ত্তি স্থাপিল বিবেকানন্দ জ্ঞান ও কর্ম্ম মূর্ত্তীমান॥
বঙ্গ শাসক গঙ্গা গোবিন্দ যথা আনন্দে করিল বাস।
এবে সে নগরী মশকের পুরী, ম্যালেরিয়া করে সর্ব্বনাশ॥
উঠ জাগ সবে ইত্যাদি—

৩। শুনি পুরাকালে সুকৃতী সকলে করেছিল নাকি বেলুড়ে বাস।
এখনও কানড়া ধর্ম্মতলায় মহিমা তাদের সুপ্রকাশ॥
রাণী কাত্যায়নী অন্নকুট যাগে, করে ছিল পূজা অন্নপূর্ণা মার।
এবে তথা দিনে শিবা গায়, ম্যালেরিয়া জ্বরে উঠে হাহাকার॥
উঠ জাগ সবে ইত্যাদি—

৪। সাধ যদি চিতে পূজিতে ভারতে, পূজ নিজ গ্রাম আগে বিধিমতে।
প্রকাশে বিলাস সেই অভিলাষে, পরিহাস তারে করে ইতিহাসে॥
জাগ বীর আজি ঘুচায়ে স্বপন, ঘোর অমানিশা শিয়রে শমন।
হেরিয়া তোমারে আলসে মগন, আয়ু বস প্রাণ করিছে হরণ॥
উঠ জাগ সবে ইত্যাদি—

মাসিক খবর

১। বাঙ্গলা বয়স্কাউটসঙ্ঘের কয়েকজন স্কাউটার (উপস্থিত কলিকাতার দ্বিতীয় সঙ্ঘের স্থাপয়িতারা) মিঃ কারথামকে কলিকাতা ক্লাবে ৮ই মে তারিখে একটি নৈশভোজদানে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সেখানে মিঃ কারথামকে তাঁব কাজের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি স্বর্ণনির্ম্মিত থ্যাঙ্ক্স্ ব্যাজ দেওয়া হইয়াছিল।

২। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লাট সাহেব মহোদয় আসানসোল বয়স্কাউট সঙ্ঘের হেডকোয়ার্টার নির্ম্মানকল্পে পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন।

৩। প্রতিবৎসর কলিকাতাব এই বয়স্কাউট সঙ্ঘ দুইটীর জন্য "বেলক্যাপ সন্তরণ প্রতিযোগীতা" নামে এক সন্তরণ প্রতিযোগীতা হয়। ইহাতে সন্তরণ, জল হইতে উদ্ধার করা ইত্যাদি নানাবিষয়ে পরীক্ষা করা হয়। এবৎসর দুইটী সঙ্ঘের ৩০টি দলের মধ্যে কেবল দশটী দল প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল। এই প্রতিযোগীতায় এবার কলিকাতা ২য় সঙ্ঘ যে বেশ ভাল ফল দেখাইয়াছে তাঁহা নিম্নলিখিত ফলা ফল হইতে টের পাওয়া যাইবে।

১ম	৯ম—২য়	দল	১০৩½ পয়েণ্ট
২য়	১ম—১ম	দল	৯৯½ পয়েণ্ট
৩য়	২য়—২য়	দল	৮৬ পয়েণ্ট
৪র্থ	১২—২য়	দল	৮০ পয়েণ্ট

৪। ২৫শে তারিখে বেঙ্গল ট্রেনিং ট্রুপেব এক সান্ধ্য সম্মিলন হইয়াছিল। তাহাতে প্রথম বেঙ্গল ট্রেনিং ট্রুপের ৬ জন ও ২য় ট্রুপের ১৯ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। একজন জলপাইগুড়ি হইতে, একজন আসানসোল হইতে, দুইজন কৃষ্ণনগর ও নদীয়া হইতে, একজন মেদিনীপুর হইতে ও একজন মুর্শিদাবাদ হইতে আসিয়াছিলেন। যাঁহারা আসিতে পরেন নাই তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দুঃখপ্রকাশ করিয়া ও নূতন মেম্বারদের অভিবাদন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। মোটের উপর সম্মিলনী খুব সফলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

৫। ২৩শে মে, শনিবার দিন এম্পারার ডে উপলক্ষ্যে ফোর্টউইলিয়ামের নিকটবর্ত্তী মাঠে ৫টার সময় কলিকাতার সমস্ত স্কাউট ও কাবেদের র‍্যালী হইবার কথা ছিল। ঠিক ছিল সকলে ঐ স্থানে সমবেত হয়ে ইউনিয়ান জ্যাককে অভিবাদন কর্‌বার পব ১ম কলিকাতা বয়স্কাউট সঙ্ঘের সভাপতি স্যার আলেকজাণ্ডার মারে মহাশয় এম্পায়ার ডে সম্বন্ধে ছেলেদেব কিছু বলিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঠিক ঐ সময় প্রবল বেগে বৃষ্টি নামায় সব ছেলেরাই খুব ভিজিয়া যায় ও র‍্যালী না করিয়াই তাহাদের ফিরিয়া আসিতে হয়।

৬। বাঙ্গলার চীফস্কাউট কলিকাতার সমস্ত স্কাউট ও কাবেদের একদিন দেখিতে চাওয়ায়, ঠিক হইয়াছে যে আগামী জুলাই মাসের ১লা তারিখে গভর্ণমেণ্ট হাউসে কলিকাতার সমস্ত স্কাউট ও কাবেদের একটি র‍্যালী ও প্রদর্শনী হইবে।

৭। বিগত ২১ মে বৃহস্পতি বার দিন ট্রুপের প্রতিষ্ঠান দিবস বলিয়া ১২-২য় কলিকাতা ট্রুপের একটি সম্মিলনী হইয়াছিল। ছেলেদের অভিবাবক ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনর প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

কথা ও সুরঃ ডি, এল রায়। **স্বরলিপি—অমর দেব।**

	+			0		+			0		
	সা	রে	গা	গা॰	গা	গা	গা	মা	গা	রে	রে
(১)	আ	জি	গো	তো	মা'র	চ	র	ণে	জ	ন	নী
(২)	জা	ন	কি	জ	ননী	জা	ন	কি	–	ক	ত
(৩)	ন	য়	নে	ব	য়েছে	ন	য	নে	র	ধা	রা
(৪)	পে	য়ে	ছি	যা	কিছু	কু	ডা	য়ে	তা	হা	ই

	+		Δ	Δ		+	Δ		0
	রে	গা	মা	মা	পা	গা	মা	ধা	পা
(১)	আ	নি	য়া	অ	র্ঘ্য	ক	বি	মা	দান
(২)	আ	মা	দে	বএ	ই	ক	ঠো	র	ব্রত
(৩)	জ	ঠ	রে	জ্বলে	ছে	য	খ	ন	ক্ষুধা
(৪)	তো	মা	র	কাছে	মা	এ	সে	ছি	ছুটি

	+		0		+	Δ		0	
	পা	পা	নি	নি ধা পা	পা	মা	পা	ধা	ধা
(১)	ভ	ক্তি	অ	শ্রু	স	লি	ল	সি	ক্ত
(২)	হায়	মা	যাহা	বা	ভ	ক্ত	তো	মা	র
(৩)	মিটা	য়ে	ছি	সেই	জ	ঠর	জ্বা	লা	য়
(৪)	বাস	না	তাহা	ই	গু	ণা	য়ে	যত	নে

	+			0		+			0
	রে	গা	রে	গা ম্া	ম্া	ম্া	রে	গা রে	সা
(১)	শ	তে	ক	ভ	ক্ত	দী	নে	র	গান
(২)	নিঃ	স্ব	কি	গো	মা	তা	রা	ই	যত্ত
(৩)	পি	ই	য়া	তো	মার	ব	চ	ন	সুধা
(৪)	সা	জা	ব	তো	মার	চ	র	ণ	দুটি

	+			0					0	
	পা	ধা	পা	সা	সা	সা	সা	সা	সা	সা
(১)	ম	ন্দি	র	র	চি	মা	তো	মা	র	লাগি
(২)	ত	বু	সে	ল	জ্জা	ত	বু	সে	দৈ	ন্য
(৩)	ম	রু	ভূ	মি	স	ম	য়	খন	তৃ	ষায়
(৪)	চা	হি	না	ক	কি	ছু	তু	মি মা	আ	মার

	+		0			+			0		
	নি	নি	ধা	পা	ধা	নি	ধা	নি	ধা	পা	পা
(১)	পয়	সা	কু	ড়া	য়ে	প	থে	প	থে	মা	গি
(২)	সয়ে	ছি	মা	স্থু	খে	তো	মা	রি	জ	—	ন্য
(৩)	আমা	দে	র	মা	গো	ছা	তি	ফে	টে	যা	য়
(৪)	এই	জা	নি	শু	ধু	না	হি	জা	নি	আ	র

	+			0			+			0		
	পা	গা	গা	রে	গা	রে	সা	রে	সা	নি	সা	নি
(১)	তো	মা	রে	পূ	জি	তে	মি	লে	ছি	জ	ন	নী
(২)	তা	ই	দু	হ	—	স্তে	তু	লি	য়া	ম	—	স্তে
(৩)	মি	টা	য়ে	ছি	মা	গো	স	ক	ল	পি	পা	সা
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	নী	হৃ	দ	য়	আ	মা	র

+			0			+			0	
ধা	নি	ধা	পা	ধা	পা	পা	ধা	পা	সা	সা
(১) স্নে	হে	র	স	রি	তে	ক	রি	য়া	স্না	ন
(২) ধ	রে	ছি	ধে	ন	সে	ম	হ	ত	মা	ন
(৩) তো	মা	র	হা	সি	টি	ক	রি	য়া	পা	ন
(৪) তু	মি	গো	জ	ন	নী	আ	মা	র	প্রা	ণ

কোরাস ঃ—

+			0			+				0		
সা	সা	সা	সা	সা	রে	নি	নি	নি	সা	ধা	ধা	ধা
জ	ন	নী	ব		ঙ্গ	ভা	ষা	এ		জী	ব	নে

+			0		+			0
পা	মা	পা	নি	ধা	পা	মা	পা	গা
চা	হি	না	অ	র্থ	চা	হি	না	মান

+			0		+			0		
রে	গা	রে	গা	মা	গা	রে	গা	নি	রে	সা
য	দি	তু	মি	দাও	তো	মা	র	ও	দু	টি

+			0		+			0
সা	রে	গা	মা	পা	পা	মা	ধা	পা
অ	ম	ল	কম	ল	চ	র	ণে	স্থান

মা—কড়ি মধ্যম; সা—রে—গা—তারার, নি—উদারার।

অঃ দেঃ।

১। আজি গো তোমার চরণে জননী আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান ;
ভক্তি—অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান।
মন্দির রচি মা তোমার লাগি, পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি,
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননী স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান।

কোরাস :—জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান।

২। জান কি জননী জান কি কত আমাদের এই কঠোর ব্রত !
হায় মা ! যাহারা ভক্ত তোমার নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য সয়েছি মা সুখে তোমারই জন্য
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে ধরেছি যেন সে মহত্ত মান।

কোরাস—জননী বঙ্গভাষা——

৩। নয়নে বহেছে নয়নের ধারা জঠরে জ্বলছে যখন ক্ষুধা
মিটায়েছি সেই জঠর জ্বালায় পিইয়া তোমার বচন সুধা ;
মরুভূমি সম যখন তৃষায়, আমাদের মা গো ছাতি ফেটে যায়
মিটায়েছি মা গো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান।

কোরাস :—জননী বঙ্গভাষা——

৪। পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি
বাসনা তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দু'টি।
চাহি নাক কিছু, তুমি মা আমার এই জানি শুধু নাহি জানি আর
তুমি গো জননী হৃদয় আমার, তুমি গো জননী আমার প্রাণ।

কোরাস :—জননী বঙ্গভাষা——

ধাঁধা

একজন ডাকাত তার সঙ্গী অন্য একজন ডাকাতকে তাদের গুপ্ত প্রণালীতে চিঠি লিখেছে। পথে সেই চিঠি পুলিশের হস্তগত হয়েছে। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কেউই ঐ চিঠিটার মানে বুঝতে পারলে না। একজন স্কাউট তখন সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে চিঠিখানা দেখে কি রকম করে সেটা পড়তে হয় সবাইকে দেখিয়ে দিলে।

চিঠিখানা এই রকম :—

"২ ওাত্যাতি ইবড়িপয়া ধইনে জই ত্যাং চেনবে মিকতরি স্তনাস্থাধ্যে মরণ্টা ঘওল মাইরা চোছেয়া ইলছুপি স লিপু"

কি রকম করে সে পড়েছিল বলতে পার ?

কৌশিক